আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে রংপুর জেলার অবদান

এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়কঃ
জনাব অধ্যাপক নাজির আহমদ
আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

425528

GIFT

উপস্থাপনায়ঃ
সৈয়দ খলিলুর রহমান
এম.ফিল (দ্বিতীয় বর্ষ)
শিক্ষা বর্ষ ২০০১-২০০২
রেজিঃ নং ৪৪
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Library
425528

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

সৈয়দ খলিলুর রহমান আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে রংপুর জেলার অবদান" শীর্ষক থিসিস্ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নিদের্শে লিখিত হয়েছে।

২. এটি সম্পূর্ণ রূপে সৈয়দ খলিলুর রহমান এর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম।

৩. এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক গবেষণা কর্ম।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য সন্তোষজনক। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নাই। আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চুড়ান্ত পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

425528

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

অধ্যাপক নাজির আহমদ

গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষনা করছি যে, "আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে রংপুর জেলার অবদান" শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য প্রণীত এই গবেষণা সন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব নাজির আহমদ অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমি আরও ঘোষনা করছি যে, এই মৌলিক গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোন গবেষক কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

425528

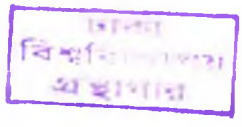

সৈয়দ খলিলুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার জন্য, যার অপার করুনায় আমার এ গবেষণা সন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অগনিত দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী (সাঃ)এর প্রতি যিনি জ্ঞান সাধনা ও ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য অপরিহার্য করেছেন।

এ গবেষণা কর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে সর্বপ্রথম যাকে স্বরণ করতে হয়, তিনি হলেন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক নাজির আহমদ। তার অক্লান্ত পরিশ্রম, নিবিড় সাহায্য ও সহযোগিতা এবং গঠনমূলক ও কার্যকর উপদেশ অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে।

আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব এ্যাডভান্সড ষ্টাডিজ ও একাডেমিক পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের, যারা আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে অনুমতি প্রদান করেছেন। তাছাড়া আমি আন্তরিকতার সাথে স্বরণ করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আ.ত.ম মোছলেহ উদ্দিন, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামীসহ সকল শিক্ষকমন্ডলীকে যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব ডক্টর মুহম্মদ মুহসীন সাহেবের প্রতি যিনি আমার গবেষণা কর্মের দিক নির্দেশনা ও অমূল্য উপকরন সরবরাহ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর প্রধান সহকারী জনাব তাহের সাহেব ও সিনিয়র রেফারেন্স কাম পিরিওডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট গ্রেড-১ জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন সাহেবের প্রতি যারা গবেষণার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।,

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইব্রেরী থেকে আমি উপকৃত হয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ঢাকা, ব্যানবেইস লাইব্রেরী ঢাকা, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী, কারমাইকেল কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী রংপুর অন্যতম। এ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামাতাকে যাঁদের অনুপ্রেরণা ও দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ তায়ালা আমার এই উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত করেছেন। সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, আমার শ্রদ্ধেয় ফুপাজী জনাব মোঃ ফজলুল হককে যার মহামূল্যবান পরামর্শ ও গবেষণা কর্মের প্রতি উৎসাহ অনুপ্রেরণা আমাকে চিরঋণী করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, আমার বন্ধুপ্রতিম জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জাহিদকে যিনি মূল্যবান পরামর্শ ও উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে আমার গবেষণা কর্মে সহয়তা করেছেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, স্নেহভাজন ছোট ভাই মোঃ হাসানুজ্জামান হাসানের প্রতি যে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে গবেষণাকর্মটি নিখুঁতভাবে আদ্যন্ত কম্পোজ ও প্রিন্টিং কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর কৃষিবিদ জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ও শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী জনাবা ডাঃ খোদেস্তা আক্তার হীরার প্রতি যাঁদের মহামূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ, ও অনুপ্রেরণা আমাকে গবেষণাকর্মটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

সবশেষে আমার সহধর্মিণী ফারহানা ফেরদৌস (শাপলা) যে আমাকে এই গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ করার জন্য শুধুমাত্র উৎসাহ ও সাহসই প্রদান করে নি, বরং অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে বর্ণবিন্যাস করতে সহায়তা করেছে। প্রকৃত পক্ষে তার নিবিড় ও নিরবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও সহযোগিতা ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পরিশেষে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং আজীবন ওহীভিত্তিক জ্ঞান সাধনা ও ইসলামী গবেষণায় আত্মনিবেদিত থাকার তৌফিক দান করেন।

সৈয়দ খলিলুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

(ক) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখেছেন বা লিখিয়াছেন তাঁর নামের সে বানানই হবে।

(খ) যে সব ইংরেজী, আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেগুলোকে সাধারণতঃ প্রচলিত আকারেই রাখা হয়েছে। যথা-আইন, চেয়ার, টেবিল, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, হুকুম, আলেম, মাওলানা, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তের প্রাচীন জনপদ রংপুর। তরুশ্রেণী, শস্যক্ষেত, তামাক আর সবুজ বনানী আচ্ছাদিত এই রংপুর প্রকৃতির অপরূপ দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ। এখানে চোখ মেললেই উত্তর দিগন্তে ধরা দেয় বিশাল পর্বতমালা হিমালয়ের রজত মুকুট বিস্ময়কর রূপ সৌন্দর্য। তাই ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে সমতল ভূমি হলেও এর প্রকৃতির স্বভাবে ছড়িয়ে আছে এক ধরণের পর্বত-উদারতা। ছড়িয়ে আছে রূপবিমুগ্ধ ও গৌরব পুলকিত চিত্তের বিস্ময় বিমূঢ় মৌনতা। আর সে কারণেই এখানকার মানুষগুলো প্রকৃতির মতোই উদার এবং পাহাড়ের ধ্যান মৌন স্বভাবের মতোই শান্ত।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই রংপুরের শান্ত উদার মানুষেরা স্বপ্ন দেখে সমৃদ্ধ জীবনের। ফসলের সৌরভ, পাতার মর্মর ধ্বনি, পাখির কলরব, আর নদীর কলতানে এখানে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় সুখের অনুভব, জাগায় অন্তহীন প্রত্যাশা। তাই ফল-ফসল আর সবুজ বনানীর বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই জেলা ও তার মানুষেরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির বেগমান ধারায় বহমান হয়েও আজো ধরে আছে স্বতন্ত্র পরিচয়। স্বপ্ন উজ্জীবিত ও সংকল্প দৃঢ়চিত্তে লালন করছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার।

এখানে গ্রামাঞ্চলে সুদীর্ঘকাল থেকেই বয়ে চলেছে সহজ সরল জীবনের এক অকৃত্রিম প্রাণধারা। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় আর সমস্যা সংকটে পরিপূর্ণ এই জীবনের রয়েছে জীবনকে ভালবেসে বেঁচে থাকার বিচিত্র অনুভব। তাই যুগ যুগ ধরে এখানে মানুষের মধ্যে রয়েছে স্বপ্নের অনুভূতির সঙ্গে দুঃখের যন্ত্রণা, আনন্দ পুলকের সঙ্গে বেদনার নীল দংশন এবং প্রেমের অনুরাগের সঙ্গে বিরহের ব্যাকুল কাতরতা।

এসবই এখানে জীবনকে দিয়েছে এক বৈচিত্রময় রমনীয়তা। শুধু তাই নয় এখানে মানুষ তার কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে গড়ে তুলেছে বৈচিত্রময় এই রমনীয় জীবনের অসংখ্য কীর্তি। জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার প্রয়াসে সৃষ্টি করেছে সাফল্য ও গৌরবের কালজয়ী ইতিহাস।

প্রাচীনকালে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী এবং পশ্চিম বাংলার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ অঞ্চল পৌন্ড্রদেশ নামে অভিহিত ছিল। অপর দিকে আসাম, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রংপুর জেলার কিয়দংশ তখন কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। আর্যরা বহুকাল পূর্বে ভারতে বসবাস শুরু করে। তারা প্রথমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ন্তগত সিন্ধু নদীর তীরে বাস করা শুরু করে এবং ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে কালের অগ্রযাত্রায় তারা অবশেষে পৌন্ড্রদেশ ও কামরূপে এসে পৌঁছে। রংপুর জেলায় বসবাসকারী পৌন্ড্র

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল ক্ষত্রিয়। যারা এখানকার আদি অধিবাসী বলে ঐতিহাসিকগণ তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পৌন্ড্রে ক্ষত্রিয়রা পরবর্তীতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রংপুরই হচ্ছে বাংলাদেশের এমন একটি জেলা যেখানে সর্বশেষে ইসলামের আগমণ ও প্রসার ঘটে। বাংলার অন্যান্য জেলাগুলো সুলতানী আমলে খুব দ্রুত মুসলমানদের পদানত হয়েছিল। রংপুরের বেলায় তার বিরাট ব্যতিক্রম ঘটে।

রংপুরে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করার পূর্বে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজবংশী, হিন্দু, বৈশ্য,ও শূদ্র প্রভৃতি ধর্ম ও বর্ণের প্রচলন ছিল। ডঃ প্রিয়ার মতে রংপুরে যে, প্রাচীন কাল থেকে হিন্দু বসতি ছিল তা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়।

অপরদিকে রংপুরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর হিন্দুর আধিক্য না থাকায় নিপীড়িত সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনগণ ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রংপুরে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে মুসলমানগণ অবদান রেখে গেছেন তাদেরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকল্পে। হিজরী ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে এরূপ একজন মুসলিম বীর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেন। তাঁর আগমনের ফলে রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের বিজয় পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। আর এক শ্রেণীর মুসলমান এসবের অনেক পূর্বেই সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ এমনকি রংপুরেও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে। তদুপরি বেশ কিছু সংখ্যক ওলী, দরবেশ, ফকীর, সুন্নী, সাধক প্রমূখ কেবল ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে তশরীফ এনেছিলেন এবং এ মহান কাজে আমরণ নিয়োজিত থেকে জনসাধারণকে ইসলামের মর্ম বাণীর দিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এদের মধ্যে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, মখদুমশাহ জালালুদ্দীন জাহাঁগাশ্‌ত বুখারী, হযরত শাহ ইসমাইল গাজী প্রমূখ। এছাড়া রংপুরে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রাচীন মসজিদ সমূহের ভূমিকাও কম ছিল না । ইজারাদারের মসজিদ, মুহম্মদ শাহের মসজিদ, মনসুর খাঁর মসজিদ, রতিপুর কেরামতিয়া বড় জামে মসজিদ, কেউট মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল মসজিদ রংপুর অঞ্চলে আগত বিভিন্ন সূফী সাধকের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নীরব সাক্ষী হিসেবে আজোও বিদ্যমান রয়েছে। সূফী সাধকদের বদৌলতে রংপুরে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে অনেক জ্ঞানী গুনী, ইসলামী চিন্তাবিদ জন্ম নেয়। তাদের প্রচেষ্টা ও স্থানীয় জনগণের সহযোগীতায় এ অঞ্চলে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও ইসলামী পাঠাগার স্থাপিত হয়।

কন্যা ও জননীর সম্পর্ক যেমন অচ্ছেদ্য, তেমনি রংপুর ও কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এ জেলার কৃতি সন্তান বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন উপমহাদেশে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এমনিভাবে জেলার অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এখানে জন্ম নেয়া অনেক কৃতি সন্তান আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন । এ ধরনের গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের মানুষ রংপুর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবে। তাছাড়া আরবী, ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট পাঠক- পাঠিকারাও এ গবেষণা কর্ম থেকে উপকৃত হবে এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে রংপুরের সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবগত হবে।

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রথম অধ্যায়ে রংপুর নামকরণের পটভূমি, রংপুরের জনপরিচয়, রংপুরের দেশ পরিচয়, রংপুরের ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয়, রংপুরের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়সহ একনজরে রংপুর জেলার পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ ও বিকাশ, তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলাম প্রচারের প্রাক্কালে তৎকালীন রংপুরের অবস্থা, সূফী-সাধকদের আগমন, মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ, রংপুরে ইসলাম প্রচারে ঐতিহাসিক মসজিদ ও মাযারসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে রংপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ও কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে, এছাড়া পঞ্চম অধ্যায়ে আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে রংপুরের মাদ্রাসা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অবদান বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে রংপুর জেলার খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনী সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর জেলার মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

শিরোনাম	ঃ	i.
প্রত্যয়ন পত্র	ঃ	ii.
ঘোষনা পত্র	ঃ	iii
কৃতজ্ঞতাস্বীকার	ঃ	iv-v
অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি	ঃ	vi
মুখবন্ধ	ঃ	vii-ix
রংপুর জেলা মানচিত্র	ঃ	x

প্রথম অধ্যায়

রংপুরের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুর (রঙ্গপুর) নামকরনের পটভূমি	১-৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুরের জনপরিচয়	৭-৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুরের দেশ পরিচয়	৯-১১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুরের ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয়	১২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুরের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়	১৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	এক নজরে রংপুর জেলা	১৪-২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষাঃ স্বরূপ ও বিকাশ ২৮-৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

রংপুরে ইসলাম

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	ইসলাম প্রচারের প্রাককালে তৎকালীন রংপুরের অবস্থা	৪৯-৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুরে সূফী-সাধকদের আগমন ও ইসলাম প্রচার	৫৫-৫৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ ও ইসলাম প্রচার	৫৯-৬৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুরে ইসলাম প্রচারে ঐতিহাসিক মসজিদসমূহের ভূমিকা	৬৪-৬৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	রংপুরে ইসলাম প্রচারে মাযারসমূহের ভূমিকা	৬৮-৭০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭১-৭৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের স্কুল ও কলেজ ৮০-১০৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এর ভূমিকা ১০৯-১১৯

পঞ্চম অধ্যায়

আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রংপুর জেলায় আলিয়া মাদ্রাসা সমূহ এবং আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা চর্চা ১২০-১৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী শিক্ষা প্রচারে রংপুরের কওমী মাদ্রাসাসমূহের ভূমিকা ১৪৮-১৫৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আরবী ভাষা ও শিক্ষায় রংপুরের মক্তব, হাফিজিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ১৫৬-১৬৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে রংপুরের ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৬৮-১৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারে রংপুরের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)-এর রংপুরে আগমন ও ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান ১৯৪-২০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও নারী শিক্ষা জাগরণে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ২০২-২২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আরবী ও ইসলাম শিক্ষায় অগ্রগতিতে আলহাজ্ব আব্দুর রহমান ২২২-২২৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারে চারি তরীকার পীরে কামেল সূফী সম্রাট হযরত মওলানা কছিম উদ্দিন (রহঃ) ২২৬-২৩৮

উপসংহার ২৩৯-২৪০
গ্রন্থপঞ্জী ঃ ২৪১-২৪৪
পরিশিষ্ট ঃ ২৪৫-২৫২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

রংপুরের ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

রংপুর(রঙ্গপুর) নামকরনের পটভূমি

সাধারন অর্থে 'রঙ্গপুর'-কে আমরা 'রঙ্গ'-এর 'নিকেতন' বা রঙ্গভূমি নামে আখ্যায়িত করতে পারি। অতীত রাজা- বাদশাহদের মনের মত পছন্দসই স্থান ছিল এ 'রঙ্গপুর'। যা হোক, 'রঙ্গপুর' নামকরণকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের জনগণের মাঝে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এগুলো কোন প্রকার প্রামান্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 'রঙ্গপুরের' মূল উৎস যে 'রঙ্গ' তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এ রঙ্গ রঙ, না আনন্দ না লালমনিরহাট নাকি বিস্তৃতভূমি, এ নিয়ে নানাজনে নানা মত পোষণ করেন।

মহাভারতে বিবৃত হয়েছে যে, পৌরাণিক যুগে প্রাগ জ্যোতিষপুর রাজ্যের পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা ভগদত্তের প্রমোদ স্থান এখানে ছিল বলে এ স্থানটির নাম হয়েছে 'রঙ্গপুর'।[১] 'রঙ্গ' অর্থ আনন্দ; 'পুর' অর্থ আবাস। এটি ছিল আনন্দের আবাসস্থল। রাজা ভগদত্তের প্রাগ জ্যোতিষপুর রাজ্যের সীমা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে করতোয়া নদী যা বদরগঞ্জ ও খোলাহাটি রেল ষ্টেশনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশ এবং দক্ষিনে বগুড়া ও ঘোরাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ বিস্তৃত রাজ্যটির কেন্দ্র বিন্দু (রাজধানী) আসামের গৌহাটিতে বিদ্যমান ছিল। রাজা ভগদত্ত সেখানেই বসবাস করেন। সেখানে থেকে দিনে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত রঙ্গপুরে প্রমোদ উদ্যান যে নির্মান করেন নি, তা আমরা অনেকটা পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেও বলতে পারি। প্রথমত 'রঙ্গপুর' কখনই দার্জিলিং কিংবা সিমলার ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বা চিত্তকর্ষক স্থান ছিল না। দ্বিতীয়ত গরমের সময় এখানে শরীর থেকে প্রচুর ঘাম নির্গত হয়ে থাকে; আবার শীতকালে হিমেল হাওয়ায় মানুষ থরথর করে কাপে আর বর্ষাকালে অনবরত দিনরাত বৃষ্টি ঝরে। ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এ স্থানটিতে ভগদত্ত যে আমোদ উদ্যান বানান নি, তা এমনিতেই বলা যায়। তাছাড়া এ বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও মিলে নি। তদুপরি সে যুগে কোন উড়োজাহাজ, ট্রেন কিংবা মোটরগাড়ী ছিল না। কাজেই রাজা ভগদত্ত হাতির পিঠে বা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে কিসের আকর্ষনে প্রমোদ ভ্রমণে এখানে আসবেন? পরিশেষে, রাজা ভগদত্তের প্রমোদ -উদ্যান কোন রঙ্গপুরে ছিল? গৌহাটির পশ্চিমের 'রঙ্গপুর' নামক একটি স্থান তখন বিদ্যামান ছিল। এ দু'টির মধ্যে কোন রঙ্গপুর তার প্রমোদ-উদ্যান হিসাবে মনোনীত হয়েছিল? কাজেই বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট রেকর্ড রঙ্গপুর ভল্যুম-১,(১৭৭০-১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৭-এ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা মনগড়া ইতিহাস রচনাকালে রাজা ভগদত্তের প্রমোদ-উদ্যান ঘাঘট নদীর তীরে বিদ্যমান রঙ্গপুরের কথাই উল্লেখ করেছে যা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়।[২] বিশ্বকোষের লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী

Dhaka University Institutional Repository

নগেন্দ্রনাথ বসু ঘাঘট নদীর তীরে ভগদত্তের প্রমোদ-উদ্যানের কথা একেবারেই হাস্যাস্পদ ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।[৩]

কেউ কেউ এ অভিমত পোষণ করেন যে, কামরূপ রাজবংশে মহীরঙ্গ নামক একজন প্রভাবশালী রাজার আবির্ভাব ঘটেছিল। এ মহীরঙ্গের নামানুসারে এ জেলাটির নামকরণ হয়েছিল রঙ্গপুর। এ অভিমতটিও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ডক্টর নিহার রঞ্জন রায় মনে করেন যে, অতীতে যে সকল জনপদের মাটি লাল ছিল, সে সকল জনপদ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণের কাছে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে হত। অতীতে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি খুব উচু এবং সমগ্র অঞ্চলটির মাটির রং ছিল লাল। এ কারণেই বৌদ্ধদের নিকট এ অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র এবং তারাই এ অঞ্চলটির নামকরণ করেন রঙ্গপুর। এ অভিমতটিও গ্রহনযোগ্য নয়। কারন রঙ্গপুর শহর এবং এর কাছের এলাকা, যেমন মাহিগঞ্জ, নিশবেতগঞ্জ, ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত যমুনাশ্বরী নদী বিধৌত বদরগঞ্জ থানা, ১০ মাইল দক্ষিনে বিদ্যমান রাণীপুকুর, ৮ মাইল উত্তরে পাগলাপীর এবং তারও উত্তরে অবস্থিত জলঢাকা থানা ইত্যাদি সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাটির রং সাদা। আবার কোথাও কোথাও বালু আর বালু। অবশ্য রঙ্গপুর শহর থেকে আট-দশ মাইল দক্ষিন-পশ্চিম কোণে অবস্থিত গোপালপুর,পদাগঞ্জ, দক্ষিণে মিঠাপুকুর থানাধীন শুকুরের হাট, শালটি, গোপালপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মাটির রংও লাল। রং এর কারনে আলোচ্য অঞ্চলটির নামকরণ লালপুর হলেই মনে হয় যুক্তিসঙ্গত হত যেমন পীরগঞ্জ থানার লালদীঘি এবং বদরগঞ্জ থানা বন্দরের ৮ মাইল দক্ষিণে রয়েছে লালবাড়ী লালবর্ণের মাটির কারনে আমরা রাঙামাটি নামক নামটির সাথে সুপরিচিত এবং সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া ঢাকা শহর পুরোটাই লাল মাটির উপর বিদ্যমান। এর আশেপাশের মাটির রংও লাল। অধিকন্তু ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য দিয়ে বিরাজমান রেল লাইনের দুধারের সুবিস্তীর্ণ রক্তিম বর্ণের মাটি দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার মাটির রং সিঁদুর কিংবা রক্তজবার মতো লাল সেখানে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজারা উক্ত অঞ্চলের কোন নামকরণ করেন নি। কাজেই যুক্তির প্রেক্ষিতে রঙ্গপুর নামকরণের পিছণে বৌদ্ধদের কোন প্রকার প্রভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়না ।

লেপচা ও ভূটিয়া ভাষায় তিস্তা নদীর নাম তিস্তাং। তিস্তাং শব্দের অর্থ বিস্তৃত। তাদের ভাষায় 'রঙ্গপুর' অর্থও বিস্তৃত। অনেকের মতে সম্ভবত তিস্তার তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলকে তারাই রঙ্গপুর নামে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এরূপ ধারনার যুক্তিযুক্ত নয়। কারন ভূটানের পাহাড়ী ভাষার কোন প্রভাব রঙ্গপুর অঞ্চলে বা বাংলাদেশের কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সুদূর অতীতে একমাত্র ভূটিয়া ঘোড়া বাংলাদেশে আমদানি করা ছাড়া ভূটিয়াদের সভ্যতা সংস্কৃতির কোন কিছুরই প্রভাব বাঙালীদের উপর নিপতিত হয়নি। সুতরাং ভূটিয়া ভাষার রঙ্গ বা বিস্তৃত ভূমির কারনে 'রঙ্গপুর' নামকরনের পশ্চাতেও যুক্তি কোনক্রমেই গ্রহনযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহার সরকারের রাজস্ব হেড কোয়ার্টার্স হিসাবে মুঘল সম্রাটগণ 'রঙ্গপুর' শহরটির গোড়াপত্তন করেছিলেন। যদিও তারা প্রথম যে দু'টি স্থানে আস্তানা গেড়েছিলেন, সে দু'টি স্থানের নাম হচ্ছে যথাক্রমে মাহিগঞ্জ ও নওয়াবগঞ্জ। উল্লেখ্য যে, স্বল্প সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে তিস্তার অববাহিকা 'রঙ্গপুর' নদীবাহিত অঞ্চলটি রংপুর নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিতি লাভ করে। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, গৌড়ের নবাবের প্রতিনিধি বরদজঙ্গের রঙমহল ছিল এ স্থানটিতে এবং এ কারনেই এর নামকরন হয়েছে রঙ্গপুর। তবে তিনি কখন ও কোথায় তার 'রঙমহল' নির্মাণ করেছিলেন তার সঠিক কোন প্রকার ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না। এতদঞ্চলের কোথাও তার নির্মিত রঙমহলের ধ্বংসাবশেষেরও কোন চিহ্ন নেই এবং কোথাও এর হদিসও মেলে না।

আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে ভারতের ইতিহাসের প্রখ্যাত মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবেকের অন্যতম স্বনামধন্য সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নবদ্বীপ (নদীয়া) এবং লক্ষণাবতী বিজয় সম্পন্ন করে রঙ্গপুরে আগমন করেছিলেন । সে সময়ে প্রাগ জ্যোতিষপুর রাজ্যটি কামতাবিহার নামে অভিহিত হত। সম্ভবত রাজা ভগদত্তের বংশের পতনের পর পাল বংশীয় শাসকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে প্রাগ জ্যোতিষপুর নামটি পরিবর্তন করে সমগ্র রাজ্যটির নামকরণ করেন কামতাবিহার। মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বৌদ্ধ বিহার থেকে 'বিহার' শব্দটি গ্রহন করা হয়েছে। ইতিহাসে স্বাক্ষ্য মেলে যে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পাল রাজবংশের রাজারা কামতাবিহার রাজ্যটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সে সময় রঙ্গপুর কামতাবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল এবং 'রঙ্গপুর' রত্নপীঠ নামে সুপরিচিত ছিল। অতঃপর পাল বংশের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেন বংশ। এ বংশেরই অন্যতম রাজা কান্তেশ্বর কামতাবিহার রাজ্যটিকে নিজ করতলগত করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে। অনুমান করা হয়ে থাকে যে, এ রাজার শাসনামলে বখতিয়ার খলজী উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন । এ সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিশতা তার মশহুর গ্রন্থ 'তারিখ-ই ফিরিশতা'য় উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে যে, প্রথম বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীই সর্বপ্রথম 'রঙ্গপুর' নামক শহরটির গোড়াপত্তন করেন ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে (৬০০ হি.)। স্মরন করা যেতে পারে যে, নদীয়া বিজয় সম্পন্ন করে তিনি সর্বপ্রথম বর্তমানকালের পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার অধীন দেবকোটে তার প্রথম রাজধানী স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

''দর সরহদে বাঙ্গালাহ দর এওওযে শাহরে নওদিআ (নওদিআ)
শাহরে মওসুম বে-রঙ্গপুরে বেনা বারদা-দারুল মূলক খুদ সাখ্ত ।''[৪]
বাঙ্গালার সীমান্তে নওদিআ শহরের বদলে খল্জী রঙ্গপুর নামক একটি নতুন শহর বানালেন। এটিই ছিল তার খুদ রাজধানী (দারুল মুলক)।[৫]

ঐতিহাসিক রমা প্রসাদ চন্দ্র ও প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আহমদ হাসান দানী [৬] বখতিয়ারের নওদিআ বর্তমান নদীয়া জেলার নবদ্বীপ নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, নওদহ বা নওদা বা নওদিআ বর্তমান রাজশাহী জেলার মহানন্দা ও পূনর্ভবা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। উক্ত ঐতিহাসিকদ্বয়ের অভিমতের ব্যাখ্যার আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বর্তমান গোদাগাড়ী স্থানটিই বখতিয়ার আমলে নওদিআ নামে অভিহিত হত। উল্লেখ্য যে, এ গোদাগাড়ী থেকে লক্ষণ সেনের দ্বিতীয় রাজধানী বিজয়নগর ছিল ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গবেষকরা এ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে উক্ত বিজয়নগরে অনুসন্ধান চালিয়ে বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক নির্দশনের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন।

যা হোক, 'রঙ্গপুর' শহর সংলগ্ন মাহিগঞ্জ অঞ্চলে বড় রঙ্গপুর, ছোট রঙ্গপুর, খোদ রঙ্গপুর ও হাট 'রঙ্গপুর' নামক চারটি গ্রাম বিদ্যমান থেকে আজও রাজধানী রঙ্গপুরের স্মৃতি বহন করছে। এ গ্রামগুলোর কাছে বখতিয়ারপুর নামক আরও একটি গ্রাম বিদ্যমান থেকে সেটিও প্রথম বঙ্গদেশ বিজয়ী বখতিয়ার খলজীর এ অঞ্চলে আগমন ও অবস্থানের স্বাক্ষর বহন করছে। কথিত রয়েছে যে, সেনাপতি বখতিয়ার খল্জী বখতিয়ারপুর ও দমদমা হয়েই তার দুঃসাহসিক কামরূপ অভিযানে পা বাড়িয়েছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হুসায়েন সলিম তার রচিত 'রিয়ায আল-সালাতিন'[৭] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুঘল আমলে রঙ্গপুর ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ মানচিত্র বিশারদ মিঃ রেনেলের মানচিত্রে রঙ্গপুর প্রদেশের উল্লেখ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

বখতিয়ার খলজীর পূর্বে রঙ্গপুর শহর কিংবা রঙ্গপুর অঞ্চল রঙ্গপুর নামে অভিহিত হত এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বখতিয়ার লক্ষণ সেনের রাজ্য দখলের পর দেবকোটে তার প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এ দেবকোট হচ্ছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানাধীন একটি ঐতিহাসিক স্থান। কামরূপ বিজয় উপলক্ষে বখতিয়ার সেখান থেকে সোজা উত্তর-পূর্বদিকে (বর্তমান গোবিন্দগঞ্জের মধ্যে দিয়ে) অগ্রসর হন। অতঃপর পায়রাবন্দ পরগনা হয়ে তিনি ঘাঘট নদী অতিক্রম করে বর্তমান মাহিগঞ্জ এলাকায় শিবির স্থাপন করেন, যা তার অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি শুধু যে কামরূপ বিজয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তা নয়। তার উদ্দেশ্য ছিল কামরূপসহ সমগ্র পার্বত্য রাজ্যসমূহ দখল করা। সুদূর দেবকোট থেকে কামরূপসহ

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র পার্বত্য রাজ্যসমূহে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলেই তিনি এখানে তার একটি অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সেদিন যদি তিনি কামরূপ বিজয়ে সফল হতেন, তাহলে বর্তমান মাহিগঞ্জ (রঙ্গপুর) একটি পূর্ণাঙ্গ রাজধানীতে পরিণত হত। কিন্তু কামরূপ অভিযান ব্যর্থ হয়ে তিনি 'রঙ্গপুর' থেকে তার অস্থায়ী শিবির তুলে রাজধানী দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে তার প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর শহরটি ইতিহাসের আলোচনা থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়।[৮]

কেউ কেউ মনে করেন ইংরেজ আমলে এখানে কাপড়ে রং করা হতো বলে এ নামের সৃষ্টি। এরকম বিভিন্ন অভিমত থাকলেও 'রঙ্গপুর' নামকরণ সম্পর্কে মিঃ ই গ্লোজিয়ার তাঁর "রিপোর্ট অন দি রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক" গ্রন্থে বলেন তিস্তা বা ত্রিস্রোতা পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে 'রঙ্গ' নাম প্রচলিত ছিল। রঙ্গপুরের উল্লেখযোগ্য নদী তিস্তা। প্রাচীন বাঙলার মানচিত্রে তিস্তা নদীর উত্তর প্রবাহের নাম রঙ্গপুর দেখতে পাওয়া যায়। তাই পার্বত্য অধিবাসীদের পরিচিত 'রঙ্গ' কিংবা 'রঙ্গপু' নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত জনপদের নাম রঙ্গপুর অনায়াসে হতে পারে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার জের টেনে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আলোচ্য রঙ্গপুর শহরটির গোড়াপত্তন করেন প্রথম বঙ্গদেশ বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী তার বিজিত অঞ্চলের রাজধানী শহররূপে। বস্তুত তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন শহরটির রঙ্গপুর নামকরণও তিনিই করেন । এদেশে তাঁর আগমনের পূর্বে রঙ্গপুর নামে কোন শহরের অস্তিত্ব ছিল না। রাজধানী রঙ্গপুর পরবর্তীকালে রঙ্গপুর প্রদেশে পরিণত হয়। অতঃপর বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী 'রঙ্গপুর' বর্তমানে রংপুর নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহাভারত।

২. বেঙ্গল ডিষ্টিক্ট রেকর্ড ঃ রঙ্গপুর ভল্যুম-১, পৃ.৭।

৩. শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু ঃ বিশ্বকোষ গৌড়শ ভাগ, ১৩১২ বাংলা পৃ. ১৫৩।

৪. আবুল কাশিম ফিরিশতা ঃ তারিখ-ই-ফিরিশতা, লাহোর, ১৯০৫, পৃ. ২১৩

৫. রমাপ্রসাদ চন্দ্র ঃ গৌড় রাজমালা , রাজশাহী, ১৯১৯

৬. Ahmad Hassan Dani : Muslim Architecture in Bengal, Asiatic Society, Dhaka, 1961

৭. গোলাম হুসায়েন সলিম ঃ রিয়াল আল-সালাতিন।

৮. এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রংপুরের জনপরিচয়

ইতিহাসের ধারায় রংপুরের জনপরিচয় তুলে ধরা খুবই কষ্টসাধ্য এবং দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। ঐতিহাসিকগণের অভিমত 'বাঙালী এক সংকর জনগোষ্ঠী'। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানব সমাজে বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। সে কারনেই পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে মিশে আছে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর রক্ত। বাঙালী তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে নানা জনগোষ্ঠীর জনস্রোত এসেছে বারবার। অষ্ট্রীক, দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার, শক, হুন, কুশান, গ্রীন, মোঙ্গল, ভেটচীনা প্রভৃতি জনধারা মিছিলের মতো এসে মিশেছে এদেশে। নগণ্য হলেও তুর্কী বিজয়ের পর আরবীয় মুসলমানদেরও রক্ত এসে মিলিত হয়েছে বাঙালীর রক্তে। পণ্ডিতেরা মনে করেন বেদে যে নিষাদের বর্ণনা পাওয়া যায় সেই নিষাদরাই ছিল বাংলাদেশের আদিবাসী। এদেরকে আদি অষ্ট্রেলীয় বা অষ্ট্রিকও বলা হতো। নৃ-তাত্ত্বিক পরিভাষায় বাঙালির এই পূর্বপুরুষদের নাম হলো Dravido-Munda Longheads" বা দ্রাবিড় মুন্ডা দীর্ঘমুন্ড জনধারা। দ্রাবিড়ভাষী ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব বাঙালার মানুষের মাঝে খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মঙ্গোলীয় জনধারার প্রভাব বেশি করে আছে বাঙলার উত্তরপূর্ব ও দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে। পার্বত্য চট্রগ্রামের মগ ও চাকমাদের কথা বাদ দিলেও উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই প্রভাব বেশ স্পষ্ট। উত্তর বাঙলার কোচ ও রাজবংশীদের দৈহিক গড়ন খাঁটি মঙ্গোলীয়। চ্যাপ্টা নাক, গলার উচুঁ হাড়, গোঁফ-দাড়ি, অপেক্ষাকৃত কম গাল বা মাঝারি মাথা-এগুলোই মঙ্গোলীয় চেহারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাঙালির চেহারায় বিশেষ করে উত্তর বাঙলায় মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর একটি বিশেষ শাখার ছাপ সবচেয়ে বেশি। সেটি হলো 'প্যারোইয়াইন'। সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার সূত্র ধরেই বলা যায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তধারা এসে মিশেছে এ দেশে। একের বিশিষ্টতার সাথে অপরের বৈশিষ্ট্য মিলে মিশে সৃষ্টি হয়েছে নতুন গড়ন। বাঙালি চেহারার এ নতুন গড়ন হলো মাঝারি গোছের চেহারা অর্থাৎ মাথার গড়ন লম্বাও নয়, নাক অতিরিক্ত লম্বা বা একেবারে চ্যাপ্টার মাঝামাঝি, উচ্চতায়ও মাঝারি। এক কথায় সবই মাঝারি ধরনের।

বাঙালির এই মাঝারি ধরণের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সামাগ্রিকভাবে বাঙালির জনপরিচয় হলেও এই রংপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য এর থেকে কিছুটা ভিন্ন। মঙ্গোলীয় প্রভাবের কারণে দেশের উত্তরাঞ্চালে অন্যান্য এলাকার মতো রংপুরের মানুষের আকৃতিগত ভিন্নতা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। বিশেষ করে কোচ, রাজবংশী ও ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত জেলার আদি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের চেহারা খাঁটি মঙ্গোলীয় ধরণের। সুতরাং রংপুরের জন পরিচয়ের বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে বলা যায় যে, এখানকার অধিবাসীরা বাঙালির সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েও কিছুটা বেশি পরিমাণে মঙ্গোলীয় জনধারায় প্রভাবিত। চ্যাপ্টা নাক, গোঁফ-দাড়ি অপেক্ষাকৃত কম

Dhaka University Institutional Repository

গোল বা মাঝারি মাথা ইত্যাদি মঙ্গোলীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্য। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাবিত এ রংপুর বাসীদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান ছাড়াও হিন্দু, বৌদ্ধ ও বেশ কিছু খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীও রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে রাজবংশী, ক্ষত্রিয় বা 'পলিয়া' বলে পরিচিত লোকের সংখ্যা বেশি। এছাড়া আদিবাসী হিসাবে পরিচিত সাঁওতাল, ওঁরাও ও মুন্না সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করে এ রংপুর জেলায়।

তথ্য সূত্রঃ

১. বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)- ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
২. বাঙালা ও বাঙালী- অজয় রায়
৩. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য- আহমদ শরীফ
৪. কোচ বিহারের ইতিহাস (প্রথম খন্ড)- খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ সঙ্কলিত বাংলাদেশের প্রাচীন কৃর্তি আ, কা, মা, যাদুঘরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রংপুরের দেশ পরিচয়

রংপুর জেলা ২৫°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৯°১৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায় ঘাঘট নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর সদর ও নীলফামারী মহকুমা নিয়ে রংপুর জেলা গঠিত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ফলে মহকুমাগুলি জেলায় রূপান্তরিত হয়। থানাগুলি উপজেলায় রূপান্তরিত হইলেও পরবর্তীতে পুনরায় পূর্ববর্তী থানা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর রংপুর জেলায় দুইটি মহকুমার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সময়াকার কিছু দুস্প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী সদর মহকুমা ও ভবানীগঞ্জ মহকুমার মোট এলাকা, মৌজা সংখ্যা ও জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৪৭৬ বর্গমাইল, ৪২০৬ টি ও ২১,৪৯,৯৭২, জন। ১৮০৯ সালের অন্য এক দুস্প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, সেই সময়ে বৃহত্তর রংপুর জেলায় ২৪ টি থানা ছিল এবং জনসংখ্যা ছিল মুসলমান ১৫,৩৬,০০০, হিন্দু ১১,৯৯,০০০, মোট ২৭,৩৩,৫১১ জন।

ডঃ বুকাননের এই সার্ভের পরে ধুবড়ী ও রাঙ্গামাটি থানা আসামের গোয়ালপাড়ায় এবং ফকিরগঞ্জ, সন্ন্যাসীকাটা, বোদা ও পাটগ্রাম জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হয়। দিওয়ানগঞ্জ থানা ময়মনসিংহ জেলার অন্তভুর্ক্ত হয়। এই সব তথ্য অনুযায়ী এই সমস্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা বাদ দিলে জনসংখ্যা ছিল মুসলিম ১২,৬৮,০০০ জন এবং হিন্দু ৮,১৬,০০০ জন, মোট ২০৮৪,০০০ জন।

এই সব তথ্য সঠিক ছিল এমন দাবি করা অযৌক্তিক হবে কিন্তু এতে গবেষণার সূত্রপাত হতে পারে। জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, মাইগ্রেশন ও ধর্মীয় জনসংখ্যার হারের তারতম্য গবেষকদের আগ্রহ সৃষ্টি করছে।

রংপুর জেলায় জাতিসত্তার উন্মেষ ও বিভিন্ন সময়ে হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ

(শতকরা হিসাবে)ঃ

খৃষ্টাব্দ	হিন্দু	মুসলিম
১৮৯২	৩৯.৯২	৬০.০১
১৮৮১	৩৮.৯২	৬০.৯৯
১৯৪১	২৭.৪	৭১.৪
১৯৫১	২০.১৮	৭৯.৭৮
১৯৬১	১৫.৭৮	৮৪১১
১৯৭২	১২.০	৮৭.৬
১৯৮১	১১.৬	৮৮.০

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৭২ থেকে ১৯৪১ খৃ.) ইংরেজ আমলেই হিন্দু সংখ্যা (৩৯.৯২.-২৭৪)প্রায় ১২% কমিয়া যায় এবং মুসলিম জনসংখ্যা (৭১.৪-৬০-০১.) ১১.৩% বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ১৮৭২ হইতে ১৯৮১ সালে এই হ্রাস বৃদ্ধিও হার অতি সামান্য। মুসলিম আমলে শাসনব্যবস্থা পরগনা কেন্দ্রিক ছিল। ফকির আন্দোলনের ইতিহাসও পরগনা কেন্দ্রিক এবং এই কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বৃহত্তর রংপুর জেলার পাগনাসমূহের নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ (১) ফতেহপুর, (২) চাকলা কাজির হাট, (৩) কুণ্ডি, (৪) সান্তানা, (৫) বামনডাঙ্গা, (৬) উদাসী, (৭) টেপ, (৮) পাটগ্রাম, (৯) কাজির হাট, (১০) কাকিনা, (১১) পাঙ্গা, (১২) চাকলা ফতেহপুর, (১৩) চাকলা, (১৪) স্বরূপপুর,(১৫) রূকনপুর, (১৬) লালবাড়ী, (১৭) বাতাসা, (১৮) সুজনগর, (১৯) মাতালুকা, (২০) কান্দি, (২১) মাতালুকা, (২২) বাগুদুয়ার, (২৩) করইবাড়ী, (২৪) স্বরহাট, (২৫) বড়বিলা, (২৬) খাস তালুক, (২৭) আন্দয়া, (২৮) আমদার, (২৯) খামার মহল, (৩০) খেতলাল, (৩১) আলীহাট, (৩২) পেরি, (৩৩) মহাজিদ, (৩৪) হোসেনশাহী, (৩৫) পাইকা, (৩৬) সুলতানপুর, (৩৭) কাবিলপুর, (৩৮) কুণ্ড, (৩৯) ঘোড়াঘাট, (৪০) বাতাসা, (৪১) ফতেহজংগপুর, (৪২) তালুক কৃষনী, (৪৩) পায়রাবন্দ, (৪৪) বহির বন্দ, (৪৫) ইদরাকপুর, (৪৬) তুলসীঘাট, (৪৭) আলীহাট, (৪৮) বামনকুন্ড, (৪৯) পাইকা, (৫০) মুক্তিপুর, (৫১) পলাশবাড়ি, (৫২) বাজিদপুর, (৫৩) পাতিলাদহ, (৫৪) বয়ি পেরি, (৫৫) ওয়ারীগাছা, (৫৬) শেরপুর, (৫৭) শুকুরগুজারী, (৫৮) সিকশহর, (৫৯) জয়ন্তপুর, (৬০) আকপালা, (৬১) আমলাগাছি (৬২)দাঙ্গাহাট, (৬৩) কুপি, (৬৪) আলী গাও, (৬৫) বাননপুর, (৬৬) কুণ্ড ঘোড়াঘাট, (৬৭) আপাইল, (৬৮) পলাদাসী, (৬৯) চারখাই, (৭০) চাটনগর, (৭১) বাজিতনগর, (৭২) তাহেরপুর, (৭৩) খামার মাহাত, (৭৪) খালসিপেরি, (৭৫) তরফ পার্বণা, (৭৬) মাস্তা, (৭৭) মহাজুল হোসেনশাহী, (৭৮) বাইরি ঘোড়াঘাট, (৭৯) মহল, (৮০) ইসলামাবাদ, (৮১) চাঁনগাঁও, (৮২) বাঘট্রি, (৮৩) পাঙ্গা, (৮৪) লাট চাপরা, (৮৫) ভিতরবন্দ, (৮৬) ফটিকপুর, (৮৭) জামিরা, (৮৮) পূর্বভাগ (৮৯) তাসিয়া, (৯০) গাইবাড়ি, (৯১) ঘুরলা, (৯২) তারিয়া, (৯৩) চাকলা, কাকিনা, (৯৪) নবপুর, (৯৫) বুদা{দ্র. রংপুর জেলা প্রশাসনের ৬.৩.১৯৮৫ তারিখের স্বারক নং ৬১০/এস এ}। মুসলিম আমলে বৃহত্তর রংপুর জেলা বোদা, পাটগ্রাম, পূর্বভাগ, ফতেহপুর, কাজিরহাট ও কাকিনা এই ছয়টি চাকলায় বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই জেলার সীমানায় রদবদল হয়। উত্তর রংপুরের অন্তর্ভুক্ত রাঙ্গামাটি ও ধুবুড়ীকে আসামের গোয়ালপাড়ার সহিত সংযুক্ত করা হয়। ১৮২১ খৃ. গোবিন্দগঞ্জ থানাকে বগুড়া জেলার সহিত সংযুক্ত করা হইলেও ১৮৭১ খৃ. ইহার বৃহদাংশ আবার রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়[১]। এ ১৮৯৬ সালে ফকীরগঞ্জ, বোদা ও সন্ন্যাসীকাটা থানাসমূহকে জলপাইগুড়ি জেলার সহিত সংযোজিত করা হয়। পাটগ্রাম থানাকেও ১৮৭০ সালে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৫৭ (?) সালে জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া ভবানীগঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়, যাহা পরবর্তীতে (১৯৫৭ খৃ.) কিছুটা কম এলাকা লইয়া গাইবান্ধা মহকুমায়

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত হয়। রংপুর সদর মহকুমা হইতে নিলফামী (১৮৭৫ খৃ.) ও কুড়িগ্রাম (১৮৭৫) মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৮২ খৃ. সালে বাগডুরা হইতে নীলফামারীতে মহকুমা সদর স্থানান্তরিত হয়।[২]

সীমা

উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা, পূর্বে আসামের গারো পাহাড়শ্রেণী ও যমুনা (ব্রহ্মপুত্র), পশ্চিমে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা ও দক্ষিণে বৃহত্তর বগুড়া জেলা। আয়তন ৩,৭০৪ বর্গমাইল।

তথ্য সূত্রঃ

১. রংপুর জেলা প্রশাসনের ৬/৩/১৯৮৫-তারিখের স্মরক নং ৬১০/এস.এ

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ ১২৩-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রংপুরের ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয়

রঙ্গপুর ভাষার ইতিহাসও প্রাচীন । এর উৎস সম্পর্কে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, গৌড় অপভ্রংশে থেকে বিবর্তনে বঙ্গ কামরূপী ভাষার উদ্ভব এবং এ ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন বাংলাভাষা। বঙ্গ কামরূপী ভাষার বিবর্তনের একটি রূপ রঙ্গপুরী (বাহে) ভাষা। অনেকে তাই বলেন বাহে জেলার মানুষ। এই বঙ্গ কামরূপী ভাষার প্রচলন ছিল রংপুর, দিনাজপুর, ভারতের কুচবিহার, দার্জিলিং ও ধুবড়ী অঞ্চলে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের কোন কোন রচয়িতা এ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন বলে গবেষকরা অনুমান করেন। কারণ চর্যাপদে রংপুরের প্রচলিত অনেক ভাষার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। "টালত মোর ঘর নাহি পড় বেশি, হাড়িত ভাত নাই নিতি আবেসী।" ভাষার মত বাংলা সাহিত্যও ঐতিহ্যপূর্ণ চর্যাপদ রচনা করে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় নাথ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের প্রথম সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা ১৮৪৭ সালে রঙ্গপুর থেকে প্রকাশিত হয় 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' নামে। এ পত্রিকা ছাড়াও এ অঞ্চলের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণে রঙ্গপুর দিক প্রকাশ, রঙ্গপুর দর্পন, বাসনা প্রভৃতি পত্রিকার বলিষ্ঠ ভূমিকা স্মরণযোগ্য। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, মাহমুদ হোসেন আখতার উল আলম, শামসুল হুদা, মোনাজাত উদ্দিন প্রমুখ।

'মানিকচন্দ্র রাজার গান' বলে যাকে আমরা জানি, ডঃ জি এম গ্রীয়ার্সন রংপুর থেকেই এটি আবিস্কার করেন। এছাড়া রতিরামের 'জাগের গান', দ্বিজ কমল লোচনের 'চন্ডিকা বিজয় কাব্য', হেয়াৎ মামুদের 'জঙ্গনামা', সাকের মামুদের 'মধু মালতী', কবি কৃষ্ণহরির 'সত্য পীরের পুঁথি' ইত্যাদি সাহিত্যের ইতিহাসকে করেছে ঐতিহ্যমন্ডিত।

তথ্য সূত্র ঃ

রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রংপুরের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

আধুনিক যুগের শুরুতে রঙ্গপুরের উদার সংস্কৃতি সাহিত্য মনা রাজা রামমোহন রায়ের আগমন সাহিত্য চর্চার ধারাকে আরো বেগবান করে। রঙ্গপুরে জন্মগ্রহণ না করেও এখানেই তিনি শুরু করেন ধর্ম সংস্কার বিষয়ে আন্দোলন। সেই সাথে কয়েকটি বইও রচনা করেন। এছাড়া বেগম ফরিমুন্নেসা, বেগম রোকেয়া, তুলসী লাহিড়ী, শেখ ফজলুল করিম প্রমুখ লেখকগণ নাট্য আন্দোলন, সাহিত্য চর্চা ও নারী জাগরণে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

লোক সংস্কৃতির দিক থেকেও রংপুরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। পল্লীগীতি সম্রাট আব্বাস উদ্দিন এ অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সম্মানিত করেছেন রংপুর অঞ্চলকে । এছাড়া রংপুরের বিয়ের গীত, পালাগান অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন মেলা, উৎসব ও খাবার এ অঞ্চলের ঐতিহ্য বহন করে।

রঙ্গপুরের ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ যুগে যুগে এ অঞ্চলের গণমানুষের দ্রোহী চেতনা, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে ইতিহাসের আরেক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করে । বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের সংগ্রামী ছাত্র-জনতা পালন করে অগ্রণী ভূমিকা। শিক্ষা সম্প্রসারণে রংপুরের ঐতিহ্য অত্যন্ত উজ্জ্বল। রংপুর শহরের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর জেলা স্কুল । যা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে এখানে গড়ে উঠে কৈলাশ রঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়। কারমাইকেল কলেজ রংপুরের গৌরব দীপ্ত বিদ্যাপীঠ। পরবর্তী ধারায় এর সাথে যুক্ত হয়েছে রংপুর মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। খেলাধুলার জন্য রয়েছে স্টেডিয়াম, ক্রিকেট গার্ডেন, অবসর সময় কাটানোর জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও রয়েছে চিড়িয়া খানা, আরো সদ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে পাগলাপীরের ভিন্ন জগৎ যা কিছুটা হলেও মানুষকে চিত্তবিনোদনের সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে একটি বিশাল ক্যান্টনমেন্ট যা রংপুরের ঐতিহ্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে। অতীতের প্রতিফলিত সোনালী আলো প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে নবতর সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনায়। আর এভাবেই রংপুরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতিধারা প্রবহমান।

তথ্য সূত্র ঃ

রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬
রংপুর জেলা ইতিহাস
রংপুর জেলা গেজেটিয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রংপুর পরিচিতি

জেলা শহর ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত। উত্তরে নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলা, দক্ষিণে গাইবান্ধা জেলা, পূর্বে কুড়িগ্রাম জেলা, পশ্চিমে দিনাজপুর জেলা। প্রশাসনিক পৌরসভা ৩, উপজেলা ৮টি, ইউনিয়ন ৮৪, মৌজা ২১৫১, গ্রাম ১৫১৯, ওয়ার্ড ৩৩, মহল্লা ২০৩টি। উপজেলাসমূহ বদরগঞ্জ, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, রংপুর সদর, মিঠাপুকুর, পীরগাছা, পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ। পৌরসভা রংপুর সদর, বদরগঞ্জ ও কাউনিয়া।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ

কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ভবন, পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়ার বাড়ি, মন্থনার জমিদার বাড়ি,কেরামতিয়া মসজিদ, রংপুর জাদুঘর, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর মাযার, হযরত শাহ জালাল বোখারীর মাযার, কাটাদুয়ারে অবস্থিত ইসমাইল গাজীর মাযার, তাজহাট জমিদার বাড়ি, লতিবপুর (মিঠাপুকুর উপজেলা) তক্কা মসজিদ (মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত), মিঠাপুকুর তিন গম্বুজবিশিষ্ট জামে মসজিদ (মুঘল আমল), চার গম্বুজবিশিষ্ট তারাগঞ্জ মসজিদ, নয় গম্বুজবিশিষ্ট রাধারনগর (বদরগঞ্জ উপজেলা) মসজিদ (মুগল আমল), কুতুবপুর কুতুব শাহের মাযার (বদরগঞ্জ উপজেলা), রায়পুর জমিদার বাড়ি (পীরগঞ্জ উপজেলা), পাটগ্রামে রাজা নীলাম্বরের বাড়ির ধংসাবশেষে (পীরগঞ্জ উপজেলা), চন্দন হাট হরি মন্দির (গঙ্গাচড়া উপজেলা), ডিমলারাজ কালীমন্দির (রংপুর সদর) ও মিঠাপুকুর (মুগল আমলে খননকৃত)

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি

সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের অংশবিশেষ জয় করেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আজও এ অঞ্চলে মুঘল শাসনের স্মৃতি বহন করে চলেছে কুড়িগ্রামের মুঘলবাসা ও মুঘলহাট নামক স্থান দু'টি। মুঘল আমলে রংপুর ছিল ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্ভুক্ত। 'রিয়াজুস সালাতীন' নামক ইতিহাস গ্রন্থে 'রঙ্গপুর' ঘোড়াঘাটের নাম পাওয়া যায়। কোম্পানি আমলে ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনও প্রজাবিদ্রোহ এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন বধ্যভূমি

দহিগঞ্জ শ্মশান, ঘাঘট নদীর পূর্বতীর, বালার দীঘি (ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন), ঘাঘট নদীর ব্রিজের নীচে, লাহিড়ীর হাট (বদরগঞ্জ সড়ক সংলগ্ন), দমদমা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা (মিঠাপুকুর উপজেলা) সাহেবগঞ্জ, নন্দীগঞ্জ, ঝাড়ুয়ার বিল (বদরগঞ্জ উপজেলা), দমদমা বাজার বিনুক সিনেমা হলের পেছনে।

গণকবর

দমদমা ব্রিজ , দমদমা বাজার (মিঠাপুকুর উপজেলা), আংরার ব্রিজ, মাদারগঞ্জ বাজার (পীরগঞ্জ উপজেলা)।

ভাস্কর্য :

অর্জন (ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন মোড়)।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:

মসজিদ ২৯১১, মন্দির ৩৭৭, গীর্জা ১৭, বৌদ্ধ বিহার ১, মাযার ২৮, তীর্থস্থান ৮।

উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

মিঠাপুকুর জামে মসজিদ, ফুলচৌকি মসজিদ, তক্কা মসজিদ, খালাসপীর হাট জামে মসজিদ, হাতীবান্ধা মসজিদ, সেনা নগর জামে মসজিদ, (তারাগঞ্জ উপজেলা), কাজিপাড়া জামে মসজিদ, তারাগঞ্জ মসজিদ, আলাদীপুর গ্রামে প্রাচীন মন্দির (মিঠাপুকুর উপজেলা), বলদী পুকুর গীর্জা (মিঠাপুকুর উপজেলা), বেণুবন বৌদ্ধ বিহার (মিঠাপুকুর উপজেলা),মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর মাযার, পাগলা পীরের মাযার, পাঁচ পীরের মাযার, (রংপুর সদর উপজেলা), শাহ ইসমাইল গাজীর মাযার (পীরগঞ্জ উপজেলা)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ১টি, কলেজ ৬৪টি, মেডিকেল কলেজ, ১টি, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ২টি, ক্যাডেট কলেজ ১টি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ১টি, ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ১টি, আইন কলেজ ১টি, হোমিওপ্যাথ কলেজ ১টি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৮২টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৮টি, মাদ্রাসা ৩৭০টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭২২টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৪৪টি, কমিউনিটি স্কুল ২০টি, কিন্ডারগার্টেন ২০টি, স্যাটেলাইট স্কুল ৪৪টি, সঙ্গীত বিদ্যালয় ১টি এনজিও স্কুল ১৯৩।

পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী বর্তমান

দাবানল (১৯৮০), যুগের আলো (১৯৯২), সাপ্তাহিক অটল (১৯৯৯), দৈনিক রংপুর (১৯৯৭), দৈনিক পরিবেশ (১৯৯৪), সাপ্তাহিক রংপুর (১৯৯৬), রংপুর বার্তা (১৯৯৬), সাপ্তাহিক বজ্রকণ্ঠ (পীরগঞ্জ)।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী অবলুপ্ত

রঙ্গপুর বার্তাবহ (১৮৪৭), রঙ্গপুর দর্পণ (১৯০৭), রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৯০৫), রঙ্গপুর দিক প্রকাশ (১৮৬১), উত্তর বাংলা (১৯৬০), প্রভাতি (১৯৫৫)।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

পাবলিক লাইব্রেরি ১২, ক্লাব ২৭৭, সিনেমা হল ১৭, যাদুঘর ১, নাট্যমঞ্চ ৩, নাট্যদল ১৪, সাহিত্য সমিতি ১০, শিল্পকলা একাডেমী ১, বেসরকারি এতিমখানা ৩০।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ

কৃষি ৪০.২৬%, কৃষি শ্রমিক ২৮.০১%, অকৃষি শ্রমিক ৪.৮৮%, চাকরি ৫.৫৬%, ব্যবসা ১০.১২%, পরিবহণ ২.১১%, অন্যান্য ৯.০৬%।

ভূমি ব্যবহার

চাষযোগ্য জমি ১৭০১১৩.৩৬ হেক্টর। এক ফসলি ১৬.৮৯%, দো ফসলি ৬৩.১৫%, তিন ফসলি ১৯.৯৬%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৭৬.৮০%।

ভূমি নিয়ন্ত্রন

ভূমিহীন ৪৫%, ক্ষুদ্র চাষি ৩০%, মধ্যম চাষি ২০%, বড় চাষি ৫%, মাথাপিছু আবাদি জমি ০.০৬ হেক্টর।

প্রথম শ্রেণীর আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ৬৫০০ টাকা।

প্রধান কৃষি ফসল

ধান, পাট, গম, তিল, আলু, আদা, পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ, পান, তামাক।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি

নীল, তিল, তিসি, যব, অড়হর, আউশ ধান।

প্রধান ফল ফলাদি

আম, কাঠাল, জাম, পেঁপে, কলা।

যোগাযোগ বিশেষত্ব

পাকা রাস্তা ৫৭০ কিলোমিটার, আধাপাকা রাস্তা ১০৯ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ৪১০১ কিলোমিটার; রেলপথ ৭১ কিলোমিটার; নদীপথ ৩০ নটিক্যাল মাইল; বিমান বন্দর ১টি।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন

পাল্কি. গরু ও ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা।

শিল্প ও কলকারখানা

চিনিকল, ডিস্টিলারিজ, শতরঞ্চি শিল্প, অয়েল মিল, বিড়ি ফ্যাক্টরী, ফ্যান ফ্যাক্টরী, লৌহজাত কারখানা, ধানকল, আটা ও ময়দা কল, বরফকল, ছাপাখানা, দিয়াশলাই কারখানা, কোল্ড স্টোরেজ, সা'মিল, ওয়েল্ডিং কারখানা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

কুটিরশিল্প

তাঁত ও বেতের কাজ, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, বিড়ি।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য

ধান, পাট, আখ, তামাক, গম, গুড়, আদা, শাকসবজি ও আম।

এনজিও কার্যক্রম

ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, কারিতাস, আরডিএস,এস, আরডিআরএস, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ, গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন, গ্রাম বিকাশ ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ১টি, জেলা সদর হাসপাতাল ১টি, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৭টি, টি.বি হাসপাতাল ১টি, টি.বি ক্লিনিক১টি, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৮০টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩০টি, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র ১২টি, মা ও শিশু কেন্দ্র ১টি, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৪০টি, বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১টি, চক্ষু হাসপাতাল ১টি,।

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি

জেলার প্রাচীনতম গ্রন্থাগার। ১৮৩২ সালে কুণ্ডীর জমিদারগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজমোহন রায়চৌধুরী (১৭৮৬-১৮৪৭) প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তুষভাণ্ডারের রমণীমোহন রায়চৌধুরী (১৮৬০-৮৭) এবং কাকিনার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী (১৮৫২-১৯০৯) গ্রন্থাগারটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এতে বিপুল সংখ্যক বই, পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, উৎকীর্ণলিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে। এর মূল্যবান সংগ্রহসমূহ অংশত ১৮৯৭ সালে এক ভূমিকম্পে এবং অংশত ১৯০৩ সালে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হয়। ১৯০৬-০৭ সালে কুণ্ডির সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং জেলার অন্যান্য জমিদার কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত রংপুর সাহিত্য পরিষদ-এর সাথে গ্রন্থাগারটি একীভূত হয়। ১৯১২ সালে শহরের প্রাণকেন্দ্র কাকিনার জমিদার রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী কর্তৃক দানকৃত এক খণ্ড জমির উপর এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল নির্মাণের পর এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে। ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার এটিকে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এটি ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অবশ্য ১৯৯১ সালে একই চত্বরে একটি নতুন পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ফলে সরকার ও জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারটি বন্ধ করে দিতে হয়।

তথ্য সূত্রঃ

বাংলা পিডিয়া, পৃ. ৪৬২-৪৬৪, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে রংপুর জেলা

১.	আয়তন	ঃ	৩৬৭.৮৪ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	৬টি। রংপুর-১
		ঃ	গংগাচড়া ও রংপুর সদরের কিছু অংশ
			রংপুর-২ ঃ বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ
			রংপুর-৩ ঃ রংপুর সদর
			রংপুর-৪ ঃ পীরগাছা ও কাউনিয়া
			রংপুর-৫ ঃ মিঠাপুকুর
			রংপুর-৬ ঃ পীরগঞ্জ।
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	৫,৩৪,৩৬৫ জন, মহিলা ১২৪৩৯৩৫ জন।
৪.	ভোটার সংখ্যা	ঃ	২২৩ জন। পুরুষ ৭৯৮৩৭৭ জন মহিলা,
			৬৮৮৪৬ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৪৮.৫%।
৬.	উপজেলার সংখ্যা	ঃ	৮টি।
৭.	পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	৩টি।
৮.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	৮৩টি।
৯.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	১৫০১৯টি।
১০.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	৭১টি। (সরকারী বেসরকারী সহ)
১১.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	৪০৫টি।
১২.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	২২৯টি।
১৩.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭০১টি।
১৪.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭৩৪টি।
১৫.	মসজিদরে সংখ্যা	ঃ	৩১০৬টি।
১৬.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	২৩৬টি।
১৭.	গীর্জার সংখ্যা	ঃ	১০টি।
১৮.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	৫,৮৩,১৪৩ একর।
১৯.	অর্থকারী ফসল কি কি	ঃ	ধান, পাট, ইক্ষু কলা, আলু, তামাক
২০.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	৮৯৩২টি। বড় ১টি, মধ্যম ৩টি, ৮৯২৮টি

কুটির শিল্প।২১. দর্শনীয় স্থানঃ১০টি। ক) মাহিগঞ্জ জমিদার বাড়ি খ) কেরামতিয়া জামে মসজিদ গ) ভিন্ন জগৎ ঘ) বেগম রোকেয়ার জন্ম স্থান পায়রাবন্দ ঙ) কারমাইকেল কলেজ চ) পায়াতাচত্বর ছ) তিস্তা ব্যারেজ জ) চিড়িয়া খানা ঝ) সুরভী উদ্যান ঞ) রংপুর জাদুঘর।

২২.	পাকা রাস্তা	ঃ	৭২৬.১৬ কিঃমিঃ

Dhaka University Institutional Repository

২৩.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৪০৪৭.৩৯ কিঃমিঃ

তথ্য সূত্র ঃ
রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

এক নজরে রংপুর সদর উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	৩৩০.৩০ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	১টি। রংপুর-৩
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	৫,৯৮,৩৬০ জন।
৪.	ভোটের সংখ্যা	ঃ	২,২০,৩৩০ জন। পুরুষ ১,১৩,৭৪৫ জন
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৫১. ২৯%
৬.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	মাঝারি ১০টি
৭.	পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	১টি।
৮.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	১১টি।
৯.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	৩১১টি।
১০.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	২৩টি।
১১.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	৬৮টি।
১২.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	৩২টি।
১৩.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১২৩টি।
১৪.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭০টি।
১৫.	মসজিদরে সংখ্যা	ঃ	৫৪৫ টি।
১৬.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	১৫৩টি।
১৭.	গীর্জার সংখ্যা	ঃ	২টি।
১৮.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	২৪,০৯০, হেক্টর
১৯.	অর্থকারী ফসল কি কি	ঃ	তামাক, আলু, ধান, পাট, গম, আখ ও ভুট্টা।
২০.	দর্শনীয় স্থান	ঃ	৪টি।
২১.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৩৮.২৪. কিঃ মিঃ।
২২.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৮২৯.৭৯ কিঃ মিঃ।

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে তারাগঞ্জ উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	১২৮.৬৮ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	১টি। তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ
৩.	মোট জনসংখ্যা	ঃ	১,৩৬,০৮৩ জন। পুরুষ ৬৯,৫৬২ জন, মহিলা ৬৬,৫২১ জন।
৪.	ভোটারে সংখ্যা	ঃ	মোট ভোটার ৭২৬০৬ জন। পুরুষ ৩৭,১২৫ জন মহিলা, ৩৫,৪,৮১ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৪৩%
৬.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	৫টি।
৭.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	৪১টি।
৮.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	৫টি।
৯.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	২০টি।
১০.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	১২টি।
১১.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৩৯টি।
১২.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৩২টি।
১৩.	মসজিদের সংখ্যা	ঃ	১৪৪টি।
১৪.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	২৩টি।
১৫.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	১০,৭৭০ হেক্টর ।
১৬.	অর্থকরী ফসল কি কি	ঃ	ধান, পাট, আলু, তামাক।
১৭.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	৪৫৮ টি।
১৮.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৬০ কিঃ মিঃ
১৯.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৩০৪ কিঃ মিঃ

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে গংগাচড়া উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	২৭০ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	১টি, রংপুর-১, গংগাচড়া এবং সদরের ৩টি ইউনিয়ন (পশুরাম, উত্তম ও হরিদেবপুর)
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	২,৫৯,৫৬০ জন, পুরুষ=১,৩৪,৩৬০ জন মহিলা= ১,২৫,২০০ জন।
৪.	ভোটার সংখ্যা	ঃ	১,৬৪,৯৫১ জন। পুরুষ = ৮৫,২৮১ জন, মহিলা = ৭৯,৬৬২ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৩২.০১%
৬.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	১০টি।
৭.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	১৬৪টি।
৮.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	০৭টি।
৯.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	৩১টি।
১০.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	২৩টি।
১১.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৮৪টি।
১২.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭৭টি।
১৩.	মসজিদের সংখ্যা	ঃ	৩৫৭টি।
১৪.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	৫০টি।
১৫.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	১৬,৬৪৫ হেক্টর ।
১৬.	অর্থকরী ফসল কি কি	ঃ	ধান, পাট, আলু, তামাক, গম, ভুট্টা।
১৭.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	১৯১টি মধ্যম এবং ২২৯টি কুটির শিল্প
১৮.	দর্শনীয় স্থান	ঃ	ভিন্ন জগৎ
১৯.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৯৯ কিঃ মিঃ
২০.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৫৬১ কিঃ মিঃ

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে পীরগঞ্জ উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	৪০৯.৩৭ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	০১টি, রংপুর-৬
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	৩৪০৯২০ জন পুরুষ ১৭৫০২০ জন, মহিলা ১৬৫৯০০ জন। জন।
৪.	ভোটার সংখ্যা	ঃ	২১৮৪৫০ জন। পুরুষ ১১০৭৬০ জন, মহিলা ১০৭৬৯০ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৩৭.০%
৬.	উপজেলার সংখ্যা	ঃ	০১টি।
৭.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	১৫টি।
৮.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	৩৩২টি।
৯.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	১৩টি।
১০.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	৯৮টি।
১১.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	৮৯টি।
১২.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১১৩টি।
১৩.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৯২টি।
১৪.	মসজিদের সংখ্যা	ঃ	৫৬০টি।
১৫.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	১৩২টি।
১৬.	গার্জার সংখ্যা	ঃ	০৩টি।
১৭.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	৩০২৫৩ হেক্টর ।
১৮.	অর্থকরী ফসল কি কি	ঃ	ধান, পাট, গম, কলা ও সবজি।
১৯.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	১৫২টি মধ্যম এবং ৩২৭টি কুটির শিল্প
২০.	দর্শনীয় স্থানের নাম	ঃ	শাহ ইসমাঈল গাজী (রাঃ) মাজার বড়দরগা। কাজী হায়াত মামুদ (রাঃ) মাজার ঝাড়বিশালায় ও নীল দরিয়া কাটাদুয়ার মৌজায় অবস্থিত দর্শনীয় স্থান
২১.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৭৭ কিঃ মিঃ
২২.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৮৪০ কিঃ মিঃ

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে পীরগাছা উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	২৫৬.৭৫ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	০১টি, পীরগাছা, কাউনিয়া
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	,৯৪,৮৪০ জন। পুরুষ ১৪৮৭৪০ জন, মহিলা ১৪৬১০০ জন।
৪.	ভোটার সংখ্যা	ঃ	১.৮৪,১০৮ জন। পুরুষ ৯১৬৬১ জন, মহিলা ৯২৪৪৭ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৪২.৫১%
৬.	উপজেলার সংখ্যা	ঃ	০১টি।
৭.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	০৯টি।
৮.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	১৭৯টি।
৯.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	১৩টি।
১০.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	৩৯টি।
১১.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	৯৫টি।
১২.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭২টি।
১৩.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭৯টি।
১৪.	মসজিদের সংখ্যা	ঃ	৪৭৫টি।
১৫.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	২৩টি।
১৬.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	৪৭,২০০ হেক্টর/একর
১৭.	অর্থকরী ফসল কি কি	ঃ	ধান, পাট, গম, তামাক, আলু।
১৮.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	৪১টি কুটির শিল্প
১৯.	দর্শনীয় স্থান	ঃ	বড়তরফ, নাপাই চন্ডিপুকুর ও ছোট রফ মন্থনা রাজবাড়ী।
২০.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৬৫.৪২ কিঃ মিঃ
২১.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৪৪৬.১২ কিঃ মিঃ

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে মিঠাপুকুর উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	৫১৫.৬২ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	১টি । রংপুর-৫, মিঠাপুকুর উপজেলা
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	৪,৫৭,৩০৭ জন। পুরুষ ২৩২০১৪ জন, মহিলা ২২৫২৯৩ জন।
৪.	ভোটার সংখ্যা	ঃ	২৮৯৩৪১ জন। পুরুষ ১৪৬৪৫৫ জন, মহিলা ১৪২৮৯৬ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৪৬.৩৩%
৬.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	১৭টি।
৭.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	৩১০টি।
৮.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	১৫টি।

বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ৬টি, বেসরকারী মহাবিদ্যালয় ৫টি, বেসরকারী স্কুল এন্ড কলেজ ৪টি।

৯.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	১৫৯ টি।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৬টি, বেসরকারী বালক বিদ্যালয় ৫৩টি, বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয় ১৩টি, বেসরকারী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭টি (বালক ১৫টি, বালিকা ২টি)

১০.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	৭৬টি।

ফাযিল মাদ্রাসা ৫টি, আলিম মাদ্রাসা ৬টি, দাখিল মাদ্রাসা ১৬টি (উপবৃত্তি আওতাভুক্ত) অনুদান প্রাপ্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৯টি

১১.	সর প্রাঃ বিদ্যালয়র	ঃ	১৩৫টি।
১২.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ	১৪৪টি। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৪টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ১০টি।
১৩.	মসজিদের সংখ্যা	ঃ	৪৭৫টি।
১৪.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	৫৩টি।
১৫.	গীর্জার সংখ্যা	ঃ	২টি।
১৬.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	৩৬,৭০০ হেক্টর/একর

Dhaka University Institutional Repository

১৭.	অর্থকরী ফসল কি কি	ঃ	ধান, পাট, আলু, গম, ইক্ষু ও ভুট্টা।
১৮.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	৪৪৬টি। ৬টি বড়, ৫টি মধ্যম এবং
			৪৩৫ টি কুটির শিল্প।
১৯.	দর্শনীয় স্থান	ঃ	৭টি।

পায়রাবন্দ ঃ বেগম রোকেয়ার জন্ম স্থান তনকা ঃ মোঘল আমলে নির্মিত জামে মসজিদ মিঠাপুকুর জামে মসজিদ ঃ মোঘল আমলের নির্মিত। ধাপ উদয়পুর ঃ রাজা ভবচন্দ্রের রাজবাড়ী ফুলচৌকি ঃ জমিদার বাড়ী বলদীপুকুর ঃ ক্যাথলিক মিশন। শাল্টি গোপালপুর ঃ রাবার ও শালবাগান।

২০.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	২৪৩.০০ কিঃ মিঃ
২১.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৩১২.০০ কিঃ মিঃ

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে কাউনিয়া উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	১৪৮.০০ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	১টি, পীরগাছা, কাউনিয়া
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	২,১৩,৯২০ জন। পুরুষ ১৯৭৪০ জন, মহিলা ১৪১৮০ জন।
৪.	ভোটার সংখ্যা	ঃ	১,১৩,৫৭৮ জন। পুরুষ ৬১৩৯৩ জন, মহিলা ৫২,১৮৫ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৩৪.৪৬%
৬.	পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	১টি।
৭.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	৬টি।
৮.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	৮৫টি।
৯.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	৮টি।
১০.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	৩৬টি।
১১.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	১৬টি।
১২.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৫৪টি।
১৩.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৫০টি।
১৪.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১টি।
১৫.	মসজিদের সংখ্যা	ঃ	২৭৬টি।
১৬.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	৩৫টি।
১৭.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	২৯,৯২৪ হেক্টর/একর
১৮.	অর্থকরী ফসল কি কি	ঃ	ধান,পাট, তামাক,ভুট্টা,আলু,কলা ইত্যাদি
১৯.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	৪৪টি।
২০.	দর্শনীয় স্থান	ঃ	টেপা মধুপুর জমিদার বাড়ী তিস্তা ব্রীজ।
২১.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৪৭.৫০ কিঃ মিঃ
২২.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৩১৭.৪৮৭ কিঃ মিঃ
২৩.	উপজেলার মধ্যে নদী	ঃ	তিস্তা নদী

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে বদরগঞ্জ উপজেলা

১.	আয়তন	ঃ	৩০১.১৯ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	সংসদীয় এলাকার সংখ্যা	ঃ	১টি, রংপুর-২, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ
৩.	মোট লোক সংখ্যা	ঃ	২৫৭৭০০ জন। পুরুষ ১৩৩৬৪৬ জন, মহিলা ১২৪০৫৪ জন।
৪.	ভোটার সংখ্যা	ঃ	১৫৮০৭২ জন। পুরুষ ৮০৭৭২ জন, মহিলা ৭৭৩০০ জন।
৫.	শিক্ষার হার	ঃ	৩৯.০৬%
৬.	পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	১টি।
৭.	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ঃ	১০টি।
৮.	গ্রাম সংখ্যা	ঃ	১২০টি।
৯.	কলেজের সংখ্যা	ঃ	৭টি।
১০.	হাই স্কুলের সংখ্যা	ঃ	৪৪টি।
১১.	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ	৫৫টি।
১২.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৮১টি।
১৩.	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৭৮টি।
১৪.	মসজিদের সংখ্যা	ঃ	৩৯৫টি।
১৫.	মন্দিরের সংখ্যা	ঃ	৩৫টি।
১৬.	গীর্জার সংখ্যা	ঃ	৬টি।
১৭.	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	ঃ	৫৫২১৩ হেক্টর।
১৮.	অর্থকরী ফসল কি কি	ঃ	ইক্ষু ও পাট।
১৯.	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ	২টি।
২০.	দর্শনীয় স্থানের নাম	ঃ	লালদিঘী মসজিদ, কুড়াপাড়ার বৌদ্ধ বিহার।
২১.	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৯৬ কিঃ মিঃ
২২.	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৪৩৭ কিঃ মিঃ

তথ্য সূত্র ঃ রংপুর জেলা পরিক্রমা,২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা : স্বরূপও বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি শিক্ষা ও স্বরূপঃ

পৃথীবীতে মানুষ হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফাতুল্লাহ)।[১] প্রতিনিধি প্রকৃতিগত ভাবেই স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী সঠিকভাবে আচরণ করবে এটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য । এজন্য প্রতিনিধিরা আবশ্যিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে কিভাবে এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হয়। আল্লাহ নিজেই এ দায়দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধিদের শিখিয়েছেন কিভাবে তারা পৃথিবীতে তাদের কাজ করে যাবে । আদম যিনি সৃষ্টির প্রথম মানব ও আল্লাহর একজন নবী এবং তার স্ত্রী হাওয়াকে আল্লাহ নিজেই জ্ঞান শিক্ষা দানে প্রশংসিত করেছিলেন ।[২] বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথেই শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। 'পড়'[৩] ইকরা হচ্ছে কুরআন এর প্রথম শব্দ, যা মানব জাতির প্রতি আল্লাহর চুরান্ত নির্দেশ। রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর হাদিস অনুসারে প্রত্যেক নর নারীর জ্ঞান সাধনা করা বাধ্যতামূলক । কুরআন হাদিসের এসব নির্দেশনার উপরই শিক্ষার চুড়ান্ত গুরুত্ব স্থাপিত।

ইসলামী শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদিসহ সর্বদিকে বিস্তৃত। ইসলাম মানুষকে দেহ, মস্তিষ্ক ও আত্মার সমন্বিত এক পুর্ণ অবয়ব মনে করে । তাই আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী সঠিক পথে মানুষ পরিচালিত হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। এই শিক্ষার গুরুত্ব প্রমানিত হয় এ থেকে যে, সর্বপ্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম আ-কে মহান রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম জ্ঞানদানে ধন্য করেন। ঘোষণা করা হয়েছে:
জ্বীন ও ইনসানকে একমাত্র ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪]

সঠিক পন্থায় এই ইবাদত করার একমাত্র উপায় হলো দ্বীনি শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা অর্জন না করলে মানবজীবনের সবকিছুই ভন্ডুল হয়ে যায়। মানুষ হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথরূপে পালনের যোগ্য হতে হলে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে জ্ঞান ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনার্থে শৈশব থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, তা-ই হলো শিক্ষা।

ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে হালাল- হারাম, ন্যায় অন্যায়, আদেশ নিষেধ, সত্য মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সা. নির্দেশিত পথে জীবনাচারের শিক্ষা অর্জিত হয়। এক কথায়, কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে যে জ্ঞানার্জন করা হবে তা-ই ইসলামী শিক্ষা, ইহলৌকিক সুখ ও পারলৌকক শান্তির জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ইসলামী শিক্ষা : ব্যাখ্যামুলক সংজ্ঞা

তত্ত্বগত ও বাস্তবদিক থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিষয়। ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন শাশ্বত ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা বলতে শুধু বুনিয়াদী ইবাদত ও ব্যক্তি জীবনের গণ্ডীতে সীমিত কতিপয় মাস আলা মাসায়িল শিক্ষার মধ্যেই সীমিত নয়। মানুষের সামষ্টিক জীবনে যত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ, ইসলামী শিক্ষার তত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। অসীম আল্লাহ প্রদত্ত ওহী ভিত্তিক জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উৎস। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারন করা যায়।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামী ভাবধারার ভিত্তিতে মানব জাতির ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন ও বৃত্তির বিকাশ এবং ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে প্রনীত শিক্ষাব্যবস্থা। তাওহীদ ভিত্তিক যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক, দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক, ব্যষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত হয় তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। যে শিক্ষা লাভ করলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সত্য- মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, আল্লহ প্রদত্ত সঠিক সুস্থ মানব প্রকৃতিকে সর্বপ্রকারের অনাচার পাশবিক শয়তানী প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র রাখতে পারে মূলত ইসলামী শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম সঠিক বিশ্ব-দৃষ্টির সমন্বিত করতে পারে তার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ।[৫]

মানুষের আত্মিক জগত, বস্তু বা পৃথিবীর জগত, পরকাল বা আখিরাতের অনন্ত জীবনও জগতের সাফল্য এবং মুক্তির সঠিক জ্ঞান যে শিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা। মানুষের সমগ্র জীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত। ১, মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক,২, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, ৩, মানুষের সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক । যে প্রক্রিয়ায় এ ত্রিবিধ সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করতে পারে তা-ই ইসলামী শিক্ষা।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যে জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ধারাকে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের বুনিয়াদে পরিচালনা করতে পারে তাই ইসলামী শিক্ষা।

এক সঙ্গে যে শিক্ষা ও প্রক্রিয়া জড় ও আত্মার সমন্বয় সাধন করে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মানব কল্যাণের নিমিত্ত ব্যাহারের উপযোগী দেহ ও আত্মর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের সঠিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানদান করে তাই ইসলামী শিক্ষা। ইসলামের জাগতিক বিষয়সমূহ, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য । এভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে পৃথিবীতে ও মৃত্যুর পরে উভয় জীবনের জন্যই প্রস্তুত করে গড়ে তোলে। এককথায় , সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের উপলব্ধি এবং সে আলোকে জীবনধারণ ও বিকাশের মাধ্যম যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল ব্যবহারিক প্রণীত, এটি জীবনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে শুধুমাত্র জীবনের বস্তুগত দর্শনের ভিত্তিতে। এটি শিশুদেরকে পার্থিব সাফল্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তোলে । এই শিক্ষা কেবল মাত্র জাগতিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত, যা বেহেশত দোযখ এবং মৃত্যুর পরে জীবন দর্শনকে অগ্রাহ্য করে। এই ব্যবস্থায় স্রষ্টা যিনি বেহেশত দ্বারা পুরস্কৃত করেন ও দোযখ দ্বারা শাস্তি দেন, তার নিকট মানুষের কাজের জন্য জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতাকে আলোচনা করা হয় অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, অপ্রতিভবতা ও উদ্দেশ্যহীনতা রূপে।

মুসলিম শিক্ষার প্রথম বিশ্ব কনফারেন্স যা ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত হয় তাতে বলা হয়েছিল।

Education should aim at the balanced growth at the total personality of man through the training of Man's spirit, intellect the rational self, fellings and badly senses Education should therefore bater for the growth of man in all its aspects spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate all these aspects towards goodness and the allaignment of perfection, the ultimate aim of Muslim Education lies in the realization of complete sublimation to Allah on the level of the individual, the community and humanity at large[6]

'মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি' ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আধুনিক এ পার্থিব শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে জোর দেয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সমাজের জাগতিক মঙ্গলের দিকে। শিশুদের কাছে আশা করা হয় তারা যাতে বড় হলে নিজেদের অবস্থান খুঁজে পেতে পারে। সেই লক্ষ্যেই তারা নিজেদেরকে উৎসাহিত, প্রস্তুত ও প্রশিক্ষিত করে তোলে। তাঁদেরকে ভক্তি শ্রদ্ধা, শিক্ষা, নৈতিক উৎকর্ষ লাভ, শালীনতা, সত্যবাদীতা, ন্যায় পরায়ণতা, ন্যায ব্যবহার, ত্যাগ, যত্নশীলতা, নিঃস্ব ও অসহায় অরক্ষিতদের জন্য উদ্বেগ এবং সামাজিক দায়িত্বের জন্য প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা হয় না। আধুনিক শিক্ষা ব্যাবস্থা বৈষয়িক বিষয়াদির প্রতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে আরো ধারালো করে তাকে জড়বাদী এই পৃথিবীতে ভয়ংকর প্রতিযোগিতায় নামায় । নৈতিকতা, আর্থিক উন্নতি এবং অন্যান্য শ্রেয়তর জীবনের মুল্যবোধ অপেক্ষা পৃথিবী যোগ্যতাময় এটাই একমাত্র আদর্শ হিসেবে এখানে প্রতীয়মান। প্রশ্ন করার সীমাহীন স্বাধীনতা ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি সংশয়াপন্নতা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত। মানুষ হিসেবে তার উপযুক্ততা ও দায়বদ্ধতার সাথে সাথে সততা, সাধুতা এবং উচ্চ এক জীবনের জন্য সচেতনতার চেয়ে তাকে নীতিগতভাবেই বৈষয়িক বিজ্ঞ এক জীবন তৈরীর লক্ষ্য তার সামনে তুলে ধরা হয়। মানব জাতির চরিত্র ও ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে অবস্থাগত নীতিতন্ত্রের সার সংক্ষেপে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় যে পরম মূল্যের প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে অপেক্ষাবাদের চর্চার প্রতিই যেন তাদের ঝোক বেশী। প্রায় সর্বত্র ব্যপ্তিশীল এই অপেক্ষাবাদ উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ ও সার্বজনীনতাকে ধ্বংস করেছে। সর্বদর্শী স্রষ্টার উপর বিশ্বাস নিয়ে আসে দায়দায়িত্ব, হিসাবে দেখার ইচ্ছা, সততা, শিষ্টাচার, বিচার বোধ এ ব্যাপারগুলো শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই জাগ্রত হয়। ইসলামী শিক্ষা বিশিষ্টতা, গ্রহণযোগ্যতা- এ নিরিখেই বিচার্য।

ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি

জ্ঞানের মৌল মাধ্যম হচ্ছেন স্রষ্টা নিজেই, যিনি তার বাণী (ওহী) নির্বাচিত বাহকদের মাধ্যমে তার প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরন করেন । ফিরিশতা জিবরা'ঈল আল্লাহর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর কাছে মৌলিক বিশুদ্ধতা সহকারে এসব বাণী বয়ে আনতেন। সর্বোচ্চ এবং সঠিক জ্ঞান ('ইলম) আহরণের ভিত্তিই হচ্ছে ওহী।[৭]

মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জনের একটি মাধ্যম । তবে এ ধরনের অভিজ্ঞতা সর্বদা আস্থা যোগ্য নয়। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের মাঝে কোন রকম অসঙ্গতি দেখা দিলে অবশ্যই পুর্বোক্তটির উপর আস্থা স্থাপনে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হবে। যতক্ষন এঁটা প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীতে গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়।

ইসলাম বক্তব্য, জিজ্ঞাসা, চিন্তা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে [৮] তবে তা হতে হবে দায়গ্রহণ ও হিসাব দানের সীমাবদ্ধতার ভেতরেই । কোন সভ্যতাই উন্নতি সাধন করতে পারে না, যদি তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অপব্যহার ও ভুল নির্দেশিত পথে অশ্লীলতা, মিথ্যাবাদ ও উত্তেজনাকর ধারণার মাধ্যমে অন্যদেরক মানসিভাবে আঘাত করে। মানুষের উচিত আল্লাহ যে সীমাবদ্ধতা বেধে দিয়েছেন তার মধ্যে থেকেই সকল শালীনতাপূর্ণ ও উপকারী বিষয়সমূহের রক্ষা করা। এখানে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. আল কুরআন: কুরআন ইসলামী শিক্ষার স্পর্শমনি এবং একটি অসাধারণ অনন্য উৎস।বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ংএর মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা ও জীবন বিধানের মৌলিক কাঠামো তুলে ধরেছেন। তাছাড়া মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় সকল বিষয়ও শিক্ষার নির্দেশ রয়েছে কুরআনে। কুরআনের মৌলিক বিধানের পরিপন্থী কোন শিক্ষানীতি বা শিক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম কোনক্রমেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না। কুরআনে ঘোষিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। মানুষের জীবন বিধানের একটি আদি ও অকৃত্রিম উৎস হিসেবে সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা ব্যবস্থার রচনা করবে আল কুরআন।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল হাদীস : রাসূল সা. এর বাণী, আদেশ ও নিয়ম নীতি ইসলামী শিক্ষার ভিত রচনা করবে । হাদিসের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী কোন শিক্ষা হবে না। হাদীসে শিক্ষা সম্পর্কে অনেক সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষানীতি ও আদর্শ স্থাপনে শেষ নবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনগন অনেক পদক্ষেপ রেখে গেছেন। মুলিম সমাজের শিক্ষা কাঠামো সংগঠনে এসব নির্দেশনা ও প্রেরণা যোগাতে পারে।

৩. রাসূলুল্লাহ সা.-এর ক্রিয়া কর্ম

ক. **ব্যক্তিগত জীবন বিধান ও কাজ :** রাসূল সা.-এর জীবনের আদর্শ ছিল কুরআনের আল্লাহ নির্দেশিত প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা। তাই তার পূতপবিত্র চারিত্রিক গুণ ও নৈতিকতাকে শিক্ষা জীবনের আদর্শ হিসেবে ধরে নিতে হবে। তার ক্রিয়াকর্ম অতীতে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে পথ নির্দেশনা দেবে।

খ. **পারিবারিক সম্পর্ক এবং ক্রিযাকর্ম:** তার পরিবারের মহান সদ্যগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের প্রতি নির্দেশনা মুসলিম পরিবারের নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। জীবনের আদর্শগত শিক্ষার এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাসূল সা.এর ও সাহাবীদের কাজ শিক্ষার মৌলিক নির্দেশনা যোগাবে।

গ. **সামাজিক শিক্ষা :** মহানবীর সামাজিক নির্দেশনা ও ক্রিয়াকর্ম ইসলামী শিক্ষার সমাজ সংগঠনমূলক শিক্ষানীতি ও আদর্শের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে । অতীত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বর্ণযুগের সূচনাকালে হযরতের অনুসৃত বিধিবিধান শিক্ষার আদর্শ ও উৎস হিসেবে কাজ করে। বদরের যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষা দানে নিয়োগ একটি অনন্য ও অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত।[৯]

ঘ. **রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষা :** শেষ নবীর জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি কুরআন নির্দেশিত পথে পরিচালিত। শিক্ষাকে পৃথক করে দেখা হতো না । শাসন কার্যের সাথে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল । প্রতিটি প্রশাসক বা সেনাপতি ছিলেন নামাযের ইমাম বা পরিচালক। মসজিদের ইমাম নিযুক্ত থাকতো। নামাযের নেতৃত্ব দেয়া ছাড়াও তার একটি প্রধান কাজ ছিল শিক্ষা দান। কারণ শিক্ষা ব্যতীত নামায হতো না। প্রত্যেককেই শিখতে হতো। তার অর্থ ছিল শিক্ষক,বিদ্যালয়,পুস্তক, শিক্ষার্থী । প্রথমেই কেউ কুরআন পড়তে যেতো না । তার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা দান চলত বহু সময় ধরে। অক্ষর, শব্দ ও ভাষায় দখল আসলেই কুরআন পড়া হতো। মহানবী সা. জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

থাকাকালীন এ সম্পর্কে অনেক নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা সংগঠনের নীতির মূল আদর্শের নির্দেশনা আসবে রাসূল সা.এর রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি থেকে।

৪. **ইসলামের গতিশীলতার আদর্শ :** ইসলামের কিছু ব্যবস্থা আছে যা শিক্ষাকে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও সংগঠনমূলক নীতি নির্ধারণে সহায়ক। বস্তুত ইসলাম একটি গতিশীল (Dynamic) সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তক। শিক্ষার সকল ব্যাপারে কুরআন, হাদিস যথেষ্ট নাও হতে পারে। সামাজিক, মানবিক কল্যাণ ও জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে অনেক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত কমিটি বা শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উৎস ও নির্দেশনার কাজ করবে। এর জন্য নিদর্শন রয়েছে ইতিহাসে। প্রথমে আসে ইজতিহাদ । ইজতিহাদ হলো কোন সমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সর্বোচ্চ মানসিক দক্ষতা প্রয়োগ এবং চিন্তা বা গবেষণা করে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সমাধান বের করা। আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদকে বলেছেন গতিশীলতার নীতি। শিক্ষার উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর পরই এর স্থান হতে পারে। যেসব বিষয়ে কুরআন হাদীস কোন নির্দেশনা খুজে পাওয়া যায় না, সেসব বিষয়ে রাসূল সা. নিজেই ব্যক্তিগত বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন । মুয়ায ইবন জাবালকে ইয়ামেনের গভর্নর নিয়োগের সময় রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করেন কোন সমস্যা আসলে কিভাবে সমাধান করবে? মুয়ায এর উত্তরে বলেন প্রথমে কুরআন, পরে সুন্নাহ এবং শেষে নিজের বিবেচনায় । এতে তিনি খুবেই খুশী হন। তাছাড়া জ্ঞানী ব্যক্তিগন যে কোন সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে না পেলে কিয়াস (কুরআন সুন্নাহর সদৃশ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত) ইজমা' (জ্ঞানীদের সম্মিলিত মতমত), ইসতিহসান (কোন জিনিস ভালো বিবেচনা করে) প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সমাধান দেবেন। কাজেই সমাজ, জাতি ও সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনার কুরআন ও হাদীস সমাধান না দিলে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিয়াস, ইজমা', ইজতিহাদ প্রভৃতির সহায়তায় অগ্রসর হবেন।

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে একজন মানুষের বিশ্বাস, কাজ-কর্ম, সম্ভাবনা, ধীশক্তি চিন্তা ভাবনা, মতের প্রকাশ উচ্চকাঙ্খা, উদ্যম এবং ঐ মানুষটির সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুরই একটা পরিপুর্ণ পরিবর্তেনের সুচনা করা। অন্যকথায়, আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুষম উন্নয়ন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা অর্জন ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভের মাধ্যমে শুধু এই জীবনের সাফল্য ও

Dhaka University Institutional Repository

সুখের লক্ষ্যেই পৌঁছিয়ে দেয় না বরং আল্লাহর অপার কৃপা ও দয়ায় আখিরাতের পথকেও সহজ করে। শিক্ষার সর্বস্তরে সকলের নিকটই এই লক্ষ্যেই জানা থাকতে হবে। আল্লাহর সর্বশেষ নবী (জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক) হযরত মুহাম্মদ সা. এ নবুয়ত কাল ৬১১-৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরব দেশে এমন শত সহস্র ইসলাম চর্চাকারী মুসলমান ছিল যারা কথা-কাজে ছিল একই নীতিতে অবিচল আর এই শিক্ষায় তারা অনূপ্রাণিত হয়েছিলেন তারই কাছ থেকে। এই সুষম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরা জাহেলী সমাজেরই অংশ ছিলেন । তারা কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী, কেউ ক্রীতদাস, দিনমজুর, অপরাধী, ব্যভিচারী এমনকি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, শুধু স্থানীয়রাই নয় তাদের মধ্যে বিদেশীরাও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ: খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ(৫৫৫-৬১৯ খ্রী.), আবু বকর ইবন আবি কুহাফাহ (মৃ. ৬৩৪ খ্রী.) 'উমর ইবন আল- খাত্তার (মৃ. ৬৪৪ খ্রী.), আবু উবাইদাহ ইবন আল জাররাহ (মৃ. ৬৩৯ খ্রী.) খালিদ ইবন আল ওয়ালিদ(মৃ. ৬৪৩ খ্রী.), আবু সুফিয়ান ইবন হারব (মৃ. ৬৫২ খ্রী.), বিল্লাল ইবন রারাহ (মৃ. ৬৪১ খ্রী.), ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সা.(মৃ. ৬৩২ খ্রী.), আয়িশা বিনতে আবী বকর (মৃ.৬১৩-৬৭৮ খ্রী.), আব্বাস ইবন আল-ইরস (মৃ. ৬৫৮ খ্রী.),সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত (মৃ. ৬২২ খ্রী.), সালমান আল ফারসী (মৃ.৬৫৭ খ্রী.), হামজাহ ইবনে আব্দুল মুত্তলিব (মৃ. ৬২৫ খ্রী.), আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (মৃ. ৬৫৩ খ্রী.), উসামাহ ইবনে যায়দ রা. (মৃ. ৬১৪-৬৭৪) হচ্ছেন ইসলামের প্রথম দিকের অসংখ্য মুসলিমদের তালিকা হতে কয়েক জন। এই সকল মহামানবই তাদের ঈমান শক্তির জোরে পারস্য ও পুর্ব রোম সাম্রাজ্যকে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামের সাম্রাজ্যে পরিনত করেছিলেন।

ইসলামী সমাজের চেষ্টা করা উচিত একই সাথে ইসলামের জ্ঞান বিতরণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের। যতক্ষন পর্যন্ত জ্ঞানকে কুরআন ও রাসূল সা.এর সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামীকরণ করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণ হবে না। কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই ইসলামী সমাজ পদ্ধতির টিকে থাকা ও তার অগ্রসরমানতাকে নিশ্চিত করতে পারে। বিশ্বব্যাপী পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার অখণ্ড অংশ হিসেবেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য বহুমুখী। তন্মধ্যে উল্লেযোগ্য হচ্ছে

১. **খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা:** ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীর আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে এ পৃথিবীর দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধরনের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনেই হবে শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল-লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২. **আল্লাহর বান্দারূপে গড়ে তোলা:** আল্লাহ মানুষকে তার বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্ব করার লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মানুষকে আল্লাহর খাটি বান্দারূপে তৈরী করা।

৩. **উত্তম চরিত্র গঠন:** উত্তম চরিত্র গঠন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও।[১০] অর্থাৎ মহৎ চরিত্রের অধিকারী হও। মহানবী সা. বলেছেন: আমাকে নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্যেই প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই নৈতিক চরিত্র গঠন, সুন্দর ও মহৎ জীবন গড়ে তোলা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

৪. **তাকওয়া সৃষ্টি:** শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে করে মানুষ আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করে তাকে ভয় করতে শিখে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বড়ত্ব যেন মানুষ গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে । স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন: নিশ্চয় জ্ঞানবানরাই আল্লাহকে ভয় করে।[১১] কাজেই তাকওয়া অর্জন আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫. **দুনিয়া আখিরাতের কল্যান সাধন:** ইসলাম মানুষকে দুনিয়া পরকালের কল্যাণের শিক্ষা দিয়েছে। কুরআনের ভাষায় : 'হে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর আর দান কর আখিতাদের কল্যাণ'। [১২] কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যার মাধ্যমে মানুষ উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়।

৬. **ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টি :** শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে করে এর মাধ্যমে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তোলা যায়।

৭. **সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান গবেষনা ও উন্নতি প্রযুক্তি অর্জন:** শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্টজগত তথা প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান-জ্ঞানবান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।[১৩]

অন্যত্র রয়েছে আর পৃথিবীতে রয়েছে নির্দশনাবলী দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্যে এবং তোমাদের সত্তারও। অতএব তোমরা কি কিছুই উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারো না?।[১৪]

হাদীসে আছে: 'এক ঘন্টা কালের চিন্তা গবেষণা এক বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। পবিত্র কুর'আন থেকে জানা যায়' ফিরিশতাদের উপর হযরত আদম আ এর শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষায় সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুসমূহের নাম (অর্থাৎ বস্তু পরিচয়, গুণাবলী ইত্যাদি) জানার বিষয়টি পেশ করা হয়। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা এও জানিয়েছেন যে, পৃথিবীর সব কিছু আমাদের উপকারের জর্ন সৃষ্টি করা হয়েছে অতএব প্রাকৃতিক জগত ও বস্তুজগতের উপর জ্ঞান গবেষণা, বস্তুর উপকারিতা অবগত হওয়া , তাকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও আস্বিকার অনুসন্ধান আমাদের দায়িত্ব । কাজেই চিন্তা- গবেষণা ও উন্নতি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার জানা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

৮. **জাতীয় স্বকীয়তাবোধ, দেশপ্রম ও সুনাগরিক তৈরী:** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা। স্বীয় দেশ- যা ইসলামের আবাস ভূমি তাকে ভালোবাসা এবং দেশের একজন সুনাগরিকরূপে নিজেকে তৈরী করা। মুসলিম চেতনাবোধ জাগ্রত করাও শিক্ষার লক্ষ্য।

৯. **মানবতাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি :** ইসলাম সত্যিকার মানবতাবাদী আদর্শ । ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা মানব জাতি এক আদম হাওয়া থেকে সৃষ্টি । মানব জাতির বিভিন্ন গোত্র, জাতি-গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে শুধু পরিচয়ের সুবিধার জন্য। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্বের কিছুই নেই ইসলামের গোত্রবাদ, বর্ণবাদ, জাতি বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার কোন সুযোগ নেই । ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ শিক্ষা দেয়। তাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতাবোধ জাগ্রত করা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা।

১০. **শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা :** ইসলাম স্বাস্থ্যরক্ষা ও সামরিক শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না'। [১৫] অন্য আয়াতে আছে: তোমরা নিজেদের হত্যা করো না । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনেক দয়াবান'।[১৬] আর রোগ-শোক ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা নিজেদের ধ্বংস ও হত্যারই শামিল । তাই মহানবী সা. বলেছেন: 'হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা রোগের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করো কেননা আল্লাহ কোন রোগেরই সৃষ্টি করেন নি যার জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন নি'।[১৭]

অতএব স্পষ্ট প্রমাণিত হলো স্বাস্থ্য বিষয়েক জ্ঞানার্জন একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সামরিক শিক্ষার উপরে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন মহানবী সা. বলেছেন: ' তীরন্দাজী করো ও ঘোড়ায় চড়া শিখ'।[১৮] অন্যত্র বলেছেন : ' তোমাদের কেউই যে তীরন্দাজী খেলার ব্যাপারে গড়িমসি না করে' [১৯] সে যুগে তীরন্দাজী ও ঘোড়া যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় সে বিষয়ের উপর অত্যধিক তাগিদ করা হয়েছে। কাজেই এটি স্পষ্ট যে, সামরিক শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষার একটি। অত্যন্ত জরুরী দিক। মোটকথা স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

১১. **বিশেষজ্ঞ তৈরী :** শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষত উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীন ও সমাজের জন্য কল্যাণের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। কুরআনে বলা হয়েছে 'প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না যারা দ্বীনের বুৎপত্তি লাভ করতো ও স্বজাতিকে সর্তক করতো'।[২০]

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দ্বীন বিষয়েক একদল বিশেষজ্ঞ তৈরী হওয়া জরুরী। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ প্রয়োজনকে অবশ্যই পুরণ করতে হবে । সাথে সাথে ইসলামী বিশেষজ্ঞ গন এ বিষয়েও একমত যে, সমাজ ও মানবজাতির জন্যে অন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন ও কল্যাণের যেমন চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিল্পকৃষি ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনও ফরজে কিফায়াহ। তাই এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা জরুরী । এক কথায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য । উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যেকে এভাবে সারসংক্ষেপ করা যায়:

১. ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে তৈরী ও প্রশিক্ষিত করা।
২. সমাজে ভালো (মারুফকে)কে উৎসাহিত ও মন্দের (মুনকার) ধ্বংস নিশ্চিত করা।
৩. একজন মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চত করা।
৪. শিশুদের তাদের বয়োঃপ্রাপ্ত জীবনে দায়-দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা অর্জন ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য আত্মিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক মানবিক ও বাস্তবগত চিন্তাধারার উন্নতি সাধন করা।
৫. মানুষের সমস্ত প্রচ্ছন্ন ধারণার উন্নতি সাধন করা।
৬. আখিরাতের দায় দায়িত্ব ও হিসাবের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতার উন্নতি সাধন।
৭. মানুষকে সমাজের অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতির জন্য মানব জাতির ঐক্য ও সম্পদের পক্ষপাতহীন সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।
৮. সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা, ইকোলোজিক্যাল ক্ষতি করা ও সৃষ্ট প্রত্যেকটি জীবের ভালোর রক্ষাকবচ হিসেবে সামাজিক দায় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাওয়ার ধারণাগত উন্নতি সাধন করা।
৯. জনগন ও সমাজের মহত্ত্ব কল্যাণের সর্বোচ্চ লক্ষ্যকে চরম উৎকর্ষতা দানে সকল ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় উৎসাহ যোগানো।

Dhaka University Institutional Repository

১০. শিশুরা সুযোগ সুবিধার সমভাগাভাগি নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার, ন্যায্য ব্যবহার, ভালোবাসা, যত্ন, স্নেহ, স্বার্থহীনতা, সততা বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা এবং কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বড় হবে এর নিশ্চয়তা বিধান করা।

১১. জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিকও নির্ভুল ধারনা ও জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

১২. জড় ও আত্মার সঠিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যেমে জমীন আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

১৩. ব্যক্তি প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধন সামষ্টিক জীবন ধারাকে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যের অর্ন্তভুক্ত।

১৪. সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু প্রানী পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব কল্যাণে জন্য ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

১৫. বস্তুত মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সাফল্যের লক্ষ্যে বাস্তব ধর্মী উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও বিশ্ব প্রকৃতির সকল সৃষ্টিকে মানব কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালনার সার্বিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপযোগী সমাজ গঠন ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

১৬. ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তির নিজের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি, প্রতিবেশী ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধকরণ।

১৭. ইসলামী আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞানদান।

১৮. ধর্মীয় বিধান পালনের কায়দা কানুন ও নিয়ম নীতির সাথে পরিচিত করা।

১৯. সঠিক পদ্ধতিতে জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং সে পদ্ধতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

২০. স্ত্রী-পুরুষের আচার আচরণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলা।

২১. চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন ও মূল্যবোধ সৃষ্টি।

২২. ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পদ অর্জন, অংশীদারিত্বের ব্যাপারে অর্থাৎ নিজের, প্রতিবেশীর ও দরিদ্রের হক সম্পর্কে সচেতন করা।

২৩. একজন নাগরিকের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সে সব কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা।

২৪. ইসলামের গতিশীলতার প্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. নবী করীম সা. এর শিক্ষা ও ক্রিয়াকর্মকে জীবনাদর্শের মূল নিয়ামকরূপে গ্রহণের মন মাসিকতা সৃষ্টি করা।

২৬. সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহর কুদরতের উপর গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

২৭. মানব কল্যাণের উপাত্ত ও উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যথাযথ মানব কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার যোগ্য করে তোলা।

২৮. ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের চাহিদার বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামাজিক জীবন ধারা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সকল কিছুকেই ইসলামের বুনিয়াদে পরিচালিত করার উপযোগী নেতা ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য । সর্বোপরি ইসলামী আদর্শের মুর্ত প্রতীক, ঈমান ও নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান জনশক্তি সৃষ্টি করা, নিরক্ষরতা ও জাহিলীয়াতের অভিশাপ মুক্ত সমাজ কৃষ্টিই ইসলামী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা মানুষের প্রাণশক্তি, জাতির মেরুদন্ড, উত্থান পতনের মানদন্ড জাতির উন্নতি-অবনতি শিক্ষার মানবন্ডেই বিবেচিত হয়ে আসছে। সুশিক্ষায় জাতি অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়, দুনিয়ার আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। শিক্ষা আর অশিক্ষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বর্তমান । একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই এ প্রভেদ সম্যক উপলব্ধি করা যায়। আলো আর অন্ধকারে যেমন পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য সুশিক্ষা আর অশিক্ষা বা কুশিক্ষার মধ্যে। শিক্ষার্জন করে একজন হন জ্ঞানী, পন্ডিত আর শিক্ষার অভাবে অন্যজন হয় অজ্ঞ,মূর্খ। মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও মননশক্তির পরিপূর্ণ যারা জানে এবং যারা জানে না কি সমান হতে পারে?[২১]

অন্য আয়াতেও প্রশ্ন করা হয়েছেঃ
অন্ধ আর চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে?[২২]

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অশিক্ষা বা কুশিক্ষা কোনমতেই কাম্য হতে পারে না। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিশক্তির ন্যায় আর অশিক্ষা অন্ধত্বের শামিল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি যেমন মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে, তেমনি শিক্ষা মানুষকে সঠিক জীবন-পথের নির্দেশ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি। তাই আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার বাস্তবায়ন ও তার একত্ব প্রতিষ্ঠাই হলো একজন মুসলিমের গুরুদায়িত্ব। ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্মুখে সম্পূর্ণ আনুগত্যের শির নত করে দেয়া । আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ তার পালনীয়, আর প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বস্তু ও কাজ বর্জনীয়। ইসলামী শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা, যাতে মানুষের জীবনের সব দিক ও বিভাগের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান এবং তার রাসূল (সা)এর জীবনাদর্শের অনুসরন দ্বারা ইহলৌকিক সুখ- সমৃদ্ধি ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই হলো ইসলামী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করে। মানুষকে শুধু প্রকৃতিস্থ, স্বাস্থ্যবান ও প্রয়োজনীয় শক্তিমত্তায় অধিকারী করাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; বরং তার মধ্যে কল্যাণকর চেতনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করার এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মুসলিম দার্শনিক, আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে, ইসলামী শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এ শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, যা তার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির দ্বারা এবং তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য 'আদালত [২৩]-এর পূর্ণতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

ইসলামী শিক্ষা যে মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীই সঞ্চার করে তা-ই নয়; বরং এ একটি বৃহদাংশের লক্ষ্য হলো মানুষের স্বাভাবিক উন্নতির পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে পথ প্রদর্শন। এসব প্রতিবন্ধকতা সাধারণত শীরীরিক ও জৈবিক শ্রেণীর যা আবেগের তাড়না, বিকৃত বস্তুবাদী মানসিকতা এবং ভ্রান্ত শিক্ষার ফলেই জন্ম নিয়ে থাকে।[২৪]

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের মূল কথা হলো মানুষের মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য গুণ সৃষ্টি করা, আর সে সঙ্গে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা, স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করে মানুষকে শ্রেণী, বর্ণ, জাত, গোত্র ও গোষ্ঠি সম্পর্কীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরে বিশ্বজনীন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা । এছাড়া ইসলামের মৌল আদর্শসমূহ প্রতিপালনের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কারনও নিহিত রয়েছে । এ জন্য নামায তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক আদর্শের মধ্যে মানুষের সার্বিক গুণাবলীকে উজ্জীবিত করে তোলার মতো শক্তি রয়েছে । উদাহরনস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইসলামী শিক্ষায় কুর'আন অধ্যায়ন মানুষের ভাবাবেগকে বিশুদ্ধকরণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ছাড়াও তার বুদ্ধিবৃত্তি গঠনের সহায়ক অন্যান্য গুণাবলীর উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে। অবশ্য কুর'আনে চিন্তা গবেষণার বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমতের উপর গুরুত্বারোপ করে অহমিকাহীন নম্রতাপূর্ণ ভাব সহকারে আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে উৎসুক মনোভাব নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির সম্বন্ধে গবেষণা করতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইসলামী শিক্ষা যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, মৌলিকতা ও সৃজনশীতার ক্ষমতা দান করে তা-ই নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতির ঘটনা। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ক'টি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়:

মনুষ্যত্বের বিকাশ: ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ জীবনবিধান। জীবনের প্রত্যেক দিকের পথ নির্দেশই এ জীবনবিধানে রয়েছে মানুষের অন্তর্নিহিত সর্ববিধ শক্তির সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত সার্বিক বিকাশ সাধন দ্বারা ইহকালীন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সা. নারী-পুরুষ সবার উপর শিক্ষা ফরজ করেছেন । সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করতে হবে। কারন, মনুষ্যত্বে যথাযথ বিকাশই সমাজ-সংস্কৃতির উৎকর্ষ লাভের প্রথম সোপান। মানুষের সীমিত পার্থিক জীবনকে অনন্ত জীবনের সেতুবন্ধন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন মজীদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, জনকল্যাণ, জনসেবা, সামাজিক ন্যায়-নীত, উদারতা প্রেম, ভালোবাসা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে নিজের বিকাশ সাধন ও অন্যের বিকাশ অনুপ্রেরণা দানই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনের সমন্বয়: ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সমন্বিত উৎকর্ষ সাধন । উভয় জীবনের সমন্বিত উন্নতির প্রয়োজন সঠিক পন্থায় সম্পাদনের দিক-নির্দেশনা এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান।

চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন : মানব জীবনের প্রধান ভূষণ ও সম্পদ হলো চরিত্র। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করা। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর মনোনীত খলীফা বা প্রতিনিধি। আত্মবিশ্বাস ও যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকলে মানুষের জীবনে সর্ববিধ গুণের বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে আর ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই সেটা সম্ভব।

আত্মপরিচয় ও স্রষ্টার পরিচয় লাভ: ইসলামী শিক্ষা আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি ও সৃস্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের নির্দেশ রয়েছে । কুরআনের অনেক আয়াতেই স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির পরিচয় লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করে চিন্তা- গবেষণা ও সত্যোদঘাটনের পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দেয়া হয়েছে । কারন জ্ঞানার্জন ব্যতীত আত্মপরিচয় ও স্রষ্টা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা সম্ভব নয়। রাসূল সা. ইরশাদ করেন : যে আত্মপরিচয় লাভ করেছে, সে আল্লাহর পরিচয়ও লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানব কল্যাণ ও মুক্তি : পরিবেশ প্রতিবেশে প্রাপ্ত বস্তু নিয়ে নিজের ও জগতের অন্যান্য কল্যাণের প্রযোগের শিক্ষাই হলো ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষের বিবেক বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটায় জ্ঞান । জ্ঞান ছাড়া মানবতার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। তাই, অধিকতর জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : 'জ্ঞান অনুসন্ধানকারীর পুর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর বিদ্যার্জনকালের মৃত্যু শাহাদাত লাভের সমান'।

বিজ্ঞান সাধনা : মানব সদা পরিবর্তনশীল, আরো বেশী পরিবর্তনশীল মানুষের পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এগুলোর সঙ্গে মানব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ইসলামী শিক্ষার একটি অপরিহার্য লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থি এবং এ সঙ্গে সংঘাতশীল যে- কোন ধরনের শিক্ষা বর্জনীয়। তাই জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের প্রসার ও প্রভাবকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং পরিবেশ প্রতিবেশে প্রাপ্ত প্রতিটি বস্তুকে মানব জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের কাজে লাগাতে হবে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের মধ্যেও মানব কল্যাণ ও উন্নতির অনেক উপাদান বর্তমান । এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা দেন :
'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'[২৫] তাই মানুষের নিকটতম ও দুরতম পরিবেশের বস্তুনিচয় সম্পর্কে জ্ঞানীদের গবেষণা দ্বারা খুজে বের করতে হবে বস্তু ও শক্তিসমূহের কোনটিকে কিভাবে মানব কল্যাণের কাজে লাগানো যায়। আর এই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষের কল্যাণার্থে বিজ্ঞান সাধনাও ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ।

দ্বীনের পুনর্গঠন : সমাজ জীবনে ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে পুনর্জীবন দানও ইসলামী শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য । সমাজ জীবনে এ গুরুত্ব অপরিসীম । জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম সমাজজীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে তবেই ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এক মুসলমানের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যকে শিক্ষাদান করা তার নৈতিক দায়ীত্ব। যে শিক্ষার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয় না, সে শিক্ষা যেমন মূল্যহীন, তেমনি কোন বিদ্বজ্জনের শিক্ষা-দীক্ষা, দ্বারা যদি দেশ জাতি উপকৃত না হয়, কোন প্রকার কল্যান লাভ না করে, তবে সে ব্যক্তিরও কোন মূল্য নেই। তাই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বীনের পুনর্জীবনকল্পে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাবে । তবেই দেশ জাতি তার বিদ্যাবত্তা থেকে উপকৃত হবে এবং তার শিক্ষার্জন সার্থক বলে পরিগণিত হবে। দ্বীনের পুনর্জীবনের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা ওয়াজিব।

পার্থিব সূখ শান্তি লাভ: পার্থিব জীবনে মানুস সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, আর সমাজজীবনে সব মানুষই সূখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে চায়। শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়তা বিধান করে। মানুষ নিজ বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানবলে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাজি কাজে লাগিয়ে নিত্য-নব আবিস্কারের মাধ্যমে নিজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে পারে, দেশবাসীর জন্য জীবিকা অর্জনের বহুমুখী পন্থা উদ্ভাবন করে দেশ থেকে বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলোৎপাটন করতে পারে।

চূড়ান্ত লক্ষ্য: জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত, উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করে : 'প্রথম জ্ঞান আল্লাহকে জানা এবং শেষ জ্ঞান তার কাছে পরিপুর্ণ আত্মসমর্পণ করা'। আল্লাহর অপার শক্তি, কুদরত, সৃষ্টিকৌশল তথা আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জেনে এবং তার সৃষ্টির পরিচয় লাভ করে তার কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার নামই হলো ইসলাম । একটা বিদ্যার্জন ব্যতীত আদৌ আশা করা ঠিক নয় অতএব সৃষ্টির সেরা মানব জাতি জ্ঞানলাভ করবে, মহান স্রষ্টা সম্পর্কে জানবে এবং তার সৃষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তারই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে এটাই স্বাভাবিক।[২৬] এই স্বাভাবিকতার জ্ঞানবোধ সৃষ্টি করবে মূলত ইসলামী শিক্ষা। এ নিরিখেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বিচার্য।

ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

১. **তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের চিন্তা চেতনার ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

২. **আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় :** ইসলাম যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে তা নিছক আধ্যাত্মবাদী ও ধর্মীয় নয় আবার বস্তুতান্ত্রিকও নয়। ইসলাম দেহ ও আত্মার উভয়ের বিকাশ ও কল্যাণের কথা বলেছে। বস্তুত শিক্ষা ব্যবস্থা উভয়দিকের সমন্বিত হতে হবে।

৩. **ইহলৌকিক অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা ভিত্তিক শিক্ষা :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে উভয় জগতের কল্যাণের দিকটি সামনে রাখা হয়েছে । উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে।

৪. **জীবনের অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা ভিত্তিক শিক্ষা:** ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য। পরস্পর সম্পর্কহীন মানব জীবনের ভাগ বিভক্তি ইসলাম সমর্থন করে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা অখণ্ড জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামনে রেখে প্রণীত হতে হবে।

৫. **ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়:** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যক্তির নৈতিক আধ্যাত্মিক বুদ্ধিবৃত্তিক দৈহিক বিকাশ ও কল্যাণের প্রয়াসী তেমনি সমাজের কল্যাণের উপরেও জোর দিয়েছে । ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের সমন্বয় সাধন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **জীবনমুখী :** ইসলাম জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। জীবন ও সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামে নেই। ইসলাম সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ ইসলাম জীবনাশ্রয়ী ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা।

৭. **ওহী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় ;** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ওহী । সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও বিকাশ ইসলামী শিক্ষার অঙ্গ। উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি নয় বরং সমন্বয় সাধনই ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

৮. **পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রাধ্যান্য :** ইসলাম ওহী ভিত্তিক আদর্শ হলেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা নিরিক্ষা ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই । যেমন মহানবী সা. বলেছেন,'দুনিয়ার বিষয়ে তোমরাই ভালো জানো'। কাজেই বস্তুগত বিষয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা যুক্তি প্রয়োগ ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. **সার্বজনীন ও গনমুখী শিক্ষা:** ইসলাম নির্দিষ্টমান পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। সার্বজনীন ও বৈষম্যহীন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা ইসলাম। ইসলামের শিক্ষা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সবার জন্য উন্মুক্ত।

১০. **কল্যাণকর সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সমন্বয়:** ইসলাম শিক্ষার ব্যাপকও বিশাল ধারনা পেশ করছে। সেক্ষেত্রে ইসলাম কোন প্রকার সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় নি । যেখানেই প্রকৃত ও কল্যাণকর জ্ঞানের সন্ধান মিলবে সেখান থেকে তা আত্মস্থ করতে হবে। মহানবী সা. বলেছেন: 'হিকমতের কথা জ্ঞানীর (অপর বর্ণনায় মোমেনের ') হারানো সম্পদ । সুতরাং যেখানে বা যার কাছেই পাবে সেই তার উত্তরাধিকারী' (তিরমিযী ও ইবন মাজা) অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণকর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য। তা যেখানেই থাকুক না কেন মুমিনগণই তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমন্বিত করে নিতে হবে।

১১. **জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন :** ইসলাম শুধু নিছক শিক্ষার কথা বলে না বরং তা বাস্তবে অনুশীলনের কথা বলে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষা ও বাস্তবায়ন অনুশীলন যুগপৎ সম্পন্ন হয়। শিক্ষাবিহীন আমল আর আমল বিহীন শিক্ষা ইসলামে গ্রহণীয় নয়। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা জীবন গঠনের শিক্ষা ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

১২. **পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের সার্বিক চাহিদা পুরন ও সমগ্র মানবিক গুণাবলী এবং বৃত্তির বিকাশের সুযোগ ইসলাম প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে । ইসলামী শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ নয়, হতে পারে না।

১৩. **একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একমুখী একটি ব্যবস্থা । ইসলাম জীবনের যেমন দ্বৈততা বিভাজ্যতা স্বীকার করে না তেমনি ধর্মী ও বৈষয়িক সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে ।

১৪. **যুগোপযোগী ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা :** ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কোন স্থবির ও সেকেলে ব্যবস্থা নয়। এটি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যা সার্বজনীন আর্দশ, যুগের সার্বিক ও বাস্তব প্রয়োজন এবং চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এ হচ্ছে শাশ্বত আদর্শ ও সমকালীন প্রয়োজন ও বাস্তবতার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা।

ইসলামী শিক্ষার পরিধিঃ

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি হওয়ার মানব জীবনের সকল শাখার জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। ঈমান 'আকীদা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত আচরণ, নীতি নৈতিকতা, ইবাদাত বন্দেগী, তাওহীদ রিসালাত, কুফর, শিরক, কৃষ্টি সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, বিবাহ-শাদী, সৌজন্য, শালীনতা, ব্যবসা বাণিজ্য, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজ, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রশাসন, শিষ্টাচার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, গণতন্ত্র, আইন বিচার, শাসন সকল কিছুই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত' ।[২৭]

বিজ্ঞানের সব শাখা ইসলামী শিক্ষায়ও স্বীকৃত। রসায়ন, জীব, পদার্থ, তড়িৎ বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের সব শাখার আলোচনা কুরআন ও হাদীসে গুরুত্বসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিচালনার জন্য কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা 'ইসলামী শিক্ষায়' যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে । পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ইসলামী শিক্ষায় ইতিহাস বিষয়কে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[২৮]

যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মানব জাতির বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চেতনার সাথে সাথে পার্থিব জীবনাচরণ এবং বস্তু ও আত্মার নির্ভুল পন্থা ও প্রক্রিয়া দান করেছে। নবীগন কুটির শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, বস্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। বস্তুত মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শিক্ষা কাঠামো

ক. ইসলাম জড় ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তি স্বত্তাকেই মানুষ মনে করে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মাকে রূহ বলে; আর আত্মা বিবর্জিত দেহকে লাশ বলে । তাই দেহ ও আত্মার যথার্থ গুরুত্ব প্রদানই ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর মূল দর্শন।

খ. মানব সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার, স্বার্থের সংরক্ষণ, ব্যক্তিও সমাজের সুবিচার ভিত্তিক সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় শর্ত।

গ. চিন্তা বিশ্বাস প্রত্যয় ও কর্ম এবং বাস্তব জীবনের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা বিদ্যামান থাকা ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই চাহিদা উৎপাদন, আত্মিক ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ সাধনের স্ফুরণ, আল্লাহমুখী, কল্যাণধর্মী, আদর্শবাদী, সংবেদনশীল মানবতাদরদী জনশক্তি সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত।

ঘ. আত্মসচেতন, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক, কর্তব্যপরায়ণ, ব্যক্তি স্বত্তার সার্বিক উন্নয়ন সার্বজনীন কল্যাণমুখী মানবতার মুর্ত প্রতীক তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান বিশ্বাস ও কর্মের বাস্তব মিল ও সমন্বয় সাধনের উপযোগী জনগোষ্ঠী ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

ঙ. দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্যের বিলুপ্তির সাধন করে ধর্ম ও বাস্তব জীবনকে একই বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহন ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চ. এ শিক্ষার সকল বিভাগে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য প্রদান ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্গঠন ও ইসলামী জীবন চেতনার প্রভাব সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্রঃ

১. কুর'আন, ২ : ৩০ ।

২. কুর'আন, ২ : ৩১ ।

৩. কুর'আন, ৯৬ : ১ ।

৪. কুর'আন, ৫১ : ৩ ।

৫. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইসহাক, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, চট্টগ্রাম সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০, পৃ ৭।

6. The world Conference on Muslim Education, Macca 1977-এর সুপারিশ থেকে।

৭. কুর'আন, ১৮ : ১১০ ।

৮. কুর'আন, ২ : ১৬৪ ।

৯. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জাল হোছাইন রচিত ও ড. এএইচ এম মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. : সমকালীন ও পরিবেশ ও জীবন, ঢাকা : ইসলামীক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ পৃ ৪৯২।

১০. কুর'আন, ২ : ১৩৮ ।

১১. কুর'আন, ৩৫ : ২৮ ।

১২. কুর'আন, ২ : ২০১।

১৩. কুর'আন, ৩ : ১৯০ ।

১৪. কুর'আন, ৫১ : ২০-২১ ।

১৫. কুর'আন, ২ : ১৯৫।

১৬. কুর'আন, ৪ : ২৯।

১৭. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বাল আশশায়বানী, আল-মাসুদ, কায়রো: মাতবা'আ আশশায়বনী ইসলামিয়া, ১৯৬৭, ১ম খন্ড, পৃ ৮২।

১৮. আবু দাউদ তায়ালীসি, মুসনাদ, মিসর: আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৮৯ হি. পৃ. ১ম খন্ড, পৃ ১২৯।

১৯. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, দিলী : আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. ২য় খন্ড পৃ ১২৪।

২০. কুর'আন, ৯ : ১২২।

২১. কুর'আন, ৩৯ : ৯।

২২. কুর'আন, ১৩ : ১৬।

২৩. ইসলামী শরী'আতের ভাষায় 'আদালত হলো সর্ববিষয়ে ন্যায্যতা, মহানুভবতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, মহত্ত্ব, নৈতিক পবিত্রতা এবং আল্লাহ সম্পর্কে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সমন্বিত বিকাশ।

২৪. ডঃ আবদুল ওয়াহিদ, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ ২০০১, পৃ ১৫।

২৫. কুর'আন, ৪ : ১৮৯।

২৬. আঃ খাঃ আবদুল মান্নান, শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষানীতির মূলকথা, ঢাকা : তা বি, পৃ ৩৫.৩৭।

২৭. ড. আবু ইউসুফ মোঃ নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ ১৬।

২৮. অধ্যাপক মাওলানা এ কিউ ছিফাতুল্লাহ, 'ইসলামী শিক্ষা : বস্তু সংকোচনও নিরসন', মাসিক নারুন সালাম, ৩য় বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০, পৃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রংপুরে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম প্রচারের প্রাক্কালে তৎকালীন রংপুরের অবস্থা

রংপুরে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জনগোষ্ঠি কম থাকলেও এ জেলার বা অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে তাদের অধীনে ছিল। প্রাচীনকালে রংপুরের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমগ্র হিন্দু জনগণের কতটুকু অংশের প্রতিনিধিত্ব করত সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে তা বলা কঠিন । তবে ডঃ বুকাননের বিবরণে যা জানা যায়, তাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উভয় সম্প্রদায়ের লোক সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ২১/২% এর বেশী ছিল না। মুসলমানদের আগমণের পূর্বে এ দেশের সমগ্র হিন্দু জনগোষ্ঠির মধ্যে তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কারন ব্যাপকভাবে নিপীড়িত নীচু শ্রেনীর হিন্দুর স্বধর্মত্যাগ উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সংখ্যাধিক্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটাতে সক্ষম হয়নি। অনুমান করা হয় যে, এদেশে মসুলিম আগমনের পূর্বে এক অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক জনগোষ্ঠি (Microscopic Minority) কৌলিন্যের দাবীত্বে যে এক বিরাট জনগোষ্ঠিকে শাসন. শোষন ও অত্যাচার করোয়া তা ছিল সর্বজনবিদিত।

কৃষিনির্ভর সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সাথে ব্রাহ্মণ সমাজের দীর্ঘকালের সম্পর্ক তাদের মন- মেজাজে এক ধরনের আভিজাত্যবোধ ও উৎপাদন বিমুখ প্রবণতার সৃষ্টি করেছিল। [১] তারা পৌরহিত্য, বিবাহপর্ব, মৃতদেহের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মত অনুষ্ঠান করে জীবিকা নির্বাহ করত। বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগৃহ থেকে দক্ষিণা হিসাবে দই, দুধ, ঘি কলা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার বিনামূল্যে গ্রহণকে তারা নিজেদের অধিকার বলে মনে করত । উপযুক্ত পারিতোষিক না পেলে তারা বিরূপ মন্তব্য করত।[২]

তারা নিজেরা স্বার্থের খাতিরে ছিল বহু শ্রেণী বা গোষ্ঠিতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বা অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা অন্য অঞ্চল থেকে আগত ব্রাহ্মণদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। মৈথিলী ও কনৌজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে প্রকৃত আর্য সন্তান হিসাবে আখ্যায়িত করত। রাঢ় শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের শিরোমণি বলে মনে করত। গঙ্গা নদীর উভয় তীরে বাস বলে তারা পবিত্র ভূমির সন্তান হিসাবে গর্ববোধ করত। তবুও তারা দক্ষিণ রাঢ় এবং উত্তর রাঢ় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তারা পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণদের বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ 'দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ' বলে অভিহিত করত। শূদ্রদের দান গ্রহন এবং তাদের অধীনে চাকুরী করার কারনে বারেন্দ্রী ও রাঢ় শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা কনৌজ ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ কর্তৃক অপবিত্র শ্রেণী বলে অভিহিত হত।[৩]

ব্রাহ্মণদের মতই কায়স্থ সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও কুলীন ও অপরাপর শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কুলীন শ্রেনীর কায়স্থগণ পারিবারিক আভিজাত্য গর্বের সাথে প্রকাশ করত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শ্রেণীর হিন্দুদের সংখ্যা প্রাচীন রংপুরে অতি স্বল্প হলেও নীচু শ্রেণীর হিন্দুদের তারা খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখত। রংপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় রাজবংশী নামে খ্যাত ছিল, রাজবংশী হিন্দুরা আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যাদের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের হিন্দুরা হিন্দু হিসেবে গ্রহন না করে নমশূদ্র হিসাবে গন্য করত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যদি মেলামেশা প্রচলিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুদের সাথে তাদের কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। গ্রামের এক একটি অংশে এক একটি শ্রেণীর বাস ছিল। ব্রাহ্মন বা কায়স্থ পাড়ার আশেপাশে কোন নীচু শ্রেণীর হিন্দুর বাস ছিল না । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বৃটিশ সরকার প্রতিটি পরগণাকে রেভিনিউ সার্কিটে বিভক্ত করতে গিয়ে প্রতিটি গ্রামের অধিবাসীদের অবস্থান সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন মানচিত্রসমূহে। তাতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাচীন রংপুরের বেশীর ভাগ গ্রামে রাজবংশী পাড়া, মুসলমান পাড়া ও কায়স্থ পাড়ার অবস্থানসমূহ বহু দুর দুরান্তে বিদ্যামান ছিল।

ভারতে ইসলাম প্রসারের ইতিহাসে একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, সাধারণ লোকালয় থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে ব্রাহ্মণরা থাকায় স্বধর্ম তাদের কাছে শক্তিশালী ধর্ম হিসেবে বিরাজমান ছিল। ইসলাম তাদের মধ্যে তত বেশী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি । ব্রাহ্মণ হিন্দুরা সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়ে ইসলামের প্রসারকে প্রতিহত করতে তৎপর ছিল। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও একইভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারত শত শত বছর ধরে মুসলমান শাসনের কেন্দ্রভূমি থাকলেও সে সব অঞ্চলে ইসলাম গ্রহনকারীর সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য হারে কম। অপরদিকে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর হিন্দুদের আধিক্য না থাকায় নিপীড়িত সাধারন হিন্দু নিম্নশ্রেণীর জনগন ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহন করেছে। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, রংপুর হচ্ছে বাংলার এমন একটি অঞ্চল যেখানে অন্যান্য জেলার তুলনায় ব্রাহ্মন ও কায়স্থ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কম। অপরপক্ষে এতদঞ্চলে হিন্দু শ্রেণীর জনসংখ্যার মধ্যে নীচু শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য থাকায় রংপুরে হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্মান্তরিতের সংখ্যা বেশী । ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভারতের আদম শুমারী রিপোর্টে পরিদৃষ্ট হয় যে, যেখানে সমগ্র ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫১.২ ভাগ, সেখানে রংপুর জেলায় একই সময়ে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ৬৪.৯ ভাগ।

ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ শ্রেণীর হিন্দুদের সাথে এ জেলার নীচু শ্রেণীর হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধান ছিল অনেক বেশী। অন্যদিকে মুসলমান জনগনের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহিষ্ণুতা, উদারতা সামাজিক মেলামেশা নীচু শ্রেণীর হিন্দুদেরকে ইসলামের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে নীচু শ্রেণীর হিন্দুদের ইসলাম গ্রহনের প্রক্রিয়া রংপুরে ছিল অতি সহজ যা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল না। রাজবংশী হিন্দু ও এ জেলার মুসলমানদের মধ্যে আজও এমন কিছু সামাজিক আচার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় যা উভয় শ্রেণীর মানুষ সমানভাবে পালন

Dhaka University Institutional Repository

করে আসছে। উদাহরনস্বরূপ রাজবংশীদের বিবাহ অনুষ্ঠান ভাঙ্গুয়া নামে খ্যাত ও রংপুরী মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠান গুয়া পান কাটা কিছুকাল পুর্বে পর্যন্ত একইভাবে পালিত হত। হিন্দু ও মুসলমান নবজাতকের চুল কাটার সময় শিশুকে সকল প্রকার অদৃশ্য শক্তির কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য একই ভাবে পন্থা গ্রহণ করা হত।[৪] এরূপ বহু উদাহরন রয়েছে যা থেকে মনে হয় যে সম্ভবত রংপুরেই অধিকাংশ্য মুসলমানই রাজবংশীদের বংশধর। এ সত্ত্বেও উভয় শ্রেণীর জনগন বহু কাল ধরে সহাবস্থানের ফলে তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে কিছুটা ঐক্যবোধ দৃষ্ট হলেও মুসলিম নিজ ধর্মের আধ্যাত্মিকতার পৃথক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও কিছু সামাজিক আচার আচরণ ও কুসংস্কার তখনও তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল , যা এক জনগোষ্টির অন্য ধর্ম গ্রহনের সময় দেখা যায়।

রাজ্যজয়ের সাথে সাথে রংপুরে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সৈনিক সুফিদের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। ঐ সকল সুফি ব্যক্তি সামরিক অভিযানের পর রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় বসতি গড়ে তোলেন। আস্তে আস্তে তাদের সে সকল আস্তানা ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রভূমিতে পরিনত হতে থাকে। ঐ সকল কেন্দ্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সমাগম ঘটতো । সুফিদের অলৌকিক ক্ষমতা, তাদের সরল জীবন যাপন , নীচু শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি তাদের ভালবাসা , নিজ ধর্মে তাদের প্রতি অমানবচিত আচরন ও বিদ্বেষ এদর মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষন সৃষ্টি করে। ফলে আস্তে আস্তে রংপুরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে সুফিদের আস্তানায় হাজার হাজার নীচু শ্রেণীর হিন্দু হাজির হয়ে দ্বীন ইসলামে বায়আত হতে থাকে । উপরোক্ত খানকাহ ও দরগাহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তৎকালীন রাজা-বাদশাহগণও বহু নিস্কর জমি দান করতেন । সমগ্র রংপুর জেলায় উপেন চৌকি নামক হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নামে বহু নিস্কর জমি বরাদ্দ করা হত। রংপুর জেলায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এরূপ অনেক পরিমাণে জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা ও নযির অন্যান্য জেলা থেকে ছিল এক ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ ।[৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পুর্বে ও পরে উপেন চৌকি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় কাজের জন্য উপেন চৌকি (tenure) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হত ঃ

ক. পীরপাল সম্পত্তি ঃ পীরদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য দান ;

খ. চেরাগী সম্পত্তি ঃ মসজিদে বাতি জ্বালানোর খরচ নির্বাহের জন্য দান ;

গ. মসজিদি সম্পত্তি ঃ মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি;

ঘ. ফকিরানা সম্পত্তিঃ (Indigent) ঃ ব্যক্তির ভরন পোষাণের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি।

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র রংপুর জেলার মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তির পরিমাণ নিরূপ করা বর্তমানে আর সম্ভব নয় । তবে শতাধিক বছর পূর্বে রংপুরের ডেপুটি জেলা কালেক্টর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাসের একটি বিবরন থেকে জানা যায় যে, বড়বিলা পরগনার অধীন (পীরগঞ্জ থানার ইসমাইলপুর নামক স্থানে) যে দরগাহ আছে, তাতে ১৬ জন ফকির ও বাৎসরিক ১২০০ জন তীর্থযাত্রী সমবেত হত। উক্ত দরগাহের নামে ২৬০ একর ভূ সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং উক্ত ভূ সম্পত্তি থেকে বার্ষিক আয় হত ১৩০০ টাকা ।[৬]

উপরোক্ত একটি সাধারণ উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় প্রতিটি পরগনায় এমন হাজার হাজার একর সম্পত্তি পীর-আউলিয়াদের মাযারের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত হয়েছিল । ঐসব মাযার নীচু শ্রেণীর হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রধান কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

এ ছাড়াও বহু মুসলিম শহীদ সৈনিক-সেনাপতির কবর পরবর্তী- কালে স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম জনগন কর্তৃক প্রসিদ্ধ মাযারে পরিণত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান পাটগ্রাম রেল ষ্টেশনের দক্ষিনে অবস্থিত 'মির্জার কোট' এমনি একটি মাযার এখানে মীর জুমলার কোচবিহার অভিযানকালে মির্জাবেগ নামক জনৈক মুঘল সেনাপতি নিহত হন বলে অনুমান করা হয়।[৭] অন্যান্য মাযারের ন্যায় সে মাযারে আস্তানা বা খানকাহ গড়ে না উঠলেও আজও সে কবর অতি সম্মানের চোখে দেখা হয়ে থাকে । এ রকম বহু মাযার স্থানীয় জনগণের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে এবং ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে।

স্থানীয় নারীদের বহিরাগত মুসলমাদের সাথে বিবাহ

বহিরাগত মুসলমানরা রংপুর জেলায় 'ইসলাম ধর্মে স্থানীয় জনগণকে জোরপুর্বক ধর্মান্তরিত করেছে', সমসায়িক লেখা হিন্দু অথবা মুসলমানদের কোন গ্রন্থ থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশ্বসিংহের শাসনকালে রংপুর কোচ কিংবা রাজবংশী হিন্দুদের জোর পূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল,এমন কোন নজীর ইতিহাসে নেই। হিন্দুদের রচিত 'রাজ্যোপখ্যানমালা', যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও এমন কোন তথ্যের উল্লেখ নেই।[৮] আসল কথা হচ্ছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের শোচনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার তুলনায় ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবীয় গুণাবলীই ছিল তাদের ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের আসল কারণ।

এ ছাড়া কমসংখ্যক হলেও বহিরাগত মুসলমানদের রংপুরে আগমন ও স্থানীয় নারীদের সাথে তাদের বিবাহের ফলে মিশ্র বর্ণের সন্তান জন্মলাভ করতে থাকলে যা ক্রমান্বয়ে এতদঞ্চলে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । রংপুরী মুসলমানদের ক্ষেত্রে বহিরাগত খাঁটি রক্তজাত জনসংখ্যা অত্যন্ত কম, যা বিভিন্ন জাতের কোচ ও নিম্নশ্রেনীর মধ্যে কিছুটা এবং রাজবংশীদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।[৯] এ কারণে শতাব্দী অতিক্রান্ত যুগের স্থানীয় মুসলমান ও

Dhaka University Institutional Repository

রাজবংশী হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনৈক্যের চেয়ে ঐক্যের উদাহরণ মিলে বেশী । রাঢ় অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আগমন পূর্বে ঘটলেও ব্রাহ্মণদের কঠোরতা ও কৌলিন্য প্রথার চাপে ইসলাম সেখানে তত বেশী প্রসার লাভ করতে পারেনি। কারণ ইসলাম গ্রহণ তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রাধান্যের উপর হুমকি স্বরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের পুরোহিততন্ত্র তাদের যে সুখ ও স্বর্গের স্বাদ প্রদান করেছিল , তারা তা পরিত্যাগ করে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ গ্রহণের ঘোর বিরোধী ছিল। অপরদিকে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অধ্যুষিত রংপুরের অধিবাসীদের কাছে ইসলাম এসেছিল একটি মুক্তির পথ হিসেবে । তাই রংপুরে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে স্বল্প সময়ে বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে অধিক হারে ।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ১ম খণ্ড, পৃ.২৭৭।

২. Dr. M.A. Rahim : Social and Cultural History of Bangal vol-II p, 412-13:(বঙ্গানুবাদ)।

৩. রংপুর জেলা গেজেটিয়ার : ১৯১১: পৃ . ৪৬।

৪. প্রাগুক্ত : পৃ . ৪১।

৫. রংপুর জেলা গেজেটিয়ার: ১৯৭৭।

৬. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ; ১৯০৭ সাল: ৩য় সংখ্যা।

৭. রংপুর জেলা গেজেটিয়ার: ১৯১১: পৃ . ৪২।

৮. প্রাগুক্ত : পৃ . ৪২।

৯. প্রাগুক্ত : পৃ . ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রংপুরে সূফী সাধকদের আগমন ও ইসলাম প্রচার

কারা কবে এবং কখন কিভাবে সর্বপ্রথম রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হয়েছিলেন তার সঠিক হদিস খুজে বের করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার । দ্বাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্যের সুচনা হলেও এর বহু কাল পুর্বে একদল সূফী সাধক এবং পীর আউলিয়া রংপুরে শুভাগমন করে ইসলামের সার্বজনীন ইনসাফ, ন্যায়, নীতি ও সাম্যের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। এদের ত্যাগ তিতীক্ষা, অক্লান্ত শ্রম সাধনা ও অধ্যবসায় এবং ধর্ম প্রচারের স্বার্থে স্বীয় জান, মাল উৎসর্গ বিস্ময়কর কাহিনী ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ এ সকল মুবাল্লিগের জীবন ও কর্মকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে চিরকালই গৌরব ও শ্রদ্ধার সাথে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক ১২০১ খ্রীষ্টব্দে বঙ্গ বিজয়ের অনেক কাল পূর্বে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব বণিকদের সাথে আরব ও মধ্যে এশিয়ার বহু পীর আউলিয়া, গাউস-কুতুব ও সূফী - দরবেশ আল্লাহর মনোনীত ধর্ম পবিত্র ইসলাম প্রচারও প্রসারকল্পে স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করে রংপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের পুতঃপবিত্র সংস্পর্শ ও মধুময় সাহচর্যে এসে সামাজিক নির্মম বিধানের যাতাকলে উৎপীড়িত ও নিষ্পেষিত বিধর্মীগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রান লাভ করে এক নবতর জীবনের আস্বাদ লাভ করে। ইসলামের উদারতা ও সমানাধিকারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পা বাড়াবার নতুন প্রেরণা ও সৎ সাহস লাভ করে।

মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর প্রকৃত অর্থে ওলী আউলিয়া; সূফী সাধকগনই ইসলাম প্রচারকল্পে বিশ্বের সর্বত্র তথা বাংলাদেশে, এমনকি রংপুরে আগমন করেছিলেন। তাদের হাতে স্থানীয় বহুসংখ্যক বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করে। এক কথায় বলা যায়, রংপুরে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর আউলিয়া, ফকীর- সূফীদের অবদান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা রংপুরবাসীদের সামনে ইসলামের যে সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। ইসলাম প্রচারকল্পে রংপুরে আগত যে সকল পীর আউলিয়ার জীবন বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করা হল, ইতিহাসে তারাই ছিলেন সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ বুযর্গ ব্যক্তিত্ব। এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাদের অবদান ছিল নিঃসন্দেহে অপরিসীম ও প্রশংসনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

মখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাঁহাগাশ্‌ত বুখারী

রংপুরে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে আমরা প্রথম যে সাধক পুরুষের পরিচয় পাই তিনি হচ্ছেন মখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাহাগাশত বুখারী। তার জন্ম (সম্ভবত ১৩০৭ খ্রীষ্টব্দে) মধ্য এশিয়ার বুখারায় যা তৎকালীন সময়ে মুসলিম সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে খ্যাত ছিল। কথিত আছে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে তিনি বাংলার রাজধানী পান্ডুয়ায় কিছুকালের জন্য অবস্থান করেন । সেখানে বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সূফী ও আলিম আলাউল হকের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি কিভাবে রংপুরে আসেন তা বিস্তারিত জানা যায় না। তবে খুব সম্ভব পান্ডুয়া থেকে তিনি রংপুর জেলার মাহিগঞ্জে আগমন করে সেখানে আস্তানা স্থাপন করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মানিরোগ করেন।[১] অনেকের মতে তিনি একটি মাছের পিঠে আরোহন করে রংপুরে আগমন করেন। এজন্য ইতিহাসে তিনি 'মাহি সওয়ার' নামেও অভিহিত হয়েছেন। উল্লেখ্য , যে, এই মাহি সওয়ার যেস্থানে অবতরন করেন সেটিই তার নামানুসারে মাহিগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কোন কোন ঐতিহাসিক অভিমত পোষন করেন যে, এই মাহিগঞ্জেই হচ্ছে রংপুরের আদি নাম । মাহি সওয়ারের এই প্রাচীন আস্তানাটি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। সেখানে দুর দুরান্ত থেকে বহু নারী পুরুষ আগমন করে এই সুফীর প্রতি তাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শাহ জালালউদ্দীন বুখারী মাহি সওয়ারের আগমন অবস্থান কালে মাহিগঞ্জ ছিল ঘোড়াঘাট ও কামরূপের মধ্যবর্তী একটা স্থান। তিনি তার অলৌকিক কার্যাবলীর দ্বারা রংপুর অঞ্চলের বিরাট সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ইসলামের পতাকাতলে আনতে সক্ষম হন। এ সময়ে মাহিগঞ্জের পাশ দিয়ে একটা ছোট অথচ খরস্রোতা নদী 'ইছামতি' প্রবহমান ছিল । শাহ বুখারী মাহিগঞ্জে কতদিন অবস্থান করেছিলেন তার সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না।

শাহ জালাল উদ্দীন বুখারীর মাযারের কবরটি আসলে কার তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের উছনগরে ১৩৮৩ খ্রীষ্টব্দে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানে আজও তার তার মাযার বর্তমান । অনুমান করা হয়, বুখারী (রহ.)-এর এই প্রাচীন আস্তানাটি কালক্রমে মাযারে রূপ নিয়েছে। বর্তমান মাযার প্রাঙ্গনে একটি মসজিদ আছে। ১৯০৯ সালে মাহিগঞ্জের খ্যাতনামা কবিরাজ খান বাহাদুর আফানউল্লাহ সাহেব মাযারটির সংস্কার সাধন করেন এবং সেখানে একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেন।

হযরত শাহ সূফী সৈয়দ আবু জাফর মাদানী

মুঘল অভিযানের পূর্বে ফতেহপুর পরগনা রংপুর জেলার প্রায় সমগ্র পুর্বাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, জনৈক মুঘল সেনাপতি করতোয়া নদী অতিক্রম করে কুন্তি পরগনার কোন এক স্থানে কোচ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যুদ্ধের বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুঘলরা এ জায়গাটিকে ফতেহপুর নামে নামকরন করে ।[২] এ

Dhaka University Institutional Repository

কুন্তি পরগনায় ফতেহপুর নামে ১,০১৬.৬০ একর আয়তন বিশিষ্ট একটি গ্রামের নাম এখনও পাওয়া যায় । তবে এ কিংবদন্তীর যথার্থতা এবং উক্ত ফতেহপুর গ্রাম সেই ফতেহপুর কি না , তা ঠিকভাবে বলাসম্ভব নয়। পরবর্তীকালে ফতেহপুর পরগনার প্রশাসনিক কেন্দ্র মাহিগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়ে আসে। যার ফলস্বরূপ আজও মাহিগঞ্জের কেন্দ্রস্থলে ফতেহপুর নামক একটি স্থানের নাম পাওয়া যায়।

এ পরগণার ৩ মাইল পশ্চিমে ধর্মদাস মৌজায় জিয়াতপুকুর নামে একটি ছোট পুকুরের অস্তিত্ব আজও দেখা যায় । এ পুকুর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী আজও এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে । এটি বাংলায় মুঘল অভিযানের সুচনাকালের মসজিদ বলে অনুমান করা হয়। ১৮৯৭ সালের প্রবল ভূমিকম্পের ফলে মসজিদটির গম্বুজ ও দেওয়াল ধ্বসে পড়ে। পুরাতন মসজিদের শুধু একটি স্তম্ভ ঠিক রেখে বাকী সম্পূর্ণ মসজিদটি পুনরায় নতুন করে নির্মান করা হয়। মসজিদ প্রাঙ্গনে হযরত শাহ সূফী সৈয়দ আবু জাফর মাদানীর মাযার বর্তমান। এ মহাপুরুষ কবে কিভাবে এ অঞ্চলে আগমন করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে অনেকেই মত পোষণ করেন যে, মুঘল সেনাদের ফতেহপুর পরগনা দখলের পুর্বে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেন।

কিংবদন্তীতে আরও জানা যায় যে, কোচ রাজ্যের জনৈক সামন্ত রাজার সঙ্গে হযরত জাফর মাদানী সাহেবের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে উক্ত সামন্ত রাজা নানা রকম যাদুবিদ্যায় পীর সাহেবের আগমন প্রতিরোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন । কিন্তু তার এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় উক্ত কামিল সাধক ইসলাম প্রচারকের কাছে। অবশেষে সামন্ত রাজা পীর সাহেবের কাছে এসে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । শুধু তাই নয়, ইসলাম প্রচারে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তিনি হযরত মাদানী (রহ.)-কে এক বিরাট এলাকা দান করেন। অপর এক কিংবদন্তীতে জানা যায়, সামন্ত রাজা হযরত পীর সাহেবের সাথে যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত হন এবং দলে দলে বিধর্মী তাঁর পদপ্রান্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে । হযরত মাদানী (রহ.)জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ মসজিদ প্রাঙ্গণে ইসলাম প্রচারে অতিবাহিত করেন । মৃত্যুর পর সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে উক্ত মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর মাযার রয়েছে ।

গোরা সৈয়দ পীর

বর্তমান রংপুর শহর থেকে তিন মাইলের কিছু বেশী দুরে মাহিগঞ্জে পীর গোরা সৈয়দ সাহেবের মাযার অবস্থিত। এই সূফী কখন কিভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে তশরীফ এনেছিলেন তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কারো কারো ভাষ্য মতে তিনি হযরত মখদুম শাহ জালালুদ্দীন বুখারী (রহ.)-এর পরলোকগমণের পরই এ এলাকায় আগমন করেন এবং পবিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন । মাহিগঞ্জের রড় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। বহু লোকজন দুর দুরান্ত থেকে এসে তার মাযার যিয়ারত করে থাকেন।

পাগলাপীর

রংপুর শহর থেকে আনুমানিক ৮/১০ মাইল পশ্চিমে রংপুর সৈয়দপুর মহাসড়কের পাশেই পাগলা পীর সাহেবের মাযার বিদ্যমান। বর্তমান পাগলা পীর জায়গাটি এই পীর সাহেবের নামানুসারেই রাখা হয়েছে । তার বিশদ পরিচয় কিংবা জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না [৩]। জনশ্রুতি আছে যে, হযরত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহ.)ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যখন সুদুর আসাম অঞ্চল থেকে রংপুর এলাকায় পদার্পন করেন , তখন পাগলাপীর সাহেব আধ্যাত্মিক শক্তিবলে জৌনপুরী সাহেবের আগমন সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত হন । জৌনপুরী (র.)-র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি অতি সত্বর বর্তমানে পাগলাপীর নামক অঞ্চলে চলে যান এবং সেখানেই ইসলাম প্রচারের পবিত্র স্বার্থে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। [৪] তার পরলোকগমণের পর তার আস্তানার উপর একটি মাযার গড়ে উঠে। এই সাধক পীরের মৃত্যুর সন তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না।

বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী এলাকায় পাগলাপীর নামে আর একজন পীরের নাম শুনতে পাওয়া যায়। চিলমারীর সন্নিকটে (তিস্তার নিম্নভাগে) পাগলাপীর বা পাগলা দেওর নামে একটি বিরাট মেলা প্রতি বছর চৈত্র মাসে এ এলাকায় খুবই জাকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে এ মেলা আর অনুষ্ঠিত হয় না।[৫]

হযরত শেখ মাহমুদ বাসিন (ঘোড়াপীর)

রংপুর রেল ষ্টেশনের কাছে আলমনগরে হযরত শেখ মাহমুদ বাসিন সাহেবের মাযার বিদ্যমান রয়েছে । এই পীর সাহেব এতদঞ্চলে ঘোড়াপীর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তার জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অনেকের মতে তিনি তাজহাট অথবা ডিমলার জমিদারের ঘোড়াগাড়ির কোচয়ান ছিলেন। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে তিনি মহান ইসলাম গ্রহণ করে এখানে একটি আস্তানা গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এ আস্তানা থেকে তিনি ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন । তার পরলোকগমণের পর এই আস্তানা প্রাঙ্গণে তাকে সমাহিত করা হলে এ আস্তানা ঘোড়াপীরের মাযার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রংপুরে ইসলামের আলো বিস্তারের ক্ষেত্রে এই মহান সাধকের নাম এখনও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার পৃ.-১২২।
২. মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ রঙ্গপুরের প্রাচীন ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃ.৮৬-৮৭।
৩. রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পৃ. ৩৫৫।
৪. মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ মাহিগঞ্জ থেকে নওয়াবগঞ্জ পান্ডুলিপি থেকে গৃহীত।
৫. খান সাহাদুর চৌধুরী আমানত উল্লাহ ঃ কোচবিহারের ইতিহাস (১খণ্ড) পৃ.৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ ও ইসলাম প্রচার

রংপুর প্রাচীন কাল থেকে কামরূপ রাজার শাসনাধীন ছিল। মুলমানরা বহু বার সামরিক অভিযান পরিচালনা করলেও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত তারা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে রংপুরের ন্যায় দুর্গম নদীপথ ও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় এসে তারা নিজেদের সামরিক বিজয়কে ধরে রাখতে পারেনি। বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেও তারা নৌ-বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য রেখে গিয়েছিল মুসলিম-বিরল এ জনপদটিতে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে এ অঞ্চলে যুদ্ধ করতে শুধু সৈন্যরাই আসেনি, এসেছিলেন বহু সংখ্যক কবি লেখক, পীর দরবেশ সহ বহু বুযর্গ ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান সেনাবাহিনী চলে যাবার পর এ দেশের বন জঙ্গল আবাদ করে কিংবা হিন্দু শাসকদের অবস্থানের আশে পাশে আস্তানা, খানকাহ গেড়ে ইসলাম প্রচারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন। মানব জাতির প্রতি ইসলামের উদারতার দৃষ্টিভঙ্গীও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অত্যাচারিত হিন্দু জনগোষ্ঠির মনে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে [১]।

এদেশ নিজেদের করতলগত করে Dr. Fazley Rabbi-র মতে মুসলমান শাসক গোষ্ঠী বিপুল সংখ্যক পারসিক, আফগান, তুর্কী ও আরব জাতির লোকদের জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রদান করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন যারা ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

শাহ ইসমাঈল গাজী

রংপুর হচ্ছে বাংলার শেষ জেলা যেখানে সর্বশেষ ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয় (হিজরী ৬০২-৬০৬) সম্পন্ন হলেও করতোয়ার পূর্ব তীরে তখনও ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়নি। এরপর ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পাঠান শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন কামরূপে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে গৌড়ে প্রস্থান করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় অভিযান প্রেরিত হয়েছিল সুলতান তুঘরিল খানের শাসনামলে ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বহু কষ্টে কামরূপ দখল করলেও বেশীদিন সে বিজয় ধরে রাখতে পারেননি। গমনের সাথে সাথেই হিন্দুবাহিনী দূর্গম পার্বত্যময় অরণ্যাঞ্চল থেকে অভিযান চালিয়ে তাদের হটিয়ে দেয়। এরপর কামরূপ অঞ্চলে মুসলমানদের বারবার আক্রমণ পরিচালিত হলেও বাংলার পাঠান শাসকরা ইসলামের বিজয় পতাকা সেখানে উড্ডীন করতে সমর্থ হননি। অবশেষে দুই শতাব্দী পর বাংলার পাঠান সুলতান

Dhaka University Institutional Repository

রুকনউদ্দীন আবুল মুজাহিদ বাবরাক শাহের (১৪৫৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে) ক্ষমতাশালী সেনাপতি শাহ ইসমাঈল গাজী কামরূপ অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পতাকা স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হন।

রংপুর তথা উত্তর বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ইসমাঈল গাজী একটি চিরস্মরণীয় নাম। তার ইসলাম প্রচারের গৌরবময় কাহিনী ও কামরূপ নরপতির সাথে যুদ্ধভিযানের কোন বর্ণনা হিন্দু মুসলমান এমনকি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের দ্বারাও লিপিবদ্ধ হয়নি। বাংলার দুই জায়গায়, রংপুরের পীরগঞ্জ থানার কাটাদুয়ার (কান্তদুয়ার) এবং হুগলী জেলার মান্দারণে শাহ ইসমাঈল গাজীর মাযার বর্তমান। রংপুর কাটাদুয়ার মাযারের মুতাওয়াল্লী পীর মুহাম্মদ সাত্তারী শাহ ইসমাঈল গাজীর সমগ্র জীবন বৃত্তান্ত 'রিসালাতুশ শুহাদা' নামক গ্রন্থে ফারসী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন । এ গ্রন্থের রচনাকাল ২২ শে শ্রাবন, ১০৪২ হিজরী অর্থাৎ ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তখন দিল্লীর মসনদে সমাসীন ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহান। সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরেজীতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থখানি জি. এইচ. ডামানট কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নালে অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছিল।[৫] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তার রচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' এর ৮১ পৃষ্ঠায় গাযী বিজয় কাব্যের উল্লেখ করে লিখেছেনঃ

খোটাদুরের পীর ইসমাঈল গাযী।
গাযীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী।[২]

যা হোক, উক্ত রিসালাতুশ শুহাদা নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শাহ ইসমাঈল গাজী আরবের মক্কা নগরীতে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি ধর্মের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন এবং ধর্মীয় উপদেশ প্রদান ও ব্যাখ্যাদানে সময় অতিবাহিত করতেন। ধর্মের পথে যারা শহীদ হন তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে চরম ও পরমভাবে পুরস্কৃত হন এ ধারণার দৃঢ়তা তাকে শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি আরব দেশ পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। একদল সঙ্গী নিয়ে তিনি জন্মভূমির মায়া মমতা ত্যাগ করে প্রথমে বিরাট মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পারস্য এবং তারপর ভারতে প্রবেশ করেন। সুদীর্ঘ যাত্রা কষ্টকর পথ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি সুলতান বাবরক শাহের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে এসে হাজির হন।

তৎকালে সুলতান বাবরাক শাহ একজন পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তার যেমন ছিল সামরিক শক্তি, তেমনি ছিল ধন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। সেকালে তার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল চটিয়া পটিয়া নামে এক খরস্রোতা নদী। প্রতি বছর ঐ নদীর বন্যায় তার রাজ্যে জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হত। অথচ বহু সাধ্য-সাধনা করেও সুলতান উক্ত নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। অবশেষে একদিন এই মর্মে বাদশাহী ফরমান জারি করা হলো যে, উক্ত নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য রাজ্যের সকল প্রজাই যেন নদীতে এক ঝুড়ি করে মাটি নিক্ষেপ করেন। স্বয়ং সুলতানও স্বহস্তে নদীতে এক ঝুড়ি মাটি নিক্ষেপ করবেন। শাহ ইসমাঈল এই বাদশাহী ফরমান শোনার পর সুলতানের সাথে সাক্ষাত করে উক্ত নদীর গতিপথকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণে জন্য তিন দিনের সময় চেয়ে নেন। সুলতান শাহ ইসমাঈলের বিশদ পরিচয় জেনে নিলেন এবং তার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

তিন দিন ধরে চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে শাহ ইসমাঈল চটিয়া পটিয়া নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করলেন। তার গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ যথারীতি সম্পন্ন হলো । সেতুটি এতই মজবুত ছিল যে, তার উপর দিয়ে হাতি ঘোড়াও অনায়াসে যাতায়াত করতে পারত। সুলতান শাহ ইসমাঈলের প্রতিভায় খুবই খুশী হয়ে তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন এবং তার উপর অধিকতর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পর মান্দারণের রাজা গজপতি বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। সুলতান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু এ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে ফিরে আসে। তখন সে অবস্থায় সুলতান গজপতির বিদ্রোহ দমনে শাহ ইসমাঈলকে দায়িত্ব অর্পন করেন। রাজা গজপতির পিতল নির্মিত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, মাত্র ১২০ জন জ্ঞানী সাধক ফকীর নিয়ে ইসমাঈল তার রাজ্য কামরূপ আক্রমন করতে আসছেন, তখন তিনি অবজ্ঞাভরে হাসলেন মাত্র। গজপতির রাণী শাহ ইসমাঈলকে একজন শক্তিধর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বুঝে রাজাকে বারবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করলেন। রাজা গজপতি রাণীর পরামর্শে কর্ণপাত না করে শাহ ইসমাঈলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরাজিত ও নিহত হন। এ বিজয় শাহ ইসমাঈলের সম্মান, প্রতিপত্তি ও গৌরব আরও বহু গুণে বৃদ্ধি করলো।

এর কিছুকাল পর আরও একটি নতুন ঘটনার সংযোজন হলো। কামরূপের পরবর্তী রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে সুলতানের সৈন্যের বিশাল বাহিনী বারবার পরাজিত হলে শাহ ইসমাঈলের উপর এ অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হল। কামরূপের অধিপতি পরাক্রমশালী রাজা কামেশ্বর অগণিত সৈন্যের বিশাল বাহিনী সমভিব্যহারে তার রাজ্যের প্রান্ত সীমায় অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে শাহ ইসমাঈল নিজ সৈন্যসহ তাকে আক্রমন করলেন। সুলতানের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে 'সন্তোষ' নামক স্থানে যুদ্ধে আরম্ভ হলো। উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য এ যুদ্ধে হতাহত হল তার মধ্যে ইসমাঈলের বিশ্বস্ত ১২০ জন যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের মরদেহ সমাহিত করা হয়েছিল। এ যুদ্ধ শাহ ইসমাঈল, তার ভাগিনা মুহাম্মদ শাহ ও ১২ জন পাইক সহ কোন ক্রমে প্রাণ বাচিয়েছিলেন। এ ১২ জন পাইকের সাহায্যেই ইসমাঈল যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে 'বার পাইকা' দুর্গ নির্মাণ করেন। মুহাম্মদ শাহের উপর এ দুর্গ রক্ষার ভার অর্পন করে ইসমাঈল দু'জন সৈন্য নিয়ে মহান আল্লাহ পাকের কাছে মুনাজাত কবুল করলেন। এরূপে পানির মধ্যে ভূমি প্রস্তুত হলে তথায় তিনি তার সৈন্য সমাবেশ করে রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। "সুলতান বাবরাক আমাকে আপনার বশ্যতা গ্রহণের জন্য নিয়োজিত করেছেন। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

অনতিবিলম্বে আপনি যাত্রার প্রস্তুতি সম্ভারসহ প্রস্তুত হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হন, আমি আপনাকে সুলতানের নিকট নিয়ে গিয়ে আপনার প্রাণ রক্ষা ও রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বিশেষভাবে আবেদন করব। যদি আপনি এতে সম্মত না হন, তাহলে সমুচিত প্রতিফল অবশ্যই আপনাকে ভোগ করতে হবে।" রাজা কামেশ্বর ইসমাঈলের উক্ত প্রস্তাব ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।[৩] ফলে আবার যুদ্ধ শুরু হলো, কিন্তু যুদ্ধের মীমাংসা হবার আগেই পরপর তিন রাত শাহ ইসমাঈল গাজীর অলৌকিক কর্মকাণ্ডে ভয় পেয়ে রাজা কামেশ্বর তখন ইসমাঈল গাযীর নিকট আত্মসমর্পণ করে মহান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। ইসমাঈল গাযী রাজার এই আত্মসমর্পণের পুরস্কার স্বরূপ তাকে 'বড়া লড়াইয়া' উপাধিতে ভূষিত করলেন। অতঃপর তিনি সুলতান সমীপে পত্রদ্বারা সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, কামরূপ বিজিত হয়েছে এবং রাজা কামেশ্বর কর প্রদানে সম্মত হয়েছেন। তার নিকট সংগৃহীত কর ও যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি সুলতান সমীপে প্রেরিত হল। সুলতান বাবরাক কামরূপ বিজয়ের সংবাদ শুনে খুবই খুশী হলেন এবং ইসমাঈলের প্রশংসাপূর্বেক তাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, তরবারী, কটিবন্ধ এবং একটি রাজকীয় অশ্ব প্রদান করে সম্মানিত করলেন। এরপর থেকে রাজার নিকট থেকে নিয়মিতভাবে কর সংগৃতীত হত এবং রাজ্য সুখে শান্তি ছিল। প্রজাদের সুখ শান্তিরও অভাব ছিল না।

এর কিছুকাল পর ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ভান্দসী রায় ইসমাঈল গাজীর নিকট রাজ্যের সীমান্তে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ভান্দসী রায়ের প্রার্থনা মঞ্জুর হল; কিন্তু ভান্দসী রায় শাহ ইসমাঈলের উপর ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে তার সর্বনাশ করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তিনি সুলতানের নিকট মিথ্যা অভিযোগ প্রেরণ করলেন যে, সেনাপতি ইসমাঈল কামরূপ রাজের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে এ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ভান্দসী রায়ের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সুলতান শাহ ইসমাঈল গাজীকে ভুল বুঝলেন এবং তার বিরুদ্ধে এক বিরাট রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করলেন। ইসমাঈল অসীম বীরত্বের মাধ্যমে সুলতানের সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একে একে তার সকল সঙ্গীই শহীদ হলেন। তখন তিনি নিজে বেচে থাকতে অনিচ্ছুক হয়ে সুলতানের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। হিজরী ৮৭৮ সালের ১৪ ই শ্রাবন তারিখে অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানের আদেশে ইসমাঈলের শিরশ্চেছদ করা হল। মৃত্যুকালে তিনি তার সঙ্গীদের দুরে পাঠিয়ে দিলেন। কেবল শেখ মুহাম্মদ নামে একজন ভৃত্য তাকে ছেড়ে যেতে রাজী হল না। এই শেখ মুহাম্মদই কাটাদুয়ার অবস্থিত ইসমাঈলের সমাধি রক্ষক বংশের আদিপুরুষ। ইসমাঈলের খণ্ডিত মস্তক সুলতানের কাছে নীত হলে তিনি ভান্দসী রায়ের সমস্ত কারসাজী ধরে ফেললেন এবং স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য বিলাপ করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা শাহ ইসমাঈল গাজীর কামরূপ বিজয় ও এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাহিনীকে মোটামুটি সত্য হিসেবে গ্রহণ করলেও 'রিসালাতুশ-শুহাদা'-র গ্রহনযোগ্যতাকে সার্বিক সত্য হিসাবে গ্রহন করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। প্রথমত 'রিসালাতুশ- শুহাদা' গ্রন্থের রচয়িতা

Dhaka University Institutional Repository

শাহ ইসমাঈল গাযীর খাদিমের একজন বংশধর যিনি ইসমাঈল গাজীর কৃতিত্ব ও অলৌকিক ক্ষমতাকে এমনভাবে চিত্রায়িত করেছেন যা ইতিহাসসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত সুলতান বাবরাক শাহের রাজত্বের দেড় শ' বছরেরও অধিককাল পরে রচিত উক্ত গ্রন্থখানিতে আসল উপাদানের চেয়ে কিছু অতিরঞ্জিত ঘটনার অবতারণা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তৃতীয়ত, গ্রন্থ রচয়িতা শাহ মুহাম্মদ সাত্তার যেহেতু শাহ ইসমাঈল গাজীর সমাধি রক্ষকের একজন অধঃস্তন বংশধর, সেহেতু তার পক্ষে ইসমাঈল গাযী সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার সম্ভাবনা না থাকারই কথা।

'রিসালাতুশ-শুহাদা' গ্রন্থের অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও এর ঐতিহাসিক অংশকে কিছুতেই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যায় না। ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত গ্রন্থের বহু ঘটনাকে অতিরঞ্জিত হিসেবে গ্রহণ করে অবশেষে বলেছেন যে, ইসমাঈল তার মৃত্যুর পরে যে মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছেন, তা সত্যিই অসামান্য । মুসলমানরা তাকে শুধু গাজী বলে আখ্যা দেননি, পীর বলেও শ্রদ্ধা করেছেন। কালক্রমে পীর ইসমাঈল হিন্দু জনসাধারণের মনেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। কাটাদুয়ার ও মান্দারণে ইসমাঈলের সমাধি শুধু মুসলমানদের নয়, হিন্দুদেরও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এই দুই সমাধি আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। মধ্যযুগের বহু মঙ্গল কাব্যের দিক বন্দনা পালায় কবিরা বিভিন্ন দেব দেবী ও পীরের সঙ্গে পীর ইসমাঈলের বন্দনা করেছেন।[৪]

শাহ ইসমাঈল গাজীর সাথে কামরূপ অধিপতির যুদ্ধ ও বিজয় লাভের ঘটনায় রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার চারটি স্থান বিশেষভাবে জড়িত। স্থানগুলো হচ্ছে 'কাঁটাদুয়ার','বড়বিলা','জলা মোকাম' ও 'বড় দরগাহ'। উক্ত স্থানসমূহ পরবর্তীকালে অর্থাৎ তাঁর শাহাদত লাভের পর মুসলমানদের যিয়ারতের স্থানে পরিণত হয়। হাজার হাজার মুসলিম নরনারীর আগমন তার মাযার ও দরগাহগুলোকে সর্বদা মুখরিত রাখে। তার অলৌকিক কাহিনী ও অসাধারণ ক্ষমতা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের এ মাযার ও দরগাহসমূহে আকর্ষণ করে। প্রতি বছর মুহররম মাসে তার মাযারে উরস উপলক্ষে এক বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র

১. মোঃ হাসান আলী চৌধুরী ঃ রংপুরে ইসলাম পৃ. ৪৮-৪৯।

২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ.-৮১।

৩. E.A. Gait : A History of Asam, Chapter-I, p.-43.

৪. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছরের ইতিহাস (স্বাধীন সুলতানের আমল), পৃ.-১৮৮-১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রংপুরে ইসলাম প্রচারে ঐতিহাসিক মসজিদ সমূহের ভূমিকা

রংপুর অঞ্চলে যে সব নাম জানা অজানা ওলী আল্লাহ, পীর-দরবেশ, সূফী সাধক সুদূর আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আগমন করে বহু কষ্ট ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করে ইসলাম, প্রচার কার্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে গেছেন, তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে বহু মসজিদ এ অঞ্চলে স্থাপন করেছিলেন। তদুপরি মুসলিম সেনাপতিরাও বিজয়ী বেশে এদেশে আগমন করে তাঁদের বিজয়ের স্বাক্ষর হিসেবে রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কালের করাল গ্রাসে ঐ সকল মসজিদের অনেকগুলোই ইতিমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বেশ কিছুসংখ্যক মসজিদ আজও কালের সাক্ষী হয়ে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। নিম্নে আলোচিত মসজিদগুলো সূফী সাধক এবং মুসলিম বিজয়ী বীরদের গৌরবের স্বাক্ষর হিসেবে রংপুরের মুসলমানদের মনে অতীত ঐশ্বর্য ও গৌরবের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইজারাদারের মসজিদ

বর্তমান লালমনিরহাটের অন্যতম থানা তুষভাণ্ডারে বিদ্যমান রংপুরের ইতিহাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ তুষভাণ্ডার জমিদার বাড়ীর মাইল খানেক পশ্চিমে 'ইজারাদারের মসজিদ' উক্ত অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের একটি প্রাচীন নিদর্শন। আনুমানিক ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এ মসজিদটি মুর্শিদাবাদের অধিবাসী জনৈক ফুল মামুদ ইজারাদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যা হোক, উক্ত এলাকায় কাকিনা ও তুষভাণ্ডার নামক দু'টি হিন্দু জমিদারী পাশাপাশি বিদ্যমান থাকায় এলাকাটি বহু কাল থেকে হিন্দু প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। ফলে মামুদ ইজারাদার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ থেকে তুষভাণ্ডারে কাপড়ের ব্যবসা উপলক্ষে আগমন করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। কাপড়ের ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জমিদারদের নিকট থেকে জমি ইজারা গ্রহণ করে উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করেন, যা সে এলকায় ইসলামের প্রথম মসজিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।[১]

মুহাম্মদ শাহের মসজিদ

রংপুরের কাউনিয়া থানার টেপা মধুপুর গ্রামে অবস্থিত টেপা জমিদার বাড়ীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত মানস নদীর উপরে একটি বৃহৎ অতি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদ রয়েছে যে, মুহাম্মদ শাহ নামক জনৈক মুসলমান ১১৭০ সালের ১৯ শে বৈশাখ তারিখে এক বাদশাহী সনদে উক্ত মসজিদের জমিটি প্রাপ্ত হবার বহু পূর্বেই সেখানে মসজিদটি

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে উক্ত জমি টেপার জমিদার বংশের মধ্যম পক্ষ অন্নদামোহনের তিন পুত্র, সত্যেন্দ্র মোহন, হেমেন্দ্র মোহন ও নলিনী মোহন জনৈক শাহাদাৎ ফকীরকে উক্ত জমি (১৬ শতক মসজিদসহ) নিষ্কর দান করেন বলে জানা যায়। মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ শাহ্ কিংবা শাহাদাৎ ফকীর কারো সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

যা হোক, মুসল্লিদের ওযু করার প্রয়োজনে মসজিদটির সোপানগুলো নদী পর্যন্ত নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। মসজিদটির বর্তমান একটিমাত্র ভিত্তি ছাড়া বাকী সমগ্র অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর নির্মাণ পদ্ধতি, স্থাপত্য- কৌশল আজও দর্শকদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সমগ্র কাউনিয়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এ মসজিদটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।[২]

মনসুর খাঁর মসজিদ

বৃহত্তর রংপুর জেলার কুড়িগ্রামের (নতুন জেলা) অন্তর্গত রাজার হাট থানায় বিদ্যমান পাঙ্গার রাজবাড়ীর মাইলখানেক উত্তর পূর্বে কিসামত নগরবন্দ মৌজার নয়ারহাট গ্রামে মুঘল যুগের একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদের শিলালিপিতে মসজিদটির নির্মাণকাল ১১৭৬ হিজরী ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। মনসুর খাঁ নামক জনৈক মুঘল রাজকর্মচারী এ মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন বলে আজও উক্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে এটি মনসুর খাঁর মসজিদ নামে সুপরিচিত। অনেকে এ মসজিদটিকে 'নিদাড়িয়ার মসজিদ' বলেও অভিহিত করে থাকে। এ মসজিদটি সমগ্র সাবেক রংপুর জেলার একমাত্র প্রাচীন মুঘল আমলের মসজিদ যা অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। মনসুর খাঁর নির্মিত এ মসজিদটির সামনের খোলা মাঠে জনৈক অজ্ঞাত কামিল ব্যক্তির মাযার পরিলক্ষিত হয়। রাজার হাট অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এ মসজিদটির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।[৩]

পঞ্চগ্রামের প্রাচীন মসজিদ

বৃহত্তর রংপুর জেলার লালমনিরহাটের (নতুন জেলা) পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে কয়েক বছর পূর্বে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। বড়বাড়ী হাটের দক্ষিন পশ্চিমে রংপুর কুড়িগ্রাম রোডের পূর্বে পার্শ্বে ৩০০ গজ দূরে একটি উচুঁ ঢিবি ভাঙতে গিয়ে এ প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন চোখে পড়ে। এটি সাধারণ ভূমি হতে প্রায় ৭/৮ ফিট উচুঁতে অবস্থিত। মসজিদের মেঝে পাকা এবং চতুর্দিকের দেয়ালও সরু ইটের গাঁথুনিযুক্ত ও পাকা । বর্তমানে মসজিদ সংলগ্ন গ্রামটি মুসলিম প্রধান হলেও দুই শতাব্দী পূর্বে তা ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা। ঐতিহাসিকদের ধারণা, এ মসজিদটি নির্মাণ কালের সময় সেখানে মুসলমানদের কোনপ্রকার বসতি গড়ে উঠেনি। এর ফলে বহিরাগত মুসলমানদের উদ্যোগে নির্মিত প্রাচীন এ মসজিদটি তাদের প্রস্থানের পর অবহেলায়, অযত্নে মাটি চাপা পড়ে যায়। প্রাচীনতম এ মসজিদটি পাঙ্গায় অবস্থিত মনসুর খাঁর মসজিদের মাইল খানেক পশ্চিমে বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

রতিপুর কেরামতিয়া বড় জামে মসজিদ

এ প্রাচীন মসজিদটি বৃহত্তর রংপুরে জেলার লালমনিরহাটের (নতুন জেলা) গোকুন্ডা ইউনিয়নের রতি মৌজায় রংপুর কুড়িগ্রাম পাকা রাস্তার উত্তর পাশে রয়েছে। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহ.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসাম থেকে রংপুরে আগমনকালে তাঁর মুরীদ ও শাগরিদগনসহ সেখানে একটি আস্তানা স্থাপন করে কিছুকাল অবস্থান করেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ স্থানে তিনি একটি মসজিদ স্থাপন করেন। রেললাইন স্থাপনের পূর্বে রংপুর থেকে আসাম অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য নবাবী আমলে নির্মিত রাস্তার পার্শ্বে (যা রংপুর-ধুবড়ী রোড নামে খ্যাত) এ মসজিদটি বিদ্যমান থেকে আজও মওলানা কেরামত আলীর পূণ্যস্মৃতি করে চলেছে। উক্ত মসজিদের পশ্চিমে ধার ঘেঁষে একটি মাটির রাস্তা (উত্তর মুখে সোজা লালমনিরহাট তিস্তা রেল লাইনকে অতিক্রম করে বর্তমান তিস্তা রেল ষ্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে সুটকীর বন্দরের কাছে তিস্তা নদী অতিক্রম করেছে) রংপুর-ধুবড়ী রোডের লুপ্তপ্রায় অংশ হিসেবে আজও বিদ্যমান রয়েছে। জানা যায় যে, রেল লাইন স্থাপনের পূর্বে আসাম রংপুর গমনাগমণের এটিই ছিল একমাত্র পায়ে চলার পথ। রংপুরগামী আসামী মুসলমানরা এ মসজিদে কাতারবন্দী হয়ে নামায পড়ে মওলানা সাহেবের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করতেন। রংপুর শহরে বিদ্যমান কেরামতিয়া মসজিদ, যেখানে তাঁর (ও তাঁর বিবির) মাযার অবস্থিত, সে মসজিদটির পূর্বে এ মসজিদটি স্থাপিত হয়েছিল বলে এটি 'বড় কেরামতিয়া মসজিদ' নামে অভিহিত হয়ে আসছে। রংপুরে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে রতিপুর কেরামতিয়া বড় জামে মসজিদ একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে।

কেওট মসজিদ

রংপুর শহরের কারমাইকেল কলেজ সংলগ্ন লালবাগ নামক স্থানের দক্ষিনে তথাকথিত রঙ্গমহলের নিরাপত্তা পরিখা যা খোড়া নদী নামে পরিচিত, সে নদীটি অতিক্রম করলেই পাশাপাশি দু'টি মসজিদ পরিলক্ষিত হয়। এর একটির নাম কেওট মসজিদ। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, কৈবর্তরাজ দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর এ বংশ দুর্বল হয়ে পড়লে এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর কৈবর্তরা বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি দল কিছুকাল পরে প্রত্যাবর্তন করে খোড়া নদীর তীরে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা মাছের ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করত। এরাই ইসলাম গ্রহণ করে স্বল্পতম সময়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল বলে জনশ্রুতিতে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। তাদের নির্মিত মসজিদটিই ইতিহাসে কেওট মসজিদ নামে খ্যাত হয়ে রয়েছে 'কেওট' শব্দটি 'কেউটে' থেকে উদ্ভুত হয়েছে । অপর মসজিদটি কালক্রমে সে খানে নির্মিত হয়েছিল । মসজিদ দু'টো এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

বড় বিল ও মান্দারনের ঐতিহ্যবাহী মসজিদ

রংপুরের গঙ্গাচড়া থানার রয়েছে অতীতকালের স্মৃতিবাহী বড় বিল ও মান্দারনের দুটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদ। এ এলাকায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এ মসজিদ দু'টোর অসামান্য ভূমিকা ছিল।[৫]

মিঠাপুকুরের তিন গম্বুজ মসজিদ

রংপুর শহর থেকে আনুমানিক ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মিঠাপুকুর থানার কাছে সম্ভবত সুলতানী আমলের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ পরিলক্ষিত হয়। মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তৎকালীন সরকার তিন শত একর জমি বরাদ্দ করেছিলেন। বর্তমানে মসজিদটি অযত্ন ও অবহেলার ফলে ধ্বংসের দাড়প্রান্তে এসে দাড়িয়েছে। মসজিদের নামে বরাদ্দ জমিও বেদখল হয়ে পড়েছে। মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর হিসেবে মসজিদটি আজও দণ্ডায়মান রয়েছে। এই সকল মসজিদ রংপুর অঞ্চলে আগত বিভিন্ন সুফি সাধকের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নীরব সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান থেকে অদ্যাবধি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যহ হাজার হাজার মুমিন মুসলমানকে আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামের নির্দেশে আল্লাহর কর্তৃত্ব স্বীকারের উদ্দেশ্যে নামায আদায়ের জন্য আহবান জানিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ রঙ্গপুরের প্রাচীন ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ঃ পৃ ৬০।
২. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার ঃ বংশ পরিচয় ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭।
৩. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ পাচ শতাব্দীর লালমনিরহাট।
৪. বন্দকার গোলাম মোস্তাফা ঃ দৈনিক দাবানল, রংপুর ৬ ষ্ঠ বর্ষপূর্তি সংখ্যা পৃ. ১০০।
৫. প্রাগুক্ত ঃ পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রংপুরে ইসলাম প্রচারে মাযারের ভূমিকা

সুদূর অতীতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর রংপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইসলামের উৎপত্তি স্থল আরব মরুভূমি এবং তৎসংলগ্ন বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল পীরদরবেশ, ওলী আল্লাহ, আউলিয়া, গাউস কুতুব, সূফী প্রমুখ এতদঞ্চলে আগমন করে আমরণ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে ইহলোক পরিত্যাগ করে রংপুরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমাহিত রয়েছেন, তাঁদের পবিত্র মাযারগুলো আজও রংপুরের বিভ্রান্ত মানুষকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে নীরবে আহবান জানিয়ে থাকে। ঐ ওলীদের জীবন কাহিনী আজও রংপুরের মুসলমানদের মনে হতাশার মধ্যে আশার দীপ জ্বালাতে সক্ষম। তাঁরা ইসলামের খেদমতে জীবন কুরবানী করে ইন্তিকাল করে অমর হয়ে রয়েছেন। দূর দূরান্ত থেকে এ মাযারগুলোতে মুসলমান এমনকি অমুসলমান অধিবাসীরাও আগমন করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

রসূল পীরের মাযার

বর্তমান পাটগ্রাম থানার অন্তর্গত রসূলগঞ্জ মৌজায় রসূল পীরের মাযার বিদ্যমান। জনশ্রুতি রয়েছে যে, কামরূপে ইসলাম প্রচারের সুচনাকালে যে ক'জন খ্যাতনামা কামিল পুরুষ এ অঞ্চলে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন রসূলপীর সাহেব। ঐতিহাসিকভাবে কথিত আছে যে, একদার মুঘল ও কোচ রাজার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কার ভাগ্যে পরাজয় ঘটবে, তা জানার জন্য কোচ রাজার দূত তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি নির্দ্বিধায় ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, উক্ত যুদ্ধে মুঘল বাহিনী শুধু পরাজিতই হবে না, মুঘল সেনাপতিসহ বহু মুঘল সৈন্য এ যুদ্ধে নিহত হবে।[১] অবশেষে যুদ্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অনেকের মতে, ধরলা নদীর পূর্বধারে পাটগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীনকালের মোয়াজ্জামের গড় এবং বর্তমানকালে মির্জারকোটে উক্ত নিহত মুঘল সেনাপতির কবর রয়েছে। জানা যায় যে, উক্ত কামিল পুরুষের ইন্তিকালের পর তাঁর মাযারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোচবিহার অধিপতি বর্তমান রসূলগঞ্জ মৌজা তাঁর মাযারের হিফাযতের জন্য দান করে গেছেন।[২] অদ্যাবধি প্রতি বছর ২৩ শে ফাল্গুন উক্ত মাযারে বিরাট ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মুরাদ শাহ কামালের মাযার

মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত বৈরাতীহাটের দক্ষিণে একটি প্রাচীন মাযার রয়েছে। মাযারটি মুরাদ শাহ কামাল (রহ.)নামক জনৈক বুযর্গ পীরের বলে জানা গেছে। রংপুর জেলার বিখ্যাত কবি

Dhaka University Institutional Repository

হায়াত মামুদ উক্ত পীর কেবলার অন্যতম মুরীদ ছিলেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন।

শাহজালালের দরগা ও হযরত শায়খ লালের মাযার

মিঠাপুকুর থানার বৈরাতীহাটে আরও একটি প্রাচীন দরগার অস্তিত্ব খুঁজে বের করা হয়েছে। দরগাটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও কিংবদন্তীতে প্রকাশ রয়েছে যে রংপুরের এ অঞ্চলে পীর শাহজালাল নামক জনৈক কামিল পুরুষ ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আগমন করে কিছুকাল এখানে অবস্থান করেন। মুরীদ ও শাগরিদগণসহ তিনি যে জায়গায় নামায আদায় করতেন, পরবর্তীকালে সেখানে একটি দরগাহ গড়ে ওঠে । অনেকের মতে, বৈরাতীহাটের পার্শ্ববর্তী জামগঞ্জ মৌজাটি আজও এ কামিল পীর শাহজালালের স্মৃতি বহন করছে।

এছাড়া এ থানার অন্তর্গত মঈনপুর গ্রামে হযরত শায়খ লাল নামক জনৈক কামিল দরবেশের একটি অতি প্রাচীন মাযার রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এছাড়া এ থানার তনকা ও জায়গীরহাটে নাম না জানা আরও কয়েকজন বুযর্গ ব্যক্তির মাযারের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁরা সবাই রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরণ ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

বদরপীরের মাযার

রংপুরের অন্যতম থানা বদরগঞ্জ রেল ষ্টেশনের পশ্চিম পাশে একটি প্রাচীন মাযার পরিলক্ষিত হয়। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এটি প্রখ্যাত কামিল বদরউদ্দিন পীরের মাযার। ইনি কখন সেখানে তশরীফ এনেছিলেন এবং তাঁর সঠিক পরিচয় কি, তা সঠিকভাবে আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে, তিনি যমুনেশ্বরী নদীপথে এখানে আগমন করে তাঁর মুরীদদের নিয়ে আস্তানা গড়ে তুলে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর পবিত্র নামানুসারে স্থানটির নামকরন করা হয়েছে বদরগঞ্জ [৩]।

শাহ কলন্দরের মাযার

১৮৮২ সালে তৎকালিন সিভিল সার্জন মিঃ কে.ডি. ঘোষালের প্রস্তাবানুযায়ী নীলফামারীকে রংপুরের অন্যতম মহকুমায় রূপান্তরিত করা হয়। অতঃপর বর্তমান প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের পদক্ষেপে নীলফামারীকে জেলায় উন্নীত করা হয়েছে। নীলফামারী জেলার ডোমার রেল ষ্টেশনের প্রায় মাইল দু'য়েক দুরে সোনারায় গ্রামে বিখ্যাত পীর শাহ কলন্দরের মাযার বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর এ অঞ্চলে আগমন সম্পর্কে বিশেষ কোন প্রকার তথ্য উদঘাটন করা যায়নি। সম্ভবত দিনাজপুরের নেকমর্দ শাহের তিনি পীর ছিলেন। বর্তমানে তার ধ্বংসপ্রায় মাযারখানি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তিনিও এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। দেশ বিদেশ থেকে এখনও বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এ মাযার পরিদর্শন করে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে এখানে আগমন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মাবুদ আলীর মাযার

রংপুরের অন্যতম থানা কাউনিয়ার অন্তর্গত টেপা মধুপুর নামক গ্রামে চাঁদ সওদাগরের ব্যবসা বাণিজ্যের সপ্তডিঙ্গা নোঙ্গরের একটি ঘাট ছিল। এ কারণে এ স্থানটি জনগণের কাছে আজও চাঁন্দঘাট নামে পরিচিত। এখানে বিখ্যাত সূফী সাধক পীর শাহ মাবুদ আলীর মাযার রয়েছে বলে জানা যায়। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তার অবদান ছিল অসামান্য। স্থানীয় জনগন আজও তাঁর মাযারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে।

তারাবিবি ও কমর উদ্দিন খানের মাযার

রংপুরের তারাগঞ্জ একটি থানা শহর। কথিত রয়েছে যে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাব শায়েস্তা খানের শাসনামলে সেখানে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পীরের আবির্ভাব ঘটে তাঁরই অন্যতম সাথী তারাবিবির নামানুসারে থানা শহরটির নামকরণ করা হয়েছে তারাগঞ্জ।[৪] তারাবিবির মাযার তারাগঞ্জ মসজিদের পশ্চিম পাশে বিদ্যমান রয়েছে।

এ থানার অধীনে হাড়িয়াকুঠি ইউনিয়নের মেনা নগর গ্রামে প্রাচীনকালের একটি বিশালকায় জামে মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদ সংলগ্ন মরহুম কুতুব মওলানা কমরউদ্দিন খান সাহেবের মাযার অবস্থিত। সম্ভবত ঐ সকল প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে তিনি উক্ত জামে মসজিদটি নির্মাণ করেন। রংপুর জেলার ঐ সকল অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মরহুম কামিল মওলানা সাহেবের মাযার তথাকার জনগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আজও যিয়ারত করে থাকে।

পাঁচ পীরের দরগা

রংপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে ডাকবাংলোর কাছে পাচপীরের দরগা বিদ্যমান রযেছে। রংপুর শহরে তাদের আগমনের সঠিক তথ্য উদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি। তবে সম্ভবত তারা মওলানা কেরামত আলী (রহ.)এর আগমনের বহু পূর্বে এখানে পদার্পণ করে ইসলাম প্রচারে আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। রংপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে এ সকল সুফি সাধকের অবদান অনস্বীকার্য। তারা সবাই এ দরগা শরীফে একত্রে সমাহিত রয়েছেন। এখনও ভক্ত মুসলমানগণ এ দরগায় এসে তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে থাকেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ পাঁচ শতাব্দীর লালমনিরহাট।
২. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ রঙ্গপুরের প্রাচীন ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬।
৩. রংপুর ডিষ্টিক্ট গেজেটিয়ার, পৃ.৩৫১ অনুসারে স্থানীয় নওয়াবের নামে বদরগঞ্জ নামকরণ করা হয়েছে।
৪. এ.কে.এম নাসিরউদ্দিন ঃ নীলফামারীর ইতিহাস : পৃ .৫৫-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি অতি সুপ্রাচীন। এর পাঠ্যসূচী কখন কি রকম ছিল তা জানা না গেলেও শিশুদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের নিয়ম মুসলিম শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আসছে। ১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন শরীফ কমিটির এক সিদ্ধান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলমান ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে সুপারিশ করা হয় কমিটি কর্তৃক এ সকল ক্লাসের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে দেয়া হয়।[১] এর আলোকে দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইসলামিয়াত আবশ্যক বিষয় হিসেবে পাঠ দান করানো হতো।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রাক্কালেও প্রাইমারী স্কুলে ইসলামী শিক্ষার এ পদ্ধতি বহাল ছিল।[২] বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বাল্যকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে আসছে। এখান থেকেই ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার পাঠের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া বাল্য জীবনে শিশুরা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত আরবী অক্ষর জ্ঞান, কলেমা, আল্লাহর পরিচয়, ইসলামী চরিত্র ইত্যাদি মৌলিকভাবে শিক্ষা দেয়া হয় এবং বছর শেষে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ পুস্তক বোর্ড কর্তৃক মুদ্রিত 'ইসলাম শিক্ষা' নামক গ্রন্থক পাঠ করানো হয়। এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায় 'আকা''ঈদ, দ্বিতীয় অধ্যায় 'ইবাদত, 'তৃতীয় অধ্যায় 'আখলাখ চরিত্র, চতুর্থ অধ্যায় 'কুর'আন মসজিদ শিক্ষা, পঞ্চম অধ্যায় 'নবী, রাসূলের কাহিনী পাঠ করানো হয়। 'ইসলামী শিক্ষা' প্রতিদিন বিদ্যালয়ের পাঠদান সময় থেকে ১০% সময় ব্যয় করার বিধিবদ্ধ নিয়ম রয়েছে।[৩] বছর শেষে এদের ইসলামিয়াত বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলাম শিক্ষা' চতুর্থ ভাগ পাঠ করানো হয়। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'আকা'ঈদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইবাদত, 'তৃতীয় অধ্যায় 'আখলাক, চতুর্থ অধ্যায়ে কুর'আন মজীদ শিক্ষা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 'নবী রাসূলের জীবন কাহিনী পাঠ করানো হতো।

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে পঞ্চম শ্রেণীতে 'ইসলাম শিক্ষা' পঞ্চম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে আকা'ঈদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইবাদত তৃতীয় অধ্যায়ে আখলাক, চতুর্থ অধ্যায়ে 'কুর'আন পরিচিতি ও পঞ্চম অধ্যায়ে জীবন-চরিত শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার এ পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একজন ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ অনায়াসে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়।

১৯৯০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বর্ষ গ্রন্থের এক তথ্যে দেখা যায়, ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ১৪ বৎসরের বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২৮৮টি এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রেড়েছে ৩৪০৫০০০ জন।[৪]

দেশের প্রাইমারী স্কুলের ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচী সীমিত হলেও শিশু শিক্ষার অন্য সকল প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা প্রাইমারী স্কুলের মাধ্যমেই বেশী সংখ্যক শিশুকে ইসলামী শিক্ষার ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয়।

রংপুর জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম
১.	১ নং মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২.	২নং মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩.	খারুয়াবাধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	জানপুর মুন্সিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	মটুকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	মোসলেমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭.	মমিনপুর পালপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	হরিদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯.	শিবেরবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০.	গোকুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১.	ঝিড়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২.	মন্থনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৩.	কদমতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৪.	রতিরামপুর বানিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৫.	বিশ্বনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৬.	জাফরগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৭.	মনোহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

১৮.	উত্তম বারঘরিয়া
১৯.	রনচন্ডি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২০.	ছিট কেল্লানন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২১.	অভিরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২২.	চব্বিশ হাজারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৩.	বুড়িরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৪.	খটখটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৫.	হারাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৬.	ফকিরগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৭.	জলছত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৮.	আমাশু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৯.	গুলালবুদাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩০.	কিসামত মুন্সিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩১.	চান্দকুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩২.	মহব্বতখাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৩.	কাচনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৪.	সাহেবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৫.	মন্নাকুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৬.	বেনুঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৭.	হাজী তমিজ উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৮.	কিশমতগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৯.	বড়বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪০.	মনোহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪১.	মনোহরপুর ধর্মঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪২.	ভনশবেতগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৩.	গাবতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৪.	বড়বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৫.	দেঃ জামালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৬.	দেঃ ডাঙ্গারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৭.	রাধাকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৮.	কেরানীরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৯.	গিলাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫০.	ঈজিফান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫১.	চক ইসবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৫২.	কামদের পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৩.	পুর্ব রাজেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৪.	বখতিয়ারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৫.	রাজেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৬.	ঈশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৭.	সাহাবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৮.	চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৯.	বালাচড়াহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬০.	অযোধ্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬১.	পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬২.	শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৩.	মাটিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৪.	বৈকন্ঠপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৫.	শ্যামপুর বন্দও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৬.	কৈশবপুর পালিচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৭.	১নং পালিচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৮.	মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৯.	ধাপেরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭০.	ফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭১.	কাটাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭২.	২নং পালিচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭৩.	রামজীবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭৪.	আক্কেলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭৫.	বাবুখা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭৬.	আঃ কঃরোডর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭৭.	কারমাইকেল কলেজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭৮.	এধ্যাপাড়া পানবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭৯.	দর্শনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮০.	নাজিরদিগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮১.	রবার্টশনগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮২.	শেখপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮৩.	আশরতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮৪.	ধর্মদাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮৫.	উড় রংপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৮৬.	এহিন্দ্রাকতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮৭.	ওঘু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮৮.	ফকরকুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮৯.	মীরগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯০.	ধর্মদাস বারআউলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯১.	এহিন্দ্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯২.	শালবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৩.	জুম্মাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৪.	সেনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৫.	উত্তর মুলাটোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৬.	মুন্সীপাড়া বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৭.	আপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৮.	আঃ ষ্টেশন রোড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৯.	রাধাবল্লভ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০০.	মাহিগঞ্জ বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০১.	সমাজ কল্যাণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০২.	ভমন্ত্রিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০৩.	গুপ্তপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০৪.	তাজহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০৫.	কেরানীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০৬.	দেওয়ানপুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০৭.	ধাপ চিকলী ভাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০৮.	কেল্লাবন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০৯.	মুন্সিপাড়া বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১০.	কেরামতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১১.	আজিজনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১২.	শিশু মঙ্গল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১৩.	মাহিগঞ্জ বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১৪.	খাসবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১৫.	ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১৬.	পুলিশ লাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১৭.	দক্ষিণ মুলাটোল মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১৮.	আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১৯.	চিলমন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

১২০.	মৌলভী আঃ সাত্তার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২১.	উত্তম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২২.	হরকালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২৩.	ক্যাডেট কলেজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

রংপুর জেলার রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	ডবদ্যালয়ের নামঃ
১.	উমরকুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২.	আরাজিগুলাল বধাই প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩.	ঐাদবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	ডশক্ষা অংগন প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	বুড়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	আব্দুল লতিফ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭.	ভবানীপুর কেরামতিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	দক্ষিণ মমিনপুর মোক্তার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯.	কুর্শাবলরামপুর মুন্সিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০.	মহেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১.	সিলিমপুর শিশু মংগল প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২.	দক্ষিণ মমিনপুর মন্ডলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৩.	আয়াজী মনখামার (কাইদাহারা) প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৪.	সিশিমপুর সমাজ কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৫.	ডাঃ নুরুন্নবী আজাদ নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৬.	মোসলেম উদ্দিন পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৭.	মোখালেছুর রহমান প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৮.	নিউ জুম্মাপাড়া পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৯.	পার্বতীপর রেয়াজ উদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়
২০.	কামাল কাচনা পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়
২১.	নুরপুর পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়
২২.	হাজার হাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৩.	দক্ষিণ মমিনপুর (বানিয়াপাড়া) প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৪.	শাহবাজপুর কামার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৫.	রংপুর পলিটেশনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৬.	দেবীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

২৭.	খোর্দ্দ তামপাট সর্দারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৮.	সাতগাড়া আজিম উদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৯.	কেশবপুর পশ্চিম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩০.	পশ্চিম কেশবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩১.	চানুকুঠি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩২.	হাজী এমরত আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৩.	আরাজী মমিনপুর মেলভীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৪.	বকচী কাইদাহরা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৫.	কিশামত বিষ্ণু প্রাথমিক বিদ্যাল
৩৬.	গোপীনাথপুর ওড্ডেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৭.	দক্ষিণ অযোদ্ধাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৮.	তালুক তামপাট অম্বিকাচরন প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৯.	পুর্ব অভিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪০.	শাহবাজ কলাগাছী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪১.	মহাদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪২.	খারুয়াবান্ধা কদমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৩.	মনোহর চরড়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৪.	এস.আর হোসেন মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৫.	জানকিদিগর (পারবারি) প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৬.	কল্যাণ সংসদ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৭.	বালাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৮.	উত্তর চন্দন পাট প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪৯.	ব্রাহ্মনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫০.	বুদাই প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫১.	ফতেপুম পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫২.	শাহবাজপুর কাশিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৩.	ভেলু বালার হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৪.	কুর্শা বলরামপুর বালাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৫.	ফকিরান কেরানীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৬.	পুর্ব মহাদেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৭.	গংগাদাস প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৮.	পশ্চিম গিলবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫৯.	চব্বিশ হাজরী পুর্বপাড়া নবদ্বীপ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬০.	বুধু কমলা প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৬১.	পশ্চিম জগদীশপুর বটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬২.	দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৩.	পুর্বগিলাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৪.	গংগাহরী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৫.	পুর্ব মন্থনা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৬.	হাজী ফুল মোহাম্মদ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৭.	উত্তর পুর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬৮	জানপুর জনাবের ডাংগা প্রাথমিক বিদ্যালয়

রংপুর জেলার প্রাথমিক কমিউনিটি বিদ্যালয়ের তালিকা

১.	কামার পাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়
২.	সোনার চাঁদ কমিউনিটি বিদ্যালয়
৩.	মধ্য পীরজাবাদ কমিউনিটি বিদ্যালয়
৪.	জানকি ঘুড়িয়া খাল কমিউনিটি বিদ্যালয়
৫.	হোসেন নগর কমিউনিটি বিদ্যালয়
৬.	পশ্চিম খারীয়া বাধা
৭.	দক্ষিণ বিব্যাটারী কমিউনিটি বিদ্যালয়
৮.	কোবারু ডাক্তার পাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়
৯.	কাই মাগিলী কুকরাইল কমিউনিটি বিদ্যালয়
১০.	ধাপ আটিয়াটারী কমিউনিটি বিদ্যালয়
১১.	জগদীশপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়
১২.	উত্তম হাজীপাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়
১৩.	উত্তম পূর্ব বসুনিয়া পাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়
১৪.	কোবারু গোয়াল পাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়

তথ্যসূত্রঃ

১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৩;
২. প্রাথমিক শিক্ষা তথ্য, ১৯৮১, পৃ ১৩৩।
৩. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৭।
৪. পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থের হিসেব ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের স্কুল ও কলেজ

রংপুরের স্কুল কলেজের শিক্ষা স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী।
খ. মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণী।
গ. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।

ক. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী

বাংলাদেশের সূচনা পর্বে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অনুসৃত পাঠক্রম নিম্নরূপঃ

১. মাতৃভাষা।
২. ইংরেজী।
৩. গণিত।
৪. সাধারণ বিজ্ঞান।
৫. সমাজ বিজ্ঞান।
৬. আরবী।
৭. সংস্কৃত।
৮. উর্দূ (ঐচ্ছিক)।
৯. ফারসী (ঐচ্ছিক)।
১০. পালি ভাষা (ঐচ্ছিক)।
১১. কর্মমূখী শিক্ষা ।
১২. শারীরিক শিক্ষা।
১৩. চারু ও কারু কলা।
১৪. সঙ্গীত।
১৫. ইসলায়িাত/হিন্দু/বৌদ্ধ ধর্ম/ খ্রীস্টান ধর্ম।[১]

উক্ত তিনটি ক্লাসের পাঠ্যসূচীর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, প্রতিটি ক্লাসের 'আরবী ও ইসলামিয়াত শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় পাঠ করানো হতো। প্রতিটি ক্লাসের জন্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা পুস্তকাদীও রচনা করা হয়।[২]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শিক্ষা ৬ষ্ঠ শ্রেণী

১ম অধ্যায় : তাওহীদ, কালেমা তাইয়্যেরা, আল্লাহর সিফাত-আখিরাত, ইত্যাদি।

২য় অধ্যায় : ইবাদত-পবিত্রতা, গোসল, তায়াম্মুম, সালাত, ইত্যাদি।

৩য় অধ্যায় : কুর'আন ও হাদীস-কতিপয় সূরা ও মুনাজাতমূলক হাদীস ইত্যাদি।

৪র্থ অধ্যায় : আখলাক-তাকওয়া, সত্যবাদিতা, গীবত ও পরনিন্দা ইত্যাদি।

৫ম অধ্যায় : আদর্শ জীবন- চারজন নবী ও কতিপয় আদর্শ মানুষের জীবনী।

ইসলাম শিক্ষা সপ্তম শ্রেণী

১ম অধ্যায় : আকাঈদ-তাওহীদ, কুফর, শিরক, ঈমানে মুফাসসাল, রিসালাত, আখিরাত, সিরাত মিযান।

২য় অধ্যায় : 'ইবাদত-ইকামত,আস-সালাত, জামাত, জুমার সালাত, ঈদাইন, জানাযা, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, সাওম, ই'তেকাফ।

৩য় অধ্যায় : কুর'আন মজীদ ও হাদীস শরীফ, কতিপয় সূরা, হাদীসের পরিচয়, নীতিমূলক হাদীস।

৪র্থ অধ্যায় : আখলাক-ক্ষমা, পরোপকার, শালীনতা, আমানত, শ্রমের মর্যাদা, সততা, ক্রোধ, লোভ লালসা, পিতা মাতার আনুগত্য।

৫ম অধ্যায় : আদর্শ জীবন-চারজন নবী, চারজন সাহাবী ও চারজন ওলী আল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ইসলাম শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী

১ম অধ্যায় : ঈমান-ঈমানের ৭টি স্তম্ভ, নিফাক, আসমাউল হুসনা, রিসালাত খতমে নবুওয়াত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম।

২য় অধ্যায় : ইবাদত-যাকাত, হজ্জ, কুরবানী, আকীকা, মিরাস, জিহাদ, দেশ প্রেম।

৩য় অধ্যায় : কুর'আন মজীদ ও হাদীস শরীফ-তাজবীদ ও কতিপয় সূরা পাঠ, হাদীস পরিচিতি, মুনাজাতমূলক ও নীতিমূলক হাদীস।

৪র্থ অধ্যায় : আখলাক-আখলাকে হামীদা, ভ্রাতৃত্ব, নারীর মর্যাদা, দেশ প্রেম, সমাজ সেবা, জাতীয় ঐক্য, অহংকার, ঘৃণা, সুদ, ঘুষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

৫ম অধ্যায় : আদর্শ জীবন চারজন নবী, চারজন সাহাবী ও চারজন ওলী আল্লাহর জীবনাদর্শ আলোচনা।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে অনুরূপ পাঠ্যক্রম ও তিনটি শ্রেণীতে পাঠ করানো হতো। সকল নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেই ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিলো এবং এখনও রয়েছে। 'আরবী কোন স্কুলে পড়ানো হতো, আবার কোন কোন স্কুলে পরানো হতো না, বিশেষ ধরনের নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আরবী, ইসলামিয়াত ছাড়াও ইসলামী শিক্ষামূলক অতিরিক্ত গ্রন্থাদি এ সকল শ্রেণীর পাঠ্য ভুক্ত ছিল।

ছাত্ররা শিক্ষা জীবনে কোন দিকে অগ্রসর হবে, সে দিক নির্দেশনা মূলত শিক্ষার এ স্তর থেকে শুরু হয়। এ ক্লাসগুলোতে ইসলামী শিক্ষার একটি সুন্দর কাঠামো অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ে অথবা অভিভাবক মহলেও এ বিষয়টির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হতো না। মনে করা হয় ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজনে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় জানতে পারলেই যথেষ্ট। শিক্ষার একটি স্তর হিসেবে এ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার মতো পরিবেশ ছিল না বললেই চলে। এর কারণ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি । ইংরেজ আমলে ধর্মীয় শিক্ষাকে যেভাবে চুর্ণ বিচূর্ন করে দিয়েছিলো, পাকিস্তান আমলে তার ধারা কিছুটা উন্নত হলেও তা গুরুত্বহীন রয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং অবহেলিত মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম ছাড়া ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তেমন প্রচেষ্টা তখনও দেখা যায় নি। তবে বাংলাদেশে পরবর্তীকালে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণী

সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর বলতে ৯ম ও ১০ শ্রেণীকে বুঝায়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে এ দুটো শ্রেণীতে মানবিক বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্যিক বিভাগ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতো।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ গণিত সকল বিভাগের জন্য আবশ্যিক বিষয় ছিলো। নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহরে মধ্যে 'আরবী এবং ইসলামী শিক্ষা বিষয় উল্লেখ ছিল। কোন শিক্ষার্থী ইচ্ছে করলে 'আরবী এবং ইসলামী শিক্ষা এর যে কোন একটি বিষয় বা দুটি বিষয়ই গ্রহণ করতে পারতো।

১৯৭৬ সালে নবম ও দশম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও 'আরবী বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যসূচী : ইসলাম ধর্ম

১. **আল-কিতাব :** পটভূমি সর্বশেষ কিতাব।

২. **আল-কুর'আনের সূরা :** সূরা ফাতিহা এবং সূরা তাকাসুর থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত মোট ১৪টি সূরা।

৩. আল হাদীস

ক. হাদীস সংগ্রহ, মুহাদ্দিসগণের সতর্কতা।

খ. রাসূল সা.-এর ৪০টি হাদীস।

৪. কালাম শাস্ত্র :

আকাঈদ, ঈমান, তাওহীদ, ইসলাম, কুফর, শিরক, রিসালাত, খতমে নবুয়ত ও আখিরাত।

৫. ফিকহ শাস্ত্র

ক. ফিকহ শাস্ত্র ও মাযহাব।

খ. ফিকহ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি

গ. মাযহাবের পার্থক্যের কারণ।

৬. শরী'আতের আহকাম

ক. হালাল, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব।

খ. হারাম, মাকরুহ তাহরীমি ও মাকরুহ তানযিহী।

৭. **পবিত্রতা :** অযূ, গোসল, তায়াম্মুম ও অযু ভঙ্গের কারণসমূহ।

৮. নামায

ক. নামাযের সময়।

খ. নামাযের মাকরূহ।

গ. নামাযের শর্ত।

ঘ. নামাযের স্তম্ভ।

ঙ. নামাযের ওয়াজিব।

চ. নামাযের সুন্নাত।

ছ. যে সব কারণে নামায নষ্ট হয়।

জ. নামাযের দোষণীয় কাজ।

ঝ. ভুলের সিজদা।

Dhaka University Institutional Repository

৯. রোযা

ক. রোযার উদ্দেশ্য।

খ. রোযার প্রকারভেদ।

গ. রমযানের রোযার নিয়্যাত।

ঘ. সাদকাতুল ফিতর।

ঙ. যার উপর ফিতরা ওয়াজিব।

চ. ফিতরার পরিমাণ।

১০. যাকাত

ক. যে সকল মালে যাকাত ফরয।

খ. যাকাতের হিসেব ও হার।

গ. যাকাতের খাত।

১১. হজ্জ ও উমরা

১২. আদর্শ জীবন ব্যবস্থা

ক. আদর্শ পরিচিতি ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা।

খ. ইসলামী আদর্শ সব মানুষের জন্য।

গ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উৎস।

১৩. ইসলামী জীবনের উপকরণ

ক. সত্যবাদিতা।

খ. ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

গ. শোক ও কৃতজ্ঞতা।

ঘ. চেষ্টা ও অধ্যবসায়।

ঙ. ওয়াদা পালন।

চ. আমানত রক্ষা করা।

ছ. ইহসান প্রতিষ্ঠা।

জ. ইনসাফ কায়েম।

ঝ. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

ঞ. ন্যায় নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণে পরস্পরের সহযোগিতা।

ট. মানবতার ঐক্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ

ক. পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য।

খ. সন্তানের প্রতি কর্তব্য।

গ. স্বামী স্ত্রীর অধিকার।

ঘ. রক্তের সম্পর্ক ।

ঙ. প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য।

মান বণ্টন

ইং	বিষয়	নম্বর
১.	আল কুর'আন	২০
২.	আল হাদীস	২০
৩.	আকা,ঈদ ও কালাম	১৫
৪.	ফিকহ্ শাস্ত্র	২৫
৫.	আদর্শ জীবন	২০
	মোট=	১০০

আরবী

পাঠ্য পুস্তক : আরবী সাহিত্য সংকলন বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড (১৯৬৯) কর্তৃক প্রকাশিত।

পাঠ্যসূচী

গদ্য

১. সুরাতুল বাকারা । আয়াত ৩০-৩৯, ২৮৬-২৮৮, ১৯৪-১৯৫।

২. ফজিলাতুল ইলম।

৩. রাসূলে কায়সারওয়া উমার ইবনুল খাত্তাব রা. । পৃ ২১।

৪. আল হাকিমুজ জাকী। পৃ ৬০।

৫. আল-আমছালুছ ছায়েরা।

৬. রিসালাতুম মিন তিলমিজিন ইলা ছাদীকেহী। পৃ ৮৩।

৭. ইতায়াতুল উলিল আমর্ অ- ইহতারামিহী। পৃ ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৮. আত-তাইয়্যেবু লিত তাইয়্যেবে। পৃ ১১৮।

৯. আশ-শাররু বিশ শাররি। পৃ ১২২।

১০. হাদীস ১-২০ পর্যন্ত। পৃ ২২৭-২৮৩।

পদ্য

১. সিফাতুল্লাহি তা'আলা। পৃ ২৬৫।

২. তাকওয়াল্লাহি তা'আলা। পৃ ৬৭২।

৩. মাদহুন নবী সা. (প্রথম দুই স্তবক)।পৃ ২৬৯-২৭১।

৪. আল হিকামু ওয়াল আমসালু।

৫. কাসিদাতুন হেকামিয়াতুন (প্রথম অংশ)। পৃ ২৮৩-২৮৫।

৬. বিররুল ওয়ালে দাইন। পৃ ২৯১।

৭. আল আদলু ওয়াল ওফা। পৃ ৩৪৬-৩৪৭।

ব্যাকরণ

১. ইসম.ফে'ল, হরফ।

২. মুরাককারে ইযাফী, তাওসিফী, আদাদী

৩. আল-আসমাউল মুসতাকাত।

৪. মাদ্দা।

৫. মুজাক্কার ও মুয়ান্নাস।

৬. ওয়াহিদ, তাসনিয়া ও জমা।

৭. আল-হুরুফুল জাররা।

৮. আল-হুরুফুল নাসিবা।

৯. আল-হুরুফুল জাযিমা।

১০. আল-ফায়েল, আল মাফউল।

১১. আল-আফ-আলুন নাকিসাহ।

মান বণ্টন

ক. পদ্য মাতৃভাষায় অনুবাদ	৩০ নম্বর
খ. পদ্য মাতৃভাষায় অনুবাদ	২৫ নম্বর
গ. ব্যাকরণ মাতৃভাষায় অনুবাদ	৩০ নম্বর
ঘ. মাতৃভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ	১৫ নম্বর
মোট= ১০০ নম্বর	

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের পাঠ্যক্রমে দেখা যায় যে, এসএসসি পর্যায়ে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা ছাড়াও কৃষি বিভাগ, শিল্পকলা বিভাগ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পুর্বেই বলা হয়েছে যে, একজন ছাত্র ইচ্ছা করলে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে মানবিক বিভাগে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা এ উভয় বিষয় গ্রহণ করতে পারতো । তবে মানবিক বিভাগ ছাড়া অন্য পাচটি বিভাগ শুধু ইসলামিয়াত শিক্ষা গ্রহণ করা যেতো।

১৯৮৫ সালে এস,এসসি পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই শ্রেণীর বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সকল বিভাগ একটি বিভাগে রূপান্তারিত হয়।

পাঠ্য তালিকায় একটি নৈর্বাচনিক বিষয় গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৪] এতে মানবিক বিভাগে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী দুটি বিষয় গ্রহণের যে সুযোগ ছিল তা রহিত হয়ে যায়।
১৯৮৮ সালের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাঠক্রম বহুলাংশে পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে নৈর্বাচনিক বিষয় গ্রহণের অনুমতি দেয়ার ফলে আবারও ইসলামী শিক্ষা ও আরবী বিষয় একসাথে নেয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী এবং ইসলামী শিক্ষা ও আরবী সমভাবে গ্রহণের সুযোগ আর পরিবর্তন হয় নি। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষা ও আরবী বিষয়ের জন্য যে পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত ছিল তা নিম্নরূপ :

ইসলাম শিক্ষা (সংক্ষিপ্ত) বিষয়

১. আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত।
২. মহানবী সা.এর রিসালাত।
৩. শরী'য়াত বা ইসলামী জীবন বিধানের উৎস।
৪. কুর'আন পরিচিতি।
৫. পবিত্র কুর'আনের নির্দিষ্ট ৭টি সূরার অর্থ ও ব্যাখ্যা।
৬. আল'কুর'আনের নির্দিষ্ট ২২টি আয়াতের অর্থ।
৭. হাদীস পরিচিতি ও ২০টি হাদীসের অনুবাদ।
৮. 'ইজমা ও কিয়াস।
৯. ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।
১০. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদির সংজ্ঞা।
১১. ইসলামে মানবাধিকার।
১২. পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আখলাক।

১৪. সীরাতে রাসূল।

১৫. 'আরবী ভাষা শিক্ষা।

মান বণ্টন

১.	আকাঈদ	১০ নম্বর
২.	শরী'য়াত	২০ নম্বর
৩.	হাদীস, 'ইজমা ও কিয়াস	২০ নম্বর
৪.	ফিকহ্ শাস্ত্র ও মানবাধিকার	২০ নম্বর
৫.	আখলাক	১০ নম্বর
৬.	সীরাতে রাসূল	১০ নম্বর
৭.	পাঠ্যসূচীর উপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	১০ নম্বর

মোট= ১০০ নম্বর

আরবী (সংক্ষিপ্ত) বিষয়

১. গদ্য

ক. কুর'আন : সূরা আল বাকারা ও লোকমান থেকে ১৫টি আয়াত।

খ. হাদীস : ১৫টি হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

গ. আরবী কথোপকথন।

২. পদ্য

ক. মুনতাখারাতুল আরাবিয়া থেকে ২টি কবিতা।

৩. ব্যাকরণ

ক. ইসম, ফে'ল, হরফ, আদত, জিসম, ইযাফত, সিফত ও মাওসুফ, বাংলা থেকে আরবী অনুবাদ।

মান বণ্টন

গদ্য	৩০ নম্বর
পদ্য	৩০ নম্বর
ব্যাকরণ	৩০ নম্বর
অনুবাদ	১০ নম্বর

মোট= ১০০ নম্বর

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯০ সালের পর বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে আমূল পরিবর্তন করে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য এ তিনটি শাখা পুনঃ প্রবর্তন করেন, এবং প্রতিটি শাখায় ইসলামী শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। যা বর্তমানেও প্রবর্তিত রয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচী অনুসারে আরবীকে সকল শাখার নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ইসলামী শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশ সরকারের এটি বিশেষ এক অবদান।[৫]

গ. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ স্তরকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর নামে অভিহিত করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় ইন্টামিডিয়েট কলেজ। আবার ডিগ্রী কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বর্তমানেও আছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭৫-৭৬ সালে বাংলাদেশে ৫টি সরকারী ও ২৬৩টি বেসরকারী ইন্টারমেডিয়েট কলেজ ছিল। এ সময় বাংলাদেশে ৩১টি সরকারী ও ৩০৭টি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ছিল। সে সময় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ডিগ্রী কলেজসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইন্টারমেডিয়েট কলেজগুলোর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭,৪৭৬ জন। এ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে ডিগ্রী কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী লেখা পড়া করতো।[৬]

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সময় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯টি শাখায় বিভক্ত ছিল।[৭] তন্মধ্যে একটি ছিল 'ইসলামী শিক্ষা শাখা' এ শাখার পাঠ্য বিষয় ছিল নিম্নরূপ:

১. ইসলামী শিক্ষা, ২. আরবী, ৩. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

উল্লেখ, বাংলা এবং ইংরেজী সকল শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়। এ ছাড়া অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজ কল্যাণ, কৃষি বিজ্ঞান ও কুটির শিল্প এর যে কোন একটি বিষয় ইসলামী শিক্ষা শাখার জন্য ৪র্থ বিষয় হিসেবে নেয়া যেতো।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা শাখার পাঠ্যসূচী

প্রথম পত্র

১. আল ফিকহ : কুদুরী কিতাব হতে তাহারাত, সালাত, সাওম ও যাকাতের পরিচ্ছেদসমূহ

২. উসূলূল ফিকহ : চারটি, কিতাব সুন্নাহ 'ইজমা ও কিয়াস।

মানবণ্টন

১.আল ফিকহ	৭০ নম্বর
২. উসূলূল ফিক্হ	৩০ নম্বর
	মোট= ১০০ নম্বর

দ্বিতীয় পত্র

১. আল কুর'আন : সূরা আল বাকারা : আলিম লাম মিম ও সায়াকুলের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

২. আল হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবের কিতাবুল ঈমান থেকে কিতাবুল ইলম পর্যন্ত শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় ফসলগুলো।

মানবণ্টন

১. আল কুর'আন	৭০ নম্বর
২. আল হাদীস	৩০ নম্বর
	মোট= ১০০ নম্বর

ইসলামী শিক্ষা শাখার জন্য উক্ত দুটি পত্র নির্দিষ্ট । এ শাখার অপর দুটি আবশ্যিক বিষয় অর্থাৎ আরবী ও ইসলামের ইতিহাস অন্যান্য শাখার পাঠ্যসূচীর অনুরূপ। উল্লেখ্য, অন্যান্য শাখার জন্য ইসলামী শিক্ষার যে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী রয়েছে তা নিম্নরূপ:

ইসলামী শিক্ষা প্রথম পত্র

১. ব্যক্তিগত জীবন

তাকওয়া, জিকর, সবর, শোকর, আফও, আদল, ইহসান, তাদাব্বুর, তাহাম্মুল খিতমতে খালক ও তালিবুল 'ইলম।

২. পারিবারিক জীবন

ক. পারিবারিক জীবনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য।

খ. মাতা-পিতা ও সন্তানের ভূমিকা।

গ. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সাংস্কৃতিক জীবন

ক. ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য।

খ. ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ।

গ. সমাজে মক্তব ও মসজিদের ভূমিকা।

৪. মুসলিম সমাজে অধিকার ও কর্তব্য

ক. আত্মীয় স্বজন।

খ. পাড়া প্রতিবেশী।

গ. নাগরিক।

ঘ. রাষ্ট্র।

৫. ইসলামী জগৎ

ক. উম্মাত।

খ. উখূয়াত।

গ. তাবলীগ।

ঘ. জিহাদ।

৬. মানব জীবনে উন্নতির উপায় ও অবনতির কারণ।

৭. নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

৮. আখিরাত সম্পর্কে ধারণা-কেয়ামত বেহেশত ও দোযখ।

৯. হযরত মুহাম্মদ সা.এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার।

মান বণ্টন

১. ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সংস্কৃতি জীবন	৩০ নম্বর
২. হযরত মুহাম্মদ সা.	২০ নম্বর
৩. পাঠ্যসূচীর অবশিষ্টাংশ	৫০ নম্বর
	মোট= ১০০ নম্বর

দ্বিতীয় পত্র : কুর'আন হাদীস

১. মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ : কুর'আন পরিচয়, অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন।

২. কুর'আনের মাহাত্ম্য ও কুর'আন তিলাওয়াতের ফযীলত।

৩. জীবন যাত্রা এবং জীবন সমস্যার সমাধানে কুর'আনের ভূমিকা।

৪. সূরা আল বাকারা-প্রথম পারা (১-১০ রুকু এবং শেষ রুকু)।

৫. নিম্নলিখিত নামাযসমূহের বিবরণ ও ফযীলত :

ক. জুমার নামায।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ঈদের নামায।

গ. তারাবীহ নামায।

ঘ. তাহাজ্জুদ নামায।

ঙ. ইসতেসকার নামায।

চ. ইশরাকের নামায।

ছ. নামাযের কসর।

৬. পাঠ্যসূচীতে নির্দিষ্ট ৪০টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

মান বণ্টন

ক. আল কুর'আন-তথ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন	২০ নম্বর
খ. আল কুর'আন- অনুবাদ, ব্যাখ্যা	৩৫ নম্বর
গ. আল-হাদীস, অনুবাদ ব্যাখ্যা	৩০ নম্বর
ঘ. আল-হাদীস-অনুবাদ, ব্যাখ্যা	১৫ নম্বর
	মোট = ১০০ নম্বর

আরবী : প্রথম পত্র

ক. গদ্য

১. আল-কুর'আন।

ক. সূরা ফাতিহা।

খ. সূরা আল-ইমরান (শেষ রুকূ)।

গ. সূরা লুকমান।

২. আল হাদীস : প্রথম ৭টি হাদীস

৩. মিন-দুরুসে তারিখুল ইসলামী মহানবীর জন্ম হতে শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত

৪. মিন-সাজানিয়েল আদাব : ১ম নম্বর হতে ২০ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

৫. মিন কিতাবিল নাওয়াদির-৪টি গল্প।

৬. মিন কিতাবিল হাদিকা :

ক. আল মাদরাসা

খ. জামালুদ্দিন আফগানী।

গ. মুহাম্মদ আবদুহ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. পদ্য

১. মিন দীওয়ানে আলী ইবন আবী তালিব রা. পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ।

২. মিন দীওয়ানে হাসান বিন সাবিত রা. প্রথম কবিতা।

৩. মিন দীওয়ানে হাতিম তায়ী (উদ্ধৃত কবিতাটি)।

গ. ব্যাকরণ : ইসম ফে'ল ইযাফত, সিফাত।

ঘ. রচনা : ১. সাধারণ বাক্য গঠন, ২. শূন্যস্থান পূরণ, ৩. অশুদ্ধি সংশোধন।

ঙ. আরবীতে অনুবাদ।

মান বণ্টন

ক. গদ্য	৩৫ নম্বর
খ. পদ্য	২৫ নম্বর
গ. ব্যাকরণ	১৫ নম্বর
ঘ. রচনা	১৫ নম্বর
ঙ. অনুবাদ	১০ নম্বর
	মোট = ১০০ নম্বর

425528

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আরবী : দ্বিতীয় পত্র

ক. গদ্য

১. আল কুর'আন : সূরা আল হাদীদ, সূরা আন নাবা।

২. আল হাদীস : বাবুল ঈমান ওয়াল ইসলাম ও বাবুল আদব।

৩. জাওয়াহিরুল আদব : হযরত আবূ বকর, ওমর বিন খাত্তাব।

৪. তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা-সম্পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ।

৫. কালিমা-ওয়াদিমনা।

খ. পদ্য

১. মিন দীওয়ানে আলী বিন আবী তালিব (রা) পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ

২. মিন দীওয়ানে ফারাযদক- পূর্ণ উদ্ধৃতাংশ।

৩. মিন কালামে আহমদ বিন শাওকী।

গ. ব্যাকরণ

জুমলা-ইসমিয়া, ফেলিয়া ও শরতিয়া, তরকীব আওয়ামীল, ইসতিসনা, নিদা।

ঘ. রচনা

১. পাঠ্য তালিকা ভিত্তিক আরবী প্রশ্নের জবাব আরবীতে । ২. বচন, লিঙ্গ ৩. অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. অনুবাদ : আরবী হতে মাতৃভাষায় অনুবাদ।

মান বণ্টন

ক. গদ্য	৩৫ নম্বর
খ. পদ্য	২৫ নম্বর
গ. ব্যাকরণ	১৫ নম্বর
ঘ. রচনা	১৫ নম্বর
ঙ. অনুবাদ	১০ নম্বর
মোট =	১০০ নম্বর [৯]

ইসলামী শিক্ষা ও 'আরবীর উল্লিখিত পাঠ্য তালিকা ১৯৮০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[১০] পাঠ্যসূচী অনুসারে দেখা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা শাখা ছাড়াও মানবিক শাখায় কোন ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছে করলে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষা অথবা আরবী গ্রহণ করতে পারতো। অনুরূপভাবে কৃষি বিজ্ঞান শাখায় ৪র্থ বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষা বা আরবী গ্রহণ করার সুযোগ ছিল। এ ছাড়া বাকি ৭টি শাখায় উক্ত বিষয় দুটি গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা ও আরবীর পাঠ্যসূচীতে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করে প্রথম পত্রকে দ্বিতীয় পত্রের এবং দ্বিতীয় পত্রকে প্রথম পত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে । সাথে সাথে মানবিক শাখায় ইসলামী শিক্ষা বা আরবী নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে গ্রহণের নিয়ম বহাল রেখে অবশিষ্ট আটটি শাখায় ৪র্থ বিষয় হিসেবে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী এর যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে এ নিয়মের আর কোন ব্যতিক্রম পরিক্ষিত হয় না।

উল্লেখ্য,ইসলামী শিক্ষা শাখার পাঠ্যসূচী ও একই ভাবে ১৯৮২ সাল থেকে অন্য কোন পরিবর্তন না করে প্রথম পত্রকে দ্বিতীয় পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রকে প্রথম পত্র উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হয় নি।[১১] উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার একটি শাখা থাকা ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বাস্তবে অন্যান্য শাখার সাথে এ শাখার সমতা রক্ষা করা হয় নি। শিক্ষকের অভাবে অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি খুলতে পারেন নি। ইচ্ছ থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়টি পড়তে পারে নি । তবে সীমিত সংখ্যক কলেজে ইসলামী শিক্ষা পড়ানো হতো। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। ফলে এ সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর জেলার স্কুল কলেজের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	রংপুর সদও	রংপুর ক্যাডেট কলেজ	ক্যাডেট কলেজ
২.	রংপুর	রংপুর সদর	ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	রংপুর ক্যান্ট
৩.	রংপুর	রংপুর সদর	পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ	রংপুর
৪.	রংপুর	রংপুর সদর	দর্শনা বিএন স্কুল এন্ড কলেজ	ক্যাডেট কলেজ
৫.	রংপুর	রংপুর সদর	কেরানীহাট স্কুল এন্ড কলেজ	কেরানীর হাট
৬.	রংপুর	রংপুর সদর	কারমাইকেল কলেজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজ	কারমাইকেল
৭.	রংপুর	রংপুর সদর	লায়ন স্কুল এন্ড কলেজ	রংপুর
৮.	রংপুর	রংপুর সদর	পাগলাপীর স্কুল এন্ড কলেজ	পাগলাপীর
৯.	রংপুর	রংপুর সদর	কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ	রংপুর
১০.	রংপুর	রংপুর সদর	আর.সি.সি.আই. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	রংপুর
১১.	রংপুর	রংপুর সদর	সমাজ কল্যাণ বিদ্যার্থী বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ	রংপুর
১২.	রংপুর	রংপুর সদর	মাহিগঞ্জ বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ	মাহিগঞ্জ
১৩.	রংপুর	রংপুর সদর	লালকুঠি বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ	রংপুর
১৪.	রংপুর	রংপুর সদর	রবার্টসনগঞ্জ বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ	আলমনগর
১৫.	রংপুর	রংপুর সদর	শ্যামপুর বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ	শ্যামপুর

মাধ্যমিক স্কুলের নাম

১.	রংপুর	রংপুর সদও	রংপুর জিলা স্কুল	রংপুর
২.	রংপুর	রংপুর সদর	রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৩.	রংপুর	রংপুর সদর	কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৪.	রংপুর	রংপুর সদর	কৈলাশ ওগুন উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৫.	রংপুর	রংপুর সদর	আল-মদিনা ইনষ্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৬.	রংপুর	রংপুর সদর	আল-হেরা ইনষ্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৭.	রংপুর	রংপুর সদর	সেনপাড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৮.	রংপুর	রংপুর সদর	শিক্ষাঙ্গন উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৯.	রংপুর	রংপুর সদর	মেডিকেল কলেজ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
১০.	রংপুর	রংপুর সদর	পলিটেশনিক উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
১১.	রংপুর	রংপুর সদর	শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
১২.	রংপুর	রংপুর সদর	মিস্ত্রিপাড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
১৩.	রংপুর	রংপুর সদর	রংপুর পৌর উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
১৪.	রংপুর	রংপুর সদর	বীর উত্তম শহিদ সামাদ উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর ক্যান্ট
১৫.	রংপুর	রংপুর সদর	রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	আলমনগর
১৬.	রংপুর	রংপুর সদও	আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	আলমনগর

Dhaka University Institutional Repository

১৭.	রংপুর	রংপুর সদর	আল ফালাহ ইনষ্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়	আলমনগর
১৮.	রংপুর	রংপুর সদর	আফানউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	মাহিগঞ্জ
১৯.	রংপুর	রংপুর সদর	তাজহাট উচ্চ বিদ্যালয়	মাহিগঞ্জ
২০.	রংপুর	রংপুর সদর	নিসবেতগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	উপশহর
২১.	রংপুর	রংপুর সদর	উত্তম উচ্চ বিদ্যালয়	উপশহর
২২.	রংপুর	রংপুর সদর	রাইফেলস পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	উপশহর
২৩.	রংপুর	রংপুর সদর	মহাব্বত খাঁ উচ্চ বিদ্যালয়	নিউ সাহেবগঞ্জ
২৪.	রংপুর	রংপুর সদর	সাহেবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	নিউ সাহেবগঞ্জ
২৫.	রংপুর	রংপুর সদর	জানপুর মুন্সিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় ৮	মমিনপুর
২৬.	রংপুর	রংপুর সদর	খারুয়া বা ধা উচ্চ বিদ্যালয়	মমিনপুর
২৭.	রংপুর	রংপুর সদর	কবি দিলরুবা শাহাদৎ	মমিনপুর
২৮.	রংপুর	রংপুর সদর	মমিনপুর এম.এল উচ্চ বিদ্যালয়	মমিনপুর
২৯.	রংপুর	রংপুর সদর	খটখটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	খটখটিয়া
৩০.	রংপুর	রংপুর সদর	আমাও প্রগতী উচ্চ বিদ্যালয়	খটখটিয়া
৩১.	রংপুর	রংপুর সদও	বাবু-খাঁ উচ্চ বিদ্যালয়	খটখটিয়া
৩২.	রংপুর	রংপুর সদর	ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তর জানকী
৩৩.	রংপুর	রংপুর সদর	জানকী ধাপেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তর জানকী
৩৪.	রংপুর	রংপুর সদর	জলছত্র উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তর জানকী
৩৫.	রংপুর	রংপুর সদর	গুলালবুদাই উচ্চ বিদ্যালয়	ময়নাকুটি
৩৬.	রংপুর	রংপুর সদর	ময়নাকুটি উচ্চ বিদ্যালয়	ময়নাকুটি
৩৭.	রংপুর	রংপুর সদর	চাদেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	ময়নাকুটি
৩৮.	রংপুর	রংপুর সদর	বাধাকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কেরানীর হাট
৩৯.	রংপুর	রংপুর সদর	নগর মীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	কেরানীর হাট
৪০.	রংপুর	রংপুর সদর	তালুক তামপাট উচ্চ বিদ্যালয়	নগর মীরগঞ্জ
৪১.	রংপুর	রংপুর সদর	বুড়িরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	নগর মীরগঞ্জ
৪২.	রংপুর	রংপুর সদর	হারাটি উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়িরহাট
৪৩.	রংপুর	রংপুর সদর	আনন্দলোক বিদ্যাপীট উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়িরহাট
৪৪.	রংপুর	রংপুর সদর	মনোহার, উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়িরহাট
৪৫.	রংপুর	রংপুর সদর	জাফরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	দক্ষিণ পানাপুকুর
৪৬.	রংপুর	রংপুর সদও	পালিচড়া এম.এন. উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তম হাজিরহাট
৪৭.	রংপুর	রংপুর সদর	চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়	পালিচড়া হাট
৪৮.	রংপুর	রংপুর সদর	আজিজুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	চন্দনপাট
৪৯.	রংপুর	রংপুর সদর	সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়	আজিজুল্লাহ
৫০.	রংপুর	রংপুর সদর	মেকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়	লাহিড়ীরহাট
৫১.	রংপুর	রংপুর সদর	হরিদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়	দেউতি

Dhaka University Institutional Repository

৫২.	রংপুর	রংপুর সদর	আক্কেলপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হরিদেবপুর
৫৩.	রংপুর	রংপুর সদর	বড়বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	আক্কেলপুর
৫৪.	রংপুর	রংপুর সদর	গংগাহরি	বড় বাড়ী
৫৫.	রংপুর	রংপুর সদর	সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	পাগলাপীর
৫৬.	রংপুর	রংপুর সদর	সালেমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৫৭.	রংপুর	রংপুর সদর	মরিয়ম নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৫৮.	রংপুর	রংপুর সদর	বেগম রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৫৯.	রংপুর	রংপুর সদর	শালবন পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৬০.	রংপুর	রংপুর সদর	মুলাটোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৬১.	রংপুর	রংপুর সদর	মোসলেম উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৬২.	রংপুর	রংপুর সদর	রাধাবল্লভ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর
৬৩.	রংপুর	রংপুর সদর	জাহেদা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বড় বাড়ী
৬৪.	রংপুর	রংপুর সদর	বেগম জোবেদা আজিজন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বড় বাড়ী
৬৫.	রংপুর	রংপুর সদর	ক্যান্টবোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	উপশহর
৬৬.	রংপুর	রংপুর সদর	ডাঃ আফতার উদ্দীন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	উপশহর
৬৭.	রংপুর	রংপুর সদর	আজীজনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	আলমনগর
৬৮	রংপুর	রংপুর সদর	বালার বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কেরানীর হাট

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মির্জাপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	শঠিবাড়ী
২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	সেফডাঙ্গা স্কুল এন্ড কলেজ	মিঠাপুকুর
৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জায়গীর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জায়গীরহাট
৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পদাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়	খোড়াগাছ
৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	রাণীপুকুর স্কুল এন্ড কলেজ	রাণীপুকুর

মাধ্যমিক স্কুল

১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মিঠাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়	মিঠাপুকুর
২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শঠিবাড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	শঠিবাড়ী
৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মাহিয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয়	শঠিবাড়ী
৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শীতলগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	শঠিবাড়ী
৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	আর-ফারুক ইনষ্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়	শঠিবাড়ী
৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ফকিরহাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদপুর
৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পাগলারহাট মঞ্জুশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদপুর
৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদপুর
৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পদ্মাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদপুর

Dhaka University Institutional Repository

১০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ইমাদপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদপুর
১১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	কুমরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	কাফ্রিখাল
১২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মিয়ারহাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	কাফ্রিখাল
১৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	দূর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গোপালপুর
১৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জানকীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গোপালপুর
১৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	জায়গীরহাট
১৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	লতিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জায়গীরহাট
১৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ময়েনপুর কদমতলা উচ্চ বিদ্যালয়	ময়েনপুর কঃ
১৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ময়েনপুর বিদ্যালয়	ময়েনপুর কঃ
১৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বৈরাতি উচ্চ বিদ্যালয়	বৈরাতী হাট
২০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	রতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বৈরাতী হাট
২১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ইমাদপুর পশ্চিমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বৈরাতী হাট
২২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ভগবতীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বৈরাতী হাট
২৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ভগবতী উচ্চ বিদ্যালয়	বৈরাতী হাট
২৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	খোড়াগাছ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	খোড়াগাছ
২৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মৌলভীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	খোড়াগাছ
২৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পদাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়	খোড়াগাছ
২৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শালরামা উচ্চ বিদ্যালয়	শালমারা বাজার
২৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বুজরুক তাজপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	শালমারা বাজার
২৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বিরাহিমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	শালমারা বাজার
৩০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বদলিপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়	বলদিপুকুর
৩১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পাইকান উচ্চ বিদ্যালয়	বলদিপুকুর
৩২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ভক্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বলদিপুকুর
৩৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মোলং উচ্চ বিদ্যালয়	বলদিপুকুর
৩৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ছড়ান দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ছড়ান
৩৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	কেবলপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ছড়ান
৩৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বালারহাট উচ্চ বিদ্যালয়	বালারহাট
৩৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বালারহাট
৩৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	আখিরাহাট কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়	লালপুকুর
৩৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জারুনাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	লালপুকুর
৪০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বুজরুক সন্তোষপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	বজরুক সন্তোষপুর
৪১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শালটিরহাট দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	বজরুক সন্তোষপুর
৪২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	হুলাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	হুলাগঞ্জ
৪৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জালালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	জালালগঞ্জ
৪৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শালাইপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পায়রাবন্দ

Dhaka University Institutional Repository

৪৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	গিরাহ দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়	গিরাই
৪৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	আদারহাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	আদারহাট
৪৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	গোপালপুর হামিদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	শালটি গোপালপুর
৪৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বালুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বালুয়া
৪৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গোপালপুর
৫০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	দেউলাপাড়া
৫১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	চুহড় উচ্চ বিদ্যালয়	পায়রাবন্দ
৫২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	রাধাকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়	রহমতপুর
৬৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শুকুরেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	শুকুরের হাট
৫৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	রূপসী উচ্চ বিদ্যালয়	রাণীপুকুর
৫৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বেতগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	বেগম রোঃ স্মৃতি
৫৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জামালপুর ফরিদাবেগম উচ্চ বিদ্যালয়	বামনডাঙ্গা
৫৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	নানকার উচ্চ বিদ্যালয়	নানকার
৫৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শঠিবাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	শঠিবাড়ী
৫৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মিঠাপুকুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	মিঠাপুকুর
৬০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	তনকা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	রাণীপুকুর
৬১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	নুরপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	রাণীপুকুর
৬২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	নানর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	নানকার
৬৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	নিশ্চিতপুর ছমিরননেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	জায়গীর হাট
৬৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ছমিনা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বালারহাট
৬৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মির্জাপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	দেউলপাড়া
৬৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শহীদজিয়া ছড়ান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	ছড়ান
৬৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পায়রান্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বেগম রোঃ স্মৃতি
৬৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	সাত্আনি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	গোপালপুর
৬৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বুজরুক মহদীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কাফ্রিখাল
৭০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ঠাকুরাবাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	হুলাগঞ্জ
৭১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জারুল্লাপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	লালপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুলের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগঞ্জ
২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হাজী বয়েন উদ্দীন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগঞ্জ
৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগঞ্জ
৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ভেন্ডাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	ভেন্ডাবাড়ী
৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ভীম শহর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ভেন্ডাবাড়ী
৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	দানিস নগর উচ্চ বিদ্যালয়	ভেন্ডাবাড়ী
৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	খেদমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	খেজমতপুর
৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হাতিবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয়	খেজমতপুর
৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চতরা উচ্চ বিদ্যালয়	চতরা কাচারী
১০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	গিলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	চতরা কাচারী
১১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কাঞ্চন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	চতরা কাচারী
১২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ইকলিমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	চতরা কাচারী
১৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	লালদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়	ফতেপুর লালদীঘি
১৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চক করিম আদর্শ উচ্চ রিদ্যালয়	ফতেপুর লালদীঘি
১৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চান্দের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	বড় আলমপুর
১৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বড় আলমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বড় আলমপুর
১৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পত্নীচড়া উচ্চ বিদ্যালয়	খালাশপীর
১৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	তরফমৌজা উচ্চ বিদ্যালয়	খালাশপীর
১৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	খালাশপীর উচ্চ বিদ্যালয়	খালাশপীর
২০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বড় আলমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	অন্তরামপুর
২১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ঝাড় আমবাড়ী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	অন্তরামপুর
২২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	সালটি সামস দীঘি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	অন্তরামপুর
২৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	রসূলপুর মাহাতারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বাগদুয়ার
২৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চন্ডিপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	বাগদুয়ার
২৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বারুদহ উচ্চ বিদ্যালয়	বাগদুয়ার
২৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	টুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	টুকুরিয়া
২৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	সুজারকুটি উচ্চ বিদ্যালয়	টুকুরিয়া
২৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চৈত্রকোল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	টুকুরিয়া
২৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	জাহাঙ্গীরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	জাহাঙ্গীরাবাদ
৩০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	দশমৌজা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	জাহাঙ্গীরাবাদ
৩১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	শ্যামপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	জাফরপাড়া
৩২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	জাফর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	জাফরপাড়া
৩৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কাদিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	কাদিরাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

৩৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	খেতাবের পাড়া পল্লীমঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	কালিরাবাদ
৩৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	গাংজোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়	হলদীবাড়ী
৩৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	শানেরহাট দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	শানেরহাট
৩৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	গুর্জিপাড়া কে.পি.দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গুর্জিপাড়া
৩৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	রায়পুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	রায়পুর
৩৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পানবাজার ডিএম উচ্চ বিদ্যালয়	পান বাজার
৪০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মাদারগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	গোপীগাম
৪১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	আব্দুল্যাপুর জান মাহমুদ উচ্চ বিদ্যালয়	আব্দুল্যাহপুর
৪২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চম্পাগঞ্জ আহসান উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়	পলাশবাড়ী
৪৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	লালদীঘি মেলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	লালদীঘি
৪৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বিষ্ণুপুর বেনীমাধবসনের উচ্চ বিদ্যালয়	ধাপের হাট
৪৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ কসিমননেছা উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগঞ্জ
৪৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বালুয়া দ্বি-মুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগঞ্জ
৪৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগঞ্জ
৪৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ভেন্ডবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ভেন্ডবাড়ী
৪৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চেতনা পাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ভেন্ডবাড়ী
৫০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বাজিতপুর আমিনিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ফতেপুর লালদিঘী
৫১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কাশিমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ফতেপুর লালদিঘী
৫২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হরিপুর দ্বি-মুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বগদুয়ার
৫৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কুমেদপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বগদুয়ার
৫৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	সাহাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জাহাঙ্গীরাবাদ
৫৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মাদারগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গোপীগ্রাম
৫৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চতরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চতরা কাচারী
৫৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	রায়পুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রায়পুর
৫৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ঘোলা এ. আর. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	খেজমতপুর
৫৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	গুর্জিপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গুর্জিপাড়া
৬০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	আব্দুল্যাপুর কালসার ডারা বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	আব্দুল্যাপুর
৬১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হরিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	টুকুরিয়া
৬২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কে.জে. ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	শানেরহাট
৬৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	অন্তরামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	অন্তরামপুর
৬৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	সাতগড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সাত গড়া
৬৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	লালদীঘি গার্লস একাডেমী	লালদীঘি মেলা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল এন্ড কলেজের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	কুতুবপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	কুতুবপুর
২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	কুতুবপুর অরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	অরুন্নেছাহাট
৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বদরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ	বদরগঞ্জ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বুড়ীর পুকুর উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়ীরপুকুর হাট
২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ওসমানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বিষ্ণুপুর
৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	কালীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	বিষ্ণুপুর
৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	লালদীঘি ও/এ উচ্চ বিদ্যালয়	লালদীঘি
৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	দামোদরপুর টুকটুকিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	শেখেরহাট
৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	পাঠানপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	রাধানগর মন্ডল পাড়া
৭.	রংপুর	বদরগঞ্জ	রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয়	রাধানগর
৮.	রংপুর	বদরগঞ্জ	দিলালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	দিলালপুর
৯.	রংপুর	বদরগঞ্জ	নাটারাম উচ্চ বিদ্যালয়	নাপারাম
১০.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বদরগঞ্জ কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়	বদরগঞ্জ
১১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ময়নাকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	আউলিয়াগঞ্জ
১২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	খিয়ারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	রহমতপুর মাদ্রসা
১৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	আমরুলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	বদরগঞ্জ
১৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বৈরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কালুপাড়া
১৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কাজীরহাট
১৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	আউলিয়াগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	আউয়ালগঞ্জ
১৭.	রংপুর	বদরগঞ্জ	লোহানীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	লোহানীপাড়া
১৮.	রংপুর	বদরগঞ্জ	কালুপাড়া মহদীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	লোহানীপাড়া
১৯.	রংপুর	বদরগঞ্জ	আশরাফগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	রহমতপুর মাদ্রসা
২০.	রংপুর	বদরগঞ্জ	উঃ আমরুলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	রাধানগর
২১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	চেংমারী উচ্চ বিদ্যালয়	কাজীরহাট
২২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	পানারহাট ঘিরনই উচ্চ বিদ্যালয়	ছড়ান
২৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	গোপালপুর শেখেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	শেখেরহাট
২৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	আজাদ শালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	রাধানগর
২৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	লালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	বিষ্ণুপুর
২৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	হাজীপুর বদিউজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়	রহমতপুর
২৭.	রংপুর	বদরগঞ্জ	পারবিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বিষ্ণুপুর
২৮.	রংপুর	বদরগঞ্জ	শ্যামপুর সুগার মিলস উচ্চ বিদ্যালয়	শ্যামপুর

Dhaka University Institutional Repository

২৯.	রংপুর	বদরগঞ্জ	মধুপুর কাজীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	কাজীরহাট
৩০.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ভি.আই.পি. সাহাদৎ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়	বালাচওড়াহাট
৩১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	গোপীনাথপুর হায়দারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	গোপীনাথপুর
৩২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	কালুপাড়া গুটিরভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	কালুপাড়া
৩৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	খানাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়ির পুকুরহাট
৩৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	মধুপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	কাজীরহাট
৩৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	মকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	রাধানগর
৩৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	কাচীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	লোহানীপাড়া
৩৭.	রংপুর	বদরগঞ্জ	শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	শ্যামপুর
৩৮.	রংপুর	বদরগঞ্জ	গোপীনাথপুর সরদারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	রাধানগর
৩৯.	রংপুর	বদরগঞ্জ	রোস্তমাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	রোস্তমাবাদ
৪০.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বখশিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	আফতাবাবাদ
৪১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	খামারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বরদগঞ্জ
৪২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	খামারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বরদগঞ্জ
৪৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বদরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বরদগঞ্জ
৪৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	চাঁদকুঠি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বরদগঞ্জ
৪৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ঘাটাবিল ডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	রহমতপুর মাদ্রসা
৪৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	চৌধুরীপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বিষ্ণুপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল এন্ড কলেজের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	তারাগঞ্জ	সয়েরা কাজীপাড়া স্কুল এন্ড কলেজ	বুড়ীরহাট
২.	রংপুর	তারাগঞ্জ	ডাংগীরহাট স্কুল এন্ড কলেজ	ডাংগীরহাট
৩.	রংপুর	তারাগঞ্জ	তারাগঞ্জ ও/এ বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ	তারাগঞ্জ

উচ্চ বিদ্যালয়

১.	রংপুর	তারাগঞ্জ	তারাগঞ্জ ও/এ উচ্চ বিদ্যালয়	তারাগঞ্জ
২.	রংপুর	তারাগঞ্জ	চিলাপাক উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়ীরহাট
৩.	রংপুর	তারাগঞ্জ	বরাতী উচ্চ বিদ্যালয়	ইকরচালী
৪.	রংপুর	তারাগঞ্জ	কাশিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	ডাংগীরহাট
৫.	রংপুর	তারাগঞ্জ	ইকরচালী উচ্চ বিদ্যালয়	ইকরচালী
৬.	রংপুর	তারাগঞ্জ	তেতুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়	দিলালপুর
৭.	রংপুর	তারাগঞ্জ	ফাজিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বাজিলপুর চিকলীহাট
৮.	রংপুর	তারাগঞ্জ	বুড়ীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়ীরহাট

Dhaka University Institutional Repository

৯.	রংপুর	তারাগঞ্জ	কুর্শা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	তারাগঞ্জ
১০.	রংপুর	তারাগঞ্জ	ঘনিরামপুর বড়গোলা উচ্চ বিদ্যালয়	তারাগঞ্জ
১১.	রংপুর	তারাগঞ্জ	চাদেরপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ডাঙ্গীরহাট

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল এন্ড কলেজের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	গংগাচড়া	ধনতোলা আ. ইউ. স্কুল এন্ড কলেজ	ধনতোলা
২.	রংপুর	গংগাচড়া	খলেয়া খাপড়িখাল স্কুল এন্ড কলেজ	চাঁন্দামারী
৩.	রংপুর	গংগাচড়া	ঘজঘন্টা স্কুল এন্ড কলেজ	ঘজঘন্টা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল এন্ড কলেজের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	গংগাচড়া	গঙ্গাচড়া উচ্চ বিদ্যালয়	গঙ্গাচড়া
২.	রংপুর	গংগাচড়া	তালুক হাবু উচ্চ বিদ্যালয়	গজঘন্টা
৩.	রংপুর	গংগাচড়া	মহিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মহিপুর
৪.	রংপুর	গংগাচড়া	পাকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়	পাকুড়িয়া
৫.	রংপুর	গংগাচড়া	বড়বিল উচ্চ বিদ্যালয়	বড়বিল
৬.	রংপুর	গংগাচড়া	কোলকোন্দ এম.এ.এম. উচ্চ বিদ্যালয়	কোলকোন্দ
৭.	রংপুর	গংগাচড়া	খলেয়া গঞ্জিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	খলেয়া
৮.	রংপুর	গংগাচড়া	বড়াই বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	আলম বিদিতর
৯.	রংপুর	গংগাচড়া	কে.এন.বি. উচ্চ বিদ্যালয়	আলম বিদিতর
১০.	রংপুর	গংগাচড়া	আলম বিদিতর উচ্চ বিদ্যালয়	আলম বিদিতর
১১.	রংপুর	গংগাচড়া	ঠাকুরাদহ উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তম পানাপুকুর
১২.	রংপুর	গংগাচড়া	চেংমারী মান্দ্রাইন উচ্চ বিদ্যালয়	চেংমারী
১৩.	রংপুর	গংগাচড়া	শেরপুর পুটিমারী উচ্চ বিদ্যালয়	চান্দামারী
১৪.	রংপুর	গংগাচড়া	আলদাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	চান্দামারী
১৫.	রংপুর	গংগাচড়া	বেতগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	বেতগাড়ী
১৬.	রংপুর	গংগাচড়া	কুটিপাড়া চেংমারী উচ্চ বিদ্যালয়	চেংমারী
১৭.	রংপুর	গংগাচড়া	লাল চাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	খলেয়া
১৮.	রংপুর	গংগাচড়া	উত্তর পানাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তর পানাপুকুর
১৯.	রংপুর	গংগাচড়া	রাজাবল্লভ উচ্চ বিদ্যালয়	গজঘন্টা
২০.	রংপুর	গংগাচড়া	বাগপুর মাছুম আলী উচ্চ বিদ্যালয়	বড়বিল
২১.	রংপুর	গংগাচড়া	মনিরাম উচ্চ বিদ্যালয়	মনিরাম
২২.	রংপুর	গংগাচড়া	কোলকোন্দ উচ্চ বিদ্যালয়	কোলকোন্দ
২৩.	রংপুর	গংগাচড়া	গঙ্গাচড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	গঙ্গাচড়া

Dhaka University Institutional Repository

২৪	রংপুর	গংগাচড়া	ধামুর পূর্বপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	গঙ্গাচড়া
২৫.	রংপুর	গংগাচড়া	হাজী দেলোয়ার হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গঙ্গাচড়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল এন্ড কলেজের নাম	ডাকঘর
	রংপুর	কাউনিয়া	টেপামধুপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	টেপামধুপুর

স্কুল

১.	রংপুর	কাউনিয়া	কাউনিয়া মোফাজ্জেল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া
২.	রংপুর	কাউনিয়া	আহম্মদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	হারাগাছ
৩.	রংপুর	কাউনিয়া	টেপামধুপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	টেপামধুপুর
৪.	রংপুর	কাউনিয়া	ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	টেপামধুপুর
৫.	রংপুর	কাউনিয়া	ভায়ারহাট উচ্চ বিদ্যালয়	টেপামধুপুর
৬.	রংপুর	কাউনিয়া	কুর্শা উচ্চ বিদ্যালয়	
৭.	রংপুর	কাউনিয়া	ধর্মেশ্বর মহেষা উচ্চ বিদ্যালয়	মীরবাগ
৮.	রংপুর	কাউনিয়া	সারাই পোদ্দারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	ভুতহড়ান
৯.	রংপুর	কাউনিয়া	বাংলাবাজার দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হারাগাছ
১০.	রংপুর	কাউনিয়া	হারাগাছ মহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	
১১.	রংপুর	কাউনিয়া	ধমেরকুঠি হায়দারিয়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হারাগাছ
১২.	রংপুর	কাউনিয়া	সারাই মুন্সিপাড়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ধমেরকুঠি
১৩.	রংপুর	কাউনিয়া	দরদী দ্বি মূখী উচ্চ বিদ্যালয়	ঘারাগাছ
১৪.	রংপুর	কাউনিয়া	নিজদর্পা উচ্চ বিদ্যালয়	টেপামধুপুর
১৫.	রংপুর	কাউনিয়া	আলেফ উদ্দীন সরকার দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ঘারাগাছ
১৬.	রংপুর	কাউনিয়া	মদামুদন উচ্চ বিদ্যালয়	ভগরত মাছহাড়ী
১৭.	রংপুর	কাউনিয়া	আলহাজ্ব আব্দুল গফুর উচ্চ বিদ্যালয়	নিউ সাহেবগঞ্জ
১৮.	রংপুর	কাউনিয়া	ইমামগঞ্জ দ্বি মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	নাজিরদহ
১৯.	রংপুর	কাউনিয়া	নাজিরদহ একতা উচ্চ বিদ্যালয়	নাজিরদহ
২০.	রংপুর	কাউনিয়া	পল্লীমারী উচ্চ বিদ্যালয়	নাজিরদহ
২১.	রংপুর	কাউনিয়া	বরুয়াহাট দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	বরুয়াহাট
২২.	রংপুর	কাউনিয়া	শহীদবাগ উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া
২৩.	রংপুর	কাউনিয়া	গাজীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া
২৪.	রংপুর	কাউনিয়া	খোপাতী উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া
২৫.	রংপুর	কাউনিয়া	হলদিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া
২৬.	রংপুর	কাউনিয়া	কাউনিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া
২৭.	রংপুর	কাউনিয়া	ভায়ারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	টেপামধুপুর

Dhaka University Institutional Repository

২৮.	রংপুর	কাউনিয়া	মীরবাগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ভুতছড়ান
২৯.	রংপুর	কাউনিয়া	নবীজন সেন দ্বি-মুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হারাগাছ
৩০.	রংপুর	কাউনিয়া	শহীদবাগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া
৩১	রংপুর	কাউনিয়া	আরাজী সাহাবাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কাউনিয়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল এন্ড কলেজের নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	পীরগাছা	দেউতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	সুন্দর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১.	রংপুর	পীরগাছা	পীরগছা জে.এন. উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগাছা
২.	রংপুর	পীরগাছা	চৌধুরানী উচ্চ বিদ্যালয়	চৌধুরানী
৩.	রংপুর	পীরগাছা	দামুর চাকলা উচ্চ বিদ্যালয়	সুন্দর
৪.	রংপুর	পীরগাছা	ইটাকুমারী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ইটাকুমারী
৫.	রংপুর	পীরগাছা	কল্যাণী উচ্চ বিদ্যালয়	মাহিগঞ্জ
৬.	রংপুর	পীরগাছা	অন্নদানগর উচ্চ বিদ্যালয়	অন্নদানগর
৭.	রংপুর	পীরগাছা	কাশিয়াবাড়ী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	পাওটানাহাট
৮.	রংপুর	পীরগাছা	সাতদরগা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	সাতদরগা বাজার
৯.	রংপুর	পীরগাছা	শিবদেরচর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	পাওটানাহাট
১০.	রংপুর	পীরগাছা	তাম্বুলপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	তাম্বুলপুর
১১.	রংপুর	পীরগাছা	তেয়ানী মনিরাম উচ্চ বিদ্যালয়	কান্দিরহাট
১২.	রংপুর	পীরগাছা	নগরজিৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মাদ্রাসা সৈয়দপুর
১৩.	রংপুর	পীরগাছা	শরীফ সুন্দর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	সুন্দর
১৪.	রংপুর	পীরগাছা	চন্ডিপুর মডেল হাইস্কুল	পীরগাছা
১৫.	রংপুর	পীরগাছা	নেকামামুদ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	তাম্বুলপুর
১৬.	রংপুর	পীরগাছা	ব্রাহ্মণীকুন্ডা উচ্চ বিদ্যালয়	ব্রাহ্মণীকুন্ড
১৭.	রংপুর	পীরগাছা	কুটিপাড়া আলিমন নেছা উচ্চ বিদ্যালয়	তালুক ইমাদ
১৮.	রংপুর	পীরগাছা	বিহারী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মাহিগঞ্জ
১৯.	রংপুর	পীরগাছা	কৈকুড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	মতিনপুর
২০.	রংপুর	পীরগাছা	বড় দরগাহ উচ্চ বিদ্যালয়	বড়দরগা বাজার
২১.	রংপুর	পীরগাছা	সৈয়দ পুর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মাদ্রাসা সৈয়দপুর
২২.	রংপুর	পীরগাছা	জ্ঞানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	জ্ঞানগঞ্জ বাজার
২৩.	রংপুর	পীরগাছা	কালীগঞ্জ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ইটাকুমারী
২৪.	রংপুর	পীরগাছা	নটাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	কান্দিরহাট

Dhaka University Institutional Repository

২৫.	রংপুর	পীরগাছা	মমিনবাজার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সাতদরগা
২৬.	রংপুর	পীরগাছা	মকরমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	চৌধুরাণী
২৭.	রংপুর	পীরগাছা	মহিষমুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সুন্দর
২৮.	রংপুর	পীরগাছা	গোবরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	সাতদরগা বাজার
২৯.	রংপুর	পীরগাছা	কান্দিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	কান্দিরহাট
৩০.	রংপুর	পীরগাছা	পীরগাছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	পীরগাছা
৩১.	রংপুর	পীরগাছা	মঙ্গলাকুটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মঙ্গলাকুটি
৩২.	রংপুর	পীরগাছা	সুবিদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চৌধুরাণী
৩৩.	রংপুর	পীরগাছা	সাতগাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সাতদরগা বাজার
৩৪.	রংপুর	পীরগাছা	ব্রাহ্মণীকুন্ডা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ব্রাহ্মণীকুন্ড বাজার
৩৫.	রংপুর	পীরগাছা	চৌধুরাণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চৌধুরাণী
৩৬.	রংপুর	পীরগাছা	পাওটানাহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	পাওটানাহাট
৩৭.	রংপুর	পীরগাছা	মমিতননেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ইটাকুমারী
৩৮.	রংপুর	পীরগাছা	অন্নদানগর দ্বি-মুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	অন্নদানগর
৩৯.	রংপুর	পীরগাছা	পাঠক শিক্ষক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কান্দিরহাট
৪০.	রংপুর	পীরগাছা	ইটাকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ইটাকুমারী
৪১.	রংপুর	পীরগাছা	নেক মামুদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	তাম্বুলপুর
৪২.	রংপুর	পীরগাছা	রফিকুল ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	দেউতি[১২]

তথ্যসূত্রঃ

১. মোহাম্মদ আজহার আলী, শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা : বাএ, ১৯৮৬ পৃ ১৬২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক মুদ্রিত বইয়ের আলোকে।

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৪-১০-৮২ ইং তারিখের শা১৯/৬ এন-সি-৮/৮২/৩১৮ শিক্ষা নম্বর বিজ্ঞপ্তি। দ্র. ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী; মোহাম্মদ আজহার আলী প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬।

৫. ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশে ৭১৯২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিলো। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ১৯১ টি আর স্বীকৃতি প্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৭০১১ টি। এ সমুদয় বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ছিলো ৮৯২৫০ জন। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ২২,৬৬,৭৬৫ জন। সমগ্র বাংলাদেশে এ সকল ছাত্র-ছাত্রীর একটি বিরাট অংশ স্কুল জীবনে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করছে। এ শিক্ষা দ্বারা ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারলে অবশ্যই তারা ইসলামী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়া করবে এবং জাতিকে ইসলামী আদর্শের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৭৯, পৃ ৩৫১।

৭. ক. কলা শাখা, খ. বিজ্ঞান শাখা, গ. বিজ্ঞান শাখা, ঘ. বিজ্ঞান শাখা, (কারিগরী পূর্ব) ঙ. বাণিজ্য শাখা, চ. গার্হস্থ্য (অর্থনীতি শাখা), ছ. ইসলামী শিক্ষা শাখা, জ. সঙ্গীত শাখা, ঝ. কৃষি বিজ্ঞান শাখা। দ্র. উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮০।

৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, কুমিল্লা, 'যশোর ও রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮০, পৃ ১৪৭।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৫২-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ১৯৮০ সাল পূর্বে মুদ্রিত পাঠ্যসূচী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তবে কলেজের রেকর্ড এবং প্রবীন অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে আলোচনা কওে জানা যায়, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বা আরবীর পাঠ্যসূচীতে কোন রূপ পরিবর্তন হয় নি।

১১. উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী, ১৯৮২-৯০ সাল পর্যন্ত

১২. জেলা শিক্ষা অফিস রংপুর।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজঃ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এর ভূমিকা

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন বৃহত্তর রংপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি অতি সমৃদ্ধি ও সুপ্রাচীন। অতীতে রংপুর ছিল ধনে ধান্যে ফুলে ভরা একটি সমৃদ্ধ জনপদ। তিস্তা-ধরলা-দুধকুমার যমুনেশ্বরী বিধৌত রংপুরের উর্বর ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বহু-কবি সাহিত্যিক ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায়ও রংপুরের খ্যাতি ছিল ঈর্ষণীয় । আর এ খ্যাতির মূল্যে ছিল উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 'কারমাইকেল কলেজ'।

ব্রিটিশ শাসনামলে অখন্ড বাংলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য যে কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল সেগুলোর মধ্যে কারমাইকেল কলেজ অন্যতম। শহুর জীবনের কোলাহলময় পরিবেশ হতে তিন মাইল দুরে প্রায় আট'শ বিঘা বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে এই বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কারমাইকেল কলেজের মুল ভবনটি স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নির্দশন একই সাথে ইন্দো স্যারাসিনিক স্থাপত্য কীর্তির স্বাক্ষরে ভাস্বর। কারমাইকেল কলেজের শান্ত, স্নিগ্ধ ও মনোরম প্রকৃতিক পরিবেশ ও মূলভবনের প্রসাদোপম কাঠামো সহজেই পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধারণ করে রংপুর গৌরবান্বিত।

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব রংপুরবাসী দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছিলেন। তাই ১৯১৩-১৯১৪ সালে রংপুর অঞ্চলের জনসাধারণ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সে সময়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে.এন. গুপ্ত আই, সি এস কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। অনেক সহৃদয়, বিত্তবান ব্যক্তি ও জমিদার অর্থ এবং জমি দান করে কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেন। এদের নামের তালিকা কলেজ মিলনায়তনের অভ্যন্তরে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে। রংপুরবাসী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এঁরা হলেনঃ

১। রায় অন্নদা মোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর (টেপার জমিদার)।

২। রাধা গোপাল লাল রায় (তাজহাটের জমিদার)

৩। মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার এষ্টেটের জমিদার)।

৪। বাবু বঙ্কু বিহারী শাহ

৫। বাবু অন্নদা প্রসাদ সেন (জমিদার রাধাবল্লভ)।

Dhaka University Institutional Repository

৬। রাণী বৃন্দারাণী চৌধুরী (ডিমলার জমিদার)।

৭। দৌলতুন্নেসা বিবি ও পলকজান বিবি (ধর্মপুর লক্ষীপুরের জমিদার)।

৮। শ্রীমতি ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী (মন্থনার জমিদার)।

৯। বাবু গিরীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী (তুষভান্ডারের জমিদার)।

১০। মুন্সী রহিম উদ্দিন চৌধুরী (সেরমেষ্টুর জমিদার)।

১১। মৌলভী আব্দুল আজিজ চৌধুরী (মহিপুরের জমিদার)।

১২। বাবু শিবেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী।

১৩। বাবু দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় (পাঙ্গার জমিদার)।

১৪। বাবু যতীন্দ্রনাথ মজুমদার (জোতদার কুড়িগ্রাম)।

১৫। বাবু শ্যামা মোহন দাস মন্ডল (রসূলপুরের জমিদার)।

১৬। বাবু অদিত্র চন্দ্র সরকার (খোলাহাটির জমিদার)।

১৭। বাবু বিপিন চন্দ্র রায় চৌধুরী (বামন ডাঙ্গার জমিদার)।

১৮। শ্রীমতি সুনীতি বালা দেবী।

১৯। পুশারাম ঝাউর (কামারজানির ব্যবসায়ী, ধনাঢ্য ব্যক্তি ও জমিদার)।

২০। আশারাম মহেশ্বরী (মাহিগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী)।

২১। রাজমল আসওয়াল (গাইবান্ধার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী)।

২২। মৌঃ সৈয়দ উমেদ রসূল শাহ ফকির (চড়াইলখোলা দারওয়ানীর জমিদার)।

২৩। বাবু গনেশ লাল মালব (কিশোরগঞ্জ)।

২৪। মুন্সী ফেসরু মুহম্মদ চৌধুরী (ইটাখালার জমিদার)।

২৫। বাবু মনীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর (কুন্ডি, পৌনে চার আনা)।

২৬। মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর (কুন্ডির জমিদার চার আনা)।

২৭। বাবু পূর্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী (কুন্ডি, সাত আনা)।

২৮। বাবু মনীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

রংপুরের ইতিহাস একটি অবিস্মণীয় দিন ১৯১৬ সালের ১০ নভেম্বর। এই দিনে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার গর্ভনর লর্ড টমাস ডেভিড ব্যারণ কারমাইকেল এই ঐতিহাসিক কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আর তারই নামানুসারে কলেজের নামকরণ করা হয় 'কারমাইকেল কলেজ'।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজে আই, এ ও বি, এ ক্লাশ খোলার অনুমতি দেয় ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে । এ সময় হতে প্রায় দু'বছরের জন্য কলেজটির পঠন পাঠনের কাজ চলে রংপুরের বর্তমান জেলা পরিষদ ভবনে । ১৯১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন গভর্নর আর্ল অব রোনাল্ডসে কারমাইকেল কলেজের মুল ভবনটির উদ্বোধন করেন। "অক্সফোর্ড ভিলেজের" আদলে প্রায় আটশত বিঘা জমির সবুজ প্রান্তরে ইন্দো স্যারাসনিক স্থাপত্যে নির্মিত হয় মুল ভবন। আশে পাশে গড়ে ওঠে আরো নতুন নতুন ক্লাশ ভবন, ছাত্রবাস এবং শিক্ষকদের থাকার জন্য বাসভবন। এভাবেই রংপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। শুধু বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের নয় বরং সুদুর আসাম, জলপাইকুণ্ডি, বিহার, বগুড়া, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরাও আসতে থাকে জ্ঞানর্জনের জন্য । ব্রিটিশ শাসন আমলে কারমাইকেল কলেজের পরিচিতি ও খ্যাতি ছিল ব্যাপক ও সুদুর প্রসারী। এটি ছিল তখন অবিভক্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । চমৎকার অনুকুল শিক্ষার পরিবেশের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিতে শুধু ইন্টারমেডিয়েট এবং ডিগ্রি পাস কোর্সই নয় অনার্স কোর্সও খোলার অনুমতি দিয়েছিল। কলেজটিতে আই,এস-সি ও বি,এস সি ক্লাশ খোলা হয় যথাক্রমে ১৯২২ ও ১৯২৫ সালে। এ সময় থেকেই কারমাইকেল কলেজকে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্থাপনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়। কলেজটি ১৯১৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ১৯৪৭-১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৯৫৬-১৯৯২ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত ছিল। বর্তমানে কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত। ষাটের দশকের শুরুতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কিছু সেরা কলেজকে সরকারীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারের এই উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৯৬৩ সালের ১ জানুয়ারী কারমাইকেল কলেজকে সরকারীকরণ । কলেজ সরকারীকরণের পর কলেজের দ্বিতীয় ভবন নির্মিত হয় ১৯৭২-৭৩ সালে, রসায়ন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৭৭ সালে, এম, এ, জি ওসমানী ছাত্রাবাস নির্মিত হয় ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে, কলেজ ক্যান্টীন নির্মিত হয়। ১৯৭৮ সালে, কলেজে সুদৃশ্য মসজিদ ও একটি পাকা রাস্তা ও নির্মিত হয় ১৯৭৮ সালে, বেগম রোকেয়া ছাত্রীনিবাস নির্মিত হয় ১৯৮৬-৮৭ সালে , মেয়েদের নতুন কমন রুম নির্মিত হয় ১৮৮৯-৯০ সালে, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ছাত্রীনিবাস নির্মিত হয় ১৯৯৬-৯৭ সালে, ২০০৪-২০০৫ সালে তাপসী রাবেয়া নামে একটি নতুন ছাত্রীনিবাস ও একটি একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়।

১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক-ছাত্রদের ভূমিকা ছিল সাহসী। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন অনেকেই-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে কলেজের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ

শিক্ষক

১.	আব্দুর রহমান	প্রভাষক রসায়ন
২.	শাহ সোলেয়মান আলী	সহকারী-অধ্যাপক উর্দূ
৩.	কালা চাদ রায়	প্রভাষক-রসায়ন
৪.	চিত্ত রঞ্জন রায়	প্রভাষক-গণিত
৫.	সুনীল বরণ চক্রবর্তী	প্রভাষক-দর্শন
৬.	রামকৃষ্ণ অধিকারী	প্রভাষক-বাংলা

ছাত্র

১. কে মুখতার ইলাহী, ২. শরিফুল ইসলাম, ৩. গোলাম গউস, ৪. আবুল কাশেম, ৫. আব্দুর রকিব।

কারমাইকেল কলেজের চারজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষকের স্ত্রীসহ অগণিত মানুষকে রংপুরের দমদমা সেতুর কাছে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকিস্তানী সৈন্যরা। কলেজের শিক্ষক ছাত্রদের উদ্যোগে ঐ বধ্যভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছে শহীদ স্মৃতি ফলক। অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর শহীদ স্মৃতি ফলকটি উন্মোচন করেন।

বর্তমানে কলেজটিতে ডিগ্রি পাস কোর্স, বিষয়ে ১৫টি অনার্স কোর্স এবং ১৫ বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা আছে। ১৯৮৯ ও ১৯৯৪ সালে কারমাইকেল কলেজ রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে পুরস্কৃত হয়, বনায়নের জন্য কলেজটি জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয় ১৯৯৩ সালে। ২০০৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারমাইকেল কলেজ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ কলেজের শিক্ষাবৃন্দের অর্জনও গৌরবের । জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে প্রফেসর মোঃ ইসহাক জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা অর্জন করেন। এরপর ১৯৯৯ সালে রংপুর জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বর্তমান অধ্যক্ষ মুহঃ নুরুন নবী চৌধুরী, ২০০০ সালে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আলীম উদ্দীন লাভ করেন জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা, ২০০১ সালে রংপুর জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মান অর্জন করেন গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খায়রুল আলম ডাকুয়া। অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই চৌধুরী ১৯৯৯ এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক ২০০১ সালে রংপুর জেলার কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বীকৃতি লাভ করেন। এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগীতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে, ছাত্র-ছাত্রীর মেধা ও মননের বিকাশের জন্য প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা, বিতর্ক অনুশীলন ও প্রতিযোগীতা, নাঠ্যচর্চা প্রভৃতি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলেজের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশের পাশাপাশি পরীক্ষা ব্যবস্থা সবসময়ই সর্বমহলে প্রশংসিত হয়ে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয় ও আসন সংখ্যা

বি.এ (অনার্স)ঃ

বিষয়	আসন সংখ্যা
১. বাংলা	২০০
২. ইংরেজী	২০০
৩. আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ	১২০
৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	২২৫
৫. ইতিহাস	২২৫
৬. দর্শন শাস্ত্র	১৮৫

বি.এস-এস (অনার্স)ঃ

১. রাষ্ট্র বিজ্ঞান	২২৫
২. অর্থনীতি	২২৫

বি.বি.এস (অনার্স)ঃ

বিষয়	আসন সংখ্যা
১. হিসাব বিজ্ঞান	২৩০
২. ব্যবস্থাপনা	২২৫

বি.এস-সি (অনার্স)ঃ

বিষয়	আসন সংখ্যা
১. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
২. রসায়ন	১০০
৩. প্রাণি বিজ্ঞান	১২০
৪. উদ্ভিদ বিজ্ঞান	১২০
৫. গণিত	১৮৫

স্নাতকোত্তর শ্রেণী ১ম বর্ষ,
শেষ পর্বের পাঠ্য বিষয়
ও
প্রথম পর্বের আসন সংখ্যা ঃ

বিষয়	আসন সংখ্যা
১. বাংলা	১৩০
২. ইংরেজী	১৩০
৩. আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ	৭৫
৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১৩০
৫. ইতিহাস	১৩০
৬. দর্শন	১১০
৭. রাষ্ট্র বিজ্ঞান	১৩০
৮. অর্থনীতি	১৩০
৯. গণিত	১১০
১০. পদার্থ বিজ্ঞান	৫০
১১. রসায়ন	৫০
১২. উদ্ভিদ বিদ্যা	৫০
১৩. প্রাণী বিদ্যা	৫০
১৪. হিসাব বিজ্ঞান	১১০
১৫. ব্যবস্থাপনা	১১০

বিঃ দ্র অনার্স শ্রেণী সমূহের মেজর বিষয়ের সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয় পড়ানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কলেজের পাঠক্রম ও পাঠ বহির্ভূত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে কলেজটিতে বর্তমানে অনেক সুযোগ সুবিধা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সম্প্রসারিত হয়েছে ইমারত, শ্রেণীকক্ষসহ অবকাঠামো।

* কলেজ চত্বরে রয়েছে ত্রিতল বিশিষ্ট সুরম্য বিশাল মসজিদ। মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহও রয়েছে।
* কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রয়োজনমত একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে। এখানে পাঠক্রম বিষয়ক বই ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে ৭০ হাজার বই রয়েছে।
* ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠাগার সংলগ্ন স্বতন্ত্র পাঠকক্ষ রয়েছে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল ৯ হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উন্মুক্ত সেলফ হতে বই সংগ্রহ করে পড়তে পারে। নতুন গ্রন্থাগার ভবন ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের সমস্ত প্রক্রিয়া পুরাতন ও নতুন গ্রন্থাগার ভবনে সম্পাদিত হচ্ছে।
* প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব ভবন ছাড়াও নিজস্ব পাঠাগার ও সেমিনার কক্ষ রয়েছে।
* রসায়ন বিভাগের নিজস্ব ভবন ছাড়াও কলেজের ২য় ভবনে বিজ্ঞান বিভাগসমূহের নিজস্ব এলাকাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবহারিক গবেষণাগার, পাঠাগার ও বিভাগীয় কক্ষ আছে।
* ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য কলেজ চত্বরে একটি ক্যান্টিন আছে।
* ছাত্রদের আবাসিক সুবিধার জন্য চি.এল. মুসলিম ছাত্রাবাস; সি.এম ছাত্রাবাস'[এম.এ.জি ওসমানি ছাত্রাবাস ও হিন্দু ছাত্রদের জন্য কে.বি ছাত্রাবাস রয়েছে। ছাত্রাবাস সমূহে আবাসিক সুবিধা সীমিত হওয়ায় মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ করা হয়। কলেজ আরও ছাত্রাবাস প্রয়োজন। (মহাপরিকল্পনায় আরো ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে)।
* ছাত্রীদের জন্য বেগম রোকেয়া, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও তাপসী রাবেয়া নামে তিনটি * ছাত্রীনিবাস নির্মিত হয়েছে। তবে আরো ছাত্রীনিবাসের প্রয়োজন।
* কলেজে চিত্তবিকাশ, সুকুমার চিত্তবিনোদন ও শরীর চর্চার নিয়মিত কার্যক্রম রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপিকা ও কর্মচারীবৃন্দের সহযোগীতায় নবীন বরণ বার্ষিক ক্রীড়া, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানসহ বার্ষিকী, জার্ণাল, প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।
* ছাত্রদের জন্য আছে একটি বিশ্রামাগার। ছাত্রীদের জন্যে নির্মিত হয়েছে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ দ্বিতল বিশ্রামাগার।
* বর্তমানে কলেজের চালু ৪টি বাস ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে আসা যাওয়ার সমস্যাকে অনেকাংশে নিরসন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

* মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারী বৃত্তি ছাড়াও কলেজ হতে মেধাবী ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক সাহায্য, সম্বর্ধনা দেয়া হয় ও অবৈতনিক.অর্ধতৈনিক সুবিধা দেওয়া হয়।
* কলেজে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বি.এন.সি.সি.)/রোভার্স স্কাউট এর নিয়মিত কার্যক্রম চালু আছে।
* ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক পরিচিতি পত্রের ব্যবস্থা রয়েছে।
* কলেজের আদি উদ্যানটিকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। কলেজে রাস্তা ঘাট সংস্কার, বৈদ্যুতিকরণসহ শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
* কৃষি কমিটির উদ্যোগে কলেজ চত্বের ব্যাপকভাবে বনায়ন করা হয়েছে।
* কলেজ মেডিকেল সেন্টার-এ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও একজন অভিজ্ঞ কম্পাউন্ডার কর্মরত আছেন।
* বর্তমান বাংলা মঞ্চটি নতুন আঙ্গিকে সাজানো হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
* কলেজের চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে একটি ব্যাংক বুথ, ডাকঘর, পুলিশ ফাঁড়ি ও কার্ড ফোন বুথ এবং তিনটি সাইকেল গ্যারেজ রয়েছে। গ্যারেজের বাইরে কোন ছাত্র সাইকেল রাখলে কর্তৃপক্ষ কোন দায় দায়িত্ব বহন করবে না।

অধ্যক্ষ সারণী

বেসরকারী আমলের (১৯১৬-১৯৬২)

১। ডঃ ওয়াট কিনস্-বি, এ (অরাডন)ডি,ডি (হিডেনবার্গ জার্মানী)
২। শ্রী নৃত্যলাল মুখার্জী- এম,এ
৩। ডঃ ডি.এন, মল্লিক-ডি , এস-সি (ইউ,কে) ব্যাংলার
৪। শ্রী দেব প্রসাদ ঘোষ- এম, এস-সি
৫। খান সাহেব আব্দুল হাকিম কোরায়শী-এম,এ
৬। জনাব সৈয়দ শাহাবুদ্দিন আমহদ-এম,এ
৭। জনাব আব্দুল ওয়াদুদ-এম.এ
৮। জনাব মোঃ আসকার আলী- এম.এ (লন্ডন) বার- এট-ল

সরকারি আমলের (১লা জানুয়ারি ১৯৬৩ হতে...)

১। জনাব ইলিয়াস আহমেদ-এম.এ ১.১.৬৩-২৪-.৯.৬৬
২। জনাব মোঃ মকসুদ আলী এম.এস-সি (ভারপ্রাপ্ত)২৫.৯.৬৬-৮.১০.৬৬
৩। জনাব নাসিম উদ্দিন আহমেদ-এম.এস-সি; এম-এস (ইয়েল)ইউ.এস.এ ৯.১০.৬৬-৬৬.৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৪। মোঃ আব্দুল খালিক-এম. এ (ভারপ্রাপ্ত) ৭.৬.৭৭-১৬.৬.৭৭

৫। জনাব মোঃ আমিনুল হক-এম,এ ১৯.৬.৭৭-৩০.১২.৭৯

৬। মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, এম,এ (ভারপ্রাপ্ত) ৩১.১২.৭৯-৯.৮.৮০

৭। আনোয়ার উল ইসলাম এম.এ.বি.এল;এম.এ (হাওয়াই)ইউ,এস এ ১১.৮.৮০-৩০.১২.৮৪

৮। জনাব এম হোসেন আলী-বি.কম (অনার্স) এম.কম (ভারপ্রাপ্ত) ৩১.১২.৮৪.৩.৪.৮৫

৯। ডঃ মোঃ আব্দুল জব্বার মিঞা- বি.এস.সি (অনার্স)এম.এস-সি; পি,এইচ,ডি (শৈফিল্ড), শিক্ষায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (লন্ডন) ৪.৪.৮৫-৯-৭.৩.৯০

১০। প্রফেসর মোঃ রফিকুল হক- (ভারপ্রাপ্ত) বি.এস.সি (অনার্স)এম.এস-সি এম,ফিল ৮.৩.৯০-১.৪৯০

১১। ডঃ মোঃ রেজাউল হক-বি.এ এ (অনার্স)এম.এ (ঢাকা)পি.এইচ ডি. (ক্যাল)০২.৪.৯০-২৪.১২.৯১

১২। প্রফেসর মোঃ ইসহাক এম,এস-সি (ঢাকা) (ভারপ্রাপ্ত) ২৫.১২.৯১.-৩১.৩.৯২

১৩। প্রফেসর মোহাঃ আব্দুল কুদ্দুছ বিশ্বাস- এম,কম ১.৪.৯২-১৮.১২.৯৫

১৪। প্রফেসর কাজী আব্দুল ওয়াজেদ - এম.এস-সি (ভারপ্রাপ্ত) ১৯.১২.৯৫-২৩.১২.৯৫

১৫। প্রফেসর শের মোহাম্মদ- বি.এ (অনার্স) এম.এ ২৪.১২.৯৫-৫.৬-৯৬

১৬। প্রফেসর মুহঃ আব্দুল মজিদ মুন্সী বি.এস.সি (অনার্স)এম্.এস-সি ৯.৬.৯৬-২৪.৮.৯৭

১৭। প্রফেসর মোঃ রফিকুর রহমান চৌধুরী এম.এস.-সি- ২৪.৮.৯৭-২০-১২-৯৭

১৮। প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক বি. এ (অনার্স), এম.এ (ভারপ্রাপ্ত) ২১.১২.৯৭-২৮.৩.৯৮

১৯। প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই চৌধুরী এম.এস-সি ২৯.৩.৯৮-৩.১০.৯৯

২০। প্রফেসর মোঃ মকবুল হোসেন বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (ভারপ্রাপ্ত) ৪.১০.৯৯-৬.১২.৯৯

২১। প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক বি.এ (অনার্স), এম.এ ৬.১২.৯৯-২২.৮.২০০১

২২। প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম-বি.এ (অনার্স), এম.এ ২২.৮.২০০১-২০.১১.২০০১

২৩। প্রফেসর আবুল হোসাইন মিঞা (ভারপ্রাপ্ত)বি.এস-সি (অনার্স),এম.এস-সি, ২১.১১.১.২.১২.১

২৪। প্রফেসর মোঃ মনসুর আলী শাহ বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি ০৩.১২.০১-২৫-৮-০২

২৫। প্রফেসর মুহাম্মদ মকবুল হোসেন বি.এস-সি (অনার্স),এম.এস.সি ২৫.৮.০২-০৯-০১.০৩

২৬। প্রফেসর মোঃ ইফসুফ আলী মিঞা এম.এ- ০৯.০১.০৩-০২-০৪-০৩

২৭। প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম বি.এ (অনার্স), এম.এ (ভারপ্রাপ্ত) ০২.০৪.০৩-২৭.৪.০৩

২৮। প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম বি.এ (অনার্স), এম.এ ২৭.৪.০৩-৭.১০.০৩

২৯। প্রফেসর মোঃ রুহুল আমিন মুন্সি-বি.এ (অনার্স) এম.এ (ভারপ্রাপ্ত) ০৭.১০.০৩-০৪.১১.০৩

৩০। প্রফেসর মুহঃ নূরুন-নবী চৌধুরী-বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি ০৪.১১.০৩ অদ্যবধি

Dhaka University Institutional Repository

উপাধ্যক্ষ সারণী

১। জনাব মোঃ মোফাখখারুল ইসলাম (সহকারী অধ্যক্ষ)-এম.এ ১৯৬৩-১৯৬৭

২। ডঃ মোঃ আব্দুর রহমান এম.সি; পি.এইচ ডি ৮.১.৬৯-২.৭.৬৯

৩। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন এম,এস-সি ২.৭.৬৯-১৮.১১.৭০

৪। জনাব শফিউল্লাহ-এম.এ ২.৫.৭২-১০.১১.৭৩

৫। জনাব মোঃ আব্দুল খালিক-এম.এ ১০.১১.৭৩

৬। ডঃ মোঃ আব্দুল জব্বার মিঞা এম.এস-সি; পি.এইচ.ডি (শেফিল্ড) শিক্ষায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (লন্ডন) ১৬.৬৭৯-১৬.৯.৭৯

৭। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী এম.এ ৭.২.৮০-১.১.৮১

৮। প্রফেসর মোঃ হোসেন আলী বি.কম (অনার্স), এম.কম ২৩.১.৮২.-৩.১.৮৭

৯। প্রফেসর রফিকুল হক- এম.এস-সি ২৯.৭.৮৭-১৯.৬.৯০

১০। প্রফেসর মোঃ ইসহাক এম.এস-সি ১৯.৬.৯০-৩০.১.৯৩

১১। প্রফেসর মোঃ ফজলুর রহমান এম.এ ৩১.১.৯৩-২০.১.৯৩

১২। প্রফেসর কাজী আবদুল ওয়াজেদ-এম.এস-সি ২০.১.৯৪-২৮.৬.৯৪

১৩। প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক-বি.এ (অনার্স), এম.এ ২০.৮.৯৭-২২.৯-৯৮

১৪। প্রফেসর মোঃ মকবুল হোসেন বি.এস-সি (অনার্স),এম.এস.-সি ৭.৮.৯৯-১৬.৫.২০০০

১৫। প্রফেসর মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার- এম.এ ১৯.১২.২০০০-৮.৪.২০০১

১৬। প্রফেসর আবুল হোসাইন মিঞা বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি ২২.৪.০১.-৩০.৯.০২

১৭। প্রফেসর মোঃ সামসুল হক-বি.এ (অনার্স), এম.এ ৩০.০৯০২-১১.১.২০০৩

১৮। প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম বি.এ (অনার্স), এম.এ ০৬.২.০৩-২৭.৪.০৩

১৯। প্রফেসর মোঃ আমিনুর রহমান বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস.সি ২৪.০৬.০৩-২৮.৬-০৩

২০। প্রফেসর মোঃ রুহুল আমিন মুন্সি বি.এ (অনার্স) এম.এ ফার্ষ্ট ক্লাশ ১৭.৯.০৩-৩০.১০.০৪

২১। প্রফেসর মোঃ নিজাম উদ্দিন মুন্সি এম.এস.সি ২৭.১২.০৪-৩০.১২.০৪

২২। প্রফেসর মাহমুদা খাতুন, এম.এ-২৩.২.০৫ অদ্যাবধি

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকবৃন্দের নামের তালিকা

অধ্যক্ষ ঃ প্রফেসর মুহঃ নূরুন-নবী চৌধুরী

উপাধ্যক্ষ ঃ প্রফেসর মাহমুদা খাতুন

আরবী ও ইসলামী ষ্টাডিজ বিভাগ

১।	জনাব মুহাম্মদ আফছার আলী	সহযোগী অধ্যাপক
২।	জনাব মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক	সহকারী অধ্যাপক
৩।	জনাব এ.এস.এম সিরাজউদ্দিন আহমেদ	সহকারী অধ্যাপক
৪।	জনাব আবু নাঈম মোঃ শহীদু ইসলাম	প্রভাষক

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারনে কারমাইকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রেখে চলছে। আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞান সম্প্রসারনে ১৯১৬ সাল থেকেই ইন্টারমেডিয়েট ক্লাসের ১ম ও ২য় বর্ষে ও ডিগ্রী পাশ কোর্সে আরবী বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আরবী বিষয়ের পাশাপাশি ১৯৮৬ সালে ইন্টারমেডিয়েট ক্লাসে ইসলামিক ষ্টাডিজ বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়। ১৯৯৫ সালে এম.এ ১ম পর্ব এবং ১৯৯৬ সালে এম. এ. শেষ পর্ব ইসলামিক ষ্টাডিজ বিষয় খোলা হয়। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক ভাবে প্রসারের লক্ষে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্স কোর্স খোলা হয়। বর্তমানে ১ম বর্ষের আসন সংখ্যা ১২০ জন। প্রবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কলেজের ইসলামিক ষ্টাডিজ ছাত্রদের অত্র বিভাগে ভর্তি হতে হয়। মাষ্টার্স ১ম ও ২য় পর্বে অনার্স ক্লাস অপেক্ষা ছাত্র সংখ্যা কম। এর নানাবিধ কারন আছে তার মধ্য অন্যতম হচ্ছে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ কলেজের ইন্টারমেডিয়েট ও ডিগ্রী পর্যায়ে ইসলামিক ষ্টাডিজ বিষয় পড়ানো হয় না। অত্র কলেজের আরবী ইসলামী শিক্ষায় পড়াশুনা করে অনেক ছাত্র ছাত্রী দেশ ও সমাজ গড়ার কাজে নিয়োজিত আছেন এবং ইসলামী শিক্ষার বানী পৃথিবীর আনাচে কানাচে প্রচার ও প্রসারে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে অত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের নাম ও কার্যকাল ক্রমান্বয়ে দেয়া হল

নাম	পদবী	কার্যকাল
১. আবুল ফজল	অধ্যাপক	১/৫/৫৪-১৭/১০/৬৮
২. আজিজুল হক	প্রভাষক	১৮/১০/৬৮-১১/৭/৬৯
৩. মোঃ আব্দুর রাকিব	সহকারী অধ্যাপক	১২/৭/৬৯-১/৬/৭২
৪. মোঃ আব্দুন নূর সালাফী	প্রভাষক	২/৬/৭২-৩/৬/৭৭
৫. মোঃ আব্দুল খালেক	সহকারী অধ্যাপক	৪/৬/৭৭-৩১/৮/৭৭
৬. মোঃ আব্দুন নূর সালাফী	প্রভাষক	১/৯/৭৭-৩১/৫/৭৮
৭. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	সহকারী অধ্যাপক	১/৬/৭৮-২/৮/৭৮
৮. মোঃ আব্দুন নূর সালাফী	প্রভাষক	৩/৮/৭৮-১৩/৬/৮০
৯. মোঃ আব্দুন নূর সালাফী	সহকারী অধ্যাপক	১৪/৬/৮০-২৬/৪/৮৪
১০. মোঃ আব্দুল মান্নান	সহকারী অধ্যাপক	২৭/৪/৮৪-২৩/৮/৯৭
১১. মোঃ আফসার আলী	প্রভাষক	২৪/৮/৯৭-৯/১/৯৯
১২. মোঃ মোজাম্মেল হক	প্রভাষক	১০/১/৯৯-১৯/৪/২০০০
১৩. মোঃ আফসার আলী	সহকারী অধ্যাপক	২৪/৪/২০০০-৭/১/২০০৫
১৪. মোঃ আফসার আলী	সহযোগী অধ্যাপক	৮/১/২০০৫-.....

তথ্য সূত্র ঃ পরিচিতি পুস্তিকা, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় রংপুরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

রংপুর জেলার আলিয়া মাদরাসা সমূহ এবং আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা চর্চা

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় সমগ্র সমাজ জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০ ভাগ মুসলমান। মুসলমানদের সমাজ গঠন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদি প্রতিপালনের ভিতর দিয়ে সমাজে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য বিনিময়ে মাদরাসা শিক্ষার বিশেষ অবদান রয়েছে। এ কারণে মাদরাসা শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি ও সমাজ জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

মুসলমানদের জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আমল-আখলাকের উপর ভিত্তি করে। কুরআন হাদীসের নির্দেশ ও উপদেশাবলী, বিভিন্ন নির্দেশনা ও অবগতিমূলক জ্ঞান গবেষণার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই হলো মাদরাসা শিক্ষার মূল বিষয়। মাদরাসা শিক্ষা নিছক ধর্মীয় শিক্ষা নয়। মুসলমানদের ইসলামী সমাজ গঠন এবং অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠির সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জাগতিক বস্তুসমূহের গুণাগুণ ও তার সমন্বিত রূপকেও মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার গুণাগুণ শিক্ষার্থীর আচরণে বাস্তব রূপ লাভ করে এবং এভাবে মাদরাসা শিক্ষার্থীর নৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

মাদরাসা শিক্ষার কাঠামোগত স্তরের বিভিন্ন ধাপে শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসুচী প্রণীত হয়েছে, তার উদ্দেশ্যাবলী বা গাইড লাইন থেকে সে সম্পর্কে জানা যায়।

দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে ইবতিদায়ী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। উপরে বর্ণিত মূল লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ইবতিদায়ী শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এ বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচীর এ শিক্ষার (উপরে বর্ণিত) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরাসরি, কুরআন, হাদীস, ফিকহ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মূল বক্তব্যকে কুরআন হাদীস তথা ইসলামের শান্তি-সৌহার্দ্যের বাণীকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়েছে। ১ম শ্রেণী থেকে অন্যান্য শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে আলোচ্য বিষয় বা ভাববস্তু নির্ধারণে ধর্মবোধ, দেশপ্রেম, জীবন গঠন, মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নীতিবোধ প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। পাঠ্যসূচীর আলোচ্য বিষয়কে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার কার্যসূচী বিভিন্ন শ্রেণীতে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অশিক্ষায়, অজ্ঞানতায়, পাপাচারে, কুশিক্ষায়, জরাজীর্ণ সমাজের বহুমুখী সমস্যার সমাধান ও উদ্ভূত প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও কুরআন হাদীসের আলোকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সমাজ দেহে যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন প্রকার ব্যাধি দেখা দিতে পারে। ব্যাধি সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ না করে যেমন তার প্রতিকারের স্থায়ী উপায় পাওয়া যায় না, তেমনি সামাজিক ব্যাধিগুলো উৎপাটন করতে হলে তারও ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত বহু সূত্রের সাথে শিক্ষার মাধ্যমেই পরিচয় লাভ করে। হাদীসে তার সমাধানের দিকনির্দেশনা পায়। তাই দেখা যায়, মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীরা কুরআন হাদীসের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণ, ইতিহাসের আলোকে সামাজিক রোগ-ব্যাধির কারণ, মানুষের প্রতিকারের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিচার প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। এভাবে একজন মাদরাসা ছাত্র সামাজিক মানুষ ও আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কাজেই মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমেই শিক্ষার্থীদের নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিম্নে মাদরাসা শিক্ষার তিনটি স্তরের পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচী দেয়া হলো

ইবতিদায়ী মাদরাসা

মাদ্‌রাসা 'আলীয়ার ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে জুনিয়র প্রথম বর্ষ, জুনিয়র দ্বিতীয় বর্ষ, জুনিয়র তৃতীয় বর্ষ, জুনিয়র চতুর্থ বর্ষ, নামে অভিহিত ছিল।[১] মাদ্‌রাসা শিক্ষার সূচনা থেকে চার বছরের ইবতিদায়ী কোর্সের ধারা চলে আসছে। কোন কোন মাদরাসায় ইবতিদায়ী ক্লাসের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা ছিল। আবার যে সকল মাদরাসার সাথে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ইবতিদায়ী ক্লাসগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখা হতো। ইবতিদায়ী মাদরাসার জন্য কোনরূপ সরকারী অনুদান বা বেতন দেয়া হতো না। এমনকি ১৯৫৭ সালে শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার কমিটি ইবতিদায়ী মাদ্‌রাসাকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করার সুপারিশ করেছিল।[২] ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম ইবতিদায়ী মাদ্‌রাসার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিক্ষার সকল স্তর সম্পর্কে যথাপোযুক্ত সুপারিশ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল সাঃ নং৮/১০এব- ৮/৮৬/২১৭৬/(১৫০)-শিক্ষা নং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিটি যথাসময়ে তাদের সুপারিশ পেশ করেন।[৩] এ কমিটি ইবতিদায়ী মাদরাসা শিক্ষার ১৮ টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর স্তর সম্পর্কে ১১টি সুপারিশমালা পেশ করেন।[৪] এতে ইবতিদায়ী প্রতিটি ক্লাসের জন্য সাপ্তাহিক পিরিয়ড এবং পাঠ্য বিষয় পাঠদানের নিয়মাবলী সুস্পষ্টাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] বাংলাদেশের বর্তমান ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো অনেকাংশে এ সকল সিদ্ধান্তেরই প্রতিফলন।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা-এর প্রণীত ইবতিদায়ী প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ:

ইবতিদায়ী প্রথম শ্রেণী : পূর্ণমান ৫০০

- কুর'আন,'আরবী 'আকা'ঈদ ও ফিকহ, গণিত, ইংরেজি।

ইবতিদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী: পূর্ণমান ৫০০

- কুর'আন,'আরবী 'আকা'ঈদ ফিকহ, 'আরবী, বাংলা, গণিত, ভুগোল ও সমাজ পাঠ, উর্দূ, ইংরেজি।

ইবতিদায়ী তৃতীয় শ্রেণী পূর্ণমান : ৫০০

- কুর'আন,'আরবী 'আকা'ঈদ ও ফিকহ, 'আরবী, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, অতিরিক্ত বিষয়।

ইবতিদায়ী চতুর্থ শ্রেণী : পূর্ণমান : ৫০০

- কুর'আন,'আরবী 'আকা'ঈদ, ফিকহ, 'আরবী, বাংলা ইংরেজি, গণিত, সমাজপাঠ, বিজ্ঞান,

Dhaka University Institutional Repository

- অতিরিক্ত বিষয়।

ইবতিদায়ী পঞ্চম শ্রেণী : পূর্ণমান : ৫০০

- কুর'আন ' আরবী ১ম পত্র, 'আরবী ২য় পত্র, 'আকা'ঈদ ফিকহ, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ পাঠ ও বিজ্ঞান।[৬]

মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক ইবতিদায়ী পঞ্চম শ্রেণীর তিনশত নম্বরের বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার বিধান রয়েছে।[৭] ইবতিদায়ী বৃত্তি পরীক্ষার মান নিম্নরূপ :

- 'আরবী ৭৫
- আকা'ঈদ ও ফিকহ ৭৫
- বাংলা ৭৫
- গণিত ৭৫

১৯৮৫ সালে পূর্ব পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষার দাখিল স্তরটিও ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল। কারণ এ স্তরটি তখন পর্যন্ত এসএসসি-এর সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। ১৯৮৫ সালে দাখিল এস,এসসি-এর মর্যাদাভুক্ত হয়ে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়।

আলীয়া মাদরাসা দাখিল ও আলীম স্তর

উপনিবেশিক আমলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বহুলাংশে ধ্বংস করা হলেও কলিকাতা 'আলীয়া মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত মাদরাসা সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান আমলে এ ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ আমলে মাদ্‌রাসা স্থাপনের গতি নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

শিক্ষাবর্ষ	দাখিল মাদরাসার সংখ্যা	আলিম মাদরাসার সংখ্যা
১৯৮৪-৮৫	২০৩৬	৬১৫
১৯৮৫-৮৬	২১৫০	৬১৫
১৯৮৬-৮৭	২৮৭২	৬৪৪
১৯৮৭-৮৮	৩৮৭৭	৬৩৪
১৯৮৮-৮৯	৩৬০৭	৬৫০
১৯৮৯-৯০	৪০০১	৭৩৮০[৮]

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া ফাযিল এবং কামিল মাদ্‌রাসার সাথেও দাখিল ও আলিম স্তর সংযুক্ত ছিল। এ সকল মাদ্‌রাসার ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করার জন্য ১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষের একটি পরিসংখ্যান পেশ করা হলো।

দাখিল মাদরাসা	ছাত্র	ছাত্রী	আলিম মাদরাসা	ছাত্র	ছাত্রী
৪৫৯	১,১৭,৪৮৩	৬,৭১২	৪৩১	৫৬,৫৮০	২,৮৩৫[৯]

দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রের জনসংখ্যার তুলনায় পরিসংখ্যানে উল্লিখিত মাদরাসা ও ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও এতে ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

'আলীয়া মাদরাসা দাখিল স্তর ৪ বছর পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচি

বাংলাদেশের সূচনালগ্নে 'আলীয়া মাদরাসা পাকিস্তান আমলের পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত ছিল। সে সময়ে দাখিল শ্রেণীগুলোকে দাহম, নাহম, হাশতম ও হাফতম, নামে অভিহিত করা হতো। হাফতম শ্রেণীতে একটি বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সাথে এর কোন মান নির্ধারিত ছিল না। দাখিল ও আলিম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি নিম্নারূপ:

দাহম/জুনিয়র ১ম বর্ষ

আবশ্যিক বিষয়

১. ছরফ, মীযান, মুনশায়েব (পূর্ণ)।

২. ফারসী, ফারসী কী পয়লী কিতাব

৩. উর্দূ, উর্দূ কী দোসরী কিতার।

৪. অংক, জমা তাফরীক।

৫. তাজবীদ।

ঐচ্ছিক

৬. ইংরেজি অথবা

৭. বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

নাহম/জুনিয়র দ্বিতীয় বর্ষ

আবশ্যিক বিষয়

১. 'আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ বাররাতুল, ১ম খন্ড, পাঞ্জেগাঞ্জ, নাহুমীর, জুমাল, মিয়াতু আমিল।

২. ফারসী- ফারসী কী দোসরী কিতাব, সাফওয়াতুল মাসাদীর।

৩. উর্দূ-উর্দূ কী তেসরী কিতাব।

৪. অংক।

৫. তাজবীদ।

ঐচ্ছিক

৬. ইংরেজি অথবা

৭. বাংলা।

হাশমত/জুনিয়র তৃতীয় বর্ষ

আবশ্যিক বিষয়

১. 'আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ কায়লুবী, ফুসূলে আকবরী, হিদায়াতুন্নহু, তরজুমায়ে'আরবী।

২. মানতিক-ইছাগুছী, মিযানুল মানতিক।

৩. ফারসী-গোলস্তা- ১ম অধ্যায়, বোস্তা ২য় অধ্যায়, মিফাতাহুল কাওয়ায়িদ

৪. উর্দূ-মুয়াল্লামাত তাজবীদ, ২য় খন্ড।

৫. অংক।

৬. ইতিহাস ও ভূগোল।

ঐচ্ছিক

৭. ইংরেজি অথবা।

৮. বাংলা।

হাফতম/জুনিয়র,৪র্থ বর্ষ

আবশ্যিক

১. 'আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ ফুসূলে আকবরী, কাফিয়া।

২. মুনিয়াতুল-মুসুল্লি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মানতিক-মেরকাত।

৪. ফারসী-আখলাকুল মুহসেনীন, মিফতাহুল কাওয়ায়েদ।

৫. উর্দূ-মুয়াল্লিমুত তাহজীব, (১ম অংশ)

৬. অংক।

৭. ইতিহাস।

৮. ভূগোল।

ঐচ্ছিক

৯. ইংরেজি অথবা।

১০. বাংলা।

আলিম : উচ্চ মাধ্যমিক

২ বছর	পত্র	মান
১. হাদীস ও তাফসীর	২টি	২০০
২. আরবী সাহিত্য পদ্য আরবী সাহিত্য গদ্য বালাগাত ইসলামের ইতিহাস	৪টি	২৫০
৩. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	২টি	১৫০
৪. মানতিক এবং হিকমত	২টি	১০০
৫. ইংরেজি অথবা ফারসী	যে কোন ১টি	১০০
৬. উর্দূ	ঐচ্ছিক	১০০
৭. ফারসী সাহিত্য		১০০[১০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান আমলের উক্ত পাঠ্যসূচি ১৯৭১ সালের পরও মাদ্‌রাসাগুলোতে বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। এ কমিশনের সুপারিশমালা পেশ করার পর এর বিচার বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে বাস্তব পরামর্শ দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার রেজুলেশন নং শা-১৫৬০ শিক্ষা, তারিখ, ১১.১১.৭৫-এর মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক। কমিটি দেশের মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম পাঠ্যসূচি প্রণয়নের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তৎকালীন 'মাদরাসা-ই 'আলীয়া' এর অধ্যক্ষ ড. এ কে এম আইয়ুব আলীকে চেয়ারম্যান করে একটি সাব কমিটি গঠন করেন।

সাব কমিটি রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন

উপরোক্ত সাব কমিটি মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৫ সালে সংশোধিত শিক্ষাক্রমের ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যালোচনা করে সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। সাব কমিটির গৃহীত রিপোর্টটি জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটিতে পেশ করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় কারিকুলাম কমিটি সাব কমিটির উক্ত রিপোর্ট অনুমোদন করেন। এমনিভাবে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডেও ১৯৭৫ সালে সংশোধিত পাঠ্য তালিকা জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ পাঠ্য তালিকার প্রধান লক্ষ্য মাদরাসা শিক্ষাকে দেশের প্রচলিত শিক্ষার সাথে স্বমন্নিত করা ।[১১]

কমিটি ১৯৭৬ সালে মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার পর দাখিল ও আলিম স্তরের যে পাঠ্যসূচি অনুমোদন করে তা ছিল নিম্নরূপ:

দাখিলস্তর(মাধ্যমিক) ৬ বছর মেয়াদী	মানবিক বিভাগ	পূর্ণমান
১	পবিত্র কুর'আন তাজবীদসহ পাঠ্যাভ্যাস	১০০
১.	নির্বাচিত সুরার অনুবাদ	১০০
২.	আকাইদ	১০০
৩.	আল ফিক্‌হ	১০০
৪.	উসূলল ফিক্‌হ	১০০
৫.	'আরবী সাহিত্য	১০০
৬.	'আরবী ব্যাকরণ ও অনুবাদ	১০০
৭.	বাংলা	১০০
৮.	গণিত	১০০
৯.	সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি)	১০০
১০.	সাধারন বিজ্ঞান	১০০
১১.	ইংরেজী	১০০
১২.	শারীরিক শিক্ষা ও আর্টস এন্ড ক্রাফটস	১০০
১৩.	ফারসী অথবা উর্দূ	১০০

Dhaka University Institutional Repository

আলিমস্তর(উচ্চমাধ্যমিক) ২বছর মেয়াদী	ক. মানবিক বিভাগ	পূর্ণমান
১.	পবিত্র কুর'আনের অনুবাদ	১০০
২.	আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
৩.	আরবী সাহিত্য	১০০
৪.	আল ফিকহ (ইসলামী আইন)	১০০
৫.	উসূলে ফিকহ (ইসলামী আইনের নীতিমালা)	১০০
৬.	ইলমুল মীরাস (স্বত্ত্বাধীকার আইন)	১০০
৭.	ইলমুল মানতিক	১০০
৮.	ইসলামের ইতিহাস	১০০
৯.	উাংলা	১০০
১০.	নিম্নে যে কোন দুটি বিষয় ক. ইংরেজি, খ. উর্দূ, গ. ফারসী, ঘ, সাধারন বিজ্ঞান।	২০০

আলিম	খ. বিজ্ঞান	পূর্ণমান
১.	আল'কুর'আন এর অনুবাদ	১০০
২.	আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
৩.	আরবী সাহিত্য	১০০
৪.	আল ফিকহ	১০০
৫.	ইলমুল মীরাস	৫০
৬.	উাংলা	১০০
৭.	ইংরেজী	১০০
৮.	সাধারন গণিত	১০০
৯.	পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
১০.	রসায়ন বিজ্ঞান	১০০
১১.	উদ্ভিদ বিজ্ঞান/গণিত	১০০
১২.	ঐচ্ছিক বিষয়ে (যে কোন দুটি) ক.গণিত, খ. উদ্ভিদ, গ. উচ্চতর ইংরেজী, ঘ. উর্দূ, ঙ. ফারসী, চ উচ্চতর বাংলা, ছ. কৃষি, জ. ইসলামের ইতিহাস, ঝ. উসূল ফিকহ, ঞ. তর্ক-শাস্ত্র	১০০

১৯৭৫ সালে গঠিত ও ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত মাদরাসা শিক্ষার উক্ত পাঠ্যসূচি ও কারিকুলাম মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদন নেয়। ফলে ১৯৭৬ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দাখিল ছয়

Dhaka University Institutional Repository

বছরের ও আলিম দুই বছরের কোর্স চালু হয়। অন্যান্য স্তর যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই থেকেই যায়। এ কারিকুলাম ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর কার্যকর ছিল।[১২]

১৯৭৯ সালে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালার ৬ষ্ঠ নম্বরে উল্লেখ করেছেন যে, মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের পর দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক, 'আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাযিলকে স্নাতক, এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমর্যাদা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।[১৩]

এ সুপারিশের আলোকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫/১১/১৯৮৫ তারিখের এক আদেশে মাদরাসা শিক্ষা ধারার দাখিল স্তরকে সাধারন শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক স্তরে এবং মাদরাসা শিক্ষার 'আলিম স্তরকে সাধারন শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণ্য করে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, দাখিল স্তরের সমমান ১৯৮৫ সাল হতে এবং আলিম স্তরের সমমান ১৯৮৭ সাল হতে কার্যকর হবে।[১৪] ফাযিল স্তরকে স্নাতক ডিগ্রীর সমমান এবং কামিল স্তরকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ বিবেচনাধীনে থেকে যায়।[১৫]

দাখিল এবং আলিম সংক্রান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের ফলেই একজন আলিম শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ১ম বর্ষে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।
এস,এসসি সমমান প্রাপ্ত দাখিল পরীক্ষা এবং এইচ,এসসি সমমান প্রাপ্ত আলিম পরীক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী

দাখিল (দুই বছর মেয়াদী)

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
সাধারণ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ ও তাজবীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজী	১০০
		৮. সাধারন গণিত	১০০
		৯. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		১০. ভূগোল ও অর্থনীতি	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ১টি	১. পৌরনীতি, ২. মানতিক, ৩. উচ্চতর ইংরেজী, ৪. উচ্চতর বাংলা, ৫.উর্দূ, ৬.ফারসী, ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদেও জন্য), ৮. কৃষি শিক্ষা, ৯. উচ্চতর গণিত, ১০. কম্পিউটার শিক্ষা ১১.সাধারণ বিজ্ঞান, ১২. বেসিক ট্রেড।	১০০
		সর্বমোট =	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ ও তাজবীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজী	১০০
		৮. সাধারণ গণিত	১০০
		৯. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
		১০. সাধারণ বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ১টি	১. উচ্চতর গণিত, ২. উচ্চতর বাংলা, ৩. উচ্চতর ইংরেজী, ৪. উর্দূ, ৫. ফারসী, ৬ কৃষি শিক্ষা, ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদের জন্য), ৮. ভূগোল ও অর্থনীতি, ৯. কম্পিউটার শিক্ষা, ১০. বেসিক ট্রেড, ১১. ইসলামের ইতিহাস, ১২. সামাজিক বিজ্ঞান।	১০০
		সর্বমোট =	১১০০

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ ও তাজবীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজী	১০০
		৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৯. তাজবীদ নসর ও নাযম	১০০
		১০. কিরআতে তারতীলও হাদর (মৌখিক)	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ১টি	১. উর্দূ, ২. ফারসী, ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট =	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
হিফজুল কোরআন বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ ২. হাদীস শরীফ ৩. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র ৪. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র ৫. ফিকহ ও উসূলূল ফিকহ ৬. বাংলা ৭. ইংরেজী ৮. ইসলামের ইতিহাস ৯. তাজবীদ ১০. হিফজুল কুর'আন হাদর	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ১টি	১. উর্দূ, ২. ফারসী, ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট =	১১০০

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি

আলিম দু'বছর মেয়াদী

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
সাধারণ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ ২. হাদীস ও উসূলূল হাদীস ৩. আল ফিকহ ১ম পত্র ৪. আল ফিকহ ২য় পত্র ৫. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র ৬. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র ৭. বাংলা ৮. ইংরেজী ৯. ইসলামের ইতিহাস ১০. বাংলা ও মানতিক	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ১টি	১. ইসলামী অর্থনীতি, ২. পৌরনীতি, ৩. উচ্চতর ইংরেজী, ৪. উর্দূ , ৫. ফারসী,	২০০
		সর্বমোট =	১২০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলূল হাদীস	১০০
		৩. ফিকহ (সাধারণ বিভাগের ১ম পত্রের অনুরূপ)	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য	১০০
		৫. বাংলা	১০০
		৬. ইংরেজী	১০০
		৭. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৮. পদার্থ বিজ্ঞান ১ম পত্র	১০০
		৯. পদার্থ বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০
		১০. রসায়ন বিজ্ঞান ১ম পত্র	
		১১. রসায়ন বিজ্ঞান ২য় পত্র	
	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ১টি	১. জীব বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র	২০০
		২. উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্র	
		৩. আরবী সাহিত্য ১ম ও ২য় পত্র	
		সর্বমোট =	১২০০
বিভাগসমূহের নাম		**বিষয়সমূহের নাম**	**পূর্ণমান**
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুর'আন মজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলূল হাদীস	১০০
		৩. ফিকহ (সাধারণ বিভাগের ১ম পত্রের অনুরূপ)	১০০
		৪. বাংলা	১০০
		৫. ইংরেজী	১০০
		৬. আরবী সাহিত্য (বিজ্ঞান বিভাগের অনুরূপ	১০০
		৭. তাজবীদ ১ম পত্র	১০০
		৮. তাজবীদ ২য় পত্র	১০০
		৯. কিরআতে তারতীল	
		১০. কিরআতে হাদর	
	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ১টি	১. ইসলামী অর্থনীতি, ২. পৌরনীতি, ৩. উচ্চতর গণিত, ৪. উচ্চতর ইংরেজী, ৫. উর্দূ, ৬. ফারসী	২০০
		সর্বমোট =	১২০০[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আলীয়া মাদরাসার ফাযিল ও কামিল স্তর

মাদরাসা শিক্ষার মানবিক বিষয় সমূহে পাঠ্যসূচী অনুসারে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফাযিল শ্রেণীর ভর্তির যোগ্যতা অর্জিত হয়। সাধারণভাবে ফাযিল ডিগ্রীকে মাদরাসা শিক্ষার স্নাতক ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স সমমান দেয়া হয়।

ক.ফাযিল স্তর

২বছর মেয়াদী

পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, ফাযিল শ্রেণীর সাধারন ও বিজ্ঞান এ দুটি বিভাগই প্রবর্তিত ছিল। ফাযিল শ্রেণীতে পাঠ্যসূচীর বিষয়সমূহ ১ম ও ২য় বর্ষে পাঠদান করা হতো এবং বোর্ড পরীক্ষা হতো ২য় বর্ষের শেষে।

ফাযিল সাধারণ বিভাগ পাঠ্যসূচী

ক্রমিক	ডবষয়	মান
১.	পবিত্র কুর'আনের তাফসীর	১০০
২.	আল হাদীস	১০০
৩.	আরবী সাহিত্য (১ম পত্র)	১০০
৪.	আরবী সাহিত্য (২য় পত্র)	১০০
৫.	আল ফিকহ (১ম পত্র)	১০০
৬.	আল ফিকহ (২য় পত্র)	১০০
৭.	'আকা'ঈদ	১০০
৮.	ইসলামের ইতিহাস	১০০
৯.	বাংলা	১০০
১০	ইংরেজী	১০০
ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিম্নের যে কোন একটি		
১.	সাধারণ অর্থনীতি ও ইসলামের অর্থনীতি	২০০
২.	পৌরনীতি সূত্রাবলী ও বাংলাদেশ পৌরনীতি	২০০
৩.	মুসলিম দর্শন	২০০
৪.	উর্দূ	২০০
৫.	উারসী	২০০[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

ফাযিল বিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক	বিষয়	মান
১.	তাফসীর ও হাদীস	২০০
২.	আরবী সাহিত্য	২০০
৩.	উাংলা	২০০
৪.	ইংরেজী	২০০
৫.	পদার্থ বিজ্ঞান	২০০
৬.	ওসায়ন	২০০
৭.	অংক	২০০
অথবা	বায়োলজী	২০০
ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিম্নের যে কোন একটি		
১.	অংক	২০০
২.	বায়োলজী	২০০
৩.	ইসলামী দর্শন	২০০
৪.	অর্থনীতি	২০০

বায়োলজী বা অংক এর যে বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহন করা হবে তা ঐচ্ছিক হিসেবে করা যাবে না।[১৮]

ফাযিল পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরীক্ষাবর্ষ : ১৯৮৭ ও ১৯৮৮

ফাযিল ১৯৮৪ শিক্ষা বর্ষে সাথে ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের পাঠ্যসূচী উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই। তবে ফাযিল সাধারণ বিভাগের তাফসীর ও হাদীসের সাথে উসূলূত তাফসীর ও উসূলে হাদীস যোগ করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে গণিত/জীববিদ্যা সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশিত ১৯৮৭-৮৮ সালের পাঠ্যসূচীর পাঠক্রম পাঠ্যসূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮৭ সালে আলিম পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক মানের হবে বিধায় ১৯৮৯ সাল হতে ফাযিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ থাকবে না ।[১৯]

এ বিজ্ঞপ্তির আলোকে ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ফাযিল পরীক্ষার জন্য যে পাঠক্রম পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছে তা নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
ফাযিল	আবশ্যিক	১. মাতৃভাষা (বাংলা/উর্দূ/ইংরেজী বিকল্প) ১টি পত্র ২. উসূলূল কুর'আন ওয়াল হাদীস, ৩টি পত্র ৩. উসূলূল 'আরাবীয়া ওয়াশ শরীফ (সাধারণ বিভাগের জন্য), তাজবীদ ওয়াল ক্বিরাত (মুজাব্বিদ বিভাগের জন্য) ৩টি পত্র	১০০ ৩০০ ৩০০
	ঐচ্ছিক (১টি)	১. ইসলামের ইতিহাস, ২. উর্দূ, ৩. ফারসী, ৪. 'আরবী, ৫. বাংলা, ৬. মুসলিম দর্শন, ৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৮. অর্থনীতি, ৯. ইংরেজী	৩০০
		সর্বমোট=	১০০০

খ. কামিল স্তর

২. বছর মেয়াদী

পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচী

মাদরাসা শিক্ষার কামিল স্তরে সর্বমোট পাঁচটি বিভাগ রয়েছে।

১. কামিল হাদীস।

২. কামিল ফিকহ।

৩. কামিল তাফসীর।

৪. কামিল আদব।

৫. কামিল মুজাব্বিদ।

১৯৭১ সাল থেকে উক্ত পাঁচটি বিভাগের প্রতিটিতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চলে আসছিল ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডেও পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় যে, কামিল শ্রেণীর প্রতিটি বিভাগের জন্য ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাসহ মোট ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২ বছর পাঠদানের পর এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কামিল শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে কোন পরিবর্তন নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
হাদীস বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	তয় পত্র	হাদীস তয় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	হাদীস ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	হাদীস ৫ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	হাদীস ৬ষ্ঠ পত্র	১০০
	৭ম পত্র	তাফসীর ও উসূলূল তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	তাফসীর ও উসূলূল তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
ফিকহ বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	তয় পত্র	কালাম ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	কালাম ২য় পত্র	১০০
	৫ম পত্র	ফিক্‌হ ১ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	ফিক্‌হ ২য় পত্র	১০০
	৭ম পত্র	উসূলূল ফিক্‌হ ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	উসূলূল ফিক্‌হ ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক	১০০
		সর্বমোট	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
তাফসীর বিভাগ	১ম পত্র	তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	তয় পত্র	তাফসীর ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	তাফসীরুল হাদীস	১০০
	৭ম পত্র	ফিকহুল কুর'আন	১০০
	৮ম পত্র	ইজাজুল কুর'আন ও মায়ানিউল কুর'আন	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
আদব বিভাগ	১ম পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ২য় পত্র	১০০
	তয় পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন পদ্য) ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন পদ্য) ২য় পত্র	১০০
	৫ম পত্র	আরবী সাহিত্য (আধুনিক গদ্য)	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	আরবী সাহিত্য (আধুনিক পদ্য)	১০০
	৭ম পত্র	বালাগাত, আরুজ ও কাফিয়া	১০০
	৮ম পত্র	নাকদুল আদাব	১০০
	৯ম পত্র	আল কিতাবাতু ওয়াল খিতাবাতু	১০০
	১০ পত্র	আরবী ভাষা ও সাহিত্যর ইতিহাস	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
মুজাব্বিদ বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	তয় পত্র	উসূলুল ক্বিরাআত আ'শারা ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর ৫ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	উসূলুল ক্বিরাআত আ'শারা ২য় পত্র	১০০
	৭ম পত্র	ইযরা ক্বিরাআত আ'শারা	১০০
	৮ম পত্র	মশ্‌ক ক্বিরাআত আ'শারা	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০[২৩]

১৯৯০ সালে ৯১টি কামিল মাদরাসার মধ্যে মাত্র তিনটি মাদরাসা সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছিল। ১. সিলেট 'আলীয়া মাদরাসা (১৯১৩ সাল); ২. ঢাকা 'আলীয়া মাদরাসা (১৯৪৭ সাল); ৩. বগুরা মুস্তাফাবিয়া মাদরাসা (১৯৯০ সাল); অবশিষ্ট মাদরাসাগুলো বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফাযিল এবং কামিল ডিগ্রীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান প্রদানের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীনে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর জেলার মাদ্রাসা সমূহের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	মাদ্রাসা	ডাকঘর
১.	রংপুর	রংপুর সদর	ধাপসাগাড়া বায়তুল মুকাররম কামিলা মাদ্রাসা	
২.	রংপুর	রংপুর সদর	বড় রংপুর কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা	মাহিগঞ্জ
৩.	রংপুর	রংপুর সদর	উত্তম জাফরগঞ্জ ফাযিল মাদ্রাসা	উত্তম
৪.	রংপুর	রংপুর সদর	হরকলি বহুমুখী ফাযিল মাদ্রাসা	পাগলাপীর
৫.	রংপুর	রংপুর সদর	মুলাটোলা মদিনাতুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা	রংপুর
৬.	রংপুর	রংপুর সদর	ময়নাকুটি ফাযিল মাদ্রাসা	ময়নাকুটি
৭.	রংপুর	রংপুর সদর	অভিরামপুর করিমিয়া আলিম মাদ্রাসা	দক্ষিণ পানপুকুর
৮.	রংপুর	রংপুর সদর	মেকুড়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	দেউতি
৯.	রংপুর	রংপুর সদর	মমিনপুর হাট দাখিল মাদ্রাসা	মমিনপুর
১০.	রংপুর	রংপুর সদর	কাটিহারা একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মমিনপুর
১১.	রংপুর	রংপুর সদর	কৃশা বলরামপুর জাকেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মমিনপুর
১২.	রংপুর	রংপুর সদর	কদমতলী দাখিল মাদ্রাসা	পাগলাপীর
১৩.	রংপুর	রংপুর সদর	পূর্ব মিকামত খলেয়া দাখিল মাদ্রাসা	পাগলাপীর
১৪.	রংপুর	রংপুর সদর	উত্তম বার ঘড়িয়া দাখিল মাদ্রাসা	উপশহর
১৫.	রংপুর	রংপুর সদর	রাজুয়া আলহাজ্ব শাচকর আলী চৌধুরী দাখিল মাদ্রসা	আজিজুল্লাহ
১৬.	রংপুর	রংপুর সদর	জিয়াতপুকুর মাজার শরীফ দাখিল মাদ্রাসা	নগরমীরগঞ্জ
১৭.	রংপুর	রংপুর সদর	তপোধনা ইউনিয়ন দাখিল মাদ্রাসা	নিউ সাহেবগঞ্জ
১৮.	রংপুর	রংপুর সদর	পশ্চিম কুবারু দাখিল মাদ্রাসা	বুড়িরহাট
১৯.	রংপুর	রংপুর সদর	চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	চন্দনপাট
২০.	রংপুর	রংপুর সদর	উত্তর চন্দনপাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	চন্দনপাট
২১.	রংপুর	রংপুর সদর	শ্যামপুর একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	শ্যামপুর
২২.	রংপুর	রংপুর সদর	কেরানীরহাট আল-ইখলাছ দাখিল মাদ্রাসা	কেরানীরহাট
২৩.	রংপুর	রংপুর সদর	পালিচড়া একরামিয়া ও খান চৌধুরী দাখিল মাদ্রাসা	পালিচড়া হাট
২৪.	রংপুর	রংপুর সদর	পশ্চিম গিলাবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	কেরানীরহাট
২৫.	রংপুর	রংপুর সদর	বায়তুল মোকারম দাখিল মাদ্রাসা	কারমাইকেল
২৬.	রংপুর	রংপুর সদর	পার্বতীপুর দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা	উপশহর
২৭.	রংপুর	রংপুর সদর	বাবু-খাঁ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	
২৮.	রংপুর	রংপুর সদর	পূর্ব বড়বাড়ী খায়রুল উলুম রহিমিয়া দাখিল মাদ্রসা	বড় বাড়ী
২৯.	রংপুর	রংপুর সদর	কেল্লাবাদ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	উপশহর
৩০.	রংপুর	রংপুর সদর	রনাচন্ডী শেখেরপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	উত্তম হাজীরহাট
৩১.	রংপুর	রংপুর সদর	পশ্চিম গিলাপীর দারুছালাম বালিকা দাখিল মাদ্রসা	
৩২.	রংপুর	রংপুর সদর	পাগলাপীর দারুছালাম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	পাগলাপীর
৩৩.	রংপুর	রংপুর সদর	উত্তম মৌলভীপাড়া সিদ্দিকীয়া বালিকা দাখিল মাদ্রসা	উত্তম হাজীরহাট
৩৪	রংপুর	রংপুর সদর	মাহিগঞ্জ বীরভদ্র বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মির্জাপুর কাদেরিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	মিঠাপুকুর
২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শটিবাড়ী ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	ছড়ান
৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ইমাদপুর এফ.ইউ.ফাযিল মাদ্রাসা	দেউতি পাড়া
৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বুজরুগ সন্তোষপুর কারামতিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	বুজরুক সন্তোষপুর
৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ভাংগী আহমদীয়া দ্বি-মুখী ফাযি	বেগম রোকেয়া স্মৃতি
৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ছড়ান বাহারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা	ছড়ান
৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মুরাদপুর রাজ্জাকিয়া আলিম মাদ্রাসা	দেউল পাড়া
৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জায়গীরহাট ফকরুল উলুম আলিম মাদ্রাসা	জায়গীরহাট
৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শুকুরেরহাট ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	শুকুরেরহাট
১০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বালারহাট হামিদীয়া আলিম মাদ্রাসা	বালারহাট
১১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মিঠাপুকুর দাখিল মাদ্রাসা	মিঠাপুকুর
১২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শুশাপুর দাখিল মাদ্রাসা	মিঠাপুকুর
১৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জয়নীপুর পীরস্থান দাখিল মাদ্রাসা	মিঠপুকুর
১৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	আলীপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কাফ্রিখাল
১৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	কুমরগঞ্জ রহমানীয়া দাখিল মাদ্রাসা	কাফ্রিখাল
১৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	যাদবপুর ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাস	কাফ্রিখাল
১৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	নয়নপুর দাখিল মাদ্রাসা	হুলাশুগঞ্জ
১৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	কাগজীপাড়া আশারাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হুলাশুগঞ্জ
১৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	লস্করপুর এছাহাকিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হুলাশুগঞ্জ
২০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	সাদুলাপুর বাহারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	রাণীপুকুর
২১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মাদারপুর একরামিয়া আনদারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	রাণীপুকুর
২২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	রূপসী চেতনাগঞ্জ রহমানীয়া দাখিল মাদ্রাসা	রাণীপুকুর
২৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	রামরাসের পড়া ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা	সেরুডাঙ্গা
২৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	সেরুডাঙ্গা দারুল উলম দাখিল মাদ্রাসা	সেরুডাঙ্গা
২৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ভক্তিপুর বাঘমারা মাহবুবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	বলদীপুকুর
২৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মোলং শিহার সায়রাজ দাখিল মাদ্রাসা	বলদীপুকুর
২৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ফরিদপুর মোল্লা পাড়া আমিনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদপুর
২৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পাগরারহাট দাখিল মাদ্রাসা	ফকিরহাট
২৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	নানকর দাখিল মাদ্রাসা	নানকর
৩০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বড় হজরতপুর দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	নানকর
৩১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	কেশবপুর নেজামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ছড়ান
৩২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	এনায়েতপুর ইসলামীয়া দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	বালারহাট
৩৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জোড়গাছ ময়েনপুর দাখিল মাদ্রাসা	ময়েনপুর কদমতলী
৩৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বাত্তাসন ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা	ময়েনপুর কদমতলী
৩৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	শালটি পাড়া পীরস্থান দাখিল মাদ্রাসা	শালটি গোপলপুর
৩৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ধাপশ্যামপুর খয়রাতী ছিদ্দিকিয়া দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	,,,
৩৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	বৈরাতী রহমানীয় দাখিল মাদ্রাসা	বৈরাতীহাট
৩৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পায়রাবন্ধ ছালেকীয়া দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	পায়রাবন্দ
৩৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জাপরপুর দাখিল মাদ্রাসা	বেমগ রোকেয়া স্মৃতি
৪০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	তরফসাদী খায়রুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	বালুয়া
৪১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	রোকনীগঞ্জ আই.ইয়া. উল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	রোকনীগঞ্জ
ক্রমিক নং	**জেলার নাম**	**উপজেলার**	**প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম**	**ডাকঘর**
৪২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	চতরা আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	খোড়াগাছ

Dhaka University Institutional Repository

৪৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	জারুল্যাপুর ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা	লালপুকুর
৪৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	পচারহাট দাখিল মাদ্রাসা	রহমতপুর
৪৫.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মিলনপুম মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	গোপালপুর
৪৬.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মাঝগ্রাম দারুলহুদা দাখিল মাদ্রাসা	গিরাই
৪৭.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ফরিদপুর আবদুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা	দেউল পাড়া
৪৮.	রংপুর	মিঠাপুকুর	চাঁন্দনী চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসা	শঠিবাড়ী
৪৯.	রংপুর	মিঠাপুকুর	মুশাপুর দাখিল মাদ্রাসা	
৫০.	রংপুর	মিঠাপুকুর	দুর্গাপুর বিশ্বপাক দাখিল মাদ্রাসা	
৫১.	রংপুর	মিঠাপুকুর	ছড়ান ফাতেমা আদর্শ বালিকা দাখিল মাদ্রসা	ছড়ান
৫২.	রংপুর	মিঠাপুকুর	খোর্দ্দ কোমরপুর ইসলামীয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	বালারহাট
৫৩.	রংপুর	মিঠাপুকুর	হুলাগুগঞ্জ রশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	হুলাগুগঞ্জ
৫৪.	রংপুর	মিঠাপুকুর	নিধিরামপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	জাফরপাড়া দারুল উলুম কালিম মাদ্রাসা	জাফরপাড়া
২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ ফাযিল মাদ্রাসা	পীরগঞ্জ
৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরের হাট রহমানীয়া ফাযিল মাদ্রাসা	গোপালপুর
৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মাদারগঞ্জ ইসলামীয়া ফাযিল মাদ্রাসা	গোপীগ্রাম
৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বড়দরগাহ শাহ ইসমাঈল গাজী ফাযিল মাদ্রাসা	শানেরহাট
৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	খালাশপীর দারুল হুদা ফাযিল মাদ্রাসা	খালাশপীর
৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কুমেদপুর কাদেরিয়া দ্বি-মুখী ফাযিল মাদ্রাসা	বাগদুয়ার
৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কুতুবপুর সদরা ফাযিল মাদ্রাসা	পানবাজার
৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	সরলিয়া টি.এম ফাযিল মাদ্রাসা	লালদীঘি
১০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	দুরামিটিপুর দারু-সুন্যাৎ আলিম মাদ্রাসা	পীরগঞ্জ
১১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চতরা হাট বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা	চতরা কাছারী
১২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ঘাষিপুর রহমানিয়া আলিম মাদ্রাসা	চতরা কাছারী
১৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হরিপুর আলিম মাদ্রাসা	বাগদুয়ার
১৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ঝাড় বিশলা আলিম মাদ্রাসা	
১৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	পীরগঞ্জ
১৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ বালিকা ইহসান দাখিল মাদ্রাসা	অনন্তরামপুর
১৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হাজীপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	অনন্তরামপুর
১৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	অনন্তরামপুর দাখিল মাদ্রাসা	অনন্তরামপুর
১৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চেতনাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	ভেন্ডাবাড়ী
২০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ভেন্ডাবাড়ী কছির উদ্দিন জকরিয়া দাখিল মাদ্রারা	ভেন্ডাবাড়ী
২১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	টুকুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	টুকুরিয়া
২২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ছাতুয়া দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	টুকুরিয়া
২৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ঢোবাকান্দর ইসলামিয়া দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	গুর্জিপাড়া
২৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	গুর্জিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	গুর্জিপাড়া
২৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মথুরাপুর দাখিল মাদ্রাসা	গুর্জিপাড়া
২৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বড় আলমপুর আবুল হোসেন দাখিল মাদ্রাসা	বড় আলমপুর
২৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হোসেনপুর মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	বড় আলমপুর
২৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পাটগ্রাম মাজার শরীফ দাখিল মাদ্রাসা	বড় আলমপুর
২৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ঝোবারঘাট শাহ ছালেক দাখিল মাদ্রাসা	ফতেপুর লালদীঘি
৩০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	শুকান চৌকি আঃ জলিল দাখিল মাদ্রাসা	ফতেপুর লালদীঘি

Dhaka University Institutional Repository

৩১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কাশিমপুর দারুল আমান সিদ্দিকয়া দাখিল মাদ্রাসা	পান বাজার
৩২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মন্ডলের বাজার দাখিল মাদ্রাসা	পান বাজার
৩৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	শানেরহাট ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা	শানের হাট
৩৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	খোলাহাটি দাখিল মাদ্রাসা	শানের হাট
৩৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	শাহাপুর দাখিল মাদ্রাসা	জাহাঙ্গীরাবাদ
৩৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	এনায়েতপুর দাখিল মাদ্রাসা	জাহাঙ্গীরাবাদ
৩৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	জুনদপুর নায়েরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হলদী বাড়ী
৩৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ঘনশ্যামপুর হাজী মোঃ কলিম উদ্দিন দাখির মাদ্রাসা	হলদী বাড়ী
৩৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ধর্মদাসপুর আমিনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	খালাশপীর
৪০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	খায়েরবাড়ী প্রধানের বজার আল-মদিনা দাখিল মাদ্রাসা	খালাশপীর
৪১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কুমর সই দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	কাদিরাবাদ
ক্রমিক নং	**জেলার নাম**	**উপজেলার**	**প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম**	**ডাকঘর**
৪২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পত্নীচড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	জাফরপাড়া
৪৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	কানঞ্চগাড়ী ছাহু মলিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কাঞ্চনগাড়ী
৪৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	পশুরামপুর দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	রায়পুর
৪৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ধলগাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	
৪৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	রাধাকৃষ্ণপুর নেজামীয়া দাখিল মাদ্রাসা	আব্দুল্যাপুর
৪৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	বটেরহাট আরডিএস দাখিল মাদ্রাসা	খেজমতপুর
৪৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	শেরপুর দারুল ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা	লালদীঘি
৪৯.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মদনখালী কোচার পাড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	কাদিরাবাদ
৫০.	রংপুর	পীরগঞ্জ	গর্দ্ধনবপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	কাদিরাবাদ
৫১.	রংপুর	পীরগঞ্জ	সুজার কুটি বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	টুকুরিয়া
৫২.	রংপুর	পীরগঞ্জ	ছোট উজিরপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	জাফরপাড়া
৫৩.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মুঞ্জিলার দরগা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	খালাশপীর
৫৪.	রংপুর	পীরগঞ্জ	মহদীপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	রায়পুর
৫৫.	রংপুর	পীরগঞ্জ	আরাজী গংগারামপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	পীরগঞ্জ
৫৬.	রংপুর	পীরগঞ্জ	চককরিম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	উতেপুর লালদীঘি
৫৭.	রংপুর	পীরগঞ্জ	হাসানপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	গোপীগ্রাম
৫৮.	রংপুর	পীরগঞ্জ	খেজমপুর এমাজিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	খেজমতপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ওসমানপুর বাহরুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা	বিষ্ণুপুর
২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ময়নাকুড়ি দারুছন্নাৎ আলিম মাদ্রাসা	শ্যামপুর
৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বখশীগঞ্জ আলিম মাদ্রাসা	আফতাবগঞ্জ
৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	দামাদরপুর আঃ উঃ আলিম মাদ্রাসা	শেখেরহাট
৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	এহিয়াগঞ্জ দাখিল মাদ্রসা	কাজীরহাট
৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	মধুপুর ছালহিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কাজীরহাট
৭.	রংপুর	বদরগঞ্জ	নাগেরহাট কুতুবিয়া দি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা	কুতুবপুর
৮.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বদরগঞ্জ ওয়ারছিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	বদরগঞ্জ
৯.	রংপুর	বদরগঞ্জ	আশরাফগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা	বদরগঞ্জ
১০.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বাংলারহাট মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	রাধানগর
১১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	খালিশা হাজীপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	বদরগঞ্জ
১২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	রামনাথপুর বি.ইউ.দাখিল মাদ্রাসা	রহমতপুর মাদ্রাসা
১৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	বালাডাংঙ্গা ঈদগাহ ময়দান দাখিল মাদ্রাসা	বুড়ীরপুকুর হাট

Dhaka University Institutional Repository

১৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	হায়দারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	গোপীনাথপুর
১৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	গোপীনাথ বাহারুল উলুম তালিমুন দাখিল মাদ্রাসা	বুড়ীরপুরকুর হাট
১৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ঢেড়ের ডাংগা ও/এ দাখিল মাদ্রাসা	বুড়ীরপুকুর হাট
১৭.	রংপুর	বদরগঞ্জ	মানসিংহপুর বাবুল উলুম হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মন্ডল পাড়া
১৮.	রংপুর	বদরগঞ্জ	লালদীঘি আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	রাধানগর
১৯.	রংপুর	বদরগঞ্জ	দারুল ইয়াতিমিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কালুপাড়া
২০.	রংপুর	বদরগঞ্জ	কালুপাড়া ফুলপাকুরের পাড়া দাখিল মাদ্রাসা	কালুপাড়া
২১.	রংপুর	বদরগঞ্জ	লালবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	বিষ্ণুপুর
২২.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ঘুলাই দাখিল মাদ্রাসা	বিষ্ণুপুর
২৩.	রংপুর	বদরগঞ্জ	আশরাফগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা	রহমতপুর মাদ্রাসা
২৪.	রংপুর	বদরগঞ্জ	খিয়াবাড়ী ডাংগা বখশীঃ দাখিল মাদ্রাসা	বদরগঞ্জ
২৫.	রংপুর	বদরগঞ্জ	লোহানীপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	লোহানীপাড়া
২৬.	রংপুর	বদরগঞ্জ	ঘিরনই মাইলতোলা বি.এস.ডি. দাখিল মাদ্রাসা	ছড়ান
২৭.	রংপুর	বদরগঞ্জ	দিলালপুর সিদ্দিকীয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	দিলালপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	গংগাচড়া	পাকুড়িয়া শরীফ ফাযিল মাদ্রাসা	পাকুড়িয়া শরীফ
২.	রংপুর	গংগাচড়া	পাইকান আকবরীয়া ফাযিল মাদ্রাসা	আলম বিদিতর
৩.	রংপুর	গংগাচড়া	লাল চাঁদপুর ফাযিল মাদ্রাসা	খলেয়া
৪.	রংপুর	গংগাচড়া	বেতগাড়ী একারামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	বেতগাড়ী
৫.	রংপুর	গংগাচড়া	মৌভাষা ফাযিল মাদ্রাসা	হারাগাছ
৬.	রংপুর	গংগাচড়া	উত্তর পানাপুকুর গিরিয়ারপাড় দাখিল মাদ্রাসা	উত্তর সরদারপাড়া
৭.	রংপুর	গংগাচড়া	কচুয়া আহমদিয়া আলিম মাদ্রাসা	কচুয়া সরদারপাড়া
৮.	রংপুর	গংগাচড়া	মৌলভী বাজার আলিম মাদ্রাসা	গংগাচড়া
৯.	রংপুর	গংগাচড়া	গংগাচড়া আলিম মাদ্রাসা	গংগাচড়া
১০.	রংপুর	গংগাচড়া	কোলকোন্দ তাকিয়া শরীফ হাফিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কোলকোন্দ
১১.	রংপুর	গংগাচড়া	বাগপুর কাদেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	উত্তরর পারাপুকুর
১২.	রংপুর	গংগাচড়া	উত্তর পারাপুকুর ওকরাবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	উত্তরর পারাপুকুর
১৩.	রংপুর	গংগাচড়া	সাউদ পারা ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	সাউদ পাড়া
১৪.	রংপুর	গংগাচড়া	বিনাবিনা দাখিল মাদ্রাসা	কোলকোন্দ
১৫.	রংপুর	গংগাচড়া	কিসামত হাবু দাখিল মাদ্রাসা	গজঘন্টা
১৬.	রংপুর	গংগাচড়া	রাজবল্লভ দাখিল মাদ্রাসা	গজঘন্টা
১৭.	রংপুর	গংগাচড়া	পাইকানকুটি আলহাজ্ব তমেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	আলম বিদিতর
১৮.	রংপুর	গংগাচড়া	সয়রাবাড়ী রহিম উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা	আলম বিদিতর
১৯.	রংপুর	গংগাচড়া	কমন কচুয়া মৌজা দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া সরদারপাড়া
২০.	রংপুর	গংগাচড়া	বাগডহরা দারুল হুদা দাখিল মাদ্রাসা	আলম বিদিতর
২১.	রংপুর	গংগাচড়া	নোহালী কুতুবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	সর্দার পাড়া
২২.	রংপুর	গংগাচড়া	পূর্ব কচুয়া পূর্ব পাড়া দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া সরদারপাড়া
২৩.	রংপুর	গংগাচড়া	চেংমারী আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	চেংমারী
২৪.	রংপুর	গংগাচড়া	উত্তর খলেয়া হাজীপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	খলেয়া
২৫.	রংপুর	গংগাচড়া	ধনতোলা বাজার দাখিল মাদ্রাসা	ধনতোলা
২৬.	রংপুর	গংগাচড়া	আলহাজ্ব কছির উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা	মহিপুর
২৭.	রংপুর	গংগাচড়া	আলম বিদিত বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	কাউনিয়া	ধমেরকুটি ফাযিল মাদ্রাসা	ধমেরকুটি
২.	রংপুর	কাউনিয়া	বরুয়ারহাট কেরামতিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	বরুয়াহাট
৩.	রংপুর	কাউনিয়া	ভায়ার হাট পিয়ারী ফাযিল মাদ্রাসা	ভায়ারহাট
৪.	রংপুর	কাউনিয়া	টেপামধুপুর আউলিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	চেপামধুপুর
৫.	রংপুর	কাউনিয়া	হারাগাছ ধর্মপাড়া আলিম মাদ্রাসা	হারাগাছ
৬.	রংপুর	কাউনিয়া	রাহাপিলী কেরামতিয়া আলিম মাদ্রাসা	মীরবাগ
৭.	রংপুর	কাউনিয়া	সান্দী সারুস সুন্নাহ আলিম মাদ্রসা	ভূতগড়ান
৮.	রংপুর	কাউনিয়া	নিজপাড়া আহঃ আলিম মাদ্রাসা	কাউনিয়া
৯.	রংপুর	কাউনিয়া	আলহাজ্ব আঃ রহমান দাখিল মাদ্রাসা	হারাগাছ
১০.	রংপুর	কাউনিয়া	সোনাতন দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা	নাজিমদহ
১১.	রংপুর	কাউনিয়া	রাসূলপুর মোজাহারীয়া দাখিল মাদ্রাসা	মীরবাগ
১২.	রংপুর	কাউনিয়া	সিঙ্গারকুড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	মীরবাগ
১৩.	রংপুর	কাউনিয়া	শিব কুটিরপাড়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	
১৪.	রংপুর	কাউনিয়া	বল্লভবিষু কেরামতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ভূতগড়া
১৫.	রংপুর	কাউনিয়া	কাউনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কাউনিয়া
১৬.	রংপুর	কাউনিয়া	পাটোয়ারীটারী দাখিল মাদ্রাসা	
১৭.	রংপুর	কাউনিয়া	বাজেশকুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	টেপামধুপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার	প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর
১.	রংপুর	পীরগাছা	স্বচাষ তালতলা দাখিল মাদ্রাসা	বড়দরগাহ হাট
২.	রংপুর	পীরগাছা	সৈয়দপুর কেরামতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	মাদ্রাসা সৈয়দপুর
৩.	রংপুর	পীরগাছা	সৈয়দপুর হাজী শরায তুলাহ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	মাদ্রাসা সৈয়দপুর
৪.	রংপুর	পীরগাছা	দেওয়ান সালহ আহমদ দাখিল মাদ্রাসা	ইটাকুমারী
৫.	রংপুর	পীরগাছা	কালীগঞ্জ কারামতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ইটাকুমারী
৬.	রংপুর	পীরগাছা	ইটাকুমারী পূর্ব হাসান দাখিল মাদ্রাসা	ইটাকুমারী
৭.	রংপুর	পীরগাছা	অন্নদানগর শাহ-আলম কুদরুতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	অন্নদানগর
৮.	রংপুর	পীরগাছা	রংনাথ দাখিল মাদ্রাসা	অন্নদানগর
৯.	রংপুর	পীরগাছা	যাদুলস্কর কেরামতিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	অন্নদানগর
১০.	রংপুর	পীরগাছা	সাতদরগাহ দাখিল মাদ্রাসা	সাতপারা বাজার
১১.	রংপুর	পীরগাছা	পাওটানাহাট সিনিয়র মাদ্রাসা	পাওটানা হাট
১২.	রংপুর	পীরগাছা	পাওটানাহাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	পাওটানা হাট
১৩.	রংপুর	পীরগাছা	শিবদেরচর ওসমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	পাওটানা হাট
১৪.	রংপুর	পীরগাছা	কাশিয়াবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	পাওটানা হাট
১৫.	রংপুর	পীরগাছা	জ্ঞানগঞ্জ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	জ্ঞানগঞ্জ বাজার
১৬.	রংপুর	পীরগাছা	পশ্চিমদেবু দাখিল মাদ্রাসা	পীরগাছা
১৭.	রংপুর	পীরগাছা	চর তাম্বুলপুর জে.এন.দাখিল মাদ্রাসা	ব্রাহ্মণীকুন্ডা
১৮.	রংপুর	পীরগাছা	রাম গোপাল হোসেনীয় দাখিল মাদ্রাসা	তাম্বুলপুর
১৯.	রংপুর	পীরগাছা	তাম্বুলপুর দাখিল মাদ্রাসা	তাম্বুলপুর
২০.	রংপুর	পীরগাছা	রহমতচর দাখিল মাদ্রাসা	তাম্বুলপুর
২১.	রংপুর	পীরগাছা	ঘগোয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	তাম্বুলপুর
২২.	রংপুর	পীরগাছা	পীরগাছা হাজী সফরউদ্দিন সিনিয়র মাদ্রাসা	পীরগাছা
২৩.	রংপুর	পীরগাছা	পীরগাছা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	পীরগাছা

Dhaka University Institutional Repository

২৪.	রংপুর	পীরগাছা	পীরগাছা জমানবীশ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	পীরগাছা
২৫.	রংপুর	পীরগাছা	মোহাম্মদ আলী দাখিল মাদ্রাসা	পীরগাছা
২৬.	রংপুর	পীরগাছা	নগর জিৎপুর বালিকা	মাদ্রাসা সৈয়দপুর
২৭.	রংপুর	পীরগাছা	পবিত্রঝাড় কেরামতিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	পীরগাছা
২৮.	রংপুর	পীরগাছা	তালুক ইসাদ এইচ.আর.ইউ দাখিল মাদ্রাসা	পীরগাছা
২৯.	রংপুর	পীরগাছা	কিসামত ঝিনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	পীরগাছা
৩০.	রংপুর	পীরগাছা	চৌধুরাণী ফাতাহিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	চৌধুরাণী
৩১.	রংপুর	পীরগাছা	কৈকুড়ী দাখিল মাদ্রাসা	মতিনপুর
৩২.	রংপুর	পীরগাছা	সুবিধ দাখিল মাদ্রাসা	চৌধুরাণী
৩৩.	রংপুর	পীরগাছা	দিলাল পাড়া দাখিল মাদ্রাসা	চৌধুরাণী
৩৪.	রংপুর	পীরগাছা	আলাদী পাড়া আজিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা	চৌধুরাণী
৩৫.	রংপুর	পীরগাছা	কান্দি কাবিলাপাড়া বালিকা সিনিয়র মাদ্রাসা	কান্দিরহাট
৩৬.	রংপুর	পীরগাছা	কান্দি আর.আই. সিনিয়র মাদ্রাসা	কান্দিরহাট
৩৭.	রংপুর	পীরগাছা	চাপড়া আশরাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কান্দিরহাট
৩৮.	রংপুর	পীরগাছা	তালুক কান্দি হাজী মহসিনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কান্দিরহাট[২১]

তথ্যসূত্রঃ

১. আবদুস সাত্তার, তারিখ-ই-মাদরাসা আলীয়া, ঢাকা : ১৯৫৭, ২য় খ, পৃ ৩১-৩২।
২. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, ঢাকা : ১৯৯৯ পৃ ৩৯১।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৬-৫৮, ইবতিদায়ী স্তর সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশমালা এ অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ : দুই এর বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮-এর বিবরণ দ্র.।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৪-৫৬, এর সুপারিশমালা মাদরাসা শিক্ষা ড. এম বারী কমিটি ১৯৮৯-এ বিবরণ এ অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ : দুই দ্র.।
৫. প্রাগুক্ত পৃ ৫৫৫; এর জন্য দেখুন, এ অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ : দুই-এর মাদরাসা শিক্ষা ড. এম এ বারী কমিটি ১৯৮৯-এর বিবরণ।
৬. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী থেকে গৃহীত, পৃ ৩-৮।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯-৩০।
৯. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৯ , পৃ ৫১৭; প্রাগুক্ত, ১৯৯০, পৃ ৫৪৫।
৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৯ , পৃ ৩৫৪।
৯. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫২।
১০. ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহীম, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত বর্তমান, ঢাকা : ১৯৯১, পৃ ৮৯: Dr. A K M Ayub Ali, History of the traditional Education ib Bangl, Dhaka : I F B, 1943, p 189
১১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮০-৪৮১, Dr. A K M Ayub Ali, Ibid, p 209-210-212; র.সিকান্দার আলী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৯০-৯১।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৯০; বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম, ১৯৮৪; পৃ ১।
১৩. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০১।
১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫-১১-১৯৮৫ তালিকের শা ৯/৬ এনসি ১৩-৮৪-৭৪১ (১১) শিক্ষা নং আদেশ দ্র.।
১৫. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৪।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৮-৪১০।
১৮. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল পরীক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৪. পৃ ২৩-২৪।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।
২০. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী গ্রন্থের উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং পাঠ্য/১১৫৬০/৫০০০ তং-৬/৮/১৯৮৩।
২১. জেলা শিক্ষা অফিস, রংপুর।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী শিক্ষা প্রচারে রংপুরের কওমী মাদ্রাসা সমূহের ভূমিকা

কওমী মাদ্রাসা বলতে সমাজ বা কওম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনা মাদরাসাকে বোঝায়। এ জাতীয় মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। ফলে সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত, স্তর ভিত্তিক, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইত্যাদিও কোন একক নিয়মনীতি অনুসারণ করা হয় না। কওমী মাদ্রাসায় সরকারী অর্থও বরাদ্দ করা হয় না। সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের অনুদানে এসব মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে থাকে। মাদ্রাসার স্তর ও পাঠ্যসূচী নির্ণয় করে থাকেন শিক্ষক মণ্ডলী। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ছোট-রড় প্রায় ৪০০০টি কওমী মাদ্রাসা আছে।[১]

ইতিহাসের আলোকে কওমী মাদ্রাসা

বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসা নামে যে শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলিত আছে, তা ভারতের দারুল উলুম, দেওবন্দের শিক্ষাধারার উৎস মূল হতে অনুসৃত । বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ ইসলামিক শিক্ষা ও আকিদাগতভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লালন করে থাকে। ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক এক নিভৃত পল্লীতে ১৮৬৬ সালে ৩০শে মে (১লা মুহররম ১২৮৩ হিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতুবী (১৮৩২-১৮৮০ ইং/১২৪৮-১২৯৮ হিঃ)

কওমী মাদ্রাসা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, শ্রীলংকাসহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বর্তমান। এ জাতীয় মাদ্রাসায় ফিকহ বিষয়ে বিশেষ কড়াকড়ি আরোপতি হয়।

এ সমস্ত মাদ্রাসা হিন্দুস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে চট্টগ্রামের দারুল উলুম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী, জামেয়া ইসলামিয়া জমীরিয়া কাসেমুল উলুম পটিয়া, জামেয়া-ই-ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, ঢাকার লালবাগের জামেয়া কুরআনিয়া, বড় কাটারা কওমী মাদ্রাসা, ফরিদাবদের দারুল উলুম এমদাদিয়া, মোহাম্মদপুরের জামেয়া রহমানিয়া, মিরপুরের আরজাবাদ ও কামরঙ্গীচরের হাফেজ্জী হুজুরের কওমী মাদ্রাসা, বগুড়ার জামিল, রাজশাহীর পোরশা ,ময়মনসিংহের বালিয়া, সিরাজগঞ্জের খুকনি মাদ্রাসা, পাবনার বেতুয়া মাদ্রাসা, দিনাজপুরের বাংলা হিলি, বৃহত্তর রংপুরের সৈয়দপুর উপজেলার দারুল উলুম রুহুল ইসলাম, রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার ভীমপুর শাইলবাড়ী, গংগাচড়া উপজেলার ধনতোলা, রংপুর শহরের জুম্মাপাড়া করীমিয়া নূরুল উলুম কওমী মাদ্রাসা অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর জেলায় অনেক গুলো কওমী

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা স্থাপিত হয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রাখছে। রংপুরের এ সমস্ত কওমী মাদ্রাসা থেকে প্রতি বৎসর হাজার হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া শেষ করে গোটা পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের শিক্ষা পৌছে দিতে অসামান্য অবদান রেখে চলছে। এ সমস্ত কওমী মাদ্রাসার সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম নিম্নে পেশ করা হল।

দরসে নিযামী ইবতিদায়ী মাদরাসা

দরসে নিযামী মাদরাসাগুলোর প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ইবতিদায়ী । ১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া বাংলাদেশে বা কাওমী মাদ্‌রাসাসমূহের ঐক্য সংস্থা সংগঠিত হয়।[২] সংক্ষিপ্তভাবে একে বেফাক বলা হয়।

বেফাক গঠিত হওয়ার পর থেকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ইবতিদায়ী মাদরাসাগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে। কাওমী ইবতিদায়ী মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৩] পাঠ্য তালিকা ক্লাস রুটিন,[৪] পাঠদানের সময়,[৫] শ্রেণীভিত্তিক পরীক্ষার নাম-বন্টন, ও পাঠদানের নিয়মাবলী সুনির্দিষ্ট আছে। একই নিয়মে বেফাকের উদ্যোগে মসজিদ কেন্দ্রীক ফোরকানিয়া মাদরাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। এর জন্য পাঠ্য তালিকাও নির্ধারণ করা হয়েছে।[৬] এ ছাড়া কাওমী মাদরাসার উদ্যোগ বৈকালিন মাদরাসা ও নৈশকালীন মাদরাসাও পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৯০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৮৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশে দরসে নিযামী মাদরাসার মসজিদ কেন্দ্রীক ফোরকানিয়া মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৯৬৮ টি এবং স্বতন্ত্র মক্তবের সংখ্যা ছিল ১৯২৮ টি।[৭] আশির দশকে শিশুদের ইসলামী শিক্ষার জন্য কাওমী মাদরাসার খিদমত ক্রমশ উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ শিক্ষা প্রচেষ্টা বাংলাদেশের জন্য আরো অধিক কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

কাওমী প্রাইমারী শ্রেণীর পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ

শিশু শ্রেণী: ১. 'আরবী অক্ষর পরিচয় ও বানান শিক্ষা, ২. দ্বীনিয়াত, কালেমা ও নামাযের মাসুনন দোয়াসমূহ মুখস্ত করণ। এ ছাড়াও এ শ্রেণীতে বাংলা, বর্ণ শিক্ষা, ধারাপাত, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রথম শ্রেণী: ১. 'আরবী, আমপারা পঠন ও সূরা ফীল পর্যন্ত মুখস্তকরণ, ২. দ্বীনিয়াত, দোয়া মাছুরাহ, অযু, তায়াম্মুম ও নামাযের তা'লিম। এ ছাড়াও রয়েছে বাংলা, ইংরেজী ও অংকে প্রাথমিক শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শ্রেণী : ১. 'আরবী, কুর'আনের তিলাওয়াত শিক্ষা প্রথম পাঁচ পারা সূরা ওয়াদ্দোহা পর্যন্ত মুখস্ত করান। 'ইলমে তাজবীদের নিয়মাবলী মৌখিক শিক্ষা। ২. দ্বীনিয়াত ও ইসলামী তাহজীব। এ ছাড়াও রয়েছে বাংলা, উর্দূ, অংক ও ইংরেজীর নির্ধারিত পুস্তক।

তৃতীয় শ্রেণী : ১. 'আরবী কুরআনের ছয় থেকে পনের পারা পঠন ও সূরা ওয়া- আল্লাইল পর্যন্ত মুখস্ত করণ ও তাজবীদের নিয়মাবলী শিক্ষা। দ্বীনিয়াত, তা'লিমুল ইসলাম ১ম ও ২য় খণ্ড, ইসলামী তাহজীব নামক গ্রন্থ। এ ছাড়াও বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, গণিত, সমাজ পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী ও উর্দূ পাঠদান করা হয়।

চতুর্থ শ্রেণী : 'আরবী, কুর'আন শরীফের শেষ ১৫ পারা পঠন এবং আমপার মুখস্তকরণ ও তাজবীদ শিক্ষা। ২. দ্বীনিয়াত, তা'লিমুল ইসলাম ৩য় খণ্ড, বেহেশতী জেওর ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড। এছাড়াও বাংলা, ব্যাকরণ, গণিত, সমাজ পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী ও ইংরেজী গ্রামার, নির্দিষ্ট পুস্তক এ শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় অর্ন্তভুক্ত।

পঞ্চম শ্রেণী: ১. 'আরবী, পূর্ণ কুর'আনের শরীফ পঠন ও মশককরণ, সূরা ইয়াসিন, সূরা মুজাম্মিল মুখস্তকরণ। নুজাহাতুল ক্বারী নামক গ্রন্থের পাঠ। ২. দ্বীনিয়াত, তা'লিমুল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড এবং বেহেশতী জেরর ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ, গণিত, সমাজ পাঠ, ভূগোল উর্দূ, উর্দূ ব্যাকরণ, ফারসী ব্যাকরণ, ইংরেজী, ইংরেজী ব্যাকরণ বিষয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থে এ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

দরসে নিযামী মাদরাসার মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ আল উলইয়া

ইসলামী শিক্ষা ও তাহজীব তামাদ্দুনের প্রতি ইংরেজ সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ দেখে এ দেশের 'আলিমগণ সে যুগে দেওবন্দ মাদরাসার অনুকরণে বহু কাওমী মাদরাসা গড়ে তুলেছিলেন। কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিক্‌হ, মানতিক ও হিকমত ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়গুলো এ সকল মাদরাসায় বেশী পড়ান হতো। আধুনিক যুগের চাহিদা মোতাবেক বাস্তব জীবনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এ সব মাদরাসায় প্রয়োজন মনে করা হতো না। ফলে এ সকল মাদরাসার অনের শিক্ষার্থী নিজের মাতৃভাষায় পড়তে বা লিখতে অক্ষম ছিলো। তবে এ সব প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করলে ইসলামী আদব কায়দা তাহজীব তামাদ্দুন এর অনুশীলন হবে, আখেরাতের অনন্তকালের কামিয়াবী হাসিল হবে, এ রকম চিন্তাভাবনা নিয়েই তারা এ সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন। এ ধারণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আনাচে বহু মাদরাসা গড়ে ওঠে।[৮] এ সকল মাদরাসায় সরকারী অনুদানের কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ জনগনের অনুদানেই এ সব মাদরাসা পরিচালিত হয়। অধিকাংশ কাওমী মাদরাসার

Dhaka University Institutional Repository

আবাসিক ছাত্রগণ দরিদ্র। তাদের বেতন দেয়ার কোন ক্ষমতা না থাকায় মাদরাসা থেকে সাহায্য করতে হয়। এতদসত্ত্বেও সব মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী সকলের চাল-চলনের মাঝে ইসলামী ছাপ বিদ্যমান।[৯]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সব মাদরাসায় পূর্বের পাঠক্রম এবং কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান অব্যাহত থাকে। দরসে নিযামী বা কাওমী মাদরাসার পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম সকল মাদরাসায় এক রকম নয়। কেন্দ্রীয়ভাবে মাদরাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রন করারও ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তবে দেওবন্দ মাদরাসাকে আদর্শ মনে করে এ সকল মাদরাসায় প্রায় একই ধরনের পাঠ্যসূচি অনুকরণ করা হয়।

বাংলাদেশের দরসে নিযামী বা কাওমী মাদরাসার শিক্ষাকে দ্বিধাবিভক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করে একই সূত্রে গাঁথার উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত ৮০ এর দশকে এ দেশের একদল শীর্ষস্থানীয় 'আলিম চিন্তাভাবনা করতেন। পরিশেষে ১৯৭৮ সালে আলিমদের এক শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশ কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বা বেফাকুল মাদারিস অস্তিত্ব লাভ করে এ বোর্ড গঠিত হওয়ার পর কাওমী মাদরাসাসমূহে ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি স্তরকে সুবিন্যাস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অধিকাংশ কাওমী মাদরাসা বেফাকের আওতাভুক্ত হয়। এ সময় থেকেই কাওমী মাদরাসার জন্য বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়ে আসছে। বেফাকের গবেষণা প্রসূত মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ।

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ (মাধ্যমিক স্তর): প্রথম বর্ষ

১. ফিকহ (আইন ও নীতিশাস্ত্র) কুদুরী। কিতাবুল অয্ থেকে শেষ পর্যন্ত ।

২. উসূলুল ফিকহ, উসূলুশ শাশী।

৩. 'আরবী সাহিত্য ও ইনশা, নাফহাতুল 'আরব অথবা মুফীদুত তালিবীন।

৪. 'ইলম নাহু, (ব্যাকরণ) কাফিয়া ও শরহে জামী।

৫. মানতিক, মিরকাত।

৬. আখলাক, তালিমুল মুআ'ল্লিম।

এ ছাড়া এ ক্লাসের জন্য বাংলা সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, ইতিহাস ও পৌরনীতি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ (মাধ্যমিক স্তর) দ্বিতীয় বর্ষ

১. কুর'আনুল কারীম, অনুবাদ শেষ ১৫ পারা।

২. ফিকহ-কানজুদ দাকায়েক (১ম খণ্ড)।

৩. উসূলুল ফিক্‌হ-নূরুল আনওয়ার, সুন্নাত থেকে শেষ পর্যন্ত

৪. আরবী সাহিত্য ও ইনশা-আলফিয়াতুল হাদীস লামিয়াতুল মু'জিযাত।

৫. 'ইলম নাহু-শরহু জা'মি।

৬. বালাগাত-দুরুসুল বালাগাত।

৭. মানতিক-শরহু তাহজীব।

এ ছাড়া বাংলা, বাংলা ব্যাকরণ, ইসলামের ইতিহাস ও পৌরনীতি ও ক্লাসের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ আল উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর): প্রথম বর্ষ

১. কুর'আনুল কারীম-প্রথম ১৫ পারার অনুবাদ।

২. ফিক্‌হ-শরহে বেকায়াহ (পূর্ণ অংশ)।

৩. উসূলুল ফিক্‌হ-নুরুল আনওয়ার, কিতাবুল্লাহ।

৪. 'আরবী সাহিত্য ও রচনা-মাকামাত প্রথম ১০টি।

৫. ফারায়েজ-সিরাজী।

৬. বালাগাত-মুখতাসারুল মা'য়ানী।

এ ছাড়া ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান এ ক্লাসের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ আল উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর): দ্বিতীয় বর্ষ

১. ফিক্‌হ: হিদায়া প্রথম খণ্ড।

২. ফিক্‌হ: হিদায়া দ্বিতীয় খণ্ড।

৩. উসূলুল ফিক্‌হ: হুসামী, কিয়াস।

৪. 'আরবী সাহিত্য ও রচনা : মুতানব্বী মাফিয়া।

৫. 'ইলমুল আরুয, আরুযুল মিফাতাহু।

৬. মানতিক ; সুল্লাম।[১০]

এ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান এ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক তথ্যে দেখা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালে শুধু মসজিদ কেন্দ্রীক দরসে নিযামী মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৯৬৮ বাস্তব হিসেবে এর চেয়েও বেশী হতে পারে। তাহরীকে দেওবন্দ গ্রন্থে উল্লেখ যে, ১৯৯০ সালে সমগ্র বাংলাদেশে কাওমী মাদরাসা সংখ্যা ছিল ৮০০০ বেশী।[১১]

দরসে নিযামী মাদরাসার বর্তমান শিক্ষাসূচীর আলোকে সাধারণ শিক্ষার স্তরসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি চিন্তাভাবনার সময় এসেছে । আশা করা যায়, এর একটি সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ সকল মাদরাসা দ্বারা ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং চরিত্রবান আদর্শ মানুষের পথ তরান্বিত হবে।

দরসে নিযামী মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ স্তর

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে ইসলামী শিক্ষার যে ধারা চলে আসছিল, যে ছোঁয়ায় তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে কোন অশিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া যেতো না যে, শিক্ষার গৌরব নিয়ে বাগদাদ, কর্ডোভা, গ্রানাডা সমগ্র বিশে মাথা উচুঁ করে দাড়িয়ে ছিল, সে শিক্ষার অনুকরণেই চলে আসছিল দরসে নিযামী বা কাওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা । এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বহু স্বনামধন্য 'আলীম' 'বুজুর্গ' তৈরী হয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেওবন্দ মাদরাসার অনুকরণে বাংলাদেশেও বহু দরসে নিযামী মাদরাসা গড়ে উঠেছিল। ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কার্যাবলী ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৭৮ সালের পূর্বে মাদ্রসাসমূহকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রন করার কোন সুযোগ না থাকায় তাদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি বিরাজ করছিল।

১৯৭৮ সালে বেফাক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর দরসে নিযামী মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের জন্য নিম্ন বর্ণিত পাঠ্যসূচী অনুকরণ করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

মারহালাতুল ফযীলত ১ম বর্ষ (স্নাতক ডিগ্রী)

১. তাফসীর	১১ পারা-৩০পারা:বাংলা অনুবাদ
২. হাদীস	রিয়াদুস সালেহীন/ফয়জুল কালাম
৩. ফিক্‌হ	হিদায়া- ১ম খন্ড
৪. ফিক্‌হ	হিদায়া- ২য় খন্ড
৫. উসূলুল ফিক্‌হ	নূরুল আনওয়ার-কিতাবুল্লাহ
৬. আরবী সাহিত্য	মুখতারাত
৭. বালাগাত (অংলকার শাস্ত্র)	দুরুসুল বালাগাত
৮. ফারায়েয	সিরাজী

মারহালাতুল ফযীলত ২য় বর্ষ (স্নাতক ডিগ্রী)

১. তাফসীর	তাফসীরে জালালাঈন-১ম ভাগ
২. তাফসীর	তাফসীরে জালালাঈন-২য় ভাগ
৩. উসূলুল তাফসীর	আল ফওযুল কবীর
৪. হাদীস	মিশকাত শরীফ-১ম ভাগ মুকাদ্দিমা সহ
৫. হাদীস	মিশকাত শরীফ-২য় ভাগ
৬. উসূলুল ফিক্‌হ	নূরুল আনওয়ার-সুন্নত থেকে শেষ পর্যন্ত
৭. কালাম	আকীদাতুত তাহাভী

মারহালাতুত তাকমীল (স্নাতকোত্তর) দাওরায়ে ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ ।

১. সহীহ বুখারী	পূর্ণ
২. সহীহ মুসলিম	পূর্ণ
৩. জা'মি আত্ তিরমিযী	পূর্ণ
৪. সুনানে আবু দাউদ	পূর্ণ
৫. সুনানে নাসাঈ	পূর্ণ
৬. সুনানে ইবন মাজাহ	পূর্ণ
৭. তাহাবী শরীফ	পূর্ণ
৮. মুয়াত্তা ইমাম মালেক	পূর্ণ
৯. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ	পূর্ণ

রংপুর জেলার উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি কওমী মাদ্রাসা

১. জামিয়া করীমিয়া নূরুল উলুম জুম্মাপাড়া, রংপুর।

২. ধাপ হাজীপাড়া কওমী মাদ্রাসা, রংপুর।

৩. তাতীপাড়া কওমী মাদ্রাসা, রংপুর।

৪. ভীমপুর শাইলবাড়ী কওমী মাদ্রাসা তারাগঞ্জ, রংপুর।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মুন্সিপাড়া কওমী মাদ্রাসা, রংপুর।

৬. মর্ডান বারআউলিয়া কওমী মাদ্রাসা, রংপুর।

৭. পির্জাবাদ সুলতান মোড় কওমী মাদ্রাসা রংপুর সদর, রংপুর।

৮. ধনতোলা কওমী মাদ্রাসা গংগাচড়া, রংপুর।

৯. হাবুগঞ্জ কওমী মাদ্রাসা গংগাচড়া, রংপুর।

১০. পীরগঞ্জ জামতলা মদিনাতুল উলুম পীরগঞ্জ, রংপুর।

১১. মাদারগঞ্জ রহমানিয়া মাদ্রাসা পীরগঞ্জ, রংপুর।

১২. মমিনপুর মোক্তার পাড়া মাদ্রাসা বদরগঞ্জ রোড, রংপুর।

১৩. শেমপুর কাছেমুল উলুম বদরগঞ্জ, রংপুর।

১৪. কেশবপুর আশরাফুল উলুম সদর রংপুর।

১৫. বুড়ীরহাট কওমী মাদ্রাসা তারাগঞ্জ, রংপুর।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মাওলানা ইসহাক ফরিদী, দারুল উলুম দেওবন্দ : ঐতিহ্য ও অবদান, কুমিল্লা : ইকরা রওজাতুল আতফাল, ১৯৯৭, পৃ ২।

২. কাওমী প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রতিটি শিশুকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা, একই সাথে পার্থিক সার্বিক জগতের জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। দেশের সকল শিশুকে শিক্ষাদান, এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। (দ্র. কাওমী প্রাইমারী পাঠ্য তালিকা,পৃ ৮)।

৩. শিশু শ্রেণী চারটি বিষয়ে ৪ ঘন্ট, ১ম শ্রেণী ৫টি বিষয়ের জন্য ৫ঘন্টা, ২য় শ্রেণী ৭টি বিষয়ের জন্য ৬ ঘন্টা, ৩য় শ্রেণী ৮টি বিষয়ের জন্য ৬ ঘন্ট, ৪র্থ শ্রেণী ৮টি বিষয়ের জন্য ৬ ঘন্ট, ৫ম শ্রেণী ৯টি বিষয়ের জন্য ৭ ঘন্টা। (দ্র. কাওমী প্রাইমারী পাঠ্যতালিকা, পৃ ১৫-১৬)।

৪. প্রত্যহ রুটিন মাফিক প্রাইমারী ৩-৪ ঘন্টা হতে হবে। এতদসঙ্গে রুটিনের ও নমুনা পেশ করা গেল:

- শিক্ষক সংখ্যা কমপক্ষে তিন জন আলিম ও তিন জন সাধারণ শিক্ষক থাকতে হবে। শিক্ষকবৃন্দকে শুধু প্রাইমারী জন্য নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী নয় বরং উপরস্থ উস্তাদগণের দায়িত্বেও প্রাইমারীর রুটিন বন্টন করা উত্তম।
- যথারীতি ঘন্টা বাজাবার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি মাদরাসা নিজ দায়িত্বে সকল শ্রেণীর তিনটি পরীক্ষা এবং ৫ম শ্রেণীর ত্রৈমাসিক ও বান্মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। আর বেফাকের অধীনে ৫ম শ্রেণীর সেন্টার পরীক্ষা বধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে।
- সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

৫. ক. দ্বীনিয়াত

১. আল কুর'আন, দেখে দেখে পড়া, নির্দিষ্ট সূরা হিফজ করা ও তাজবীদ শিক্ষাকরণ।

২. ইসলামী তাহজীব,'ধাকা'ঈদ, মাসায়েল, তাহারাত, সালাত ইত্যাদি।

খ. সাধারণ জ্ঞান

১. বাংলা। ২. অংক। ৩. ভূগোল।

৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, পৃ ৫৪৬।

৭. ড. সিকান্দও আলী ইব্রাহিমা, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭।

৯. বাংলাদেশ কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য তালিকা থেকে সংগৃহীত, পৃ ৩-৪।

১০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯০, পৃ ৫৪৬।

১১. মাওলানা মোহাম্মদ মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী ভাষা শিক্ষায় রংপুরের মক্তব ও হাফেজিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা

মসজিদ ভিত্তিক মক্তব

মসজিদ ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এর সূচনা হয় মসজিদে নববী থেকে। মসজিদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী শিক্ষার বহু উল্লেখযোগ্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যুগে যুগে। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান যুগেও সেই ধারা প্রবর্তিত রয়েছে । শহর গ্রামঞ্চলে, সর্বত্র এ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মসজিদের ইমাম বিশেষ সময়ে মুসল্লিদের তা'লিম দিয়ে থাকেন। স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা ছিল ১,১৭৪৩৬। স্বাধীনতা পূর্বে ৭০-এর দশকে ২১,২১৭টি, ৮০-এর দশকে ২৭,২৪৮টি ও ৯০এর-দশকে ২৫,৭১৯টি মসজিদ বৃদ্ধি হয়ে বর্তমানে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯১,৬২০টি । অর্থাৎ বাংলাদেরশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ৭৪,১৮৪টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে ।[১] এ সকল মসজিদে প্রতিদিন ৫২,০৯৪২৩ জন মুসল্লি নামায আদায় করে থাকেন। জুম'আর দিনে সমগ্র দেশে মুসল্লিদের সংখ্যা হয় ২,১১২৪৫৬৪ জন। জুম'আর খুতবার মাধ্যমে মুসল্লিগণ প্রতি সপ্তাহে ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে অবগত হন। এ ছাড়া অনেক মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ে হাদীসের দরস এবং কুর'আন মজীদের তাফসীর অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের মসজিদভিত্তিক মক্তবের সংখ্যা ১০১৪৯০টি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় এর সংখ্যা ছিল ৬৪৪৯০টি। অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পর ৩৭,০০০টি মক্তব নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯০-এর এক তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৮৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশে মসজিদ কেন্দ্রীক মক্তবের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৮,৯৮২০২ জন।[২]

মসজিদ কেন্দ্রীক এ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনরূপ সরকারী অর্থ ব্যয় হয় না। অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা, মুষ্টি চাউল, অথবা মসজিদ কমিটি এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। কখনও শুধু ইমাম, আবার কখনো গ্রামের কোন 'আলিমকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ অথবা মসজিদ কেন্দ্রীক মক্তবের জন্য কোন পাঠ্যসূচী থাকে না বরং প্রথমে কায়দায়ে বাগদাদী-এর মাধ্যমে ছাত্রদের 'আরবী অক্ষর ও যুক্তাক্ষরের শিক্ষা দেয়া হয়। এর পরে আমপারা ও পরে কুর'আন মজীদ পাঠ করানো হয়। এর সাথে সাথে কলেমা, নামায ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এতে যোগ্য শিক্ষকের অভাবে কোন কোন সময় ছাত্ররা বিশুদ্ধ কুর'আন শিক্ষা লাভ করতে পারে না। এ জন্য অভিভাবক এবং মসজিদ বা মক্তব কমিটি সদস্যদের সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ একবার অশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করলে পরে বিশুদ্ধ কুর'আন তিলাওয়াত শিক্ষা করানো জটিল হয়ে পড়ে। তবুও ইসলামী শিক্ষার এ প্রাথমিক ধারা ইসলামী শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের বিশেষ আন্তরিকতার প্রমাণ বহন করে। এ রকম মসজিদ ভিত্তিক মক্তব রংপুর জেলার প্রতিটি গ্রামের আনাচে কানাচে বিদ্যমান।

ফোরকানিয়া মাদরাসা

ফোরকানিয়া মাদরাসা ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক ধারা হিসেবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ফোরকানিয়া মাদরাসা কখনো মসজিদ কেন্দ্রীক হয়। আবার কখনো লোকালদের বিশেষ স্থানে জনগণের সাহায্যে মাদরাসা হিসেবে ঘর তৈরী করে পবিত্র কুর'আন ও ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। দেশের কোন কোন অঞ্চলে বাড়ীর বৈঠক খানাকে ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ফোরকানিয়ার ছাত্রদের থেকে নাম মাত্র বেতন নেয়া হয়। আবার কখনো বেতন ছাড়াই শিক্ষা দেয়া হয়। ফোরকানিয়া মাদরাসায় শিক্ষা ব্যবস্থা মক্তব থেকে কিছুটা উন্নত। এখানে পবিত্র কুর'আন শিক্ষা ছাড়াও বেহেশতী জেবর, তা'লিমুল ইসলাম বা দ্বীনিয়াত থেকে কিছু কিছু শিক্ষা প্রদান করা হয়।

দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে মক্তব বা ফোরকানিয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মক্তব থেকেই আমরা রোযা, নামাজ, প্রাথমিক মাসআলা মাসআয়েল ও কুরআন পাঠ শিখি। বস্তুত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভবত মক্তবই সবচেয়ে পুরাতন। বাংলাদেশে এমন কোন লোকালয় বা মহল্লা পাওয়া যাবে না, যেখানে ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজও পুরনো এবং দীনি শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হলেও যুগ যুগ ধরে মক্তবগুলোকে অবহেলার চোখে দেখা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমাদের দেশের প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই

Dhaka University Institutional Repository

মোটামুটি একটা হিসাব আছে, কিন্তু ফোরকানিয়া বা মক্তবের কোন আনুমানিক হিসাবও কেউ দিতে পারবে না। মক্তবগুলোর জন্যে সরকারের কোন খরচ বা অনুদান নেই বললেই চলে। প্রধানত জনগণের দান ও সহযোগিতার দ্বারাই যুগ যুগ ধরে এগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে।

দ্বীনি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে মক্তবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মক্তবগুলো কতকগুলো ত্রুটি রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ত্রুটি প্রধান। আমাদের দেশের মক্তবগুলো সাধারণত ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে। ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ যখন হ্রাস পায়, তখন মক্তবগুলোও আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষেত কোন নিয়ম নীতি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা পদ্ধতির অভাবে এমনটি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত অন্য সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই একটি সিলেবাস আছে। সম্ভবত মক্তবই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যার কোন সিলেবাস নেই। আমাদের ধারণা, দীনি ইলম হাসিলের সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার উপযোগী শিক্ষার (যেমন-সাধারণ বাংলা পাঠ, যোগ বিয়োগ করা) সুযোগ থাকলে মক্তবের গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে যেত। এর কার্যকারিতা হতো আরো ফলপ্রসূ। প্রধানত এসব কারণেই মক্তবের ভূমিকা যতখানি সুষ্ঠু ও সুন্দর হতে পারত, তা হয়নি।

বস্তুত এতসব সম্ভাবনা এবং অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতেই ফোরকানিয়া মক্তব সংগঠনও পরিচালনার একটি রূপরেখা এখানে দেওয়া হল।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিশুদেরকে নামাযের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা, নিয়ম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দোয়া-দরূদ মুখস্থ করানো।

কায়েদা, আমপারা, কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া।

বাংলা অক্ষর, বর্ণ পরিচয়, বাল্য শিক্ষা এবং শিশু শ্রেণী থেকে অন্তত তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বাংলা ও অংক শিক্ষা দান। (এই পুস্তিকায় তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছে।)

ছোট ছেলেমেয়েদের বাল্য বয়সেই ইসলামী আদব-কায়দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

মক্তবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

শিশুদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সময় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী, নির্দোষ খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

ফোরকানিয়া মক্তব কমিটি

কার্যকরী কমিটি

মক্তব মসজিদ চত্বরে স্থাপিত হলে মসজিদ কমিটি ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনার ভার নিতে পারেন। তবে কাজের সুবিধার্থে মসজিদ কর্তৃক একটি কার্যকরী সাব-কমিটি গঠন করা ভাল। এই সাব-কমিটিতে মসজিদের সভাপতি, সেক্রেটারী এবং ইমাম সাহেবের থাকা আবশ্যক।

মক্তব মসজিদে বা মসজিদ সংলগ্ন হলে সেজন্য মক্তব কমিটি গঠন করতে হবে।

এই কমিটি মক্তবের পরিচালনা ও এর উন্নয়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

কমিটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনকে সদস্য হিসেবে রাখা যেতে পারে। যেমনঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মহল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় প্রশাসনের সদস্য, স্থানীয় মওলানা, উৎসাহী যুবক, ছাত্রদের অভিভাবক।

'ট্রেজারার'-এর পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই খবুই বিশ্বাসী এবং গ্রামের লোকের কাছে আস্থাভাজন এমন কোন লোককে ট্রেজারার পদে নিয়োগ করা উচিত।

কমিটির সেক্রেটারী বা সচিব হিসেবে মক্তবের শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষা, মসজিদের ইমাম বা স্থানীয় উৎসাহী কোন যুবককে নেয়া যেতে পারে।
সভাপতি হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মসজিদ কমিটির সভাপতি, স্থানীয় প্রশাসনের সভাপতি, দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীকে রাখা যেতে পারে।

ফোরকানিয়া মক্তব কার্যকরী কমিটি প্রতি মাসে একবার আলোচনা সভায় মিলিত হবে। মক্তবের অগ্রগতি, আয়-ব্যয় ও সমস্যা নিয়ে কমিটির সদস্যগন নিয়মিত আলোচনা করবেন।

কার্যকরী কমিটি ৯ জন অথবা ১১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। কমিটির তিনটি পদ-সভাপতি, সেক্রেটারী বা সচিব ও ট্রেজারারের পদ খুবই সুনিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

সাধারণ কমিটি

মক্তবের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যারা মক্তবের পরিচালনার জন্য নিয়মিত টাকা বা অন্য কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করবে, তারাই হবে এই সাধারণ কমিটির সদস্য।

জটিল কোন সমস্যার সমাধাণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মক্তব কার্যকরী কমিটি সাধারণ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ফোরকানিয়া মক্তব কার্যকরী কমিটি প্রতি বছর সাধারণ কমিটির কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করবেন। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ করে ঈদের মওসুমে এর আয়োজন করা যেতে পারে।

সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা মক্তবের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। এই শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে কোন অর্থ না নিয়েও সাধারণ কমিটির সদস্য করা যেতে পারে।

সাধারণ কমিটির সদস্য নয়, মক্তব বা মহল্লা এমন ব্যক্তিকে সাধারণ কমিটির সভায় উপস্থিত থাকার জন্য দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

উপদেষ্টা কমিটি

কাজের সুবিধার্থে ফোরকানিয়া মক্তবের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। অবশ্য কমিটির উপদেশসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে মক্তব কমিটির উপর।

পৃষ্ঠপোষক

শহর এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মক্তবের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে হিসেবে রাখা যেতে পারে। মক্তবের আয় বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ ভাবে সহায়ক হতে পারে।

মক্তব পরিচালনার জন্য তিনটি কমিটির কথা বলা হয়েছে। আসলে কাজ করবে কার্যকরী কমিটি। স্থানীয় জনসাধারণকে মক্তবের সঙ্গে জড়িত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। কার্যকরী কমিটিকে পরামর্শে এবং উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি উপদেষ্টা কমিটির। এই কমিটিতে বেশ শিক্ষিত, বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সম্পদশালী লোক থাকবেন যাঁরা বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারেন এবং আর্থিক সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করার মতো যথেষ্ট সময় দিতে পারবেন না।

কমিটির সদস্যগণের কয়েকটি আচরণ

মক্তবের ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি এবং ছাত্রদের লেখাপড়া কতটুকু সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে কমিটির সদস্যগণের উপর। কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তিগত চরিত্র যদি ভাল হয় এবং তাদের মধ্যে দলীয় সহযোগীতা থাকে, তাহলে মক্তবের কাজকর্ম অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে চলবে। তাই মক্তবের ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের পূর্বে নিম্নলিখিত কতকগুলো বিষয়ের প্রতি বিশেষ নযর রাখতে হবেঃ

কমিটির সদস্যগণকে অবশ্যই নামাযী হতে হবে।

ইসলামের হুকুম আহকাম পালনের ব্যাপারে যত্নবান থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যারা অন্যায়ভাবে উপার্যন করে, অপরের উপর জোর জুলুম বা অত্যাচার করে অথবা সমাজে নিন্দনীয় তেমন কাউকে কমিটির সদস্য না করাই ভাল।

কমিটির সদস্যদের মক্তবের ব্যাপারে খুবই আগ্রহশীল হতে হবে। মক্তবের ব্যাপারে উদাসীন এমন ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা আগ্রহশীল সাধারণ লোক মক্তবের বেশি খিদমত করতে পারেন।

গীবত, পরনিন্দা বা পেছনে পরচর্চা করে এমন কাউকে কমিটিতে না রাখাই উত্তম

কার্যকরী কমিটির নিয়মিত সভায় সকল সদস্যের অবশ্যই হাজির থাকা উচিত।

মক্তব ও মক্তব প্রাঙ্গন

বাংলাদেশের মসজিদসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণত দেখা যায় যে, কোন এলাকার একটি মসজিদ ঐ এলাকার অন্যান্য বাড়িঘর অপেক্ষা উন্নতমানের। যেমন কোন গ্রামে একটি পাকা বাড়ি না থাকলেও সেই গ্রামের মসজিদটি দালান হওয়া বিচিত্র নয়। অনুরূপভাবে মক্তব গৃহটির যাতে তার আশেপাশের বাড়িঘরের চেয়ে কোন অংশে নীচুমানের না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মক্তবের একটি পুকুর থাকা ভাল

মক্তবগৃহটি কতকগুলো ছোট ছোট কক্ষে বিভক্ত হওয়া উচিত। শ্রেণী বা পাঠসূচী অনুসারে কক্ষগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ছোট ছোট কক্ষের ব্যবস্থা থাকলে তা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় মনোযোগী করতে সাহায্য করে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রস্রাব পায়খানা রাস্তা, খাল বা নদীর পাশে তৈরী করা হয়। এর ফলে পথচারীদের খুবই অসুবিধা হয়। তাই প্রস্রাব পায়খানার ঘর এমন জায়গায় বা এমনভাবে নির্মাণ করা উচিত, যাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয়।

প্রস্রাব পায়খানা শেষে অনেকে কুলুক ব্যবহার করেন। তাই-প্রস্রাব পায়খানার পাশে কোথাও কুলুকের ব্যবস্থা থাকা ভাল।

মক্তবের চারপাশে বেড়া থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে বাশের কঞ্চি দিয়ে বেড়া তৈরী করা যেতে পারে।

মক্তবের একটি গেট থাকবে। সেটি তেমন জাঁকজমকপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সেটা এমন হবে, যাতে সেটাকে মক্তবের প্রবেশপথ বলে সহজে বোঝা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মক্তবের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আগাছামুক্ত রাখতে হবে। শুধু মক্তব গৃহ নয়, মক্তবের প্রাঙ্গণও প্রতিদিন ঝাড়ু দিতে হবে। এ কাজে মক্তবের ছাত্রদেরকে প্রতিযোগীতা মূলক ভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

মক্তবের প্রাঙ্গণে অনেক সময় কচু গাছ, ন্যাংড়া/চোরাকাটা গাছ, হলকা গাছ ইত্যাদি প্রকার ছোট ছোট গাছ জন্মে। মূলসুদ্ধ এসব গাছ তুলে ফেলতে হবে।

মক্তবের প্রাঙ্গণ এমনভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে প্রাঙ্গণের ছাত্রদের বসিয়ে সূরা মুখস্থ, সংখ্যা গুনা, নামতা প্রভৃতি ক্লাসের ব্যবস্থা করা যায়।

আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ফোরকানিয়া মক্তব কারও বাড়িতে না হয়ে মসজিদ অথবা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মক্তবের সঙ্গে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়া আবশ্যক। এর ফলে বর্ষা এবং অন্যান্য মওসুমে ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে মক্তবে আসা যাওয়া সহজ হবে।

মক্তবের সন্নিকটে একটি প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থাকা আবশ্যক।
ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সহজে ওযু করতে পারে, সে ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মক্তবের আশেপাশ বিভিন্ন জাতের ফল ফলাদিও গাছ লাগানো যেতে পারে। সম্ভব হলে মক্তব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের মওসুমী শাক-সবজী চাষ করা যেতে পারে। তা না হলে অন্তত মক্তব প্রাঙ্গণ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। মক্তবের ছাত্ররা নিজ হাতে এ সব করতে পারে।

মক্তবে বা মক্তব প্রাঙ্গনে গরু-ছাগল বাঁধতে দেওয়া উচিত নয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, ছেলেরা মক্তবে থুথু ফেলে। সাধারণত সুরুচিপূর্ণ শিক্ষার অভাবেই ছাত্ররা এরূপ করে থাকে। শিক্ষকগণ প্রথম থেকেই ছাত্রদের এ ব্যাপারে শিক্ষিত করে তুলবেন।

মক্তবের শিক্ষক বা অন্য কেউ কখনও মক্তব গৃহ বা মক্তব এলাকায় পানের পিক ফেলবেন না।

মক্তবকে বিভিন্ন মসজিদের ছবি বা কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসম্বলিত সুন্দর পোস্টার দিয়ে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে।

মক্তব বা মক্তব প্রাঙ্গণকে কখনও তাসের আসর বা গল্পের আড্ডাখানা হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেওয়া উচিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবর্ষ ও সময়সূচী

ইংরেজি ক্যালেন্ডার হিসাবে মক্তবের শিক্ষাবর্ষ ধরা যেতে পারে অর্থাৎ ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারী (পৌষ) এবং বছর শেষ হবে ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসে।

শুক্রবার মক্তব বন্ধ থাকবে।

কোন পূজা-পার্বণ বা অন্য কোন ধর্মের উৎসব উপলক্ষে মক্তব বন্ধ থাকবে না অর্থাৎ শুধুমাত্র মুসলমানদের উৎসব অনুষ্ঠানাদির সময় মক্তব বন্ধ থাকবে।

মক্তবের ক্লাস প্রতিদিন সকালে বসবে

ক্লাসের নির্দিষ্ট সময়সূচী মক্তব কমিটি ঠিক করবে। তবে সাধারণ হিসাবে বেলা ওঠার আধ-ঘন্টার মধ্যে ক্লাস বসা উচিত।

মক্তবে প্রতিদিন তিনটি ক্লাস হবে এবং ক্লাস চলবে ২ ঘন্টা।

ক্লাস রুটিন

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মক্তবেও একটি রুটিন থাকা উচিত মক্তবের ক্লাস পরিচালিত হবে রুটিন অনুসারে । এতে করে শিক্ষার মান উন্নত হবে বলেই আশা করা যায়। রুটিন তৈরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবেঃ

মক্তবের প্রতিটি ক্লাসে মোট তিনটি পিরিয়ড হবে। প্রতিটি পিরিয়ডের সময়সীমা হবে ৪০ মিনিট।

প্রতি ক্লাসে অবশ্যই আরবী ইসলামিয়াত পড়তে হবে।

পরবর্তী ক্লাসমূহে বাংলা/অংক পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে।

কুরআন ক্লাসে আরবী/ইসলামিয়াত পড়াবার জন্য এক ঘন্টা সময় থাকবে।

যে সব ছাত্র স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তাদের জন্য বাংলা পড়ানো অনাবশ্যক । কিন্তু দোয়া-দরূদ প্রভৃতি বিষয় অবশ্যই পড়াতে হবে।

ক্লাস শেষে সমবেত কণ্ঠে দোয়া-দরূদ,ছড়া, নামতা প্রভৃতি বিষয়ে অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

সপ্তাহে ক্লাস শেষে দু'দিন শরীরচর্চার ব্যবস্থা থাকবে।

পরীক্ষা

ছাত্রদের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, তারা কতটুকু শিখতে পেরেছে, তা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাই পরীক্ষাকে কখনও ভয়ের কারণ হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে এটা পড়াশোনার অগ্রগতি ও মূল্যায়নের জন্য আবশ্যক । তা ছাড়া শুধুমাত্র পুঁথিগত

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার মধ্যে পরীক্ষাকে সীমিত রাখা উচিত নয়। ছাত্রদের আচরণ কতটুকু পরিবর্তন ও উন্নতমানের রচনা আকারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ফোরকানিয়া মক্তবের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ পদ্ধতি গোটা বিষয়ের উপর ছাত্রদের পড়াশোনা কেমন হয়েছে, তা নিরূপণে সাহায্য করে।

আদর্শ শিক্ষকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

শিক্ষকদের ফরয, ওয়াযিব, সুন্নাতসমূহ পালনের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হতে হবে।

তাদের পোশাক পরিচ্ছদ দামী বা মূল্যবান হওয়াটা শর্ত নয়। কিন্তু পোশাক থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কথাবার্তার হতে হবে রুচিশীল ও ভদ্র। আচরণ হবে মার্জিত ও নম্র।

শিক্ষকদের উচ্চারণ হবে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ। হাতের লেখা হবে সুন্দর ও ঝকঝকে।

ওয়াদা পালন ও ক্লাসে উপস্থিতির ব্যাপারে তাদের হতে হবে নিষ্ঠাবান ও সময়ানুবর্তী।

ছাত্রসংখ্যা বাড়ানোর প্রতি শিক্ষকগণ নযর রাখবেন। স্বরণ রাখতে হবে যে, যে সব মক্তবের শিক্ষকগণের ব্যক্তিত্ব উন্নত, যোগ্যতা বেশি এবং লেখাপড়া ভাল হবে, সে সব মক্তবে ছাত্রসংখ্যা বেশি থাকে।

মক্তবের স্বার্থ, মক্তবের উন্নতি ও সুনামের ব্যাপারে শিক্ষকগণ সব সময় যত্নবান সজাগ থাকবেন।

গীবতকারী ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র বা দলাদলি করে এমন কাউকে শিক্ষক হিসাবে রাখা উচিত নয়।

এ-বাড়ি সে-বাড়ি দাওয়াত গ্রহণ এবং মক্তবের কাজে অবহেলা করে অতিরিক্ত উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি না রাখাই বাঞ্ছনীয়।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

কোন শিক্ষকের হঠাৎ করে চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাকে অন্তত ২/১ মাসের নোটিশ দিতে হবে যাতে করে মক্তব কর্তৃপক্ষ মক্তব পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

মক্তবে একাধিক শিক্ষক থাকলে একজনকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। তিনি মক্তবের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

অন্যান্য শিক্ষকের কার কি দায়িত্ব হবে তাও ঠিক করে দিতে হবে। যেমন বেতন আদায়, চাঁদা সংগ্রহ, ছাত্রদের উপস্থিতি, মক্তব প্রাঙ্গণ রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি কাজ শিক্ষকগণের মধ্যে বন্টন করে দিলে মক্তবের সুষ্ঠু পরিচালনা সহজ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মক্তবের শিক্ষকের বিদায় বা অবসর গ্রহণকালে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত । শিক্ষকের মহান সেবার স্বীকৃতির জন্য এটা প্রয়োজন । তাছাড়া নতুন শিক্ষকের আগমনকালে ও অনুরূপ অনুষ্ঠান হলে ভাল হয়।

মক্তবের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এই প্রশিক্ষণ পি.টি আই-এর অনুকরণে হতে পারে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে।

শিক্ষক সংখ্যা

মক্তব কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। দ্বীনি ইলম প্রচার করাই এর মূল উদ্দেশ্য । সে কারণেই ছাত্রসংখ্যা বা মক্তবের সাজগোজ দেখেই একটি মক্তবের ভাল মন্দ বিচার করা ঠিক নয়। মক্তবের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, ছাত্ররা কতটুকু শিখতে পারছে, সেটাই হলো বড় কথা। সেজন্য মক্তবের ছাত্রসংখ্যার সাথে শিক্ষক সংখ্যার একটি মিল থাকতে হবে। সাধারণত একজন শিক্ষকের পক্ষে ৩০ জনের বেশি ছাত্রকে পড়ানো সম্ভব হয় না। তাই মক্তবে প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য একজন করে শিক্ষক থাকা উচিত

বেতন ভাতা

আমাদের দেশে যারা মক্তবে শিক্ষকতা করেন, তাদেরকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সমাজের উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমাদের দেশে লেখাপড়া জানে এরূপ লোকের সংখ্যা শতকরা ২২ জন এবং এজন্য সরকারের বাৎসরিক খরচের পরিমাণ প্রায় দু'শো কোটি টাকা,অথচ কুরআন শরীফ না বুঝে শুধুমাত্র দেখে পড়তে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা ১৫/১৬ জন। এজন্য সরকারী অনুদানের পরিমাণ খুবই সামান্য। কুরআন শরীফ পড়ার এ শিক্ষা তারা লাভ করেছে প্রধানত মক্তব থেকে। দ্বিতীয়ত আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি, তাদের অনেকেরই উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী অশুদ্ধ ও ভুল । কিন্তু যারা কুরআন শরীফ পড়তে জানেন, তাদের অধিকাংশেরই উচ্চারণ তুলনামূলকভাবে সুন্দর ও শুদ্ধ । উচ্চারণগত এই কৃতিত্বটুকু প্রধানত মক্তবের শিক্ষকদের প্রাপ্য।

বস্তুত এতসব কারণেই মক্তবের শিক্ষকদের কখনও খাটো করে দেখা উচিত নয়। আল্লাহর কাছে এদের মর্যাদা অনেক বেশি। এবং সে কারণেই মক্তবের শিক্ষকদের বেতন/ভাতা সম্পর্কে খুবই যত্নবান থাকতে হবে।

মক্তবের শিক্ষকদের উপযুক্ত সম্মানী দিতে হবে। উপযুক্ত সম্মানী ও বেতন দিলে বাড়তি উপার্জনের প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত সুযোগ হিসাবে মক্তবের শিক্ষকদের থাকা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
মক্তবের শিক্ষকদের ইমাম মুয়াজ্জিন হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মক্তব কমিটির পক্ষে শিক্ষকদের বেশি বেতন দেওয়া সহজ হবে।
তা'ছাড়া ঈদ ও ধর্মীয় উৎসরের সময় শিক্ষকদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
শিক্ষকদের বেতন মাস শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রদান করা উচিত।
শিক্ষকদের বেতন রেজিস্টারের মাধ্যমে প্রদান করা উচিত।[৩]

এ রকম শত শত ফোরকানিয়া মাদ্রাসা রংপুর জেলার বিদ্যমান। জেলায় এমন কোন এলাকা বা গ্রাম পাওয়া যাবে না যেখানে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা নেই। সমস্ত ফোরকানিয়া মাদ্রাসা আরবী ভাষা ও প্রাথমিক ইসলামি জ্ঞান বিস্তারে ব্যাপক অবদান রেখে চলছে।

হাফিজিয়া মাদরাসা

দেশে ইসলামী শিক্ষার অন্য একটি ধারা হলো কুর'আন মজীদ হিফজকরণ। যে সকল প্রতিষ্ঠানে হিফজ করানো হয় সে সব প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় হিফজ খানা বা হাফিজী মাদরাসা।

হিফজ শব্দটি 'আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হলো মুখস্ত করা। এ পদ্ধতিতে পূর্ণ কুর'আন মুখস্ত করা হয় বলে একে হিফজ নামে অভিহতি করা হয়। আর যারা পবিত্র কুর'আনের হিফজ সম্পন্ন করে তাদেরকে বলা হয় 'হাফিজ'। রাসূল সা,-এর যুগ থেকে এর প্রচলন হয়ে আসছে। তৎকালীন সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইলের মারফতে ওহী প্রক্রিয়ায় যে সব আয়াত সাহাবীদের শোনাতেন তা তারা বারংবার পুনরাবৃত্তি করে স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ করে রাখতেন। পরবর্তীতে এ ধারার অনুকরণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে হিফজ শিক্ষা একটি সুনির্দিষ্ট স্বীকৃত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর শিক্ষাক্রম বর্ষভিত্তিক সুনির্দিষ্ট থাকে না। হিফজকারীর মেধা, স্মৃতি শক্তি, মননশীলতা, অধ্যাবসায় ও সময়ের উপরই তা নির্ভরশীল। তাই দেখা যায় একই সাথে যারা হিফজ শুরু করেন তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিক মেধাবীগন অন্যদের তুলনায় অনেক আগেই তার হিফজ সমাপ্ত করতে পারে। গড়ে ৩-৪ বছর সময়ে হিফজ সমাপ্ত করা হয়ে থাকে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনরূপ বোর্ডের আওতাভুক্ত নয়। সম্পূর্ণ বেসরকারী । স্থানীয় জনগণের দান খয়রাতের উপরই এগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। হিফজ করার বয়স হলো বাল্যকাল। কারণ শিশুদের মেধা হিফজের জন্য অধিকতর কার্যকরী।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদশে প্রতিষ্ঠা লাভের পর হাফিজিয়া মাদরাসার এ রীতি পূর্বের ন্যায় চলে আসছে। ১৯৭১ সালে হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যা কত ছিল, এর সঠিক বিবরণ জানা না গেলেও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে হাজার হাজার হাফিজিয়া মাদরাসা পবিত্র কুর'আনের খিদমত করে আসছিল-এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১৯৯৮ সালের বাংলাদেশ মসজিদ জরিপের এক তথ্যে জানা যায়, বর্তমান মসজিদ কেন্দ্রীক হিফজখানার সংখ্যা ১৫৯১ টি।[৪] এ ছাড়া স্বতন্ত্র হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যাও কয়েক হাজার হতে পারে। আর এ সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। হাদীস শরীফে হিফজকারীর বহু ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে । ফলে কুর'আনের হাফিজ ও হাফিজিয়া মাদরাসার মর্যাদায় আসীন হয়েছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে হিফজুল কুর'আন বিষয়কে দাখিল স্তরে একটি বিধিবদ্ধ বিভাগের মর্যাদা দিয়েছে এবং এর জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। যা মাধ্যমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত।

হাফিজিয়া মাদরাসার ক্রমবৃদ্ধি ওহীর শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আন্তরিকতার প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়া প্রতি রমযানে মাসে হাফিজগণের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষ পুরো কুর'আন একবার বিশুদ্ধভাবে তারাবীহের নামাযে শুনার সুযোগ পায়।

রংপুর জেলার প্রতিটি উপজেলায় শহরে গ্রামে গঞ্জে অসংখ্য হাফিজিয়া মাদ্রাসা রয়েছে । এ সমস্ত মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার্থীরা প্রবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্ত করে আরবী ভাষা ইসলামি জ্ঞান অর্জন করে দেশের আনাচে কানাচে ইসলামি শিক্ষা প্রচারে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. বাংলাদেশ মসজিদ জরিপ, ঢাকা : ইফাবা, (ইমাম প্রশিক্ষন একাডেমী), ২০০০, পৃ ১৩।
২. Statistival Yearbook of Bangladesh Bureau of statistics, Ministry of plan Bangladesh, 1990, p 546
৩. মুহাম্মদ লুতফুল হক, ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি।
৪. বাংলাদেশ মসজিদ জরিপ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে রংপুরের ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। বিশ শতকের ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী একাডেমী ও বায়তুল মুকাররম মসজিদ সোসাইটি একীভূত করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বেয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সদস্য সচিব।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১ জন সচিব, ১৪ জন পরিচালক, ৪ জন প্রকল্প পরিচালক (মউশিক, মসজিদ পাঠাগার, জমিয়াতুল ফালাহ এবং বিভাগীয়, জেলা ও ইমাম প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ) এবং ১জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি বিভাগ/প্রকল্প প্রধান।

জনবল

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতে জনবল রয়েছে। কেবল রাজস্ব খাতে জনবল ১৪১২ জন।

তহবিল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর তহবিল হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং রাজস্ব সম্পদ ও অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্ত-বায়ন করে আসছে। কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয়বিধ কার্যক্রম রয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ১২ টি বিভাগ, ৪টি বিভাগীয় ও ৬৪ টি জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ৩১ টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র এবং ৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যম বাস্তবায়িত হচ্ছে। কোন কোন বিভাগের একাধিক শাখা ও রয়েছে।

প্রশাসন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর যাবতীয় প্রশাসনিক ও সংস্থাপন কাজ, বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও মার্কেট পরিচালনা, বোর্ড অব গবর্নরস্সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন এ বিভাগের কাজের আওতাভুক্ত। সচিব এ বিভাগের প্রধান। সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত উপ-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমন্বয় বিভাগ

সমন্বয় বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অন্যতম প্রধান বিভাগ। সমন্বয় বিভাগের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যলয়সহ মাঠ পর্যায়ের বিশেষভাবে বিভাগীয় ও জেলা কার্যলয়সমূহের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও পর্যালোচনা করা হয়। এ বিভাগের অন্যান্য প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এবং দায়িত্বসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

জাতীয় পর্যায়ে শিশু-কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বাস্তবায়ন, ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস পালনসহ সমন্বয় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা কার্যালয়গুলো জেলা প্রশাসকগণকে সহায়তা ছাড়াও উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় অংশগ্রণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, জেলা পর্যায়ে চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম এবং যাকাত সংগ্রহ ইত্যাদি বিভাগীয় ও জেলা কার্যলয়ের মাধ্যমে সম্পাদন, অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রশিক্ষণার্থী ইমাম বাছাই ও তাদের কাজের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান, মসজিদভিত্তক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এ ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন, বই বিক্রয়, জাতীয় টিকা দিবস, পরিবেশ ও বনায়ন, এইডস ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে মুসল্লীগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাসহ প্রস্তাবিত যাবতীয় কাজ। পরিচালক, সমন্বয় মহাপরিচালকের অধীনে এই বিভাগের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন, এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষন, বাজেট প্রণয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন বাস্তবায়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরিচালক, অর্থ ও হিসাব এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিকল্পনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকরণ, পরীবিক্ষণ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা এ বিভাগের কাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করাও পরিকল্পনা বিভাগের কাজের আওতাভুক্ত। এ ছাড়া, এ বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পের এডিপি প্রণয়ন, পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি প্রণয়ন, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করে ধর্ম মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএম ইডি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিচালক, পরিকল্পনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

যাকাত বোর্ড

১৯৮২ সালে ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যাকাত বোর্ড পরিচালনা করার জন্য দেশের খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। সরকার কর্তৃক যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুস্থদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে (১) টঙ্গী শিশু হাসপাতাল, (২) সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, (৩) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ, (৪) মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, (৫) রিকসা/ভ্যান ও সেলাই মেশিন প্রদান, (৬) বিধবা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগী/গরু-ছাগল প্রদান, (৭) নদী ভাংগন এলাকায় গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ, (৮) মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান, (৯) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে পুজি প্রদান ইত্যাদি। প্রধাণত দুস্থ অসহায়দের পুনর্বাসনে সহায়তা দেওয়াই গৃহীত কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য।

১৯৮৪ সাল হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত এ সমস্ত কর্মসূচীর আওতা ৪,৬৩,৯১১ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান, ৯০৩৬ জনকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫,৫৫৩ জনকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান, ৫,৯৬৮ জনকে বৃত্তি প্রদান, ১,১৭১ জনকে রিকসা/ভ্যান ও সেলাই মেশিন প্রদান, ৪,১০৬ জনকে হাঁস-মুরগী

Dhaka University Institutional Repository

ও গরু-ছাগল প্রদান, ১,৫১৮ জনকে গৃহ নির্মাণ, ২১ জনকেমটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও ৯৫ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুজি প্রদান করা হয়।

ইসলামিক মিশন

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সেবা ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা, যেমন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুস্থ ও দরিদ্র জনগণেকে হালাল জীবিকা অর্জনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গরীব ও সহা সম্বলহীন জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সুদমুক্ত ঋণদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান, এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং মসজিদভিত্তিক মক্তব ও নৈশ মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও নামায শিক্ষা প্রদান, তাফসীর অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা ; মুবাল্লিগ, নওমুসলিমও মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে স্বাবলম্বী করা, ইসলামী মূল্যবোধে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপন প্রণালী প্রবর্তনে জনগণকে সহায়তা এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ২৮ টি জেলায় ৩১টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে উল্লিখিত কর্মসূচীসমূহ বাস্ত বায়িত হচ্ছে। তাছাড়া এ বিভাগের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বায়তুল মুকাররমে একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে (৪০% রেয়াত) ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সকল প্রকার রোগ নিরূপনী পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে । এ ছাড়াও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আগত মুসল্লীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিচালক, ইসলামিক মিশন এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যোবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণ সভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বর্পর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ মাহফিল, ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয়ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হিফজ প্রতিযোগিতার

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজনসহ ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে বিচিত্র কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এ ছাড়াও এ বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে ফিতরা নির্ধারণ ও ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে থাকে। জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির যাবতীয় আয়োজন এ বিভাগ থেকে হয়ে থাকে। এ কমিটি গঠিত হয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে । এ কমিটিতে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, আবহাওয়াবিদ, গণিতজ্ঞ এবং উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাগন রয়েছেন। ধর্মমন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এর সভাপতি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এর সদস্য সচিব । দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মহিলা শাখা নারী সমাজের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং আদর্শ ও মূল্যোবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ শাখা প্রতি বছর তাফসীর মাহফিল, মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুষ্ঠান, মাসলা মাসায়েল সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ ছাড়াও দুস্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে এবং মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। মহিলা শাখায় মহিলাদের লেখা পড়ার জন্য একটি লাইব্রেরীরও ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগের অধীনে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদান এবং সদনপত্র ও বিভিন্ন দলিলপত্র অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ৩০ পারা কুরআনের তিলাওয়াত ও তরজমাসহ সংক্ষিপ্ত তাফসীরে সংকলিত ক্যাসেট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যায়। পরিচালক, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি এই বিভাগরে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রকাশনা বিভাগ

ইমলামের মৌলিক বিষয়বলী, কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত, মহানবী (সা)-এর সীরাত ও হাদীস সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামের আইন ও দর্শন, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, ইসলামী অর্থনীতি, নারী, যৌতক, মানকবাধিকার ও শিশু-কিশোর উপযোগী চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত ৩০৩৫ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে এ বিভাগ থেকে 'অগ্রপথিক' ও 'সবুজ পাতা' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত পুস্তকসহ অন্যান্য সকল বিভাগের প্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের কাজ এই বিভাগ থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনর্মুদ্রণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে কুরআনুল করীমের বাংলা অনুবাদের ৩৪তম মুদ্রণ হয়েছে। কোরআনে তাফসীর, সীরাত, জীবনীগ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থগুলো ২ থেকে ১২ বার পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করাও এ বিভাগের দায়িত্ব। গত বছর নীট ৩ কোটি ৬৫ লাখ টাকার বই বিক্রি করা হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকের ষ্টোর ব্যবস্থাপনা কাজও এ বিভাগ করে থাকে। পরিচালনা, প্রকাশনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক। তিনি এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণা বিভাগ

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও প্রকাশনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান ও কারীগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মূলবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, জরুরী ফতুওয়া ও মাসাইল বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসের গ্রন্থনা, হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত গবেষণা, আরবী-বাংলা ও বাংলা আরবী অভিধান প্রণয়নসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ১১৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিগত ৪৫ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পরিচালক, গবেষণা এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে ভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ, ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সংকলন করা এই বিভাগের কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহর পূর্ণাঙ্গ সেট, যেমন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তাজরীদুস সিহাহ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ হাদীস) ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, আল-হিদায়া এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি অন্ত), সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম এবং আসাহুস সিয়ার, সীরাতুল মুস্তফা-এর বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে মোট ৩১২টি পস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসনাদে আহমদ, এলাউস সুনান, ফিকহুস সুনান ও জামউল ফাওয়ায়েদ ইতোমধ্যে অনূদিত হয়েছে। তাফসীরে কাবীর ও 'তাফসীরে রুহুল মা'আনী এবং সাফাওয়াতুত তাফসীর-এর অনুবাদ চলছে। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের দায়িত্বে একজন পরিচালক রয়েছেন।

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবিগন কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্য ভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত ইসলাম ও ইসলামী বিষয়াবলী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বাংলায় প্রকাশের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলায় ২ খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষসহ ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এর ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। চলতি প্রকল্পের আওতায় সীরাত বিশ্বকোষ নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্ত আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান পাবে। ইতিমধ্যে এ কার্যক্রমের আওতায় ১২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো ৩টি খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী

ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মসজিদের ইমামগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, পশু-পাখি পালন ও মৎস্য চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, বৃক্ষরোগপণ ও গবাদি পশু চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এ ছাড়াও ইউএনএফপি-এর অর্থানুকূল্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য প্রজনন, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, এইডস প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, জেণ্ডার ইকুইটি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইমামগণ প্রশিক্ষণ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। একাডেমী ১৯৭৯ সাল থেকে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে আজ অবধি দেশের মোট ৫৪,৯৮৫ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ১৪,৯২০ জন ইমামকে রিফ্রেশার্স কোর্স প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান ও নৈতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ পর্যন্ত মোট ২৭২ জন কর্মকর্তা এবং ৭৭৮ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একজন পরিচালক ১৯৫ জন কর্মকর্তা- কর্মচারীর সহযোগিতায় একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীতে সর্ববৃহৎ পবিত্র কোরআনুল করীম, হযরত উসমান (রা)-এর সময়ের হাতে লেখা কুরআন, অন্ধদের জন্য ব্রেইলি কুরআন শরীফসহ অন্যান্য কুরআন শরীফ, তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য, যথাঃ ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন ও বিচারসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর লক্ষাধিক বই রয়েছে । এ লাইব্রেরীটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক লাইব্রেরী হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। একজন লাইব্রেরীয়ান এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি লাইব্রেরীতে অটোমেশন কার্যক্রম অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

যাবতীয় লাইব্রেরী সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া লাইব্রেরীর জন্য ওয়েবসাইটি চালু করে লাইব্রেরীকে দেশ বিদেশের পাঠকদের নাগালে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে যে কোন দেশের যে কোন স্থান থেকে যে কোন পাঠক ইন্টারনেট- এর মাধ্যমে এখান থেকে লাইব্রেরী সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানা

ইসলামী গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর নিজস্ব একটি ছাপাখানা রয়েছে। বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ৯.৯৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রেসের কাজের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রেসের জন্য আলাদা দোতলা একটি ভবন নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। নতুন এবং পুরাতন মেশিনারিজ নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। এতে প্রেসের কর্মচারীদের কাজের পরিবেশগত যথেষ্ট সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। মেশিন, কম্পিউটার, ক্যামেরা, প্লেট ও প্রসেস বিভাগের প্রয়োজনীয় শীতাতপ যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। কর্মচারী/শ্রমিকদের কাজের পর্যবেক্ষণগত সুবিধা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইনশাআল্লাহা এই লাভ আরও বৃদ্ধি পাবে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর জন চাহিদাপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম জানুয়ারী ১৯১৩ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত (৪র্থ পর্যায়ে) চলমান রয়েছে। সরকারী নিয়মানুসারে প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ে ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চলে। এ পর্যায়ে মোট ৭৪,৮৮০ জন শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা থাকলেও জন চাহিদার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত আরও ১৯,৯১০ জন সহ মোট ৯৪,৫৯০ জন শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলে ১ম পর্যায়ে সফলতা দাড়ায় ১২৬%। তদ্রূপ দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলমান প্রকল্পটির পিপি অনুযায়ী মোট ৬,১১,৫২০ জন শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও জনচাহিদার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ১,১২,৩২০ জন

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীসহ মোট ৭,২৩,৮৮০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়। এ পর্যায়ে সফলতার হার ছিল ১১৮%। প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম ১ম ও ২য় খণ্ড পর্যায়ে সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর দুই পর্যায়ে কার্যক্রমের সফলতার প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন এবং প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটি সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন। প্রেক্ষিতে, জুলাই ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল মেয়াদে সম্প্রসারিত আকারে তয় পর্যায়ে প্রকল্প গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে সারা দেশে ১২,০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পাঠদানে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৬,৩৩,৬০০ জন। সেইসাথে ৭০৪টি মডেল ও জীবনব্যাপী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় । প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ১২,০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬,৩৩,৬০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও অতিরিক্ত আরও ৯,৪৪০ জন সহ সর্বমোট ১৬,৪৩,০৪০ জন অর্জিত সাফল্যের হার দাড়ায় ১০১%। উল্লেখ্য, ধারাবাহিকভাবে চলমান এ প্রকল্পটির আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ৬৪ টি জেলায় মোট ২৫৬টি উপজেলায় কার্যক্রম চালু ছিল। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রকল্পটি ৪র্থ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে। জানুয়ারী ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের মেয়াদের প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক কেন্দ্র পরিচালনার পাশাপাশি কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পে দেশের মোট ৪৭৯টি উপজেলায় ১৮,০০০ প্রাক-প্রাথমিক, ৭৬৮টি বয়স্ক ও ১২,০০০ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানকে অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে সারাদেশে ৪৭৯টি মডেল রিসোর্স সেন্টার ও ৯৯৫টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব রিসোর্স সেন্টার পাঠাগার হিসাবে ব্যবহৃত হলেও প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ে সাব-অফিস হিসাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে নব্যস্বাক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত ও সাধারণ গ্রামীণ পাঠক তাদের আয়বর্ধক, দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক নানা ধরণের সামাজিক কুসংস্কার মুক্ত, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও শিষ্টাচার মণ্ডিত জীবন গড়ে তোলার উপযোগী বই পাঠের সুযোগ পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, ৪র্থ পর্যায়ে প্রকল্পের (২০০৬-২০০৮) আওতায় কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১৬,৭৭,৬০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ১২,০০০ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১২,৬০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে । সার্বিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের এজন্য একটি সুসংগঠিত মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ ও শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের ভিত্তি রচনা করাসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। একজন প্রকল্প পরিচালক এই প্রকল্পটির দায়িত্বে আছেন।

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এর কার্যক্রম ১৯৭৮-১৯৭৯ অর্থ বছরে গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ২২,৪৪২টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৮,৮০০ বিদ্যমান পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে এবং ৩,৫০০টি নতুন পাঠাগারে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য আলমারী ও শোকেস প্রদান করা হয়েছে। সমাজে জনগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনুল করীম ও ইসলামী পুস্তকের পাঠাভাস গড়ে তোলা, তার নৈতিক অবক্ষয় রোধ, ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রকল্পটির বর্তমান আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ১৮৬১.০০ লক্ষ টাকা। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের জন্য এডিপি বরাদ্দ ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের একজন প্রকল্প পরিচালকসহ মোট জনবলের সংখ্যা ১৫ জন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ রংপুর শাখা

১৯৮১ সালের ১৫ই জানুয়ারী রংপুর জেলা ইসলামী শিক্ষার প্রচারে ও প্রসারের লক্ষ্যে রংপুর শহরের ষ্টেশন রোর্ডের ধারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের রংপুর শাখা স্থাপিত হয়। জনাব মোঃ সিরাজুল হক সহকারী পরিচালক উক্ত ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ও পরর্বতী উপরিচালকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, ইমাম প্রশিক্ষন একাডেমী, মসজিদ পাড়া পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর সদর উপজেলা সহ সবকটি উপজেলায় ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে উক্ত ফাউন্ডেশনের প্রধান গণের নাম, পদবী সহউল্লেখ করা হল

নাম	পদবী	মেয়াদকাল
মোঃ সিরাজুল হক	সহকারী পরিচালক	১৬/১/৮১-১০/১/৮২
মোঃ শামসুদ্দোহা	মহা-পরিচালক	১১/১/৮২-১৯/২/৮৬
মোঃ শামসুদ্দোহা	উপ-পরিচালক	২০/২/৮৬-২৩/২/৯১
মোঃ ফজলুল হক	উপ-পরিচালক ভারপ্রাপ্ত	২৩/২/৯১/-৩১/১০/৯২
মোঃ জিল্লুর রহমান	উপ-পরিচালক (চঃদাঃ),	২৫/১০/৯২-২৪/১২/৯৪
মুহাম্মদ আব্দুর রহিম শেখ	উপ-পরিচালক	২২/১২/৯৪-৭/১০/৯৫
মুহাম্মদ আঃ রউফ	উপ-পরিচালক (চঃদাঃ)	৮/১০/৯৫-১৭/৭/৯৭
শেখ সাইদ আহমেদ	উপ-পরিচালক	১৭/৭/৯৭-৩০/৯/৯৮
মোঃ আঃ বাজজাক	উপ-পরিচালক (চঃদাঃ)	৩০/৯/৯৮-৯/১২/২০০১
মোহাম্মদ আবুল কালাম	উপ-পরিচালক	৯/১২/২০০১

রংপুর জেলার মসজিদভিত্তিক নুরানী পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম এর শিক্ষক ও কেন্দ্র তালিকা

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নামঃ	শিক্ষকের নাম	উপজেলার নামঃ
১.	দক্ষিণ খলিফাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রহমান	রংপুর সদর
২.	ডাংগীর পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সেন্দার আলী	”
৩.	পার্বতীপুর জামে মসজিদ	মোঃ মমিনুর রহমান	”
৪.	দক্ষিণ কেল্লাবন্দ জামে মসজিদ	মোঃ ওবায়দুল্লাহ	”
৫.	পশ্চিম লাকী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ার হক শাহ	”
৬.	ইসলামপুর জামে মসজিদ	মোঃ আবু তালেব	”
৭.	ধাপ চিকলী ভাটা জামে মসজিদ	মোঃ জুলফিকার আলী	”
৮.	শেখটারী তোফদাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
৯.	জলছত্রহাট জামে মসজিদ	মোহঃ আজাহার আলী	”
১০.	রবার্টসনগঞ্জ জামে মসজিদ	মোঃ মনজুর হোসেন	”
১১.	কুঠিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মমিনুর রশিদ	”
১২.	পাটবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”
১৩.	সাজাপুর জামে মসজিদ	মোঃ তাজুল ইসলাম	”
১৪.	পুর্ব আশরতপুর	মোঃ তারাজুল ইসলাম	”
১৫.	ঘাবিবিয়া জামে মসজিদ	মোঃ জয়নুল আবেদীন	”
১৬.	মধুপুর মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ জিয়ারুল হক	”
১৭.	ছোট মটুকপুর জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”
১৮.	বড়মটুকপুর জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুর রহমান	”
১৯.	কাটিহারা হাজীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনছার আলী	”

Dhaka University Institutional Repository

২০.	নীল কণ্ঠ মাষ্টার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ হামিদ	”
২১.	বীরভদ্র বলাটারী জামে মসজিদ	মোঃ আবদুল ওয়াহিদ	”
২২.	পশ্চিম বাবু খাঁ জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
২৩.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার মসজিদ	মোঃ জিল্লুর রহমান	”
২৪.	শিবপুর বহুরাজপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোহেব্বুল ইসলাম	বদরগঞ্জ
২৫.	দক্ষিণ শিবপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল হক	”
২৬.	উত্তর বাওচন্ডি কাজী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	”
২৭.	দক্ষিণ মমিনপুর মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মশিউর রহমান	”
২৮.	মমিনপুর দলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাজেদুল করিম	”
২৯.	মধুপুর লস্করপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল হালিম	”
৩০.	মধুপুর শালবাগান জামে মসজিদ	মোঃ আনছরুল হক	”
৩১.	মধুপুর কচুয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হাবিবুর রহমান	”
৩২.	মধুপুর দলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল মালেক	”
৩৩.	ধর্মপুর দিঘলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”
৩৪.	চেংমারী জামে মসজিদ	মোঃ হাফিজুর রহমান	”
৩৫.	সন্তোষপুর ইয়ামুল্লা পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমজাদ হোসেন	বদরগঞ্জ
৩৬.	সন্তোষপুর ডাংগাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সামছুল হক	”
৩৭.	সন্তোষপুর মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ লুৎফর রহমান	”
৩৮.	সন্তোষপুর পাতাইপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	”
৩৯.	রাজারামপুর ধনতোলা রাজারামপুর	মোঃ খাজা মিয়া	”
৪০.	রাজারামপুর মাষ্টার পাড়া রাজারামপুর	মোঃ ইয়াকুব আলী	”
৪১.	রাজারামপুর কাশীগঞ্জ রাজারামপুর	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	”
৪২.	রাজারামপুর কাশীগঞ্জ পুর্বপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাজেদুল ইসলাম	”
৪৩.	উত্তর বাওচন্ডি পাকের মাথা জামে মসজিদ	মোঃ মমিনুল ইসলাম	”
৪৪.	ফেসকীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ এরশাদ হোসেন	”
৪৫.	রাজারামপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল মতিন	”
৪৬.	শাহাপুর পুর্বপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শামছুল হক	”
৪৭.	সংকর পুর ফয়েজের পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ লুৎফর রহমান	”
৪৮.	সংপুরপুর ঝারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনিছুর হক	”
৪৯.	পাঠানপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল কাদের	”
৫০.	গোপিনাথপুর সর্দারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”
৫১.	গোপিনাথপুর ঘোনাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	”
৫২.	জামুবাড়ী উস্তাপাড়া জামে মসজিদ	মোৎ আজাদুল হক	”
৫৩.	আমরুলবাড়ী আসমতপাড়া জামে মসজিদ	মে আবু বকর সিদ্দিক	”
৫৪.	বৈরামপুর হাটখেলা পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	”
৫৫.	উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুব আলম	”
৫৬.	মধুপুর পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোকছেদুল ইসলাম	”
৫৭.	বিশোপুর চান্দুপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”

Dhaka University Institutional Repository

৫৮.	লক্ষিপুর মাঝেরহাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ মাহমুদুল হাসান	তারাগঞ্জ
৫৯.	দক্ষিণ লক্ষিপুর জামে মসজিদ	মোঃ নুরহক শাহ্	"
৬০.	দক্ষিণ নারায়নগঞ্জ শাহাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	"
৬১.	ইকরচালী কসাইপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আতিয়ার রহমান	"
৬২.	ইকরচালী জলুবার জামে মসজিদ	মোঃ নুর হোসেন	"
৬৩.	ঘনিরামপুর ঝাকুয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	"
৬৪.	রহিমাপুর পাঠানপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবেদ আলী	"
৬৫.	ঘনিরামপুর জোৎপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজহারুল ইসলাম	"
৬৬.	ঘনিরামপুর রামপুরা জামে মসজিদ	মোঃ হাফিজুর রহমান	"
৬৭.	দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমনুর রহমান	"
৬৮.	দোয়লী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	হাঃ আজজুল ইসলাম	"
৬৯.	আলমপুর মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোফচ্ছের আলী	"
৭০.	অনন্তপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মোত্তালেব	"
৭১.	সয়ার পাটোয়ারী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোবারক হোসেন	"
৭২.	সয়ার দাড়ার পার জামে মসজিদ	মোঃ শবে কদর	"
৭৩.	সয়ার হাজীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সেকেন্দার আলী	তারাগঞ্জ
৭৪.	কুর্শা শিকার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আশরাফ আলী	"
৭৫.	কুর্শা ডাংগাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন	"
৭৬.	শ্যামগঞ্জ বস্তিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইফনুস আলী	"
৭৭.	আলমগীর বাজার জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	"
৭৮.	গয়ার মৌলভীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রুহুল আমীন	"
৭৯.	ধোলাইঘাট জামে মসজিদ	মুফতি নুরুল আমিন	"
৮০.	শাইলবাড়ী মাদ্রসা জামে মসজিদ	হাফেজ সরোয়ার হোসেন	"
৮১.	ভিমপুর পন্ডিতপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমির উদ্দীন	"
৮২.	ভভমপুর নিষ্কও জামে মসজিদ	মোঃ আমিনুর রহমান	"
৮৩.	মেনানগর বড় জুম্মা জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল ইসলাম	"
৮৪.	২ নং মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল ইসলাম	"
৮৫.	নারায়ন জন জুম্মাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইয়াছিন আলী	"
৮৬.	কিসামত মেননাগর পাটোয়ারী জামে মসজিদ	মে মোখতার আলী	"
৮৭.	নোনগর ছোট জুম্মা	মোঃ বশির উদ্দিন	"
৮৮.	ইমামপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	"
৮৯.	হাড়িয়ারকুঠি বাশুয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আহিদুল ইসলাম	"
৯০.	হাড়িয়ারকুঠি প্রামানিকপাড়া	মোঃ আঃ মজিদ প্রাং	"
৯১.	হাড়িয়ারকুঠি বুনীয়দীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবু আজহার	"
৯২.	হাড়িয়ারকুঠি ধলোগাছ জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুবুর রহমান	"
৯৩.	হাড়িয়ারকুঠি মসদিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাজাহান আলী	"
৯৪.	বুড়িরহাট মাওলানাপাড়া জামে মসজিদ	আলহাজ্ব মাওঃআঃ রহমান	"
৯৫.	ফরিদাবাদ ডাংগাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাহমুদুল হাসান	"
৯৬.	সিংগারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুন নুর	পীরগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

৯৭.	মিস্কি মাদ্রসা জামে মসজিদ	মোঃ নজরুল ইসলাম	''
৯৮.	ঝুজুবাড়ী মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	''
৯৯.	করিফপুর জামে মসজিদ	মোঃ আঃ হাদী	''
১০০.	আশ্বিনার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইদুর রহমান	''
১০১.	খাসতলুক দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনিছুর রহমান	''
১০২.	কালোনী বাজার জামে মসজিদ	মোঃ নুর মোহাম্মদ	''
১০৩.	খেতাবেরপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ফজলুল হক	''
১০৪.	ঝাবনচুড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	''
১০৫.	শাল্টি পশ্চিমপাড়া ফোরকানিয়া মক্তব	মোঃ গোলাম রব্বানী	''
১০৬.	ঝার বিশলা জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	''
১০৭.	মরার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রুহুল আমিন	''
১০৮.	মাহমুদপুর ওয়াক্তিয়া মসজিদ	হাফেজ আঃ মালেক	''
১০৯.	ঢোড়াকান্দার মাদ্রসা জামে মসজিদ	মোঃ মজনু মিয়া	''
১১০.	শাহাপুর ওয়াক্তিয়া মসজিদ	মোঃ রুবাইয়াত আলম	''
১১১.	বড় দরগাহ ভগবান পুর জামে মসজিদ	মোঃ জোয়াদ আলী	''
১১২.	মন্ডলবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মতিন খান	পীরগঞ্জ
১১৩.	হাজীপুম শাহপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ রাজ্জাক	''
১১৪.	হাজীপুর সরকার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হাবিবুর রহমান	''
১১৫.	পার্বতীপুর জামে মসজিদ	মোঃ আঃ রাজ্জাক	''
১১৬.	দামোদরপুর জামে মসজিদ	মোঃ রহমত আলম খান	''
১১৭.	খামার সাদুল্যাপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল কাদের	''
১১৮.	হরিরাম শাহপুর জামে মসজিদ	মোঃ ছাবেদ আলী	''
১১৯.	ঘোষপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ তাজুল ইসলাম	''
১২০.	জীবনান্দপুর জামে মসজিদ	মোঃ ইউনুস আলী	''
১২১.	ভাসারপাড় জামে মসজিদ	মোঃ নুওে হুদা	''
১২২.	দুবরাজপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	''
১২৩.	গংগারামপুর জামে মসজিদ	মোঃ হযরত আলী	''
১২৪.	মিলনপুর জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুবুর রহমান	''
১২৫.	রওশনপুর পলিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আফজাল হোসেন	''
১২৬.	রামানাথপুর জামে মসজিদ	মোঃ মোখলেছুর রহমান	''
১২৭.	অরলাকান্দি জামে মসজিদ	মোঃ মুজিবুর রহমান	''
১২৮.	সোনাকান্দার জামে মসজিদ	মোঃ আঃ গফুর	''
১২৯.	পিরোজপুর জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুবুর রহমান	মিঠাপুকুর
১৩০.	কাফ্রিখাল আমতলা ব্রিজ জামে মসজিদ	আ,ন,ম ইফনুস আলী	''
১৩১.	বড়ভিটা জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	''
১৩২.	খোদ্দ কাশিনাথপুর মিস্ত্রি পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম জিঃ	''
১৩৩.	উত্তর গোপিনাথপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুস সাত্তার	''
১৩৪.	আশরাফপুর জামে মসজিদ	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন	''
১৩৫.	মুসাপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ বেলাল আহমেদ	''

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬.	আপ বাজার জামে মসজিদ	মোঃ আশরাফ আলী	”
১৩৭.	বড়মির্জাপুর জামে মসজিদ	মোঃ ফজলুল হক	”
১৩৮.	ডশতলগাড়ী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ কামরুজ্জামান	”
১৩৯.	বড় হযরতপুর জামে মসজিদ	মোঃ আখলাক হোসেন	”
১৪০.	সদুরপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ এমদাদুল হক	”
১৪১.	চিথলী দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজমল হোসেন	”
১৪২.	এজরা পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোজাফফর হোসেন	”
১৪৩.	গোলজারের পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ এনামুল হক	”
১৪৪.	খোর্দ্দ নারায়নপুর জামে মসজিদ	মোঃ আবদুল আউয়াল	”
১৪৫.	কড়াই কাঠাল জামে মসজিদ	মোঃ এবাদুর রহমাহন	”
১৪৬.	মামুদেরপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শাহজাহান আলী	”
১৪৭.	হামিদপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রোস্তম আলী	”
১৪৮.	হামিদপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ জয়নাল আবেদীন	”
১৪৯.	আন্দার কোঠা জামে মসজিদ	মোঃ তাজ উদ্দিন	”
১৫০.	মরিচবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ আবদুর রউফ	”
১৫১.	কান্তিপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নওশাদ আলী	মিঠাপুকুর
১৫২.	আশকর পুর জামে মসজিদ	মোঃ মনজুর হোসেন	”
১৫৩.	ভগবতিপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হারুনুর রশিদ	”
১৫৪.	তাজনগর জামে মসজিদ	হাফেজ মোঃ এনামুল হক	”
১৫৫.	গোদাসিমলা জামে মসজিদ	মোঃ মোখলেছুর রহমান	পীরগাছা
১৫৬.	নাগদহ কারামতিয়া জামে মসজিদ	মোঃ রাশেদুল ইসলাম	”
১৫৭.	হাউদার পাড় জামে মসজিদ	মোঃ নুরুজ্জামান	”
১৫৮.	গুলাল জামে মসজিদ	মোঃ আঃ হান্নান	”
১৫৯.	তালুকপারুল জামে মসজিদ	মোঃ শামসুল হুদা	”
১৬০.	সৈয়দপুর বাজার জামে মসজিদ	মোঃ ওয়াহীদুজ্জামান	”
১৬১.	মনুরছড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইব্রাহীম	”
১৬২.	চৌধুরানী বাজার জামে মসজিদ	মোঃ আঃ রাজ্জাক	”
১৬৩.	বকশীবাজার জামে মসজিদ	মোঃ আলতাফ মিয়া	”
১৬৪.	চন্ডিপুর বড় দিঘীরপাড় জামে মসজিদ	মোঃ আবুল কালাম	”
১৬৫.	পুর্ব চন্ডিপুর জামে মসজিদ	মোঃ আবু নোমান	”
১৬৬.	নজিবুল্লাহ জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	”
১৬৭.	উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	মোঃ ময়নুদ্দিন	”
১৬৮.	বলিহার জামে মসজিদ	মোঃ শাহনুর আলম সিদ্দিক	”
১৬৯.	পুরাতন পীরগাছা পাকারমাথা জামে মসজিদ	মোঃ জাকারীয়া হোসেন	”
১৭০.	অনন্তরাম দশগাঁও জামে মসজিদ	মোঃ সাফওয়ান হোসেন	”
১৭১.	চৌধুরানী দিলালপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল আমিন	”
১৭২.	বিরাহীম জামে মসজিদ	মোঃ আঃ রহমান	”
১৭৩.	দামুরচাকলা হাসনা পাইটাকা পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবু শাহমা	”
১৭৪.	মহিসমুরী ত্রিপুর জামে মসজিদ	মোঃ আঃ খালেক	”

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫.	পবিত্রঝার জামে মসজিদ	মোঃ আনছার আলী	''
১৭৬.	মিয়া পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুর রহমান	কাউনিয়া
১৭৭.	দর্জিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল কাদের	''
১৭৮.	শেখপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নাজমুল ইসলাম	''
১৭৯.	সারাই শরিফিয়া জামে মসজিদ	মোঃ সাজেদুল করিম	''
১৮০.	দালাল টারী জামে মসজিদ	মোঃ হারুনুর রশিদ	''
১৮১.	নয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আদম আলী	''
১৮২.	বটতলী জামি মসজিদ	মোঃ সোয়াইব আলী	''
১৮৩.	মেনাজবাজার ধমেরপাড় বায়তুলমামুর জামে মসজিদ	মোঃ শামীমুর রহমান	''
১৮৪.	উত্তর ঠাকুরদাস মৎস জীবি গ্রাম জামে মসজিদ	মোঃ মোর্শেদুল ইসলাম	''
১৮৫.	ধমেরকুঠি পশ্চিমপাড়া নতুন জামে মসজিদ	মোঃ মোকছেদুল্লাহ্	''
১৮৬.	নাজিরদহ বসুনিয়াটারী জামে মসজিদ	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	''
১৮৭.	মাঝাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	''
১৮৮.	চক্রপানি জামে মসজিদ	মোঃ মনিরুজ্জামান	''
১৮৯.	শাহবাজ বায়তুল আমান জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ	''
১৯০.	পুর্ব শাহাবাজ জামে মসজিদ	মোঃ আঃ কুদ্দুস	মিঠাপুকুর
১৯১.	দক্ষিণ রাজিব মোল্লাটারী জামে মসজিদ	নুর মোহাম্মদ	''
১৯২.	বড়বাড়ী ভিটা জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	''
১৯৩.	দক্ষিণ খলেয়া নুনিটারী জামে মসজিদ	মোঃ একরামুল হক	গংগাচড়া
১৯৪.	খলেয়া নারায়ের দরগাহ্ জামে মসজিদ		''
১৯৫.	খলেয়া নারায়ের দরগাহ্ কাছেমিয়া জামে মসজিদ		''
১৯৬.	বেতগাড়ী মোহরীপাড়া জামে মসজিদ		''
১৯৭.	বেতগাড়ী বাজার জামে মসজিদ		''
১৯৮.	মনিরাম জামে মসজিদ		''
১৯৯.	বাগপুর পাঠানপাড়া জামে মসজিদ		''
২০০.	ভটকা জামে মসজিদ		''
২০১.	দক্ষিণ কোলকোন্দ পীরেরহাট জামে মসজিদ		''
২০২.	বড়বিল মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ		''
২০৩.	গংগাচড়া পুর্ব জামে মসজিদ		''
২০৪.	গংগাচড়া পুর্ব মধ্যপাড়া জামে মসজিদ		''
২০৫.	ডনলকচন্ডি জামে মসজিদ		''
২০৬.	দক্ষিণ চেংমারী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ		''
২০৭.	মৌলভীবাজার জামে মসজিদ		''
২০৮.	পুর্ব নবনী দাস জামে মসজিদ		''
২০৯.	পশ্চিম নবনী দা জামে মসজিদ		''
২১০.	বাগপুর জামে মসজিদ		''
২১১.	বড়বিল পাটোয়ারী পাড়া জামে মসজিদ		''

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর জেলার মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-এর শিক্ষক ও কেন্দ্র তালিকা

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	শিক্ষকের নাম	উপজেলা
১.	দক্ষিণ গনেশপুর ওয়াক্তিয়া মসজিদ	মোঃ খবির উদ্দিন	রংপুর সদর
২.	মধ্যগণেশপুর জামে মসজিদ	মোঃ সেকেন্দার আলী	”
৩.	দক্ষিণ খলিফাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রহমান	”
৪.	পার্বতীপুর জামে মসজিদ	মোঃ মমিনুর রহমান	”
৫.	ভগীবালাপাড়া জামে মসজিদ	হাঃ মোঃ ওমর ফারুক	”
৬.	রামপুর জামে মসজিদ	মোঃ ওবায়দুল্লাহ	”
৭.	পশ্চিম লাকীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ার হক শাহ	”
৮.	মমিনপুর লস্করপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম রসুল	”
৯.	ইসলামপুর জামে মসজিদ	মোঃ আবু তালেফ	”
১০.	আমাশু জামে মসজিদ	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	”
১১.	আমাশু বায়তুল মোয়াজ্জাম জামে মসজিদ	মোঃ আবু নোমান	”
১২.	আমাশু পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মহেদী হাসান	”
১৩.	আশরতপুর ঈদগাহ পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ তারাজুল ইসলাম	”
১৪.	ধাপ চিকলী ভাটা জামে মসজিদ	মোঃ জুলফিকার আলী	”
১৫.	খটখটিয়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ	মোঃ মইনুল ইসলাম	”
১৬.	চৌধুরী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
১৭.	শেখটারী পধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজাহার আলী	”
১৮.	কুঠিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”
১৯.	রবার্টসন্ গঞ্জ মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মমিনুর রশিদ	”
২০.	পাটবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ ছবির উদ্দীন	”
২১.	সাজাপুর জামে মসজিদ	মোঃ তাজুল ইসলাম	”
২২.	পূর্ব আশরাত পুর জামে মসজিদ	মোঃ কলিম আলী	”
২৩.	পশ্চিম বাবুখী জামে মসজিদ	মোঃ জয়নুল আবেদীন	”
২৪.	মমিনপুর পূর্ব চিলামারী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবু সুফিয়ান	”
২৫.	মমিনপুর পশ্চিম বানিয়া পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মোন্নাফ	”
২৬.	মমিনপুর সর্দার পাড়া মসজিদ	মোঃ জিয়ারুল হক	”
২৭.	মমিনপুর শান্তিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল্ হাই	”
২৮.	বড় মটুকপুর মোক্তারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”
২৯.	বড় মটুকপুর জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল রহমান	”
৩০.	কাঠিহারা হাজীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনছার আলী	”
৩১.	বীর ভদ্র বালাপারী জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল ওয়াহীদ	”
৩২.	পার্বতীপুর পুরাতন জামে মসজিদ	মোঃ আতিয়ার রহমান	”
৩৩.	খটখটিয়া হারাটি দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল্লাহ	”
৩৪.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	মোছাঃ খাদীজা বেগম	”
৩৫.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	মোঃ জিল্লুর রহমান	”
৩৬.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
৩৭.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	মোঃ আঃ হামিদ	”

Dhaka University Institutional Repository

৩৮.	মধুপুর হাজিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রহমান	বদরগঞ্জ
৩৯.	মধুপুর মথুরাপুর জামে মসজিদ	মোঃ জোবায়ের আহমেদ	''
৪০.	শিবপুর শাহাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রেজাউল করিম	''
৪১.	শিবপুর বছরাজপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোহেব্বুল ইসলাম	''
৪২.	দক্ষিণ শিবপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল হক	''
৪৩.	দক্ষিণ শিবপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হামিদুর রহমান	''
৪৪.	উত্তর বাওচন্ডি বালা জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	''
৪৫.	বাওচন্ডির হাট জামে মসজিদ	মোঃ মিজানুর রহমান	''
৪৬.	মধুপুর কাজীপাড়া রহমানিয়া জামে মসজিদ	মোঃ মোজাহেদুল ইসলাম	''
৪৭.	মমিনপুর মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মশিউর রহমান	''
৪৮.	মমিনপুর বালাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ কাইউম	''
৪৯.	মধুপুর মুন্সিপাড় জামে মসজিদ	মোঃ সাজেদুল করিম	''
৫০.	মধুপুর শালবাগান জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল হালিম	''
৫১.	মধুপুর কচুয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনছারুল হক	''
৫২.	মধুপুর দলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হাবিবুর রহমান	''
৫৩.	মধুপুর কামারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল মালেক	''
৫৪.	ধর্মপুর পাটোয়ারীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হালিয়ার রহমান	''
৫৫.	ধর্মপুর জামাজোলা জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুর ইসলাম	''
৫৬.	মধুপুর মিস্ত্রিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হাফিজুর রহমান	''
৫৭.	সন্তোষপুর ভাংগাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমজাদ হোসেন	''
৫৮.	সন্তোষপুর মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সামছুল হক	''
৫৯.	সন্তোষপুর খামার বাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ মকবুল হোছাইন	''
৬০.	সন্তোষপুর ইয়ামুল্লাহ পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ লুৎফর রহমান	''
৬১.	সন্তোষপুর পাতাইপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	''
৬২.	রাজারামপুর ধনতলা জামে মসজিদ	মোঃ খাজা মিয়া	''
৬৩.	রাজারামপুর মাষ্টারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইয়াকুব আলী	''
৬৪.	রাজারামপুর মধ্যনাওপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শাহজামাল মিয়া	''
৬৫.	রাজারামপুর কাশিগঞ্জ পুর্বপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	''
৬৬.	রাজারামপুর দোলাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাজেদুল ইসলাম	''
৬৭.	উত্তর বাওচন্ডি পাকের মাথা জামে মসজিদ	মোঃ মমিনুল ইসলাম	''
৬৮.	১২ ঘড়িয়া রহমতের জামে মসজিদ	মোঃ এরশাদ হোসেন	''
৬৯.	রাজারামপুর ধরের পার জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল মতিন	''
৭০.	শাহাপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শামসুল হক	''
৭১.	শাহাপুর পুর্বপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	''
৭২.	সংকরপুর ফয়েজের পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ লুৎফর রহমান	''
৭৩.	সংকরপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোকছেদুল হক	''
৭৪.	শাহাপুর মিস্ত্রিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনিছুল হক	''
৭৫.	সংকরপুর ঝারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমজাদ হোসেন	''
৭৬.	রাজারামপুর ঝাকুয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শফিকুল ইসলাম	''
৭৭.	আমরুলবাড়ী গড্ডাপীর পাড়া জামে মসজিদ	মাওলানা আঃ কাদের	''

Dhaka University Institutional Repository

৭৮.	গোপীনাথপুর ঠনঠনিয়া পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	বদরগঞ্জ
৭৯.	গোপীনাথপুর সর্দারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	”
৮০.	গোপীনাথপুর ঘোনাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোছাঃ আছিয়া খাতুন	”
৮১.	উত্তরামানাথপুর মির্ধাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজাদুল হক	”
৮২.	সংকরপুর কুমারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মামুনর রশিদ	”
৮৩.	দামোদরপুর জেলেপাড়া জামে মসজিদ	গণি আফজাল হোসেন	”
৮৪.	আমরুলবাড়ী পলিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবুবকর সিদ্দিক	”
৮৫.	আমরুলবাড়ী হাটখোলাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ রহিম	”
৮৬.	বৈরামপুর নয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আশারাফুল ইসলাম	”
৮৭.	বৈরামপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুব আলম	”
৮৮.	বিষ্ণুপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোকছেদুল ইসলাম	”
৮৯.	বিষ্ণুপুর চান্দুপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	”
৯০.	বিষ্ণুপুর চৌধুরী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	”
৯১.	বিষ্ণুপুর ঘিরনাই আকন্দপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শাহ আলম	”
৯২.	**মাটিয়ালপাড়া জামে মসজিদ**	**মোঃ মতিয়ার রহমান**	**তারাগঞ্জ**
৯৩.	দোহাজারী নতুন জামে মসজিদ	মোঃ মাহমুদুল হাসান	”
৯৪.	লক্ষীপুর জামে মসজিদ	মোঃ নুর হক শাহ	”
৯৫.	ইকরচালী সরকার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আফতাবুর রহমান	”
৯৬.	উত্তর নারায়নজন জামে মসজিদ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	”
৯৭.	ইকরচালী কাসাইপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আতিয়ার রহমান	”
৯৮.	ইকরচালী জলুবার জামে মসজিদ	মোঃ নুর হোসেন	”
৯৯.	ইকরচালী নারায়নজনশাহপাড়া জামে মসজিদ	মোছাঃ রাজিয়া খাতুন	”
১০০.	ঘনিরামপুর ঝাকুয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রইচ উদ্দীন	”
১০১.	পশ্চিম জগদীসপুর জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মজিদ	”
১০২.	তারাগঞ্জ হাসপাতাল জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
১০৩.	বৈদ্যানাথপুরপুর জামে মসজিদ	মোঃ আবু হানিফ	”
১০৪.	রহিমাপুর পাঠানপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবেদ আলী	”
১০৫.	রহিমাপুর চৌমুহনী জামে মসজিদ	মোঃ আজহারুল ইসলাম	”
১০৬.	রামপুরা জামে মসজিদ	মোঃ হাফিজুর রহমান	”
১০৭.	দৌলতপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমিনুর রহমান	”
১০৮.	পশ্চিমকুর্শা জামে মসজিদ	মোঃ নুরুদ্দিন জামাল	”
১০৯.	শেরমোষ্ঠ বাঙ্গালীপুর জামে মসজিদ	মোঃ আনছান আলী	”
১১০.	দেয়ালী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল ইসলাম	”
১১১.	বরিজভাংগা জামে মসজিদ	মোঃ আঃ জলিল	”
১১২.	ফরিদাবাদ খানবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ মোফাচ্ছের আলী	”
১১৩.	কুর্শা কাজীপাড়া জামে মসজিদ	গোলাম নীজামুল ইসলাম	”
১১৪.	ফরিদাবাদ জামে মসজিদ	মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক	”
১১৫.	সয়ার দাড়ার পা জামে মসজিদ	মোঃ শবেকদর	”
১১৬.	সয়ার মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আকবর হোসেন	”
১১৭.	সয়ার পাটোয়ারী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোবারক হোসেন	”

Dhaka University Institutional Repository

১১৮.	সয়ার বালাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সেকেন্দার আলী	তারাগঞ্জ
১১৯.	কুর্শা ডাঙ্গা পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আশরাফ আলী	”
১২০.	শেরমোস্ত ভবানীগঞ্জ জামে মসজিদ	মোঃ ইলিয়াছ উদ্দীন	”
১২১.	কুর্শা নয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইফনুস আলী	”
১২২.	ফাসির ডাংগা জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	”
১২৩.	সয়ার কুঠিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রুহুল আমিন	”
১২৪.	দর্জিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হাবিবুর রহমান	”
১২৫.	শিয়াল গাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ আঃ রশিদ	”
১২৬.	ধোলাইঘাট জামে মসজিদ	মোঃ মুফতী নুরুল আমিন	”
১২৭.	শাইলবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ সরোয়ার হোসেন	”
১২৮.	ভীমপুর পন্ডিতপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমির উদ্দীন	”
১২৯.	ভীমপুর ১২ ঘড়িয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমিনুর রহমান	”
১৩০.	মেনানগর ইমাম পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
১৩১.	মেনানগর বড়জুম্মা জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল ইসলাম	”
১৩২.	২নং মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল ইসলাম	”
১৩৩.	মেনানগর খিয়ারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ একরামুল হক	”
১৩৪.	নারায়ন জান জুম্মাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইয়াছিন আলী	”
১৩৫.	কিসামত মেনানগর পাটোয়ারী টারী জামে মসজিদ	মোঃ মোক্তার হোসেন	”
১৩৬.	মেনানগর ২নং ছোট জুম্মা জামে মসজিদ	মোঃ বশির উদ্দীন	”
১৩৭.	হারীয়ার কুঠি ঝাকুয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ অহিদুল ইসলাম	”
১৩৮.	হারীয়ার কুঠি প্রামানিক পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মজিদ প্রাং	”
১৩৯.	হারীয়ার কুঠি হাজীপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজাহার	”
১৪০.	হারীয়ার কুঠি বুনিয়াদী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাহাবুবুর রহমান	”
১৪১.	হারীয়ার কুঠি মাদ্রাসাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুস সামাদ	”
১৪২.	হারীয়ার কুঠি মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সহিদুল ইসলাম	”
১৪৩.	হারীয়ার কুঠি ধলোগাছ জামে মসজিদ	মোঃ সাজাহান আলী	”
১৪৪.	বুড়ির হাট মাওলানা পাড়া জামে মসজিদ	আলহাজ্ব আব্দুর রহমান	”
১৪৫.	শ্যামগঞ্জ ডাংগা পাড়া জামে মসজিদ	মোছাঃ খালেদা আক্তার বানু	”
১৪৬.	বোতলাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাহমুদুল হাসান	”
১৪৭.	ঘোনাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মোত্তালেব	”
১৪৮.	সিংগার পাড়া জামে মসজিদ	আব্দুন নুর	পীরগঞ্জ
১৪৯.	পাকুড়িয়া জামে মসজিদ	মোঃ রিয়াজুল ইসলাম	”
১৫০.	পান্তাপুকুর জামে মসজিদ	মোঃ মোস্তফা কামাল	”
১৫১.	মিস্কি মাদ্রাসা জামে মসজিদ	মোঃ নজরুল ইসলাম	”
১৫২.	ভুজুবাড়ী মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	”
১৫৩.	শরীফপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল হাদী	”
১৫৪.	আশ্বিনার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইদুর রহমান	”
১৫৫.	খাসতালুক মক্তব জামে মসজিদ	মোঃ আনিছুর রহমান	”
১৫৬.	কলোনী বাজার জামে মসজিদ	মোঃ মোহাম্মদ	”

Dhaka University Institutional Repository

১৫৭.	৩নং কলোনী জামে মসজিদ	মোঃ ফজলুল হক	পীরগঞ্জ
১৫৮.	করিম লক্ষীপুর জামে মসজিদ	মোঃ আশরাফ আলী	”
১৫৯.	ঝাড় আমবারী জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	”
১৬০.	শিবার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আতাউর রহমান	”
১৬১.	হাজীপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম রব্বানী	”
১৬২.	ঝার বিশাল কাজীবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	”
১৬৩.	কাঞ্চনপুর জামে মসজিদ	মোঃ শাহাদৎ হোসেন	”
১৬৪.	মরার পাড়ার জামে মসজিদ	মোঃ রুহুল আমীন	”
১৬৫.	রসুলপুরর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল মালেক	”
১৬৬.	মাহমুদপুরর বউলবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ কফিল উদ্দিন	”
১৬৭.	মির্জাপুর চরাতাল জামে মসজিদ	মোঃ আবু তালহা	”
১৬৮.	মির্জাপুর পাটোয়ারী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মজনু মিয়া	”
১৬৯.	শাহাপুর ওয়ারিক্তয়া মসজিদ	মোঃ রুবাইয়াত আলম	”
১৭০.	মথুরাপুর পুরাতন জামে মসজিদ	মোঃ শফিকুল ইসলাম	”
১৭১.	মুকিমপুর জামে মসজিদ	মোঃ জোয়াদ আলী	”
১৭২.	বেড়াজাই জামে মসজিদ	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	”
১৭৩.	চোরা কান্দর জামে মসজিদ	মোঃ খালেছুর রহমান	”
১৭৪.	মন্ডলবাড়ী রিময়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মতিন খান	”
১৭৫.	হাজীপুর সরকার পাড়া	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	”
১৭৬.	হাজীপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হাবিবুর রহমান	”
১৭৭.	পার্বতীপুর জামে মসজিদ	মোঃ আবদুর রাজ্জাক	”
১৭৮.	দারেমাদরপুর জামে মসজিদ	মোঃ রহমত আলম খান	”
১৭৯.	খামারর সাদুল্লাপুর	মোঃ আব্দুর কাদের	”
১৮০.	মেষ্টা পশ্চিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ছাবেদ আলী	”
১৮১.	ঘোসপুর জামে মসজিদ	মোঃ ইফনুস আলী	”
১৮২.	ঘোসপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরে হুদা	”
১৮৩.	ভাসার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	”
১৮৪.	গাছুপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শরিফুল ইসলাম	”
১৮৫.	বারাইপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হযরত আলী	”
১৮৬.	গংগারাম পুর জামে মসজিদ	মোঃ রনজু মিয়া	”
১৮৭.	আরিজপুরপুর জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুবুর রহমান	”
১৮৮.	দারিকাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মশিউর রহমান	”
১৮৯.	নেয়ামতপুর জামে মসজিদ	মোঃ আঃ গফুর মিয়া	”
১৯০.	তাহেরপুর আমতলী জামে মসজিদ	মোঃ লুৎফর রহমান	”
১৯১.	ধনশাল দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আফজাল হোসেন	”
১৯২.	বড়ঘোলা জামে মসজিদ	মোঃ আমিনুল ইসলাম	”
১৯৩.	উজিরপুর জামে মসজিদ	মোঃ মোখলেছুর রহমান	”
১৯৪.	রাধাকৃষ্ণপুর প্রধান পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মজিবুর রহমান	”
১৯৫.	ধরলা কান্দি জামে মসজিদ	মোঃ আবু মুসা	”
১৯৬.	রামানাথপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ হামীদ খন্দকার	”

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭.	খোর্দ্দ কাশিনাথপুর মিস্ত্রিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম জীঃ	মিঠাপুকুর
১৯৮.	উত্তরগোপীনাথপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুস সাত্তার	”
১৯৯.	জালালপুর জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মালেক মিয়া	”
২০০.	বুজরুল তাজপুর দক্ষিণ পড়া জামে মসজিদ	মোঃ ফাখরুল ইমলাম	”
২০১.	আশারাফপুর জামে মসজিদ	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	”
২০২.	চেতনাপাড়া নতুন জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
২০৩.	সদরপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল আউয়াল	”
২০৪.	মিয়ারহাট জামে মসজিদ	আ ন ম ইফনুস আলী	”
২০৫.	পিরোজপুর জামে মসজিদ	মোঃ মোখলেছুর রহমান	”
২০৬.	নয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুবার রহমান	”
২০৭.	নিশ্চিন্তপুর বড়বাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	”
২০৮.	চিতলদক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ বেলাল হোসেন	”
২০৯.	চিতলী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আরিফুল ইসলাম	”
২১০.	সুলতানপুর জামে মসজিদ	মোঃ আশরাফ আলী	”
২১১.	ধাপ বাজার জামে মসজিদ	মোঃ মকবুল হোসেন	”
২১২.	পশ্চিম সুদুর জামে মসজিদ	মোঃ ফজলুল হক	”
২১৩.	শঠিবাড়ী বাদিয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নবাব সিলমুল্লাহ	”
২১৪.	শীতলগাড়ী নয়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ কামারুজ্জামান	”
২১৫.	শীতলগাড়ী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আখলাছ হোসেন	”
২১৬.	দুলাপুর বাদীয়া পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাহমুদুল হাসান	”
২১৭.	আশকরপুর জামে মসজিদ	মোঃ নওশাদ আলী	”
২১৮.	শান্তিপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মনজুর হোসেন	”
২১৯.	ইানকর বাজার জামে মসজিদ	মোঃ আজমল হোসেন	”
২২০.	বড় হযরতপুর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ এমদাদুল হক	”
২২১.	ভগবুতপুর মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হারুনুর রশিদ	”
২২২.	বৈরাতীহাট জামে মসজিদ	মোঃ শবিবুর রহমান	”
২২৩.	পুটিমারী জামে মসজিদ	মোঃ শাহ আলম	”
২২৪.	শাল্টি গোপালপুর মরিচবাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রউফ	”
২২৫.	তরফসাদী মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোজাফফর হোসেন	”
২২৬.	হামিদপুর জামে মসজিদ	মোঃ রোস্তম আলী	”
২২৭.	হামিদপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ জয়নাল আবেদীন	”
২২৮.	রঘুনাথপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	”
২২৯.	ভাটারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শহিদুল ইসলাম	”
২৩০.	চানটানটারী জামে মসজিদ	মোঃ মাহফুজার রহমান	”
২৩১.	মোঘলকোট জামে মসজিদ	মোঃ শাহজাহান আলী	”
২৩২.	খামারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ এবাদুর রহমান	”
২৩৩.	আন্দারকোঠা জামে মসজিদ	মোঃ তাজ উদ্দীন	”
২৩৪.	পুর্ব গেনারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ এনামুল হক	”
২৩৫.	পশ্চিম গেনারপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোলয়েম হোসেন	”
২৩৬.	আন্ধারকোঠা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোখতারুল রহমান	”

Dhaka University Institutional Repository

২৩৭.	গোদা সিমলা জামে মসজিদ	মোঃ মোখলেছুর রহমান	পীরগাছা
২৩৮.	বড় দরগাহহাট জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	”
২৩৯.	নাগদহ রামনডাংঙ্গা জামে মসজিদ	মোঃ রাশেদুল ইসলাম	”
২৪০.	উত্তর বিরাহীম জামে মসজিদ	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	”
২৪১.	পশ্চিম বিরাহীম জামে মসজিদ	মোঃ মোশাররফ হোসেন	”
২৪২.	বিরাহীম জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রহমান	”
২৪৩.	ব্যাগটারী জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুবুর রহমান	”
২৪৪.	হাউদার পার জামে মসজিদ	মোঃ নুরুজ্জামান	”
২৪৫.	গুলাল জামে মসজিদ	মোঃ আঃ হান্নান প্রাং	”
২৪৬.	দেউতি নুরানী জামে মসজিদ	মোঃ নুরে আলম সিদ্দিকী	”
২৪৭.	কিসামত পারুল জামে মসজিদ	মোঃ শামসুল হুদা	”
২৪৮.	তালুক পারুল বানিয়াটারী জামে মসজিদ	মোঃ জালাল উদ্দীন	”
২৪৯.	সৈয়দপুর বাজার জামে মসজিদ	মোঃ ওয়াহীদুজ্জামান	”
২৫০.	পীরগাছা বায়তুল নুর জামে মসজিদ	মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	”
২৫১.	ফকির টারী জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	”
২৫২.	বকশিবাজার জামে মসজিদ	মোঃ আবুল কালাম	”
২৫৩.	ইসাদ জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল মাজেদ মিয়া	”
২৫৪.	চন্ডিপুর বড়-জামে মসজিদ	মোঃ আলতাফ মিয়া	”
২৫৫.	পুর্ব চন্ডিপুর জামে মসজিদ	মোঃ আবু নোমান	”
২৫৬.	বদরের মাঠ জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	”
২৫৭.	পীরগাছা বালাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ময়েন উদ্দীন	”
২৫৮.	অনন্তরাম উঁচাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ শাহনুর আলম সিদ্দিকী	”
২৫৯.	পুরাতন পীরগাছা পাকারমাথা জামে মসজিদ	মোঃ মাহফুজার রহমান	”
২৬০.	অনন্তরাম দশগাঁও জামে মসজিদ	মোঃ ছাফওয়ান হোসেন	”
২৬১.	পশ্চিমদের জামে মসজিদ	মোঃ শফিকুল ইসলাম	”
২৬২.	চৌধুরানী দিলাল পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল আমিন	”
২৬৩.	চৌধুরানী ষ্টেশন জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম রব্বানী	”
২৬৪.	মহিসমুরী ত্রিপুর জামে মসজিদ	মোঃ আঃ খালেক	”
২৬৫.	বড় হায়াতখাঁ সরকার পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আনছার আলী	”
২৬৬.	দামুরচাকলা হাসনা পাইটকা পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবু সাহমা	”
২৬৭.	বিহারী জামে মসজিদ	মোঃ লোকমান হোসেন	”
২৬৮.	বানুপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নজরুল ইসলাম	কাউনিয়া
২৬৯.	পোদ্দারপাড়া ফায়ার সার্ভিস জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল ইসলাম	”
২৭০.	পুর্ব মিয়াপাড়াপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ সাইফুর রহমান	”
২৭১.	দর্জিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ খাহাব সিদ্দিক	”
২৭২.	শেখপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ নাজমুল ইসলাম	”
২৭৩.	সারাই শরিফিয়া জামে মসজিদ	মোঃ সাজেদুল করিম	”
২৭৪.	দালালটারী জামে মসজিদ	মোঃ হারুন অর রশিদ	”
২৭৫.	নয়াপড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমদ আলী	”

Dhaka University Institutional Repository

২৭৬.	উত্তর ঠাকুরদাস বাধেরপাড় জামে মসজিদ	মোঃ জয়নাল আবেদীন	কাউনিয়া
২৭৭.	নুর মনিজল জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	"
২৭৮.	মেনাবাজার জামে মসজিদ	মোঃ শামীমুর রহমান	"
২৭৯.	উত্তর ঠাকুরদাস শাখাটির জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	"
২৮০.	উত্তর ঠাকুরদাস মৎসজীবি গ্রাম জামে মসুজদ	মোঃ মোর্শেদুল ইসলাম	"
২৮১.	ধমেরকুঠি নতুন জামে মসজিদ	মোঃ মোকলেছুদুল্লাহ	"
২৮২.	নাজির দহ বসুনিয়াটারী জামে মসজিদ	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	"
২৮৩.	বালাটারী জামে মসজিদ	মোঃ জাহীদ হোসেন	"
২৮৪.	চক্রপানি জামে মসজিদ	মোঃ মনিরুজ্জামান	"
২৮৫.	কুটিরঘাট চৌরাস্তা জামে মসজিদ	মোঃ ফখরুল ইসলাম	"
২৮৬.	চন্ডিপুর নেছারীয়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	"
২৮৭.	বেটুবাড়ী জামে মসজিদ (খাপাতি স্কুল সংলগ্ন)	মোঃ ইব্রাহীম খলিল	"
২৮৮.	আরাজী সাহাবাজ বায়তুল মানুর জামে মসজিদ	মোঃ ইউছুফ আলী	"
২৮৯.	শান্দি জামে মসজিদ	মোঃ মতিউর রহমান	"
২৯০.	নাজিরদহ ফকিরটারী জামে মসজিদ	মোঃ লুৎফর রহমান	"
২৯১.	মাঝাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	"
২৯২.	নন্দীগঞ্জ জামে মসজিদ	মোঃ নুরুল ইসলাম	"
২৯৩.	পুর্ব রাজিব মন্ডলটারী জামে মসজিদ	মোঃ নুর মোহাম্মদ	"
২৯৪.	মধুপুর হাইস্কুল জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল কাইউম	"
২৯৫.	চন্ডিপুর নেছারীয়া জামে মসজিদ	মোঃ আঃ বাতেন	"
২৯৬.	**লালচাঁদপুর মৌলভীপাড়া জামে মসজিদ**	**মোঃ রিয়াজুল হক**	**গংগাচড়া**
২৯৭.	লালচাঁদপুর বড়বাড়ী জামে মসজিদ	মোঃ মোস্তফা কামাল	"
২৯৮.	দঃ খলেয়া চওড়াটারী জামে মসজিদ	মোঃ ছাদেকুল ইসলাম	"
২৯৯.	দঃ খলেয়া নুনীটারী জামে মসজিদ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	"
৩০০.	দক্ষিণ খলেয়া মাঝাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আতাউল্লাহ	"
৩০১.	দঃ খলেয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ হারুন অর রশিদ	"
৩০২.	উঃ খলেয়া নারায়ের দরগাহ কাছেমিয়া জাঃমঃ	মোঃ শাহজাহান আলী	"
৩০৩.	উত্তর খলেয়া দোন্দরা মক্তব	মোছাঃ সামসুন্নাহার বেগম	"
৩০৪.	উত্তর খলেয়া মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মাহবুবুর রহমান	"
৩০৫.	বেতগাড়ী মোহরী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মজিবুর রহমান	"
৩০৬.	বেতগাড়ী বাজার জামে মসজিদ	মোছাঃ নাজমা আক্তার	"
৩০৭.	মনিরাম দেওয়ানী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ ইদ্রিস আলী	"
৩০৮.	বাগপুর পাঠানপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আজিজুল ইসলাম	"
৩০৯.	বাগপুর জামে মসজিদ	মোঃ জাকিরুল ইসলাম	"
৩১০.	দক্ষিণ চেংমারী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আশেকুল ইসলাম	"
৩১১.	দক্ষিণ কোলকোন্দ পাকেরহাট জামে মসজিদ	মোঃ আঃ হালিম	"
৩১২.	দক্ষিণ কোলকোন্দ চেয়ারম্যান পাড়া জামে মঃ	মোঃ আঃ সেলিম	"
৩১৩.	বড়বিল বাজার জামে মসজিদ	মোঃ আঃ কাহার সিদ্দিকী	"
৩১৪.	বড়বিল মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আমিরুল ইসলাম	"
৩১৫.	বড়বিল পাটোয়ারী পাড়া জামে মসজিদ	মোঃ গোলাম মোস্তফা	"

Dhaka University Institutional Repository

৩১৬.	গংগাচড়া পুর্ব মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	গংগাচড়া
৩১৭.	গংগাচড়া নিমতলা জামে মসজিদ	মোঃ আঃ মান্নান	"
৩১৮.	মহিপুর বাজার জামে মসজিদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম	"
৩১৯.	গজঘন্টা কৈপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ আইউব আলী	"
৩২০.	গজঘন্টা ওমর বালাপাড়া জামে মসজিদ	মোঃ মোসলেম উদ্দীন	"
৩২১.	নিলকচন্ডি জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল মতিন	"
৩২২.	দঃ আরাজী নেয়ামতপুর জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুস সোবহান	"
৩২৩.	মৌলভী বাজার জামে মসজিদ	মোঃ নুর মোহাম্মদ	"
৩২৪.	পূর্ব নবনীদাস জামে মসজিদ	মোঃ ইসমাইল হোসেন	"
৩২৫.	পশ্চিম নবনীদাস জামে মসজিদ	মোঃ আব্দুল কাদের	"
৩২৬.	চেংরামী বাইতুল সালাম জামে মসজিদ	মোঃ মোজাম্মেল হক	"
৩২৭.	**মডেল রিসোর্স সেন্টার, সদর**	**মোঃ আজাদ আলী**	"
৩২৮.	মডেল রিসোর্স সেন্টার, বদরগঞ্জ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	"
৩২৯.	মডেল রিসোর্স সেন্টার, তারাগঞ্জ	মোঃ রওশন জমির	"
৩৩০.	মডেল রিসোর্স সেন্টার, পীরগঞ্জ	মোঃ আব্দুর রহিম	"
৩৩১.	মডেল রিসোর্স সেন্টার, মিঠাপুকুর	মোঃ ফজলুল হক	"
৩৩২.	মডেল রিসোর্স সেন্টার, পীরগাছা	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	"
৩৩৩.	মডেল রিসোর্স সেন্টার, কাউনিয়া	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	"
৩৩৪.	মডেল রিসোর্স সেন্টার, গংগাচড়া	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	"
৩৩৫.	আমাশু সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, সদর	মোঃ ফজলুল বারী	"
৩৩৬.	মমিনপুর সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, সদর	মোঃ ওয়াজেদ আলী	"
৩৩৭.	ডাড়ারহাট সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, বদরগঞ্জ	মোঃ ওয়াহেদুল ইসলাম	"
৩৩৮.	রাজারামপুর সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, বদরগঞ্জ	মোঃ জয়নাল আবেদীন	"
২৩৯.	বিষ্ণপুর সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, বদরগঞ্জ	মোঃ শাহীন হোসেন	"
৩৪০.	হাতীবান্দা সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, তারাগঞ্জ	মোঃ আব্দুস ছালেক	"
৩৪১.	বালাবাড়ীহাট সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, তারাগঞ্জ	মোঃ আজিমুল ইসলাম	"
৩৪২.	আলমগীর বাজার সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, তারাগঞ্জ	মোঃ নজরুল ইসলাম	"
৩৪৩.	চিকলীহাট সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, তারাগঞ্জ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	"
৩৪৪.	বড়দরগাহ সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, পীরগঞ্জ	মোঃ বায়হানুল ইসলাম	"
৩৪৫.	শুকুরেরহাট সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, মিঠাপুকুর	মোঃ শফিকুল ইসলাম	"
৩৪৬	বড়দরগাহ সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, পীরগাছা	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	"
৩৪৭.	মীরবাগবাজার সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, কাউনিয়া	মোঃ শহিদুল ইসলাম	"
৩৪৮.	বেতগাড়ীহাট সাধারণ রিসোর্স সেন্টার, গংগাচড়া	মোঃ হাফিজুল ইসলাম	"

তথ্য সূত্রঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রংপুর।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারে রংপুরের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহ.)-এর রংপুরে আগমন ও ইসলাম প্রচার

ভূমিকা

মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহ.)এর এ অঞ্চলে, বিশেষ করে রংপুরে আগমণের পূর্বেও এখানে অনেক জানা অজানা পীরে কামিল ও সূফী সাধকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা সবাই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রংপুর তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গে আমরণ ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। এ জেলায় ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদান অসামান্য। কিন্তু কালের প্রবাহে, রাজনৈতিক প্রভাব এবং এ দেশীয় প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার স্পর্শে এসে মুসলমানরা আবারও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ইসলামী জীবনাদর্শ হতে প্রায় বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। আজ থেকে প্রায় দু'শতাব্দী পূর্বে এ দেশীয় মুসলমানরা শিরক বিদআত, মসজিদের প্রতি অবজ্ঞা এবং ধর্মের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করছিল। এ সময়ে সমাজে ইসলামের আদেশ উপদেশ, নির্দেশাবলী, বিধি-বিধান ও অনুশাসন প্রভৃতির প্রায় বিলপ্তি ঘটেছিল। আল্লাহকে ভুলে গিয়ে কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত মুলমানরা মানত করা, বিধর্মীর পূজা পার্বণে অংশগ্রহণ করা, এমনকি ইসলামী নামের পরিবর্তে ভিন্ন ধর্মীয় নামে শিশুদের নামকরন করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। সামান্য কিছুকাল পূর্বেও বাংলার মুসলমানদের নামের পূর্বে মুহাম্মদ-এর পরিবর্তে শ্রী লেখা হতো। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ সমূহে, এমনকি অন্যান্য মসজিদগুলোয় গান-বাজনার আসর বসত বলে জানা যায়। হালাল হারাম, পাক নাপাক, ন্যায় অন্যায়, সত্য-অসত্য প্রভৃতির মধ্যে ছিল না কোন প্রকার বাছ-বিচার। এক কথায় আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায়, উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের মত রংপুরেরও ধর্মীয় অবস্থা হতাশাজনক হয়ে পড়েছিল। এ দেশবাসীর এমনই এক পতনোন্মুখ মূহুর্তে আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ইচ্ছা ও রহমতে মৃতপ্রায় জাতিকে পুনরুত্থিত করে নবজীবনের আবেহায়াতে সিঞ্চিত করে তুলতে আবির্ভাব ঘটেছিল কুতুবুল আকতাব, পীরানে পীর, মুর্শিদে কামিল, মহান সূফী, ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারক হযরত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র.)।[১] পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত আসাম ও বাংলাদেশের মানুষ প্রাপ্ত হয়েছিল দিবালোকের সন্ধান। ইসলামের অনির্বাণ প্রদীপ আবার ও আসাম- বাংলার লক্ষ মানুষের হৃদয়ে নতুন পথের আলো বিচ্ছুরিত করেছিল। জাতির জীবনে ফিরে এসেছিল ধর্মীয় চেতনাবোধ। তাঁদের সামনে আবার জেগে উঠে আদর্শের মাপকাঠি। বয়ে আনে শান্তির পীযূষধারা। এ কারণে অদ্যাবধি জৌনপুর, আসাম ও বাংলাদেশী মুসলমানদের কাছে শান্তির মহান দূত, সর্বত্যাগী সূফী সাধক ও ইসলামী তাহযীব-তমুদ্দুনের মূর্ত প্রতীক এবং ধর্মনেতা ও দার্শনিক মশহুর মওলানা কেরামত আলী সাহেবের নাম চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। ইসলাম প্রচারে তিনি নিজেকে আমরণ নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও তার দেহ মুবারক রংপুর শহরে সমাহিত হয়ে রংপুরের জনগণকে বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে দুরে থেকে ইসলামের নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে নীরবে প্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রত্যহ সুবেহ সাদিক থেকে রাত্রি পর্যন্ত শুধু রংপুরবাসীই নয়,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি বিদেশ থেকেও হাজার হাজার ভক্ত তার কবরের পার্শ্বে এসে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাজির হন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, রাসূল কূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্বশুর, জীবনসঙ্গি নিত্য সহচর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা.)এর ৩৫ তম অধঃস্তন পুরুষ হবার গৌরব লাভ করেছিলেন মওলানা কেরামত আলী (রহ.)। এ মহান সাধক পুরুষ ১২১৫ হিজরী সনের ১৮ই মুহররম তারিখে ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে জৌনপুর অঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল। খানকাহ এবং মসজিদগুলো ধর্ম প্রচারের পরিবর্তে গুমরাহী বিস্তারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহর কি অপার মহিমা এরূপ হতাশা ও নিরাশার দিনগুলোয় পিতা আবু ইবরাহীম শেখ ইমাম বখশের ঘর আলোকিত করে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন জৌনপুর, বাংলা ও আসামের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের জন্য মুবাল্লিগ ও ইসলামের অন্যতম সংস্কারক হিসেবে। তার পিতা প্রদত্ত নাম ছিল আলী, কিন্তু তার পুরো নাম সম্পর্কে সঠিক কোন ঐতিহাসিক তথ্য মেলে না। তবে পরিণত বয়সে তিনি বহু অলৌকিক ক্ষমতা বা কারামতের অধিকারী হয়েছিলেন বলে পরবর্তীকালে তিনি মওলানা কেরামত আলী নামে সর্বজনবিদিত হয়ে পড়েছিলেন। জনৈক বুযর্গ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে তার পিতাকে বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তার ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তিনি সমগ্র উত্তর ভারত, বাংলা ও আসাম অঞ্চলে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রচার ও তার মহিমা প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হবেন। ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। তিনি জন্মগ্রহণ না করলে হয়তো বা এতদঞ্চলে ইসলামী চেতনা চিরকালের জন্য নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন

মওলানা কেরামত আলী শৈশবকাল থেকেই শান্ত, সংযত ও ধীর প্রকৃতির বালক ছিলেন। তিনি সাধারণ বালকদের অপেক্ষা চালচলন ও আচার আচরণে ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। অকারণে হৈ হুল্লোড় বা খেলাধুলা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতেন। সুচতুর, বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এই বালক সবসময়ই সৎ, বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে ধর্মীয় আলাপ আলোচনা করতে ও শুনতে ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। তাই অনেকে রসিকতা করে বলতেন, ছেলেটি আসলে বুড়ো, ভুল করে সে ছেলে হয়ে জন্মেছে। তার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। মায়ের কোলে বসে দুধ পান থেকে শুরু করে শৈশবের প্রতিটি ঘটনাই তিনি আমরণ পুংখানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে পারতেন । শৈশব থেকেই ধর্মভীরু মওলানা কেরামত আলী মাত্র ১০ বছর বয়সকালে হতে নামায আদায় করতেন। ধর্ম-কর্ম ছাড়াও বাল্যকাল থেকেই তিনি মাতাপিতার সাংসারিক কাজে সাহায্য এবং উস্তাদ, মুরুব্বী, আলিম, বুযর্গ ব্যক্তি, এমনকি মেহমানদের পর্যন্ত খেদমত করতে কখনো পিছপা হতেন না। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীর প্রতিও তিনি ছিলেন অতিশয় সংবেদনশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অসাধারণ অনুরাগী মওলানা সাহেব বাল্যকালে স্বীয় পিতা আবু ইবরাহীম ইমাম বখ্‌শ সাহেবের নিকট কুরআন মজীদ পাঠের শিক্ষালাভ করা ছাড়াও ফারসী ভাষার শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সমসাময়িক কালের মশহুর আলিমবর্গ, যাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন তাঁরা ছিলেন, মওলানা কুদরতউল্লাহ রুদুলবী মওলানা আহমদউল্লাহ আসাবী, মওলানা আহমদ আলী চেরিয়াকুটি, ক্বারী সৈয়দ ইবরাহীম মাদানী ও সৈয়দ মুহাম্মদ ইস্কান্দার আলী প্রমুখ। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই মওলানা সাহেব নিজকে একজন বিখ্যাত আলিম ও পণ্ডিত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি 'মিফতাহুল জান্নাত' নামে যে একটি অমূল্য কিতাব উর্দূ ভাষায় রচনা করেন, তা আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ১৮টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার হস্তাক্ষর ছিল অদ্ভুত শৈল্পিক এবং অপূর্ব সুন্দর। সবচাইতে বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, অপূর্ব লিখনশিল্পী মওলানা কেরামত আলী বিসমিল্লাহসহ সম্পূর্ন সূরা ইখলাস লিখে নিজের নাম পর্যন্ত সই করেছিলেন একটি মাত্র চাইলের উপর। তার এই শিল্প প্রতিভা নিশ্চয়ই আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না । উল্লেখ্য যে, তিনি এ শৈল্পিক লিখন কৌশল তার অনেক মুরীদকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা ছাড়াও মওলানা সাহেব প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে আযাদ করার মানসে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে সচেষ্ট হন এবং বিহারী নামক জনৈক সামরিক বিদ্যা পারদর্শী স্বর্ণকারের নিকট হতে সামরিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এভাবে মওলানা সাহেব শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই পাণ্ডিত্য লাভ করেননি, সৈনিক হিসেবের যোগ্যতা ও দক্ষতা ও অর্জন করেন। তিনি নিজের মঙ্গল, জনগণের কল্যাণ ও দেশের মুক্তি ও তরক্কীর জন্য সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষাকে ফরয বলে অভিমত পোষন করতেন। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হবার বাসনা সর্বদা লালন করতেন। কিন্তু স্বীয় মহান পীর ও মুর্শীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহ.)-এর আদেশে তিনি তার সামরিক শিক্ষাকে তাবলীগের কাজে সদ্ব্যবহার করতে আত্মনিয়োগ করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে সত্য ও ন্যায়ের আলোকে উদ্ভাসিত করার উদগ্র বাসনা, কর্মস্পৃহা এবং ত্যাগ তিতীক্ষার পথে তিনি বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সামরিক প্রশিক্ষণের সাহায্যেই আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের বাইরে দ্বীন প্রচারে তার ভূমিকা

কুসংস্কারের তিমিরে আচ্ছন্ন ও বিদআত কার্যে লিপ্ত জনসমাজকে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ, সৎ ও সুন্দর জীবনাদর্শের আলোকে উজ্জীবিত করে তুলতে তিনি তাবলীগের কাজে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে অনেকবার নানা প্রকার ষড়যন্ত্র, নাশকতামূলক ও হিংসাত্মক চক্রান্তের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। বিশেষ করে বিদআতীরা একবার তাঁর প্রাণনাশেরও অপচেষ্টা চালিয়েছিল। দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মোল্লাটোলার একটি দোতলা বাড়ীতে আটকে রেখে মওলানা সাহেবকে হত্যার হীন চেষ্টা চালানো হয়। মওলানা সাহেব ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করে 'বনুট' নামক এক বিশেষ ধরনের ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে দুশমনদেরকে বিভ্রান্ত করে আত্মরক্ষা করেন। আজমগড় জেলার বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

সৈনিকরা মওলানা সাহেবের লাঠি ও বনুট কৌশল দেখে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হয়ে তার শাগরেদী গ্রহণ করেন । এই ঘটনার পর ঐ এলাকায় ইসলাম প্রচার তার পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য হয়ে উঠে। তাবলীগ সম্পর্কে তিনি বলেন, "এ ফকীর তাবলীগ হেতু অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেছে। প্রাণনাশের আশংকা নিয়েও দেশ বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়েছে। কুরআন শরীফ নকল করে এবং তেজারতী করে ব্যয় সংকুলান করতে হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রে প্রাণ ভয়ে এ হতভাগ্যকে অস্ত্রসহ প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।"[২]

অতঃপর মওলানা সাহেব রায়বেরেলির বিখ্যাত সংস্কারক সৈয়দ আহমদ বেরেলবীর (১৭৮২-১৮৩১) পবিত্র সংস্পর্শে এসে তার বায়আত গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি পীরে কামিল সৈয়দ আহমদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে থেকে মাত্র ১৮ দিনের মধ্যেই ইলমে তাসাউফ ও রূহানী তাওয়াজ্জুহ হাসিল করেন। এভাবে স্বয়ং আল্লাহ পাকের কুদরতে কামিলায় মওলানা কেরামত আলীকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বগুণে বিভূষিত করে মানব জাতির খেদমতের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। এদিকে বায়আত গ্রহণের চতুর্থ সপ্তাহের শেষার্ধে সৈয়দ পীর সাহেব মওলানা সাহেবকে তাবলীগের কার্যে আত্মনিয়োগ করতে আদেশ দান করেন এরপর তিনি স্বীয় জন্মভূমি জৌনপুরে প্রত্যাগমন করেন।

তদানীন্তন জৌনপুরে কতিপয় মসজিদে সে সময় শুধু সন্ধ্যা ও প্রভাতের আগমনী চিহ্ন স্বরূপ আযান দেওয়া হতো। মসজিদ গুলোতে গান বাজনা ও অন্যান্য পাপাচারমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হত। এ জঘন্য পাপাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি মসজিদসমূহে নামায, আযান ও জামায়াত কায়েম করেন। যাতে করে মানুষ সহজেই ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে অবহিত হতে পারে সেজন্যে তিনি মসজিদে মসজিদে খণ্ডকালীন মক্তবেরও প্রচলন করেন। বাংলাদেশের মসজিদসমূহে প্রতি শুক্রবার নামাযের পূর্বে কয়েক মিনিটের জন্য ধর্মীয় শরা শরীয়ত, বিধি নিষেধ ও খুতবার যে ব্যাখ্যা করা হয় তা তৎকালীন প্রচলিত ব্যবস্থার বিকল্প পদ্ধতি মাত্র। সুলতান ইব্রাহীম শার্কী জৌনপুর শহরে যে বিরাট শাহী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কালক্রমে সেটি ব্যভিচারসহ বিভিন্ন জঘন্য পাপাচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি বহু ত্যাগ তিতীক্ষার দ্বারা জৌনপুর জামে মসজিদসহ এলাকায় অন্যান্য মসজিদে নিয়মিত পাচ ওয়াক্ত নামায ও দীনী যিকির কায়েম করেন । তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে মৃতপ্রায় মসজিদগুলো আবার আযান, জামায়াত ও ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে উঠে। এভাবে জৌনপুরের সর্বত্র ইসলামের আলোকচ্ছটা চারদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে এবং ইসলামী বিধি বিধান পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে। অতঃপর মওলানা সাহেব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় জৌনপুরে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে হানাফী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কালক্রমে এই মাদ্রাসা সমগ্র ভারতে ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । এভাবে তিনি আজমগড়, গাজিপুর, ফয়েজাবাদ, সুলতানপুর ও জৌনপুরে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ইসলাম প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কাজ মসম্পন্ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও আসামে ইসলাম প্রচার

মওলানা সাহেব তার শ্রদ্ধেয় পীর ও মুর্শিদে কামিল হযরত সৈয়দ আহমদের কাছে বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলে পীর কিবলা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অসি যুদ্ধের চেয়ে মসি ও বাকযুদ্ধের জন্য মওলানা কেরামত আলী অধিকতর উপযুক্ত। তাই তাকে পীর কিবলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেননি। কারণ যুদ্ধে প্রাণদান করার মত লোকের অভাব না থাকলেও যথার্থ জ্ঞানী, গুণী ও সর্বত্যাগী সাধক ধর্ম প্রচারকের অভাব সর্বযুগেই বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি পীরের আদেশ অনুযায়ী তাবলীগকে জিহাদে আকবর বিবেচনা করে উক্ত কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আযাদী সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। মওলানা সাহেব বাংলা ও আসামের মত এক বিরাট অঞ্চলে সৈয়দ সাহেবের সুযোগ্য খলীফা হিসেবে মওলানা বেলায়েত আলী আজিমাবাদী ও মওলানা মুহাম্মদ আলী রামপুরী সাহেবদ্বয়ের সহযোগিতায় তাবলীগের কাজ শুরু করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে ভারতের মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ, জুনাগড় এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ ও আসামে তাওহীদের যে মর্মবাণী প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে জিহাদে আকবর ছাড়া অন্য কোন নামে আখ্যায়িত করা উচিত হবে না।

বাংলাদেশে সংস্কারের মহান উদ্দেশ্যে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুর থেকে কলকাতায় শুভ পদার্পণ করেন। তিনি কলকাতার সকল এলাকায় গিয়ে নামায, রোজা ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ কায়েম করেন। অপরদিকে তিনি বিধর্মীদের কার্যকলাপ মূলোৎপাটনের ব্যাপক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি কতিপয় মুরিদ সমভিব্যাহারে পানসীযোগে কলকাতা থেকে প্রথমে বাংলাদেশের যশোর জেলায় আগমন করে সেখানে দ্বীন বিমুখ জনগণের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি যশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে খণ্ডকালীন মক্তব স্থাপন করে সেখানে ইসলামের সার্বজনীন শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির ঝান্ডা উড্ডীন করেন এবং খুলনা জেলায় অগ্রসর হন। সেখানেও তিনি নামায, রোযা ও কলেমা কায়েম করেন। তারপর সেখানে তিনি কিছু সংখ্যক জাহিল লোক কর্তৃক নাজেহাল হন। এতে হতোদ্যম না হয়ে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাবলীগী কার্য সম্পন্ন করে অতি অল্পকালের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। সেখান থেকে তিনি নোয়াখালী জেলার দিকে অগ্রসর হন। এবং সেখানকার সর্বসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। তার প্রচেষ্টার ফলেই অন্যান্য স্থানের চেয়ে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপিত হয়েছে । এর পর মওলানা সাহেব ঢাকা রওয়ানা হবার পূর্বে ফরিদপুর জেলায় অবস্থান করেন ।

কারামতিয়া কারামত

মওলানা সাবেহের সমগ্র জীবনটাই ছিল কারামতে ভরা। এসব কারামতের জন্যই তার নাম আলী জৌনপুরী থেকে কেরামত আলী জৌনপুরীতে পরিবর্তিত হয়েছে। তার জীবনের প্রথম কারামত হল হযরত পীর সৈয়দ সাহেবের নিকট মাত্র ১৮ দিনের মধ্যেই কামালিয়াত হাসিল করা, যা অন্যদের পক্ষে হয়তো ১৮ বছরও লাভ করা সম্ভব ছিল না। তার দ্বিতীয় কারামত ছিল এই যে,

Dhaka University Institutional Repository

একবার জৌনপুরে মসজিদে নামাযরত থাকাকালে এক পাঠান সর্দার টাকার বিনিময়ে তাকে হত্যা করতে তার পবিত্র মস্তকের উপর তলোয়ার উত্তোলন করলে তলোয়ারসহ ঐ পাঠান আর হাত নিচে নামাতে পারেনি। পরে উক্ত পাঠান সর্দার অনেক কাকুতি মিনতিসহ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে সর্দারের হাত নেমে যায় এবং এর ফলে সে তার নিষ্ঠাবান অনুসারীতে পরিণত হয় । তার এমনি শত সহস্র কারামতের কথা এখনও বাংলা আসামের জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে।[৩]

রংপুরে আগমন ও ইসলাম প্রচার

জৌনপুর, আসাম ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে মওলানা কেরামত আলী অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রংপুরে শুভাগমন করেন। কবে এবং কখন তিনি এ অঞ্চলে পদার্পণ করেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তখন স্থানীয় জনৈক দরবেশ কয়েকটি পানসীসহ রংপুর শহরের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ঘাঘট নদী হয়ে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে যে মওলানা কেরামত আলী স্ত্রী- পুত্র পরিজন ও কিছু সংখ্যক শাগরিদসহ রংপুরে এসেছেন তা আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অবগত হয়ে তার সামনে মার্জিত পোশাকে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি নেন বলে শোনা যায়। ঐ দরবেশ রংপুর শহর থেকে সৈয়দপুর গামী রাস্তার পাশে পাগলা পীর নামক স্থানে সমাহিত রয়েছেন।

মওলানা সাহেব সুদীর্ঘ ৫১ বছর বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচার ও সংস্কারমূলক কার্যাদি সুসম্পন্ন করার পর ১২৯০ হিজরীর (১৮৭৩ ইং) গোড়ার দিকে রংপুরে আগমন করে শহরের মুন্সিপাড়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বস্তুত তার মহান জীবনের শেষ অধ্যায়ে বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি রংপুরে পদার্পণ করেন। সে সময় এ অঞ্চলের জনগণ, বিশেষ করে মুসলিম সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে খাঁটি ইসলাম প্রচারের মানসে বৃদ্ধ বয়সেও তাকে অনেক বিদ'আতি নেতার সঙ্গে বাহাসে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রংপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করে ইসলামের মর্মবাণী ও মহান আদর্শ সফলতার সাথে প্রচার করেন। তার আগমন না ঘটলে রংপুর জেলা এবং সংলগ্ন জেলাসমূহে ইসলাম প্রচার কাজ নিঃসন্দেহে ব্যাহত হত। এখানে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তার অবদান অপরিসীম । এই মহান সংস্কারক ধর্ম প্রচারকাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে রবিউস সানী মাসের কোন এক পবিত্র জুমু'আর দিন সুবহি সাদিকের ওয়াক্তে ওফাত প্রাপ্ত হন। তার ওফাত প্রাপ্তির মাত্র এক মাস পর তার বিবি সাহেবা ইন্তেকাল করেন।

রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ায় এই মহাসম্মানিত মেহমানদ্বয়কে পাশাপাশি সমাহিত করা হয়। তাদের সমাধির পাশেই একটি সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটি কারামতিয়া মসজিদ নামে এই পবিত্র নামের স্মৃতি বহন করছে। শুধু রংপুরেরই নয়, পাক ভারত উপমহাদেশের হাজার হাজার লোক এই মহান ওলীর মাযার যিয়ারত করতে আসে। প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২,১৩,ও ১৪,ইং তারিখে এ মসজিদ প্রাঙ্গনে উরস শরীফ উদযাপিত হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে দেশ দেশান্তর ও বহু দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত লোক সমবেত হয়ে তার মুবারক স্মৃতিচারণ ও তার

Dhaka University Institutional Repository

রূহের মাগফিরাত কামনা করে থাকে। উরসের সময় এখানে তিন দিন ব্যাপি ওয়াজ নসীহত ও যিকির আযকারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

দৈহিক গঠনের দিক থেকে মওলানা সাহেব বিস্তৃত ললাট, দীর্ঘ ও প্রশস্ত নাক, পাতলা ঠোঁট এবং লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট একজন দীর্ঘদেহের অধিকারী সুপুরুষ ছিলেন। দেখতে তিনি ছিলেন সুন্দর ও পাতলা, তিনি পবিত্র হাতে বেশ কয়েককপি কোরআন শরীফ লিখে গেছেন। কারামতিয়া মসজিদ ছাড়াও তার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখবার জন্য কারামতিয়া মাদ্রাসা নামে একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছিল। বর্তমানে এই মাদ্রাসা ঘরেই কারামতিয়া হাই স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে।

ইসলামের আদর্শ, তাহযীব ও তমদ্দুনের মূর্ত প্রতীক মওলানা কেরামত আলী মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন। এমনকি দারিদ্রতার ফলে তিনি অনেকদিন ভাতের সাথে কেবল লাউ সিদ্ধ খেয়ে জীবন ধার করে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। এই নিঃস্ব ফকীর যখন ওফাত প্রাপ্ত হন, তখন তার কাফন কেনার পয়সাও ঘরে ছিল না বলে জানা যায়।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকেই এই মহান ও উদার মওলানা সমভাবে ভালবাসতেন। আসামে ইসলাম প্রচারকালে তিনি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই পোশাকাদি বিতরণ করেন নি, তার এ দয়ার দান থেকে গরীব অমুসলমানরাও বঞ্চিত থাকেনি। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তিনি দু'জন ইংরেজ মহিলার জীবন রক্ষা করেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।[৪] বস্তুত নিজের সুখ সুবিধা বা স্বার্থের জন্য তিনি কখনো কোন কাজ করেননি, করেছেন শুধু মানবতার খাতিরে। এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে অনেক দুশমনও শেষাবধি তাঁর দোস্তে পরিণত হয়েছে বলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

তার মাযার যিয়ারত করতে এসে প্রতি দিনই শত শত দিশেহারা মুসলমান সত্যিকার ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। এমনকি এ অঞ্চলের অনেক অমুসলমানরাও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে তার মাযার পরিদর্শন করে থাকে। দীন ইসলামের একজন মহান প্রচারক হিসেবে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ড ও তাঁর মাযার রংপুর তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারের আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রজ্বলিত হয়ে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্রঃ

১. ডক্টর গোলাম সাকলায়েনঃ বাংলাদেশের সূফী সাধক
২. অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব ঃ ছোটদের মাওলানা কারামত আলী।
৩. মওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী ঃ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী।
৪. মুহাম্মদ তালেব উদ্দিনঃ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও নারী শিক্ষা জাগরণে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বাঙালী মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত ও নারী মুক্তির পথ প্রদর্শক এবং মুসলিম নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন বেগম রোকেয়া। তার প্রকৃত নাম রোকেয়া বা রুকাইয়া খাতুন। ডাক নাম রুকু। বিয়ের পর নাম হয়েছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সাহিত্যে আর, এস, হোসেন নামে খ্যাত।

বাঙালী মুসলিম সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংকটময় মুহূর্তে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়। বাংলার এক রক্ষণশীল মুসলিম জমিদার পরিবারে রোকেয়া ১৮৮০ খ্রীঃ ৯ই ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তার জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে রোকেয়া ১৯৮০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এটা সর্বজন স্বীকৃত।

রোকেয়ার ঘনিষ্ট সহযোগী শামসুন্নাহার মাহমুদ রোকেয়া জীবনীতে লিখেছেন,"১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেগম রোকেয়া জন্ম গ্রহণ করেন।"[১] এ সম্পর্কে মোশফেকা মাহমুদ রোকেয়া পত্রে পরিচিত জন্ম তারিখ উল্লেখ করেনি। কবি আব্দুল কাদির, 'রোকেয়া রচনাবলীতে' সম্পাদকের নিবেদনে লিখেছেন, "১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রংপুর জেলার অন্তঃবর্তী পায়রাবন্দ গ্রামে রোকেয়ার জন্ম হয়।"[২] নতুন সংস্করণের ভূমিকায় লেখা হয়েছে, "তার আয়ুস্কাল ছিল অনতিদীর্ঘ, (১৮৮০-১৯৩২) ৫২-৫৩ বছর।"[৩] রোকেয়ার জন্মশত বার্ষিকীতে (১৮৮০-১৯৮০)First day cover সহ দুটো স্মারক ডাকটিকেট ও খাম উদ্বোধনী হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এতে শুধু ১৮৮০ উল্লেখ ছিল।[৪] ৫০ পয়সার ছয় লক্ষ এবং ২ টাকা চার লক্ষ ডাকটিকেট অষ্ট্রিয়ার Bruder Rosewhaum মুদ্রিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে হাসিনা জোয়ার্দ্দার ও শফিউদ্দিন জোয়ার্দ্দার এর লেখা 'Begum Rokeya more the Emancipator'৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০ রোকেয়ার জন্ম বলে উল্লেখ করেন।"[৫] এ তথ্য রোকেয়ার ছোট বোন হোসায়রা তার পুত্র আমির হোসেনকে জানিয়েছেন। আমির হোসেনের স্ত্রী আয়শা জাফর এ তথ্য পরিবেশন করেন।[৬]

এ তথ্যের ভিত্তিতে আব্দুল মান্নান সৈয়দ, "বেগম রোকেয়ার জন্ম তারিখ লিখেছেন , ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০।"[৭] কবি সুফিয়া কামাল, "আমার জীবনে রোকেয়া প্রবন্ধেলিখেছেন "উনি তো হঠাৎ করেই মারা গেলেন। সকল বেলায় ওজু করতে বসে। নয় তারিখ ডিসেম্বর। ওর জন্ম দিনও ছিল ডিসেম্বরের ৯ তারিখ ১৮৮০ তে জন্ম"।[৮] এ তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ শামসুল আলম, "রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য কর্মে লিখেছেন, 'ওর জন্ম দিনও ছিল ডিসেম্বরের ৯ তাখিক ১৮৮০ তে ।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার জন্ম সম্পর্কে রওশন জাহান বক্তব্য দিয়েছেন ১৯৮৮ সালে City University of New York এর Feminist press থেকে প্রকাশিত তার Sultana`s Dreams selections from the seelveled one`s লিখেছেন, Rokeya Sakhawat Hossain was born in 1880 in paira band a small village in the distrist of Rongpur in the north of present day Bangladesh, at the time of Her date of birth a part the coloaial British provice of Bangal presidency her date of Birth is uncertain which is not surprising in resion when even to day lacks a will regulated system of registers births and deaths thought some maintain that she was born on dec.9 1880 citting her rephew as the source this date is open to doutl`` [১০] রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হয়।"[১১]

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায়, রোকেয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। রোকেয়া যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন সে সময়টা ছিল মুসলমানদের পতনের যুগ। রাজত্ব ও আধিপত্যহীন মুসলিম সমাজ চরমভাবে রক্ষণশীলতা, কুসংস্কাচ্ছন্নতা ও গোঁড়ামীতে আক্রান্ত ছিল।"[১২] ১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকার সকল বিদ্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছিল রোকেয়ার জন্ম দিন উপলক্ষে। পরে অবশ্য এ নিয়ম চালু থাকেনি।

বংশ পরিচিতি

এদেশের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থানসমূহের মধ্যে রংপুর অন্যতম। রঙ্গ অর্থ আনন্দ, পুর অর্থ আবাস । এটি ছিল আনন্দের আবাসস্থল। তাই অতীতে রাজা রাদশাহদের পছন্দসই স্থান ছিল রঙ্গপুর বা রংপুর । যা মহাভারতে বিবৃত হয়েছে। পৌরাণিক যুগে প্রাগ জ্যোতিষপুর রাজ্যের পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা ভগদত্ত এখানে ঘাট নদীর তীরে নির্মাণ করেছিলেন তার বিনোদন কেন্দ্র তাই এ স্থানটির নাম হয়েছে রংপুর। উল্লেখ্য এ তথ্য মহাভারতে থেকে উদ্ধার করেছেন ডক্টর গ্রীয়ায়সন।"[১৩]

মানুষ চিরকালই ভাগ্যান্বেষণে দেশ- দেশান্তরের ঘুরে বেড়িয়েছে। তেমনি বেগম রোকেয়ার পূর্ব পুরুষ বাবর আলী আবুল বাবর তাব্রিজী একজন ভাগ্য অন্বেষণী ছিলেন। তিনি ইরানের তাব্রিজ শহরের অধিবাসী ছিলেন প্রধানত জীবিকার সন্ধানে মাতৃভুমি পরিত্যাগ করে অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গে ভারতে আসেন। সুদীর্ঘ পথ পারি দিয়ে ভারতের বিহার প্রদেশের কাটপ রংপুর নামক স্থানে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বসবাস করেন। এবং পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৫৮৪ সালে কোন এক সময় পায়রাবন্দ গ্রামে আগমন করেন। এবং স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। মুহাম্মদ শামসুল আলম লিখেছেন, " এখানে তিনি সম্রাট আকবরের স্থানীয় প্রশাসক নব নারায়নের

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় ও সহযোগীতা লাভ করেন।"[১৪] বাবর আলী আবুল বাবর তাব্রিজী পুরুষানুক্রমে তাব্রিজী' বংশর। তাদের বংশ পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ হলো।

বাবর আলী আবুল বাবর সাবের তিব্রিজী।

আসকারী মনসুর আলী আবু ফারনাস সাবের।

মৌলভী শের মোহাম্মদ আবু শেরজাদ সাবের।

মুন্সি মোহাম্মদ বাউল আবু বাসেন সাবের।

মৌলভী জহুরউদ্দিন মোহাম্মদ আবুল সাবুর সাবের।

জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের।[১৫]

রোকেয়ার পূর্ব পুরুষদের যে সন্ধান পাওয়া যায় তাদের পুরো নামের একটি অংশ "সাবের" যুক্ত আছে । রোকেয়ার পূর্ব পুরুষেরা মুঘল আমলে অনেক উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ শামসুল আলম লিখেছেন, 'সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় রোকেয়ার পূর্ব পুরুষেরা কেবল মুঘল সরকারের উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত ছিল না বরং জনৈক পূর্ব পুরুষ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে 'মিরতাস' পদেও নিযুক্ত ছিলেন।"[১৬] এ সম্পর্কে মুন্সি আব্দুর রশীদ খান লিখেছেন,

"রোকেয়ার পূর্ব পুরুষগণ যে মুঘল সরকারের উচ্চ সামরিক পদেও নিয়োজিত ছিলেন তা সরকারী নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 'মিরতাস' পদেও নিয়োজিত ছিলেন রোকেয়ার জনৈক পূর্বপুরুষ। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ ও কাজীর পদও লাভ করেছিলেন এদের অনেকে।"[১৭] বিচার বিভাগের পদেও তারা নিযুক্ত ছিলেন। বাবর আলী তাব্রিজী মুঘল সম্রাটদের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন, তাই মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে বাবর আলী তাব্রিজী বিস্তীর্ণ লাখেরাজ জমি লাভ করেছিলেন।"[১৮] এই বিশাল জমিদারীর অধিকারী সাবের পাবিারের সপ্তম পুরুষ ছিলেন বেগম রোকেয়ার পিতা। রোকেয়ার পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের।

Dhaka University Institutional Repository

শৈশব জীবন

বেগম রোকেয়ার শৈশব জীবন কড়া ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও কঠোর নিয়ন্ত্রন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্দরমহলে অতিবাহিত হয়। তার শৈশব জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মূলত রোকেয়া নিজে তার লেখনিতে যেটুকু ইঙ্গিত দিয়েছেন তার আলোকে বলা যায় রোকেয়ার জন্ম রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবনের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল পায়রাবন্দ গ্রাম । এই অজপাড়া গায়ে রোকেয়ার শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এ অজপাড়া গায়ের স্মৃতি বিজড়িত করে রোকেয়া লিখেছেন," আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়-বাড়ীর চতুর্দিকে বন, তাতে বাঘ শুকর, শৃগাল সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই। সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা ঘুঘু, বউ কথা কও, ওখুকি ওখুকি, চোখ গেল, প্রভৃতি পাখীর ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া শব্দ শুনে বুঝতে পারি, মাগরিবের নামাজের সময় হয়েছে। রাত্রেকালে কুরুয়া পাখীর কা-অ্যাক-কা -অ্যাক- কু, ডাক শুনে বুঝতে পারি, এখন রাত তিনটা। আমাদের শৈশব জীবন পল্লী গ্রামের নিবিড়ি অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হয়েছে।"[১৯]

রোকেয়া শৈশবে বাবা-মায়ের অনাদরে বড় হলেও তিনি তার বড় বোন বড় ভাইয়ের স্নেহের সংস্পর্শে ছিলেন। রোকেয়ার শৈশবকালে তার বড় বোন করিমুন্নেসা দুই পুত্র নিয়ে বিধবা হন। করিমুন্নেসা দুই পুত্রের সাথে রেকেয়াকে লালিত পালিত করেছিলেন। বিদ্বান, বিদূষী ও সংস্কৃতিমনা বড় ভাই ও বোনের পরিশীলিত মনের প্রভাব শৈশব থেকে রোকেয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা জীবন

রোকেয়া কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে। ঊনিশ শতাব্দীর মুসলিমদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন পারিবারিক ও সমাজিক পরিবেশ এ জন্য দায়ী।

বাঙালী ঐতিহাসিক মুসলিম পরিবারে রোকেয়ার জন্ম হলেও অতিরিক্ত পর্দা প্রথা ও অবরোধ-এর কারনে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে অন্দর মহলে, অন্ধকার পরিবেশে। এ সম্পর্কে লায়লা জামান বলেছেন, "পাঁচ বৎসর বয়ষে রোকেয়া মায়ের সাথে কলিকাতায় এসে এক মেম শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা গ্রহন করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু পর্দা প্রথা এবং আত্মীয় স্বজন ও অভিভাবকের কটুক্তির কারণে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।"[২০]

রোকেয়া অসীম জ্ঞান পিপাসু ছিলেন । এ জ্ঞান লাভ করার সহায়ক ছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহীম এবং জ্যেষ্ঠ ভগ্নি করিমুন্নেসা। রোকেয়া এ সম্পর্কে বলেছেন, " বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুলে কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই। কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান

Dhaka University Institutional Repository

করবেন দুরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন কিন্তু তথাপিও আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।"[২১]

রোকেয়ার পিতা ছিলেন স্ত্রী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তাই দিনের বেলা রোকেয়া লেখা-পড়ার সুযোগ পেতেন না। ইব্রাহীম সাবের ও রোকেয়া অপেক্ষায় থাকতেন রাতের জন্য। গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে, মিটিমিটি মোমবাতির আলোতে ইংরেজী ও বাংলা এ দু'ভাষা খুব ভাল করে শিখেছিলেন। এ সম্পর্কে মোতাহার হোসেন সুফী লিখেছেন, "ইব্রাহীমের স্নেহ লাভ করেই শৈশবে রোকেয়া ইংরেজী ও বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।"[২২] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবদান স্বীকার স্বরূপ 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন। এখানে তিনি লিখেছেন।

"দাদা, আমি আশৈশব তোমার স্নেহ সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়। আমি কেবল তোমাকেই জানি।"[২৩]

পড়াবার সময় ইব্রাহীম রোকেয়াকে নানা। দেশ- বিদেশের কাহিনী শুনাতেন । সেগুলো তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। শৈশবে ইব্রাহীম নানাভাবে মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতেন। ইব্রাহীম একখানা ছবিওয়ালা বই রোকেয়ার সম্মুখে তুলে ধরে বলেছিলেন, "বোন এই ইংরেজী ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্ন ভান্ডারের দ্বার তোর খুলে যাবে।"[২৪]

বেগম রোকেয়া গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ঘুমালে একদিনও সূর্যোদয়ের আগে শয্যা হতে উঠতে পারতেন না। এর ফলে তাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হত। কিন্তু এতে তাঁর উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং পড়াশুনার স্পৃহা বাড়তে থাকে। কারণ তার ভাইয়ের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা তার পাথেয় ছিল।

অজানাকে জানার ইচ্ছা এতবেশী ছিল যার কারণে রোকেয়া দিনের বেলায় ভাইকে শতবার জিজ্ঞাসা করতেন। পুত্রকে বার বার বিরক্ত করাতে রোকেয়ার মা রোকেয়াকে তিরস্কার করতেন। পুত্র মাকে বলতেন, " মা তুমি বকিও না। এতে যে আমি কতো আনন্দ পাই তাহা তো তুমি জান না, মা।"[২৫]

রোকেয়ার শিক্ষার ব্যাপারে তার জ্যেষ্ঠ বোন উৎসাহ যুগিয়েছেন। রোকেয়ার শৈশব জীবনে করিমুন্নেসা স্বামী হারা হন। করিমুন্নেসা রোকেয়াকে ইংরেজী ও বাংলা শিখানোর জন্য লোকদের কাছে তিরস্কার শুনেছেন। এ সম্পর্কে রোকেয়া লিখেছেন, 'জ্যেষ্ঠ ভগ্নি আমাকে দু' হরফ বাংলা পড়াবার জন্য সমাজে বহু নিন্দা ও ভ্রুকুটি সয়েছেন।"[২৬]

এ সম্পর্কে রোকেয়া আরও লিখেছেন, " অপর আত্মীয়াগণ আমার উর্দূ ও ফারসী পড়ার তত আপত্তি না করলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাংলা পড়ার

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূলে ছিলে।"[২৭] জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বড় বোনের অবদানের কথা রোকেয়া অনেকবার উল্লেখ করেছেন এবং তিনি দু'টি গ্রন্থ Sultana`s Dream (১৯০৮) ও মতিচুর দ্বিতীয় খন্ড (১৩২৮) বোনের নামে উৎসর্গ করেছেন। মতিচুর ২য় খন্ডে রোকেয়া আরও বলেছেন, "চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুর থাকিয়া বঙ্গভাষার কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও সে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদ।"[২৮]

এ ভাবে ভাই বোনের সঙ্গে পড়াশুনার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক নিবিড় হল। ভাই বোনদের মধ্য থেকে শিক্ষার আলো দিনে দিনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হল। শত বাড়বাঞ্ঝরে মধ্যে এ আলো স্তিমিত বা মলিন হয়নি। বরং এ আলো জ্বালিয়ে তিনি জীবনের দূর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন।

বৈবাহিক অবস্থা

ভারতের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে ভাগলপুর নিবাসী খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৫৮-১৯০৯) সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। তখন রোকেয়ার বয়স ছিল আনুমানিক ১৬ বৎসর। বিয়ের পর রোকেয়া স্বামী গৃহে গমন করে এটা সর্বজন স্বীকৃত। রোকেয়ার বিয়ের বয়স নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। শামসুন নাহার লিখেছেন, "চৌদ্দ বছর বয়স অতিক্রান্ত হইতে না হইতে তাঁহার বিবাহ হইয়া যায়।"[২৯] মোশফেকা মাহমুদ লিখেছেন, "আঠার বছর বয়সে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী বিপত্নীক অবাঙ্গালী সাখাওয়াত হোসেনকে বিয়ে করেও তিনি সুখী হয়েছিলেন।"[৩০]

এ উভয় তথ্য সত্য বলে মনে হয় না। তাহমিনা আলম লিখেছেন, আনুমানিক ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়।[৩১] লায়লা জামান একই কথা লিখেছেন।[৩২] মুহাম্মদ শামসুল আলম লিখেছেন, "বিয়ের সময় রোকেয়ার বয়স ছিল ষোল বছর মাত্র।"[৩৩] আব্দুল কাদির ও বলেছেন, "রোকেয়া আনুমানিক ১৬ বছর বয়সে সাখাওয়ত হোসেনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।"[৩৪] উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য এবং ভিত্তি বহুল।

দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে রোকেয়া আকর্ষনীয় দেহের অধিকারিণী ছিলেন। এ সম্পর্কে শামসুন নাহার লিখেছেন, "তিনি একেই অসামান্য সুন্দরী। শুভ্র সুন্দর দেহতনু যৌবনের রূপ-লাবন্যে একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।"[৩৫] রোকেয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহীমের মধ্যস্থতায় ভাগলপুরে উর্দূভাষী সাখাওয়াত হোসেনের সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন "কনিকা ষ্টেটের ফোর্ট অব ওয়ার্ডসে নিযুক্ত ম্যানেজার।"[৩৬] বিয়ের সময় সাখাওয়াত হোসেনের বয়স ছিল ৩৮বছর। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তার প্রথমা স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান রেখে ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

সাখাওয়াত হোসেন ১৮৭৪ সালে হুগলী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। পারিবারিক কারণে তাকে পাটনায় ফিরে যেতে হয় এবং পাটনার কলেজ থেকে ১৮৭৬ সালে কৃতিত্বের সাথে এফ, এ পাশ করেন। পরে তিনি সুজনী কলেজে ফিরে আসেন এবং ১৮৭৮ সালে কৃতিত্বের সাথে বি, এ, পাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম বিয়ে মায়ের পছন্দে করেন। তার মাতা এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাখাওয়াতের বিয়ে দেন। প্রথমা স্ত্রী একটি মাত্র কন্যা সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় বিয়ে হয় রোকেয়ার সঙ্গে। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পর্দাপনকারী ব্যক্তিকে স্বামী রূপে পেয়ে রোকেয়া সন্তুষ্ট ছিলেন স্বামীর রূপ কিংবা যৌবন নয়, তার কুসংস্কার মুক্ত, উদার ও শিক্ষানুরাগী মনের ছোয়ায় রোকেয়ার মন ভরপুর ছিল। দাম্পত্য জীবনে যেমনি রোকেয়া সুখী ছিলেন, তেমনি সাখাওয়াত হোসেনও সুখী ছিলেন।

সাখাওয়াত হোসেন মিতব্যয়ী ছিলেন। সে নিজের সঞ্চয়ী জীবন সম্পর্কে নিজে লিখেছেন, 'ভাগলপুরে বহু লক্ষপতি বিদ্যমান থাকিতেও সকলের চেয়ে আমি স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন। কারণ চারিশত টাকা যখন মাসিক আয়, তখন মাসের শেষে আমার হাতে উদ্বৃত্ত টাকা সংখ্যা আড়াইশত। অথচ আমার ঘোড়া টমটম অন্যদের চেয়ে ভাল। আসল কথা এই যে, আমার খরচ কম। কাপড় ছিড়ি কম। খাওয়া সাবেক মোটা ধরণের রাখিয়াছি,"[৩৭] রোকেয়া সুগৃহিনী ছিলেন। সুন্দর করে নিজের মত করে ঘর সাজাতে পছন্দ করতেন। প্রায় ছুটির দিন নিজের হাতে রান্না করে স্বামীর বন্ধু- বান্ধবদের পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে পছন্দ করতেন। এসব কারণে সাখাওয়াত হোসেন তাকে পছন্দ করতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোকেয়া উল বুলতেন এবং সেলাই করতেন ।

রোকেয়া স্বামীর একজন ছাত্রীও ছিলেন। স্বামীর উৎসাহ ও আনুকূল্যে রোকেয়া দাম্পত্য জীবনে লেখাপড়া ও সাহিত্য চর্চা করতেন। স্বামীর প্রচেষ্টায় উর্দু ও ইংরেজী ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছেন। এ সম্পর্কে শামসুন নাহার মাহমুদ লিখেছেন, "সাখাওয়াত নব পরিনীতা শিক্ষিতা পত্নীর জন্য বাড়ীর ভিতরে একটি আটকোণা "সুদৃশ্য ঘড় তৈয়ার করাইয়া মনোরমভাবে সাজাইয়াছিলেন।"[৩৮]

স্বামীর সাহায্য ও সহযোগিতা ইত্যাদি কারনে রোকেয়ার জীবনে সুন্দর হয়েছিল। এ সম্পর্কে শামসুন নাহার মাহমুদের লেখায় তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুঁটে উঠেছে, "স্বামী সাহচর্য ও সহানুভুতি রোকেয়ার শিক্ষার পথে সহায়তা করিয়াছিল। তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সাখাওয়াত সরকারী লেখাপড়ার কাজে রোকেয়ার নিকট প্রচুর সাহায্য পাইতেন। শুধু তাহাই নয়। সাখাওয়াত বাংলা শিখিয়াছিলেন রোকেয়ার কাছে।"[৩৯] বিবাহিত জীবনে বেগম রোকেয়া ছিলেন একাধারে ছাত্রী এবং সাহিত্যিক। স্বামীর সান্নিধ্যে তার জ্ঞানের প্রসার ঘটে । সওগাত পত্রিকায় একটি বিবরণ আছে- "এই সময়েই প্রকৃতপক্ষে ইহার ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ডিপুটি সাহেব বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে যে সমস্ত ইংরেজী চিঠিপত্র পাইতেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ইহাকে পড়িতে দিতেন এবং সেই সমস্ত চিঠির উত্তর দিবার সময় নিজে dictate করিয়া ইহার দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক মূল্যবান গ্রন্থও ইহাকে পড়িতে দিতেন।"[৪০]

বিবাহের পর হতে রোকেয়ার সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন, "আমার শ্রদ্ধেয় স্বামীর অনুকূল্য না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।"[৪১] স্বামীর আগ্রহে রোকেয়া সাহিত্য চর্চা করেন। রোকেয়া এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। সে

Dhaka University Institutional Repository

বহুদিনের কথা (১৯০৫ খ্রীঃ) তখন আমরা ভাগলপুরের বাকা নামক সাব ডিভিশনে ছিলাম। মরহুম ডেপুটি সাহেব (আমার পুজনীয় স্বামী) 'টুর'-এ গিয়েছিলেন, আমি বাসায় সম্পুর্ন একাকী ছিলাম। সময় যাপনের নিমিত্ত কিছু একটা লিখিলাম। তিনি দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুই দিন আমি কি করিতেছিলাম । তদুত্তরে আমি তাঁহাকে খসড়া লেখা, Sultana`s deram'' দেখাইলাম । তিনি দাড়াইয়া সমস্ত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন-"Aterrible revenge'' (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ)। অতঃপর তিনি সেই রচনাটা ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ম্যাকফারসনের নিকট সংশোধনের নিমত্তে পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে লেখাটা মিঃ ম্যাকফারসনের নিকট হইতে ফেরৎ আসিলে দেখা গেল, তিনি কোথাও কলমের আচড় দেন নাই । তিনি সেই ডেপুটি সাহেবকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছে, The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English I wonder if She has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time her suggestion on this point are most ingenious "[৪২]

দাম্পত্য জীবনে তিনি দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেও দুটি সন্তানেরই অকাল মৃত্যু হয়। একজন চার মাসে, অন্যজন পাঁচমাসে মারা যান। তাই দুঃখ করে বলেছেন; "দু'বার মা হয়েছিলাম তাদের প্রাণভরে কোলে নিতে পারিনি ।"[৪৩]

রোকেয়া স্বামীকে বাংলা শিখাইবার ভার নিয়েছিলেন এভাবে তিনি নিজের ঋণভার কিছুটা লাঘব করবার চেষ্টা করেন । মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কালব্যাধির প্রকোপে সাখাওয়াতের দুটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। সাখাওয়াত চক্ষু হারাইলেন- সেই হইতে লেখাপড়ার ব্যাপারে স্ত্রীই হইলেন তাহার চক্ষু। রোকেয়া গভীর অনুরাগে স্বামীর রোগ শয্যার পাশে বসিয়া তাহাকে নানা বিষয় পড়িয়া শুনাইতেন।"[৪৪] মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত মুসলমান সমাজের উন্নতি সম্ভব নয় এবং শিক্ষা সম্পর্কে রোকেয়ার উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে তার সঞ্চিত অর্থের ৭০ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিয়ে যান। যার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালিকা হবেন সন্তানহীনা বেগম রোকেয়া।[৪৫]

জীবনের শেষ পর্যায়ে সাখাওয়াত হোসেন বহুমুত্র সহ নানাবিদ রোগে ভুগেছিলেন। রোগাক্রান্ত স্বামীর শয্যা পাশে রোকেয়া বসে তাকে সেবা শুশ্রুষা করেও তাঁর ক্লান্তি আসেনি। রোগ বৃদ্ধি পেলে তার স্বামীকে কলকাতায় আনা হয়। এখানে তার দেহান্তর হয় ১৯০৯ সালের ৩রা মে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল একান্ন বছর।

রোকেয়ার মৃত্যু

রোকেয়ার জীবন চক্রের আবর্তনে ক্রমশই তার শরীর ধীরেধীরে ভেঙ্গে পড়ছিলেন । মৃত্যুর বছর খানেক আগে থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । তাছাড়া পেটের অসুখ ও কিডনীর

Dhaka University Institutional Repository

গোলমালও দেখা দেয় । অন্তিম লগ্নের কিছুদিন পূর্বে তার প্রিয়তমা ছাত্রীকে করুণ ভাবে লিখেছেন, ।

"মা সময় বুঝি হইয়া আসিল। মরণের বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই। আল্লাহর রহমতে জীবনের সকল আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হইয়াছে। এইবার ছুটি নিতে ইচ্ছা হয়। সত্য সত্যই জীবনের কুন্দকুসুম যেদিন ঝরিয়া পড়িবে সেদিন আমার শেষ বিশ্রামস্থান রচনা করিও। আমার প্রাণের এই তাজমহলের একপাশে কবরে শুইয়াও যেন আমি আমার মেয়েদের কলকোলাহল শুনিতে পাই"।[৪৬]

ইন্তিকালের কয়েক ঘন্টা আগেও ৮ই ডিসেম্বর রাত ১১টা পর্যন্ত বেগম রোকেয়া লেখাপড়া করেছিলেন। তার লেখার সর্বশেষ বিষয় ছিল নারী অধিকার।"[৪৭] এরপর নিয়মিত ভাবে শেষ রাত ৪ টায় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করার জন্য ওজু করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। রোকেয়ার শেষ মুর্হুতে তার সঙ্গে ছিল তার চাচাতো বোন মরিয়ম রশীদ ও ছোটবোন হোমায়রা। বেগম মরিয়ম রশীদ লিখেছেন, " তার নিয়ম মত ভোর রাত ৪ টায় ঘুম থেকে উঠেছেন, নিজের হাতি সুরাহি থেকে পানি ঢেলে খেয়েছেন। ওজু করেছেন। হঠাৎ এমন সময় তার ডাক শুনতে পেলাম, আমার যেন কেমন লাগছে, শিগ্রি আয়"। আমি ও ছোট আপা দৌড়ে গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে শুয়ে হাসফাঁস করছেন। আর বলছেন, খোদা খোদা। কাছে যেতে গলার কাছে হাত দিয়ে দেখালেন, "বুয়া এখানটাই বড় কষ্ট। উঃ খোদা, খোদা, আমি তাড়াতাড়ি তার গলার কাছটিতে হা বুলাতে লাগলাম। ছোট আপা বারান্দায় গিয়ে ডাক্তারের কাছে খবর পাঠাতে বলছিলেন।"[৪৮]

ডাক্তারের কাছে খবর পাঠানোর পূর্বেই রোবেয়া পরম শান্তিতে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। তখন সময় ছিল ভোর পাঁচটা ত্রিরিশ মিনিট ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩২ সাল।

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর খবর প্রচার হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাড়ী পূর্ণ হয়ে গেল জনগণে। এ সম্পর্কে মরিয়াম রশিদ লিখেছেন,

"এক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত কলকাতা শহর যেন এই বাড়ীখানার উপর এসে পড়লো। সামনের সমস্ত কম্পাউন্ড খানা, রাস্তার ফুটপাত পর্যন্ত পুরুষ পূর্ণ হল। এত বড় দালান খানায় লোক আটছিল না। অনেক মহিলা আপাজানের চারিদিকে বসে কুরআন পড়া আরম্ভ করলেন।"[৪৯]

কাইসার ষ্ট্রীটে বিখ্যাত বুআলী কলন্দর মসজিদ প্রাঙ্গনে বেগম রোকেয়ার নামাজের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। যারা রোকেয়ার নামাজে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন। তারা হলেন জনাব, এ.কে. ফজলুল হক, স্যার আব্দুল করিম গজনভী, অনারেবল, নবাব কে, জি, এম, ফারুকি, অনারেবল খাজা নাজিমুদ্দিন, কে,বি তোসাদ্দক আহম্মেদ, কে.বি তোফাজ্জাল আহমেদ, জনাব আমিন আহমদ, ড. আর আহমদ, মৌলভী আব্দুর রহমান, জনাব রেজাউর রহমান, নবাবজাদা কামরুদ্দিন হায়দার এবং মৌলভী মজিবুর রহমান অন্যতম। জানাযার পর মরুহুমার মরদেহ সোদপুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তথায় রোকেয়ার আত্মীয়দের গোরস্থানে সমাধিস্ত করা হয়।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

১০ই ডিসেম্বর কলিকাতার বিখ্যাত পত্রিকাগুলোতে অতি গুরুত্বের সাথে রোকেয়ার মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করা হয় এবং তার জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়।[৫১]

তথ্যসূত্রঃ

১. শামসুন নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৬ইং, পৃ.৫

২. আব্দুল কাদিও, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, (১৯৯৩ইং ঢাকা)পৃ.৭

৩. রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

৪. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ক্রোড়পত্র- Salient features of coomemorative stamps on the birth entury of Begum Ruqkiah (Dacca-1980)

৫. হাসিনা জোয়াদ্দার ও শফিউদ্দিন জোয়াদ্দার, Begum Rokeya the Emancipator . 1980 পৃ.৯

৬. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ইং পৃ.১০০

৭. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৮. কবি সুফিয়া কামাল আমার জীবনে রোকেয়' সচিত্র সন্ধানী, ৭ইং ডিসেম্বার ১৯৮০. পৃ. ৩৩

৯. মুহাম্মদ শামসুল আলম 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য কর্ম বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৯ইং' পৃ.৭৯

১০. রওশন জামান University of New York এর Feminist press Sultanas Dreams selections from the seclvded one`s p. 37

১১. লায়লা জামান, জীবনী গ্রন্থমালা (৩) বাংলা একাডেমী , ঢাকা পৃ. ১১

১২. মশিহুজ্জামান, নামহীন পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮৯-৯০

13. Rangpur District Gazetteers (Dacca. 1977)p. p. 33. 61.

১৪. মুহাম্মদ শামসুল আলম প্রাগুক্ত, পৃ ৭১

১৫. কুসী নামা অবলম্বনে : প্রাপ্ত বলে জনাব মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, (ঢাকা : ১৯৯৩) পৃ. . ৭

১৬. মুহাম্মদ শামসুল আলম প্রাগুক্ত, পৃ ৭১

১৭. রামপরী কর্তৃকলিখিত ফারসী গ্রন্থ (নাম পত্র ছিন্ন. ঢাঃ বিঃ) কলিকাতা. পৃ ৫৪

১৮ . মুনশী মুহাম্মদ আওাব উদ্দিন, পায়রাবন্ধ কাহিনী (রংপুর, ১৩৪০ বাং) পৃ. ৪

১৯. শামসুন নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, সাহিত্য প্রকাশ, (ঢাকা-১৯৯৬ ইং), পৃ.১৩

২০. জীবনী গ্রন্থমালা (৩) লায়লা জামান, রোকেয়ার জীবনী' বাংলা একাডেমী, পৃ . ১৪

২১. শামসুন্নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২২. মোতাহার হোসেন সুফী, প্রাগুক্ত, পৃ . ২০

২৩. আব্দুল কাদির, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী (ঢাকা ১৯৯৯), পৃ. ২৫৭

২৪. সুফী মোতাহার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ.৯

২৫. শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২৬. শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৭. শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৮. রোকেয়া রচনাবলী, উৎসর্গ পত্র অতিরিক্ত ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ.৫৭

২৯. শামসুন্নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩০. মোশফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৬৫, পৃ.২

৩১. তাহমিনা আলম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঃ জীবন ও সময়কালে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২- পৃ.১৫

৩২. জীবনী গ্রন্থমালা (৩) লায়লা জামান, রোকেয়ার জীবনী, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৫

৩৩. শামসুল আলম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯- পৃ.১০৩

৩৪. আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩৫. সামসুন্নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, বুলবুল পাবলিক হাউস ঢাকা ১৯৮৭. পৃ. ৪১

৩৬. সামসুন্নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৩৭. শামসুন্নাহার মাহমুদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৮. শামসুন্নাহার মাহমুদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৮. 'বার্ষিক সওগাত ১৩৩৩ । উদ্ধৃতঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, বাংলা, একাডেমী, (ঢাকা- ১৯৮৩), পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. শামসুন্নাহার মাহমুদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৪১. শামসুন্নাহার মাহমুদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

৪২. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৪৩. শামসুন্নাহার মাহমুদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৪৪. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, বাংলা সাহিত্য সওগাত যুগ, (ঢাকা- ১৯৮৫), পৃ. ৫৩৮

৪৫. The Mussalman. Vol. Iii.may 14-1909.No .22.p.6

৪৬. ছৈয়দা রোকেয়া সুলতানা, অন্তকার যুগে আলো-রোকেয়া, সওগাত মহিলা সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৫২, পৃ. ১০৯

৪৭. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৪৮. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৪৯. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৫০. The mussalman. Vol. Xxvi: daily edition vol. A December 1.1932 No: 131.p.5

৫১. The mussalman, Amrita Bazar Patrija, the statesman. Advance প্রভৃতি পত্রিকার ১০ ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে রোকেয়ার রচনাবলী

বাঙ্গালী মুসলিম নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া যিনি বাংলার মুসলিম সামাজিক ইতিহাসে স্বরণীয়। যিনি ছিলেন নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা । যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে লেখণীর মাধ্যমে নারীমুক্তি অর্জনের জন্য নির্ভয়ের সাথে তার কর্ম প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছেন। তিনি বাংঙ্গালীর মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বাঙ্গালী মুসলিম নারী সমাজকে।

মূলতঃ রোকেয়ার ১৯০০ সালের পূর্বেই সাহিত্য চর্চার উন্মেষ ঘটে। নব প্রভা ও মহিলা পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। এছাড়া নজরুলের ধুমকেতু পত্রিকায় ও তার প্রথম প্রকাশ 'পিপাশা' পুনঃ মুদ্রিত হয়।[১]

২. মতিচূর ১ম খন্ড

এরপর ১৯০৫ সালে মতিচুর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকাশকের উদ্দেশ্য ছিল নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান, নারীকে অন্ন রোধের উন্মেষ সাধন পিপাসা, মহররম রোকেয়ার প্রথম রচনা। লেখিকার নিভৃত মুহূর্তের চিন্তা তার আত্মগতি ভাব প্রবাহই এ রক্ষাচিতে রূপলাভ করেছে। এতে কারবালার বিয়োগন্তক ঘটনা মৃত্যুর পূর্বে এক বিন্দু মাত্র জলের জন্য আলি আকবর আসগর হোসেনের কাতরতার কাহিনী এখানে বর্ননা করা হয়েছে।[২] নারী বিষয়ক রোকেয়ার দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'স্ত্রী জাতির অবনতি' উক্ত রচনায় কোন তির্যকতা নেই। আছে সরাসরি নারী সমাজের প্রতি জাগরনের আহবান প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে জানি সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে জানি ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য কৎল এবং বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বাতুষানলের ব্যবস্থা নিবেন জানি, কিন্তু সমাজের কল্যানের নিমিত্ত জাগিতেই হইবে উক্ত প্রবন্ধটিকে রোকেয়ার প্রাথমিক থিসিস বলা যেতে পারে। উক্ত গ্রন্থের ভিতর দিয়ে লেখিকা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নারীদের দুরবস্থার কারন, তার প্রতিকার সমন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরেছেন। এরপর রোকেয়া পরপর রচনা করেন শিশু পালন সুগৃহিনী প্রভৃতি।[৩]

২. মুতিচুর ২য় খন্ডঃ

১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় এতে মোট ১০টি রচনা সংকলিত হয়েছে এ ছাড়াও ডেলিসিয়া হত্যা, সুলতানার স্বপ্ন ইংরেজী হতে বাংলার বঙ্গানুবাদ করেন। তার ১০টি সংকলনের মধ্যে নুর ইসলাম উর্দু হতে বাংলায় অনুবাদ করেন। এর পর 'সৌরজগৎ' রচনাটির ভেতর দিয়ে নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে কাজ করেছেন। তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রশ্নে বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে নারীদের ভেতর জাগরণ ঘটাবার চেষ্টায় লিপ্ত থেকেছেন।[৪]

রোকেয়া ইংল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থার ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটি তুলানামুলক ডেলিশিয়া চিত্র উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'তাঁর ডেলেসিয়া হত্যা' নামক উপন্যাস উক্ত রচনায় নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির কথা জানিয়েছেন। জানিয়েছেন তার অধিকার আদায়ের কথা।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর রোকেয়া নারীর নেতৃত্বে এক উন্নত সমাজের কল্পনা করতে গিয়ে রচনা করেছেন 'সুলতানার স্বপ্ন'। উক্ত উপন্যাসে রোকেয়া নারীদের এক অপরিসীম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। মুলত এটি রোকেয়ার প্রতিক্রিয়ামূলক রচনা।[৫] রোকেয়ার চিন্তাচেতনা কেবল যে নারী ভাবনায় সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়, তিনি প্রমাণ করেছেন রোকেয়া জ্ঞানফল, মুক্তিফল রচনার ভেতর দিয়ে। উক্ত রচনার মধ্য দিয়ে তিনি দেশকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে লিখেছেন, তুলে ধরেছেন, সমগ্র ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা। কিভাবে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবাসীদের শোষন করে গেছেন তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। স্ত্রীলোকের গুরুত্ব বুদ্ধি করবার " নার্সনেলী" মানস রোকেয়া রচনা করেছেন। নার্স শ্রেনী উক্ত গল্পটি ছিল অব্যবহিত সমকালীন জীবন যাত্রার প্রতিরূপ। উক্ত গল্পে উনিশ শতকের শেষ দিকে ধর্ম হতে বিকৃত হয়ে যাওয়া মুসলমানদের করুন পরিনতি রোকেয়া তার রচনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। রোকেয়া স্বদেশী গুন কাজ করেছেন "আপীল" কবিতাটির মধ্যে সেখানে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন কর্মী ও কানাইলাল যার ফাঁসি উপলক্ষ্য করে রচনা করেছেন "নিরূপন বীর" নামক কবিতাটি ।[৬]

৩. পদ্মরাগঃ

১৯২৪ সালে পদ্মরাগ প্রকাশিত হয়, বলা হয়ে থাকে এটি রোকেয়ার আত্মজীবনীমূলক রচনা। রোকেয়ার নিজ জীবন, স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাধনার প্রকাশ ঘটেছে। উক্ত উপন্যাসে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির ও স্বাবলম্বনের কথাও বলা হয়েছে ।উপন্যাসটিতে এছাড়াও রোকেয়ার আধুনিক মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসে, তথাকথিত খানদানিয়ানা বা অভিজাততন্ত্রের প্রতি রোকেয়ার তীব্র ঘৃনাও প্রকাশিত হয়েছে।[৭]

৪. অবরোধবাসিনীঃ

শিরোনামে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৩৩৫ সালের কার্তিক, ১৩৩৬ ভাদ্র, ১৩৩৭ শ্রাবন, ১৩৩৭ ভাদ্র, সংখ্যায় মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় ইংরেজী ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই অবরোধবাসিনীতে রোকেয়া তৎকালীন নারীদের মর্মান্তিক জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। তিনি নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছেন অবরোধের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া সময় গুলোকে যা থেকে শিশুরাও রেহাই পায়নি।[৮]

রোকেয়ার সর্বশেষ লিখিত প্রবন্ধ 'নারীর অধিকার'। মৃত্যুর পরদিন রাত্রে তার লেখার টেবিলে পেপার ওয়েটের নীচে এই লেখাটি পাওয়া যায়।

৫. সুলতানার স্বপ্ন ঃ

সুলতানার স্বপ্ন, নারীর বিজয় আর পুরুষের পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। রোকেয়ার স্বপ্নিল জগতের আলেখ্য সুলতানার স্বপ্ন, যে জগতে থাকবে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাধান্য পাবে নারী তাঁর পূর্ণ অধিকার। রোকেয়া কল্পিত নারীর স্থান যেন পূণভূমি, ঐ পূণ্য ভূমিতে রোকেয়ার ভাষার এখানে তিনি স্বয়ং পূণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।"

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া বেড়ে উঠেছেন যে পরিবেশে তার জীবনে তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, তার বিপরীত জীবন, বিপরীত সমাজ তিনি চিত্রায়িত করেছেন। সুলতানার স্বপ্নে নারী স্থানে রোকেয়ার বিজ্ঞান মনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। সুলতানার স্বপ্নে অগ্রগামী ও প্রাগ্রসর উন্নত সমাজ বলতে রোকেয়া বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজের কথাই বলেছেন। সুলতানার স্বপ্ন রোকেয়ার কল্পিত নারীর স্থানের ভুবনে নারীরাই আধিপত্য। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারক নারী, রাষ্ট্র ও সমাজের নীতি নির্ধারক নারী। সর্বক্ষেত্রে নারীরাই বলিষ্ট ভূমিকা, নারীরাই জয় জয়কার।

৬. নারী সৃষ্টি ঃ

নারী সৃষ্টি একটি হিন্দু পৌরনিক উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। (ইংরেজী থেকে তবে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। 'নারী সৃষ্টিতে' রোকেয়ার পৃথক ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ আখ্যায়িকায় এন্ডিদেব কর্তৃক নারী সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। নারী পুরুষ সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় রোকেয়া কাকে শ্রেষ্ট বিবেচনা করেছেন।[১০]

৭. মুক্তিফল ঃ

জ্ঞানফল এর মতই, রূপকথা এর মাধ্যমে রোকেয়া এ কথা বলতে চেয়েছেন যে কোন কাজ করার জন্য দরকার নারী পুরুষের সম্মিলিত উদ্যোগ। অসুস্থ্য মায়ের আরোগ্য লাভের জন্য পুত্রের সঙ্গে অংশগ্রহন বা অবদানকে অপরিহার্য হিসেবে রোকেয়া চিহ্নিত করেছেন। সৃষ্টিতত্বকে নারী সৃষ্টির পরিপূরক গল্প বলা যায়।[১১]

রোকেয়ার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে স্থান পেয়েছে বিচিত্র সব বিষয়। রসনা পূজা, ঈদ সম্মেলন,সিসেম ফাঁক, চাষার দুঃখ, এন্ডি শিল্প, রাঙ ও সোনা, বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি। লুকানো রত্ন 'রানী ভিখারিনী' বেগম তরজীর সহিত সাক্ষৎ, সুবেহ সাদেক ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম, হজ্জের ময়দানে, বায়ুখানে পঞ্চাশ মাইল, নারীর অধিকার।

৮. চাষার দুঃখ ঃ

চাষার দুঃখ প্রবন্ধে রোকেয়ার গভীর সমাজ মনস্কতা ও রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশ পন্য তথা কুটির শিল্পের লালন ও বিকাশ এবং শ্রমজীবি মানুষের প্রতি রোকেয়ার আন্তরিক সহানুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে এ প্রবন্ধে। আমাদের বঙ্গ ভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন?[১২]

৯. এন্ডি শিল্প ঃ

এন্ডি শিল্প প্রবন্ধটি তথ্য নির্ভর বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তবানুগ রচনাকর্ম,এ প্রবন্ধে রোকেয়া একটি বিলুপ্ত প্রায় কুটির শিল্প সম্পর্কে আলাচনা করেছেন। রংপুর এলাকায় প্রচলিত এন্ডিশিল্পের গুটি চাষ হত। এ প্রবন্ধে রোকেয়া গুটি পোকা সংগ্রহ চাষের পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সুতা প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন। এন্ডি শিল্প ধ্বংসের জন্য দায়ী আমাদের মানসিকতা। এ শিল্পের যথাযথ বিকাশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুদুর প্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে রোকেয়া মনে করেন। এটিও রোকেয়ার সমাজ মনস্কতার পরিচয়বাহী প্রবন্ধ।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

১০. বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি

এটিমূলত একটি লিখিত ভাষণ Bengla Womans Educational Conference-এ বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষনে রোকেয়া এ রচনা পাঠ করেন। নারী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়েই এ অভিভাষণ।[১৪]

১১. সুবেহ্ সাদেক ঃ

সুবেহ্ সাদেক রোকেয়ার নারী জাগরণ বিষয়ক শ্রেষ্ট প্রবন্ধের একটি। এখানে তিনি বাংলার ঘুমিয়ে থাকা নারী সমাজকে বিশ্বের সকল দেশের সকল নারীর সাথে জাগরণের উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। শিক্ষাই নারীকে অসৎ অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাই শিক্ষা বিস্তারকে সব অত্যাচার নিবারণের মহৌষধ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকৃত সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১৫]

১২. নারীর অধিকারঃ

নারীর অধিকার রোকেয়ার সর্বশেষ রচনা। রোকেয়া মৃত্যুর পর দিন আর তার পড়ার টেবিলে এ লেখাটি অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নারীর অধিকার রচনাটির আমরা (অসম্পূর্ন) যে অংশটুকু পাই তার বিষয় তালাক। তালাকের পর নারী ও পুরুষের উপর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন রোকেয়া। তালাক প্রাপ্ত নারী যখন হারানোর বেদনায় হাহাকার কওে, রিক্ততায় কাতর হয় আকস্মিক আঘাতে যখন আর্তনাদ করে, তখন তালাকদাতা পুরুষটি হষ্টেচিত্তে বেশ উৎফুল্ল বোধ করে।[১৬]

তথ্যসূত্র

১. বেবী মওদুদ: বেগম রোকেয়া পাঠ ; জগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৩
২. আবদুল মান্নান সৈয়দ: বেগম রোকেয়া পরিশিষ্ঠ ৪, পৃঃ-১০৯/ রোকেয়া রচনাবলী পৃঃ১০
৩. "স্ত্রী জাতির অবনতি" রোকেয়ার রচনাবলী।
৪. রোঃ রচনাবলী "সৌরজগৎ"
৫. প্রাগুপ্ত, "ডেলিসিয়া হত্যা"
৬. প্রাগুপ্ত জ্ঞানফল, মুক্তিফল, নার্সনেলী, অকালে (কবিতা), নীরুপম বীর (কবিতা)।
৭. প্রাগুপ্ত, "পদ্মরাগ"
৮. অবরোধবাসিনী।
৯. রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ১২২
১০. নারী সৃষ্টি, রোকেয়া রচনাবলী।
১১. "মুক্তিফল" প্রাগুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

১২. রচনাবলী,চাষার দুঃখ, পৃঃ২৪০
১৩. প্রাগুপ্ত "প্রতিশোধ"
১৪. প্রাগুপ্ত "বঙ্গীয়নারী শিক্ষা সমিতির অভিভাষণ"
১৫. প্রাগুপ্ত "সুবেহ সাদেক"
১৬. প্রাগুপ্ত "নারীর অধিকার"।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বাংলা সামাজিক অগ্রগতিতে বেগম রোকেয়ার ঐতিহাসিক অবদানও ইসলাম প্রসঙ্গ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নবজাগরনের সূচনালগ্নে ইউরোপীয় রেঁনেসার মতেই এ ভূখন্ডেও কিছু বাঙালী মনীষী জেগে উঠেছিলেন সমাজে গেড়ে থাকা কুসংস্কার, কুপমন্ডুপতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা, ক্ষুদ্রতা ও নির্জীবতা নিরসনের প্রচেষ্টায়। নবজাগরনের সেই ধারায় আর একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন বেগম রোকেয়া। তিনি তার সুতীক্ষ্ণ চিন্তা অনুসন্ধিৎসা স্বাধীনতার চিন্তা আর যুক্তির ভান্ডার নিয়ে এগিয়ে এলেন মানব কল্যাণ সাধনে। অতএব রোকেয়া শুধু একজন মহীয়সী নারী নন 'নারী মুক্তি' আন্দোলনের নেতা নন, তিনি ছিলেন একটি বৃহত্তর অন্বেষনের মহান মানুষ। মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল তার জীবনের ঐকান্তিক লক্ষ্য।

রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে মারা যান। শৈশব হতে তিনি তাহার পরিবারের চারদেয়ালে গন্ডিবদ্ধ থেকেই তৎকালীন নারী সমাজের প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন, দুঃসহ বৈষম্য ও অনাদর অবহেলার পাত্রটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। নারীর জন্ম ও তার বেঁচে থাকা পর্যন্ত সব ব্যর্থতাকে তিনি সমাজের এক শ্রেণীর নিষ্ঠুর নির্যাতন বলে দায়ী করেন। তিনি অধর্ম কাজগুলিকে উপরে ধর্মভিত্তিক কাজগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তার চলার পথে আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল ইসলামিক আদর্শ ।

তৎকালীন নারী সমাজ ছিল পুরুষশাসিত এক অসাম্য সমাজ ব্যবস্থা ভোগের সামগ্রী। যেখানে পশুর জন্য চিন্তা করবার লোকের অভাব ছিলনা, যত্রতত্র গড়ে উঠেছিল পশু ক্লেশ নিবারনী সমিতি, পথে একটি কুকুর চাপা পড়লেও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকার লোকদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে যেত । কিন্তু 'অবরোধ বাসিনী নারীর জন্য' কাঁদবার এবং তার দুঃখ ভাগ করে নেবার কোন লোক ছিল না। অথচ ইসলামের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই তথাকথিত সামাজিক অনাচারের নিষ্পেষণে যখন ইট কাঠ পাথরের নারীর অন্তরাত্ম ডুকরে কেঁদে উঠেছিল হাপিয়ে উঠেছিল লোলুপ পুরুষের বর্বরতা । মাধ্যমে ঠিক তখন রোকেয়া প্রচলিত কুসংস্কার ও নারী বিমুখ ধ্যান ধারনার বিরুদ্ধে তার লেখনীর অস্ত্রধারন করেন। তিনি সমগ্র নারী জাতিকে পশ্চাদপদতার অন্ধ কারাগার থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। তাই তাকে নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি এতে ক্ষান্ত হন নাই বরং প্রতিষ্ঠা করেছিলের স্কুল ও নারী সংগঠন। তৎকালীন মুসলিমের ঘরে ঘরে তিনি নিজে গিয়ে কন্যাদের এনে স্কুলে ভর্তি করাতেন । এছাড়াও গড়ে তুলেন নারী সংগঠন। উক্ত সংগঠনের লক্ষ্য ছিল নারী সমাজের সমস্যার বিভিন্ন দাবীদাওয়া এবং অধিকার আদায়। সে সঙ্গে মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা। নারী শিক্ষা ও জাগরণ ছিল তার জীবনের একমাত্র সংগ্রাম । তার জীবনের আদর্শ, সাধনা ও দর্শন ছিল এটাই। রোকেয়া বাঙলা উইমেন্স এডুকেশন কনফারেন্স এর সদস্যা ছিলেন । এছাড়াও ''নারীতীর্থ-র'' কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন । এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি পতিতা নারীদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করে গেছেন। স্কুল পরিচালনার কাজ করতে গিয়ে রোকেয়া বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকদের সমালোচনার সন্মুখীন হয়ে পড়েন। তাকে আখ্যায়িত করা হয় রোকেয়া ধর্মকে অবমাননা করেছেন। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন কিন্ত রোকেয়া তার "সৌরজগত" প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে এসবের উত্তর দিয়েছেন।

নুরজাহানঃ আমি রাবুদের ভাভহিল স্কুলে ভর্তি করবার চেষ্টায় আছি। স্কুল শব্দ শুনিবার মাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন । কি বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভর্তি করিবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই । এখনও মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয় নাই। কিন্ত রোকেয়া এর জবাব দিয়েছেন এভাবে আমি অহংকারের সহিত বলি, আমার মেয়েরা ধর্মভ্রষ্ট হইতে পারেনা ইহারা খাটি সোনা । রোকেয়া আরও মনে করেন যারা ধর্মের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন কেবল টিয়াপাখির মত নামায পরেন, কোন শব্দের অর্থ বোঝেন না তাদের ধর্মের দোহাই দেয়া নিতান্তই অবান্তর বটে।[১]

রোকেয়ার নারী মুক্তি ভাবনায় সচল ব্যক্তিদের সম্পৃক্তগ ঘটেছিল। সেখানে কোন কৃত্রিমতার স্থান পায়নি। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ভাবে সমাজ সংস্কার কাজে কীর্তিমান সাধকের ভূমিকা রেখে গেছেন, রোকেয়া তাদের মত মানব কল্যাণ সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। রাজা রামমোহন নারীকে বাঁচিয়েছিলেন সতীদাহ প্রথার কবল গ্রাস থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র নারীকে প্রশান্তি দিলেন বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে, আর রোকেয়া আরও একটু এগিয়ে এসে নারীকে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যোগ্যতা অর্জন করতে উৎসাহিত করলেন, বললেন "শিক্ষাই নারীর সার্বিক মুক্তি নিশ্চিত করবে"। রোকেয়া নারীর দাসত্ব মোচনের জন্য প্রস্তাব করেন "অলংকারের টাকা দ্বারা জেনানা স্কুলের আয়োজন করতে" । তবেই সম্ভব হবে " Complete equality with man makes her quarrel some, a position of supremacy makes her tyrannical" শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলতে রোকেয়া বুঝতেন দেহ মন ও আত্মার বিকাশ সাধন । আত্মার শুদ্ধি হচ্ছে নিজেকে চেনা এবং নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে গড়ে তোলা। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম নারী সমাজ পুরুষদেরমত করে শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞান কর্মে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। অতএব রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল আত্মশক্তির বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সুদেহ গঠন ও হৃদয়বৃত্তির ভারসাম্য অর্জনে সহায়তা করা।

নারী জাগরনের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি লিখতেও শুরু করলেন। রোকেয়ার লেখা বাংলার প্রথম নারীবাদী প্রবন্ধ "স্ত্রী অবনতি" যা প্রকাশ পায় ১৯০৪ সালে। তার প্রথম বই "মতিচূর" প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সনে, এরপর ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হয় "সুলতানার স্বপ্ন"। "মতিচূর" ২য় খন্ড ১৯২২ সনে, "পদ্মারাগ" ১৯২৪ সনে এবং "অররোদবাসিনী" ১৯৩১ সনে প্রকাশিত হয়। বই গুলির প্রতিটির মূল লক্ষ্য ছিল নারী জাগরণ।

সুসাহিত্যিক হিসেবে রোকেয়া তখনকার সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ক্ষুরধার লেখনীর প্রকৃষ্ট উদাহরন হচ্ছে 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থ । আলোচ্য গ্রন্থে সে কালের নারী নির্যাতন ও পর্দাপ্রথার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা মুসলিম রমনী রোকেয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ও বেদনার রসে সাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবরুদ্ধ মুসলমান অন্তঃপুরে এরূপ রুচি সুন্দর প্রতিভার আর্বিভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি দুর্বল চিত্তের পরিচয় দেন নাই। ইসলামকে তিনি মনুষ্যত্ব সাধনার এক চমৎকার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম অর্থে তিনি আল্লাহর অনুধ্যানকেই বুঝিয়েছিলেন।[২] রোকেয়া সে কালের নারী নির্যাতন ও পর্দা প্রথার স্বরূপ তুলে ধরেছেন তার 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে । উক্ত গ্রন্থ লেখার পিছনে কাজ করেছিল নিজ অন্তরদাহ।

মূলতঃ রোকেয়া অবরোধবাসি নারীর বিপক্ষে দাড়িয়েছিলেন। তিনি পর্দা চেয়েছেন। কিন্তু বাড়াবাড়ী পছন্দ করেন নাই । তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দামতার চেয়ে সংযম ও মমত্ব বোধের প্রাচুর্যই বেশী ছিল। তাইতো রোকেয়া এক রাত্রের স্বাধীনতা পেয়েই লিখে গেলেন ' sultana's Dream' সেখানে নারীস্থানের এক অদ্ভুত পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেখানে নারীর বাহুবলে নয় মস্তিস্ক বলে পুরুষ পরাস্ত। নারী প্রতিষ্ঠিত সেই স্বপ্ন সমাজে পুরুষ পরাস্ত রোকেয়া নারীর এই পরিবর্নের কারন দেখিয়েছেন। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কারূপ অন্ধকার দুর হওয়া। যুক্তি ও চিন্তার মধ্যে সঙ্গতি রেখে রচিত জ্যোতিতে 'মতিচূর' প্রবন্ধ পুস্তকটিতে। সেখানে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সমাজের মানুষগুলো বলপূর্বক মেয়েদেরকে দুভের্দ্য পর্দার মোড়কে আবৃত্ত করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি সুষ্ঠভাবে দেখিয়েছেন যে কোরআনের নির্দেশিত পর্দা প্রথার সঙ্গে সমাজের প্রচলিত অবরোধ ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নেই। তাইতো রোকেয়া রচিত 'পদ্মারাগ'এর নায়িকা সিদ্দিকার বিদ্রোহ ছিল গোটা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। ইসলামের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টায় রোকেয়ার চিন্তা চেতনা জাগ্রত ছিল সর্বত্র। সমাজ বিশোধনে রোকেয়ার সাহিত্যকর্মের ব্যাপকতা এতই বেশী যে, কর্মী রোকেয়া বড়, না সাহিত্যিক রোকেয়া বড় তা নিরুপন করা বেশ কষ্টসাধ্য মনে হয়। সমাজের খুটিনাটি অসংখ্য ক্ষতগুলো তার লেখায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তার চিন্তার বিশালতা ও প্রতিফলন সে আমলের আর কোন লেখকের রচনায় তেমনভাবে ছিল না। সমাজের কাটা কাটা বাস্তব তুলে ধরতে তার গদ্য রচনার তুলনা হয়না। তিনি একদিকে নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, বঞ্চিত নারীর পক্ষে কথা বলেছেন। পাশাপাশি বৃহত্তর দরিদ্র ও অবহেলিত সমাজের কথাও বলেছেন। যে জন্য তাকে সমাজ সংস্কারক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তাই তাকে বলা যায় 'মানব দরদী কল্যাণ ধর্মী একজন দেশপ্রেমিক'ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী স্বভাবজাত নেত্রী । যিনি নিজ জাতি, সমাজ ও দেশের প্রতি এক বিরাট অঙ্গীকার নিয়ে ভেবেছিলেন । ক্ষুদিরামের ফাঁসি, চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলনের এক যুগ সন্ধিক্ষনের রোকেয়ার অবস্থান ছিল। রোকেয়া ঐ রাজনৈতিক ডামাডোলে নিজেকে ইচ্ছা করে জড়াননি। এর প্রধান কারণ হলো রোকেয়া তার স্কুল ও সমাজ কল্যাণ কর্মকান্ডে রাজনীতির কোন প্রভাব রাখতে চাননি। তবে রোকেয়ার মননে বা চিন্তা চেতনায় তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকান্ড যে একেবারে ছাপ ফেলেনি, তা নয়। কাজেই রোকেয়া শুধু সমাজ সংস্কারক নন একজন সমাজ বিপ্লবীও। রোকেয়ার সমাজ চেতনার তীক্ষ্ণতার মাত্রা পর্যবেক্ষণে দূরদৃষ্টি। প্রগতিশীলতায় যথার্থ অনুভূতি এবং মানুষের মনস্তাত্তিক চাহিদা নিরূপনের

Dhaka University Institutional Repository

নিবিড় আকুতি তাকে বলতে শিখিয়েছিল যে, অর্থনৈতিক মুক্তিই মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ দিতে পারে। আর এ জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে অনিবার্যভাবে। ইসলাম নারীকে তা পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছে। আর রোকেয়ার শাহিদার মাত্রা সে আঙ্গিকেই।

রোকেয়ার আরো একটি দিক ছিল এই যে তিনি একজন খাঁটি নারী । ধর্মকে আকড়িয়ে ধরে তিনি তার সমস্ত দাবীদাওয়া পেশ করেছেন। নারীদের উদ্ধৃত্ত করেছেন তাদের অধিকার আদায়ের প্রসঙ্গে সেটাও ধর্মের বিধান অনুসারে । তিনি নিজে স্বামীপরায়নস্ত্রী ছিলেন। আর এ প্রমাণ মেলে স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । নিজ জীবনের চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছেন সুতীক্ষ্ণ চিন্তা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে। ইসলাম ধর্মকে তিনি পুংখানুপংখভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে নারীর নায্য দাবীগুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন আর সেই ধারণা থেকেই নারীর দাবী আদায় প্রসঙ্গে সমগ্র নারী সমাজের পক্ষ থেকে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। ভেবেছিলেন কী করে নারীর আসল মুক্তি সম্ভব, করে আসবে নারীর ভিতরে পূর্ণজাগরণ।

তথ্যসূত্রঃ

১. আবদুল কাদের সম্পাদনা, "সৌরজগৎ" রোকেয়া রচনাবলী, পৃ ১০৮।

২. প্রাগুক্ত পৃঃঃ ৫৪৯/প্রাগুক্ত পৃঃ৫৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অগ্রগতিতে আলহাজ্ব আব্দুর রহমান

যে সকল কীর্তিমান মানুষ আজীবন নিঃস্বার্থ সাধনা করে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় পাত্র হয়েছেন এবং নিজেরা শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন, দুনিয়ার সহস্র পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, জীবনে উপার্জিত অর্থকড়ি গরিব দুঃখী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পিছনে অকাতরে দান করে দুনিয়ায় চির অমর হয়ে রয়েছেন, দানবীর মরহুম আলহাজ্ব আব্দুর রহমান ছিলেন তাঁদেরই একজন।

আলহাজ্ব আব্দুর রহমানের জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের স্মরনীয় পুরুষদের মধ্যে আলহাজ্ব আব্দুর রহমানও একজন। তিনি জন্ম গ্রহন করেন উত্তর জনপদের রংপুরের অন্তর্গত তামপাট ইউনিয়নের বড় রংপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে বাংলা ১৩১৪ সালে। তাঁর পিতার নাম মুন্সী বাহার উল্লাহ, মাতার নাম রহিমা বিবি।

বাল্যকাল ও শিক্ষা-দীক্ষা ঃ তিনি ছিলেন এমনই একজন মহৎমানুষ যিনি শুধু আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা করেননি, বরং দুনিয়ার সকল প্রকার ভোগ বিলাস হতে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রেখে আজীবন শুধু জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে জনসাধারণকে আল্লাহর পথে আহবান করেছেন ও তাদেরকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে তিনি দুনিয়ার ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ অর্জন করে গিয়েছেন।

শিশু আব্দুর রহমান যখন বড় রংপুর গ্রামের বন জঙ্গলঘেরা পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন তখন বড় রংপুর গ্রাম তথা সমস্ত রংপুর ছিল পৌত্তলিকতার একটা প্রধান কেন্দ্র। তৎকালে এখানে মুসলমান খুব একটা ছিলনা বললেই চলে যদিও মাঝে মাঝে দুই চারটি বসতি ছিল কিন্তু তারা তাদের ইচ্ছেমত ধর্মকর্ম পালন করতে পারত না বেধর্মীদের অত্যাচারে।

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে ভবিষ্যতের সমাজ সংস্কারক দানবীর আব্দুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে দানবীর আব্দুর রহমানের এর চরিত্র ছিল অতিশয় নির্মল। তিনি কখনও বাজে ছেলেদের সাথে মিশতেন না কারও সাথে ঝগড়া বিবাদ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্তশিষ্ট এবং গম্ভীর ও সরল প্রকৃতির ছেলে। শৈশব কাল থেকে তার চরিত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শ বিকশিত হয়েছিল। তিনি বাল্যকাল হতে প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বা অশ্লীল কথা মুখ থেকে উচ্চারণ কবতেন না বা কাউকে গালি দিতেন না। শত্রুকে ক্ষমা করার অভ্যাস তাঁর চরিত্রে বাল্যকাল থেকেই ছিল। কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করলে তিনি কখনই প্রতিশোধ গ্রহন করতেন না বরং বলতেন আল্লাহ বিচার করবে। তার স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। যে পাঠ তাঁকে একবার বলে দেওয়া হতো, তা কোন দিনই তাঁকে আর দ্বিতীয়বার বলে দেবার প্রয়োজন হতো না। যে কোন পাঠ্য বিষয় তিনি একবার পাঠ করলেই কেতাব না দেখে তা অবিকল বলে যেতে পারতেন।

Dhaka University Institutional Repository

দানবীর আব্দুর রহমান খুব অল্প বয়স হতেই নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন, রোজা রাখতেন। যা তাঁর চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। বাবা মা তাঁর এই চরিত্র দেখে ও লোক মুখে ছেলের প্রশংসা শুনে প্রত্যেক নামাজ অন্তে দুহাত তুলে আল্লাহর দরবারে তার জন্যে দোয়া করতেন। আমাদের এই ছেলেকে ভাল মানুষের অন্তর্ভুক্ত কর। বাবা মার দোয়া বিফলে যায় না। তাইতো তিনি তৎকালীন বড় রংপুরের সুবিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আব্দুল গফুর আনছারী সাহেবের সংস্পর্শে আসেন। মাওলানা আনছারী সাহেব সামাজিক নানা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি শিষ্য আব্দুর রহমানকে ঠিকমত শিক্ষা দান করতে পারছিলেন না । তথাপি যেটুকু শিক্ষা হচ্ছিলো তা বালক আব্দুর রহমানের নিজের চেষ্টায় ও স্বীয় স্বরন শক্তির বলে। ইতোমধ্যে তাঁর বাবার শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। সংসারে যোগ্যলোক না থাকার কারণে অভাব অনটন বাড়তে থাকে ফলে তাঁকে পিতার গৃহস্থী সহায়তা করার কারণে শত ইচ্ছে থাকা স্বত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন।

পিতৃ বিয়োগ ঃ কিশোর আব্দুর রহমানের বয়স যখন ১৫ বছর ঠিক সে সময়ে তাঁর পিতা বাহার উল্লাহ একমাত্র কিশোর ছেলে আব্দুর রহমানকে ছেড়ে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতবাসী হন। কিশোর আব্দুর রহমান তাঁর মাতার তত্ত্বাবধানেই বড় হতে থাকেন এবং পরিশ্রম করে উন্নতি করতে থাকেন। এর পাশাপাশি তিনি সমাজের বিভিন্ন জনহিতকর কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন। বিভিন্ন বিচার কার্য সম্পাদন করে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন। তিনি সব সময় আল্লাহকে রাজি-খুশি রাখার জন্য এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন।

তাঁর এরূপ উন্নত চরিত্র ও খোদা ভীরুতা দেখে তাঁরই ওস্তাদ হযরত মাওলানা আব্দুল গফুর আনছারী তাঁকে তাঁর কন্যা রহিমন নেছার সঙ্গে বিয়ে দেন। তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর ছিল। তাদের সংসার জীবনে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে । পরে মেয়ের মধ্যে একজন মারা যায়। তাঁর সততা, সাধুতা মিতব্যায়িতা, দুরদর্শিতা দেখে মাহিগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাধূলাল বাবু তার পাটের গুদামে চাকুরীতে নিয়োগ করেন। কর্মে তাঁর কোন অবহেলা ছিল না। এভাবে দক্ষতার সাথে তিনি পাটের ব্যবসা পরিচালনা করে গোডাউন মালিকের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন।

পিতার মৃত্যুর ১৫/১৬ বছর যেতে না যেতে তাঁর মা রহিমা বিবি স্নেহের বন্ধন ও দুনিয়ার মায়া ছিন্ন করে জান্নাতবাসী হন। পিতৃহীন আব্দুর রহমান এবার মাতাকে হারালেন। এই শোকের ছায়া কাটতে না কাটতেই কিছু দিনের মধ্যে তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শ্বশুর ইন্তেকাল করেন। তখন শ্বশুরের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। গ্রাম বাসী সেরাজাবাগ জামে মসজিদ ও বড় রংপুর ঈদাগাহের মোতয়াল্লী ও ইমামতির ভার তাঁকে দেন। এভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরূপে পরিচিতি লাভ করেন। সমাজের বিভিন্ন রকম উন্নয়নমুখী কাজ যেমন স্কুল, মাদ্রসা, পুল, রাস্তা তৈরী ও মেরামত ইত্যাদি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সামাজিক বিচারে তিনি ন্যায় বিচার করতেন। এই জন্য তাঁকে গ্রাম তথা সমস্ত ইউনিয়নের লোকেরা 'দেওয়ানী' সাহেব বলতেন। দান, খয়রাতে তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ। কাউকে খালি হাতে ফিরাতেন না। দান করে তিনি খুব শান্তি অনুভব করতেন। তিনি খুব অতিথি

Dhaka University Institutional Repository

পরায়ণ ছিলেন। মেহমান ছাড়াখানা খেতেন না। তার দানশীলতা, অতিথি পরায়ণতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে ইউনিয়ন বাসীরা তাঁকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন। তখন তিনি সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরিষদে যে সমস্ত সাহায্য রিলিফ আসতো তিনি তা সব দুঃস্থ অনাথদের মধ্যে বণ্ঠন করে দিতেন। তিনি ইউনিয়ন দায়িত্ব পালন করেন। ২০ বছর। তিনি কোর্টের বিচারকের সুদক্ষ জুরী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৩ ইং সালে পবিত্র ভূমি মক্কা হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি কখনও দামী কাপড়-চোপড় পরতেন না । সব সময় সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। আল্লাহর ভীতি তার অন্তরে সব সময় ছিল। তিনি সদাসর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দিকে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি নিশীথে শয্যা ত্যাগ করে স্রষ্টার ইবাদত করতেন। জীবনে প্রভাব প্রতিপত্তি, মান সম্মান থাকার পরও যেন তার কিসের অতৃপ্ত বাসনা? তাঁকে আরও উন্মাদ করে তোলে কিসে যেন শূন্যতা? কবে এই শূন্যতার সমাপ্তি ঘটবে এই চিন্তায় সবসময় থাকতেন। অবশেষে শূন্যতার সমাপ্তি ঘটলো। রংপুরের বিখ্যাত পীরে কামেল মরহুম হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) সাহেবের নাতিন জামাতা নোয়াখালী নিবাসী হযরত মাওলানা রিফাকাত উল্লাহ সাহেব ১৯৫৯ ইং সালে মিঠাপুকুর থানার জায়গীর হাটে ওয়াজ মাহফিল করতে আসেন। সেখানে তিনি লোকমুখে শুনতে পান আলহাজ্ব আব্দুর রহমানের দানশীলতা, ন্যায় পরায়ণতা ও ধার্মিকতার কথা।

পীর সাহেব তার প্রধান মুরিদ হযরত মাওলানা মফিজ উদ্দিন সাহেবের মারফতে একখানা পত্র পাঠান হাজী আঃ রহমান সাহেবের নিকট। পত্র পাঠান্তে হাজী সাহেব পীর সাহেবকে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ জানান। পত্রের জবাব পাওয়ার পর পীর সাহেব কিছু সংখ্যক মুরীদ সহকারে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। তখন হাজী সাহেব পীর সাহেবের শুভাগমন উপলক্ষে একটা ছোট আকারে মাদ্রসা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব শুনামাত্র তিনি "সোবহান আল্লাহ" বলে রাজি হয়ে গেলেন এবং এলাকার বিশিষ্ট লোক মৌঃ সিরাজুল হক, মুন্সী সেকেন্দার আলী, জালাল উদ্দিন (বাবু মিয়া), অছির উদ্দিন, আঃ ওহাব মিয়া, ফয়মুদ্দিন মিয়া, নবী মিয়া, ছায়দোল হক মিয়া, নুরুল হক মিয়া, মোহাম্মদ উল্লাহ খাঁ, মোবারক উল্লাহ খাঁ, আলহাজ্ব আউয়াল, মোখতার আহম্মেদ, উমর দেওয়ানী, আকবর আলী মুন্সী প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে নিজ উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে নিজ নামে মাদ্রাসাটির নাম না রেখে আল্লাহর একজন খাছ বান্দা মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ) সাহেবের নামানুযায়ী একটি কুড়ে ঘড়ে 'বড় রংপুর কারামতিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব প্রথম দাখিল ক্লাসে ৬জন ছাত্র দিয়ে শুরু করেন। দিন দিন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । দুই বছরের মধ্যে মাদ্রাসাটি সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়ে অল্প দিনের মধ্যে মাদ্রাসাটির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে মাদ্রাসাটিতে আলীম, ফাযিল ও কামিল খোলা হয়। পাশাপাশি খরের ঘরের মাদ্রাসাটি পাকা মাদ্রাসায় পরিণত হয়। তখন মাদ্রাসার নাম দেওয়া হয় "বড় রংপুর কারামতিয়া আলীয়া মাদ্রাসা।"

মাদ্রাসার উন্নতির জন্য তিনি একটি বড় পুকুর সহ ৩ একর জমি দান করেন। তার নিরলস প্রচেষ্টায় স্থানীয় জন সাধারণ ও সরকারী সাহায্য সহযোগিতায় মাদ্রাসাটির উন্নতি সাধন করেন। প্রতিষ্ঠাতা সাহেব প্রায় বলতেন আমার তিন ছেলে। বাস্তবে তিনি প্রামণও করেছেন সেটা। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

যাবতীয় আয়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করতেন। দুই ভাগ দুই ছেলেকে এবং এক ভাগ মাদ্রাসার উন্নতির জন্য ব্যয় করতেন। দুই এক জন শিক্ষক মাদ্রাসায় অনপুস্থিত থাকলে তিনি নিম্ন শ্রেণীর ক্লাশ নিতেন, প্রয়োজনে ঘন্টা বাজাতেন। এমনকি মাদ্রাসার প্রসাব, পায়খানাও পরিস্কার করতেন। তিনি মাদ্রাসার পুকুর পাড়ের আমগাছ তলায় একটি চেয়ারে বসে থাকতেন এবং দেখতেন শিক্ষকরা ঠিক সময় মাদ্রাসায় উপস্থিত হয় কিনা। ছাত্ররা বাইরে অহেতুক ঘোরাফেরা করে কিনা, ক্লাস ঠিকমত হতো কি না ইত্যাদি ব্যাপারেও তদারকি করতেন। ছাত্র শিক্ষক সবাই তাঁকে সমীহ করতেন। তিনিও মাদ্রাসা নামক ছেলেটিকে ছেড়ে কোথাও যেতেন না। অন্য দুই ছেলেরর বিপদে যেমন বিচলিত হতেন। তদ্রুপ মাদ্রসার কোন ক্ষতির কথা শুনলে বিহবল ও বিচলিত হতেন।

বর্তমান মাদ্রাসাটিতে প্রথম হতে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া হচ্ছে। কামিল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে ১৯৯১ ইং সনে ফিকাহ্ বিভাগ খোলা হয়। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২০০ জন, শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ৪২ জন। মাদ্রাসার নামে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ১১ একর। দ্বিতল ভবন সহ তিনটি একতালা ভবন, একটি বিজ্ঞানাগার, একটি ছাত্রাবাস ও মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি বৃহৎ মসজিদ আছে।

রংপুর জেলা তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সর্বোচ্চ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত লাভ করেছে অত্র প্রতিষ্ঠানটি। আলহাজ্ব আব্দুর রহমান যে মহৎ ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার জন্য তিনি ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। উপকৃত হবে দেশ ও জাতি। বিস্তৃত হবে ইসলামী শিক্ষা।

অতঃপর এই মহান পুরুষ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ভারে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন ও ১৯৮৬ ইং সালের ৫ইং সেপ্টেম্বর তাঁর সহধর্মিনী ইন্তেকাল করেন। এতে করে তিনি আরও মানসিক ও শারীরিকভাবে দূ র্বল হয়ে পড়েন। দূর্বলতা স্বত্বেও সব সময় মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করতেন তিনি । তখন তাঁর সুযোগ্য জৌষ্ঠ্য পুত্র আলহাজ্ব মোঃ শাসছুল আজম মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য পিতার দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন।

ইন্তেকাল ঃ অবশেষে বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর বড় রংপুরের বড়মনের মানুষটি ১৯৮৭ ইং সনের ২১ শে জানুয়ারী রোজ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.... রাজেউন)। মরহুমের মৃত্যুর সংবাদ চার দিকে ছড়িয়ে পড়লে বড় রংপুর মাহিগঞ্জ তথা রংপুর শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁদের প্রাণ প্রিয় মানুষটিকে শেষ বারের মত দেখার জন্য দলে দলে লোক এসে ভিড় জমাতে থাকে তাঁর বাড়িতে। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক সমাগমে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল হুদা মিয়া। মাদ্রাসার মসজিদ প্রাঙ্গণে তার স্ত্রীর পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

প্রতিটি সমাজে আলহাজ্ব আঃ রহমানের মত মহৎ প্রাণ মানুষ হোক এটাই আমাদের কামনা।

তথ্যসূত্রঃ " আলবিদা স্মরনিকা ২০০৬" বড় রংপুর কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, মাহিগঞ্জ রংপুর।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারে চারি তরিকার পীরে কামেল সূফী সম্রাট হযরত মাওলানা কছিম উদ্দিন (রহঃ)

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় উক্ত মহাত্মার পূর্ব পুরুষ পশ্চিমের দেশ আরব হইতে হযরত ওমর (রহঃ)-এর খেলাফতকালে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের সময় ইসলামের অমিয় বানী প্রচার ও প্রসারের জন্য "খোরাছানে" আগমন করেন। এবং তথায় এক দরবেশ বংশে বিবাহ করেন। দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্য হুজুর কেবলা (রহঃ)-এর পিতা আবেদ শ্রেষ্ঠ মাওলানা ফকির মোহাম্মদ শাহ সাহেব উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রংপুর জেলার (বর্তমান জেলা) গাইবান্ধার কোদাল ধোয়া নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তৎকালীন সময় কোদাল ধোয়া ও কমচি বাড়ী নামক গ্রামে নানা রকম শেরক, বেদআত, যাদু বিদ্যা, ও তেলেছমাতের আবাস ভূমি ছিল। এমনি তমসাচ্ছন্নাবস্থায় শাহ সূফী হযরত মাওলানা ফকির মোহাম্মদ সাহেবের ঔরসে জন্ম গ্রহন করেন সূফী সম্রাট হযরত মাওলানা শাহ সূফী কছিম উদ্দিন (রহঃ)।

বাল্যজীবনঃ তাহার বয়স যখন ৮/১০ বৎসর তখনই তাহার পিতা আবেদ শ্রেষ্ঠ হযরত মাওলানা শাহ সূফী ফকির মোহাম্মদ সাহেব ইন্তেকাল করেন। ফলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েন এবং জননী, ভ্রাতা ও দুই ভগ্নিসহ তাঁহার মামা সূফী সাধক পীরে কামেল মরহুম মগফুর হযরত মাওলানা শাহ সুফি আজিবুল্লাহ ওরফে পাহাড়ী পীর সাহেবের সংগে বর্তমান রংপুর জেলার গঙ্গাচরা থানার পাইকাম-বড়াইবাড়ী গ্রামে আগমন করেন। কালের গতি কে রোধ করতে পারে। এ বয়সেই একে একে তাহার মাতা ও ভগ্নিদ্বয় ইহলোক ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্নাইহে রাজেউন)। তিনি তখন আরো অসহায় হয়ে স্বীয় মামা পাহাড়ী শাহ সাহেবের আশ্রয়ে পরম যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ তিনি স্বীয় মামা পীরে মোর্শেদ কামিল মরহুম মগফুর হযরত মাওলানা পাহাড়ী শাহ সাহেবের তত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের জন্য উপ মহাদেশের আসাম ত্রিপুরা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও খোরাছানের বিভিন্ন আলেম ওলামাগণের নিকট থেকে ইলমে কোরআন, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ ও ইলমে মারেফারেত উপর শিক্ষা গ্রহন করত বুৎপত্তি লাভ করেন।

শিক্ষক মন্ডলী ঃ তিনি শৈশব কাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সবসময় নির্জনে কি এক চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তাহার মামা মরহুম পাহাড়ী শাহ তাহার এই অবস্থা আবলোকন করে তাছাউফ ও ইলমে মারাফাতের প্রথম তুলুক শিক্ষা দেন এবং তাহার পাহাড়ী মোর্শেদ তাপস আলেমে দ্বীন মরহুম মগফুর হযরত মাওলানা সুফি কাছেম খোরাছানী ও হযরত মাওলানা সূফী ফতেহ আলী ওয়াছহি (রহঃ) সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, এবং তাহার নিকট হইতে তিনি ইলমে তাছাউফের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এমতাবস্থায় তাহার মামা

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়ী (রহঃ) ও খোরাছানী সাহেবের ইন্তেকাল হলে তিনি চিশতিয়া, কাদেরীয়া শিক্ষার জন্য কামেল পীরের আশায় দেশ বিদেশ ভ্রমন করে মনোমত পীর না পেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আরাধনা করতে লাগলেন। তার করুন আরাধনায় দয়াময় আল্লাহ তাআলা তার উপর সুপ্রসন্ন হলেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে কুচবিহারের রাজধানীতে পূর্বে বর্ণিত গাউছ সূফী মরহুম মগফুর হযরত মাওলানা ফতেহ আলী ওয়ায়ছি সাহেবের প্রধানতম খলিফা একরামুল হক মুর্শিদাবাদী সাহেব (রহঃ) কুচবিহারে আগমন করলে সেখানে তার সান্নিধ্য লাভ করে ছুলক শিক্ষা করেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তা'আলা তাহার কাশফ্ খুলে দেন।

ইসলাম প্রচারঃ হযরত মোর্শেদাবাদী (রহঃ) যখন তাকে প্রকাশ্য চারি তরিকার অর্থাৎ নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, কাদেরীয়া ও চিশতিয়া খেলাফত প্রদান করে মুরিদ ও ছুলুক শিক্ষাদান করতে আদেশ প্রদান করেন। তিনি প্রকাশ্য খেলাফত লাভ করে আপন পীরের দোয়ার বরকতে রুহানী কুওয়ত ও ফয়েজের প্রভাবে বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা সিলেট, চট্টগ্রাম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ধর্মাপদেশ দান ও ছুলুক শিক্ষা দ্বারা হাজার হাজার লোককে যাদু, তেলেছমাতি, শেরক, বেদায়াত ও কুফরির অন্ধকার পথ থেকে হেদায়েতের সুপথে আনায়ন করে ছিলেন। তিনি এমন সাহেবে জজবা ও সাহেবে তাছির ছিলেন, যে তার সাধারণ উপদেশেই সর্বসাধারণের মন মুগ্ধ হয়ে কেঁদে আকুল হতো।

বসতি স্থাপন ও বিবাহঃ তাঁর মামা মরহুম মগফুর পাহাড়ী সাহেব ও অলি উল্লাহ সাহেবের ইন্তেকালের পর পাইকনি বড়াইবাড়ী হতে মাত্র ৫-৬ কিঃ মিঃ মিটার দক্ষিণে পাকুড়িয়া শরীফ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। দ্বীনি উপদেশের অমিয়বানী প্রচার করতে থাকেন। অত্র গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের সুপ্রসিদ্ধ জোতদার ধর্মপরায়ণ মাননীয় মুন্সী মুহাম্মদ নবী উল্লাহ সাহেবের চাচাত বোনের সাথে পরিনয় সূত্রে অবদ্ধ হন। তার ধর্মপরায়ণা স্ত্রীও হযরত মোর্শেদাবাদী (রহঃ) সাহেবের নিকট মুরিদ হন। তার ন্যায় আরেফা ও কামেলা রমনী রত্ন বিরল। তার উদরেই দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহন করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মরহুম মগফুর ফজলুল করিম (বড় হুজুর) সাহেব।

তাঁর প্রথমা বিবিসাহেবা ইন্তেকালের পর উক্ত ধর্মপরায়ণ মাননীয় মুন্সী মুহাম্মদ নবী উল্লাহ সাহেবের কন্যাকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিদুষী রমনীও হযরত মোর্শেদাবাদী হুজুরের কাছে মুরিদ হন এবং আরেফা কামেলা গুণে ভূষিত হন। আর তারই উদরে জন্ম গ্রহণ করেন মরহুম মগফুর হযরত মাওলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ আফজালুল হক সাহেব (রহঃ) ছোট হুজুর সাহেব।

সামাজিক ও জনকল্যাণ মুলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ঃ হুজুর কেবলা সাংসারিক বিষয়ে বিভব বিমুক্ত ছিলেন। তাওয়াকুলই তার একমাত্র সম্বল ও ঐশ্বর্য ছিল। তিনি অতিশয় অতিথিপরায়ন ছিলেন। তাঁর দরবারে প্রত্যহ এতো বিপুল পরিমানে ব্যয় হতো, যা কোন মহা ধনবান জমিদার ব্যক্তির পক্ষেও ব্যয় করা সম্ভব হতো না।

মোছাফের খানা স্থাপনঃ তিনি এতই অতিথিপরায়ন ছিলেন যে, এক সন্ধ্যাও মেহমান ছাড়া খেতেন না। তাঁর মজলিস সবসময় দেশী বিদেশী মেহমান, মুরিদান, জাকেরিন ও ভক্তগণের

Dhaka University Institutional Repository

গমনাগমনে ভরপুর থাকত। সে কারনে তিনি তাদের থাকা খাওয়ার জন্য মোছাফের খানা স্থাপন করেন।

এতিম ও লঙ্গর খানা স্থাপনঃ তিনি গরীব মিসকিন অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য লঙ্গর খানা স্থাপন করেন। এবং এতিম তালেবে ইলমদের জন্য থাকা, খাওয়া, পোষাক পরিচ্ছেদ ও কিতাবাদির ব্যবস্থা করতেন। তাহা ছাড়াও বিভিন্ন সময় অনেক বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তির অভাব মোচনের জন্য সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করতেন। কথিত আছে যে, তার কাছে যা নজররানা ও হাদিয়া উপঢৌকন হিসাবে আসত তার সবই এই সব প্রতিষ্ঠানের জন্যই ব্যয় করতেন।

মাদ্রাসা স্থাপনঃ হুজুর কেবলা পাকুড়িয়া শরীফ গ্রামের ঘাঘট নদীর তীরে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে দ্বীনি ইলম কুরআন, হাদিস, তাফসির, উসুল, ফিকাহ ও আকায়েদ শিক্ষা দেওয়ার ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদ্রাসা এরশাদিয়া নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে ইসলাম ও সমাজের দ্বীনি শিক্ষার বহু উপকার সাধন করেছেন। আর এই মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে উত্তরবঙ্গে অসংখ্য আলেম ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। পরবর্তী ১৯১৯ ইং জানুয়ারী হইতে স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা এরশাদিয়ার নেছাব (পাঠ্য তালিকা) পরিবর্তন করে নিউস্কিম জুনিয়র মাদ্রাসায় পরিণত করা হয়।

পরবর্তীতে পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ ফজলে ও করমে পীর সাহেব কেবলা মুর্শিদাবাদীর আদেশে, এবং স্থানীয় সাধারণ বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৩ ইং সালের জানুয়ারী হইতে উক্ত জুনিয়র মাদ্রাসাটিকে নিউস্কিম সিনিয়র মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়। ১৯৪৭ ইং সনে দেশ বিভাজনের ফলে তাহারই সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম মগফুর হযরত মাওলানা কারী মোঃ আফজালুল হক পীর মাহেব ও উক্ত দেশী বিদেশী মুরিদানের চেষ্টায় নিউস্কিম সিনিয়র মাদ্রাসাটিকে স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়, এবং পরে তা কলেজে উন্নীত হয়। আর ইসলাম শিক্ষার জন্য তিনি কামিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে পীর সাহেব কেবলার মনপুত না হওয়ায় কলেজ ও কামিল স্তর বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে পাকুড়িয়া শরীফ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা. সাধারণ শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার আলো বিতরন করছে। তাছাড়াও পরবর্তীতে আরো প্রতিষ্ঠিত হয় পাকুড়িয়া শরীফ সরকারী বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাকুড়িয়া শরীফ বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। আফজালুল হাফিজিয়া ও কওমী মাদ্রাসা, এতিম খানা ও কছিমিয়া ট্রাষ্ট। সব প্রতিষ্ঠানই উক্ত ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ পীর সাহেব কেবলার মহত্ব ও ঔদার্যের বিষয় বর্ননা করার মত নয়। তিনি যাবতীয় সৎ গুনে গুনান্বিত ছিলেন। তিনি সংযমী, লোভহীন ও মহাপুরুষ ছিলেন । তিনি নামধারী পীর শ্রেণীর ন্যায় অর্থ পিপাসু ছিলেন না। নজরআনা ও উপঢৌকন হিসাবে যা আসত তা সবই ব্যয় করে দিতেন, নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। এমনকি বাড়ির উঠানের জমি গাছ সহ প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্ফ করেছেন। তিনি নিরহংকার, নিরাভিমান ও আড়ম্বরহীন সাধারণ বেশে জীবন যাপন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

পোষাক পরিচ্ছদঃ হুজুর কেবলা সবসময় সাদা লুঙ্গি টুপি, পাঞ্জাবী, পাগড়ী ব্যতীত কোন রঙ্গীন পোষাক ব্যবহার করতেন না। বাড়িতেও তিনি আড়ম্বরপূর্ণ কোন আসবাবাদি রাখেননি। নিজ ব্যবহারী অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ দ্রব্যাদির মাধ্যমেই দৈনন্দিন কাজ সমাধা করেছেন । এমন কি তিনি খড়ের উপর চালাবিহীন ঘরে ঘুমাতেন। তার মুখমন্ডলে সবসময় পূর্ণ চাঁদের মত জ্যোতি উদ্ভাসিত হতো।

ইন্তেকাল ঃ ইহ ও পরকালের মহাগুরু, দ্বীন ও দুনিয়ার সুপথ প্রদর্শক, তাপসকুল গৌরব আরফে রব্বানী, মাহবুবে ছোবহানী, পীরে কেবলা (রহঃ) ২২ শে জিলকদ ১৩২৫ হিঃ মোতাবেক ১৪ ই পৌষ ১৩১৪ সাল বাংলা রোজ রবিবার জোহর নামাজের আযান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেশী বিদেশী ভক্ত মুরিদ আশেক ও জাকেরীনগণকে এতিম করে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে...)।

হুজুর কেবলার মাজার শরীফ তার বাড়ীর দক্ষিণ দিকে স্বীয় গ্রাম পাকুড়িয়া শরীফে অবস্থিত। এই স্থানে প্রতি বৎসর ১৩,১৪, ই পৌষ দেশী-বিদেশী ভক্তগণ আগমন করতঃ ইছালে সাওয়াব,ওয়াজ নছিহত, জেকের আজকার ও বিশ্ব বাসীর কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

হুজুর কেবলা (রহঃ) এর উপদেশাবলী

হুজুর কেবলা (রহঃ) শিক্ষার্থীদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন । তিনি খুব যত্নের সাথে শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষার্থীরা যখন জেকের আজকারের হালকায় বসতেন, তখন তিনি অতি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাদের হাল পর্যবেক্ষন করতেন। শরীয়তের খেলাফ কাকেও দেখলে খুবই তিরস্কার করতেন এবং বলতেন যে তালেব চুল পরিমাণ শরীয়তের খেলাফ করবে, সে নিশ্চয়ই পথ ভ্রষ্ট হবে। তিনি আদবের জন্য অত্যন্ত তাকিদ করে বলতেন যে, এ রাস্তায় বেআদবের স্থান নাই। তিনি তালেবগণের হৃদয়ে মোটামোটি নিম্নলিখিত উপদেশাবলীর মাধ্যমে সবসময় হৃদয় ক্ষেত্র উর্বর করে গেছেন।

যথাঃ

১. সবসময় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অটল বিশ্বাসের সাথে বিধি নিষেধের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।
২. শরীয়তের খেলাফ চলবেনা, স্ব স্ব মাজহাব মত শরীয়ত প্রতিপালনে কখনও অবহেলা করবেনা, পাঞ্জেগানা নামাজ রোজা প্রভৃতি এবাদত যথাযথভাতে সযত্নে আদায় করবে। জামাত যথাসাধ্য ত্যাগ করবে না।
৩. সর্বক্ষন খোদার জিকিরে মগ্ন থাকবে, একদম গাফেল হবে না। সবসময় খোদার প্রেমাগ্নিতে অন্তরকে দগ্ধিভূত করবে, যেন সমস্ত গায়ারিয়াতে ভস্মভূত হয়ে হৃদয় নূরালোকে আলোকিত হয়।
৪. নিজেকে সর্বাপেক্ষা নালায়েক ও নিকৃষ্ট মনে করবে, কখনও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না।
৫. অহংকার ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করবে, সর্বদা বিনয় ও নম্র আদবের সাথে থাকবে। নিচু জায়গায় পানি জমা হয়, অতঃএব যে বিনয়ী আদবী তারই উপরেই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।
৬. সবসময় আল্লাহ ওয়ালা সৎলোকের সাথে চলাফেরা করবে। ধনী দুনীয়াদার শরীয়ত বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

অহংকারী ইত্যাদি লোক থেকে দূরে থাকবে, কেননা তাদের সঙ্গ কুপথগামী করে। তাতে আল্লাহ তায়ালার রহমত বন্ধ হয়ে যায়।

৭. লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। সবসময় সদুপদেশ দিয়ে কুপথ থেকে সুপথে আনতে চেষ্টা করবে।

৮. তোমার যা জুটে তাতেই সন্তোষ্ট থাকবে। লোভ করবে না। পারতপক্ষে কারও নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা বা ছাওয়াল করবে না।

৯. সবসময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে। আমোদ প্রমোদে মগ্ন হবে না। আমোদ প্রমোদে মন খোদা চিন্তায় নিস্তেজ হয়।

১০. পরের দোষ অন্বেষণ করো না। সবসময় নিজের দোষ সংশোধন করতে চেষ্টা করবে।

১১. আল্লাহ তায়ালা মহান পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। অতএব সবসময় নিজেকে পবিত্র রাখবে।

১২. কখনও হারাম খাবে না। এমন কি সন্দেহ জনক খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি করবে না। অন্যায়ভাবে উপার্জিত খাদ্যে ও বস্ত্রে আল্লাহর ইবাদত কবুল হয় না। অন্যের অনিষ্ট করবে না।

১৩. কাঙ্গালী, গরীব, দুঃখীদের খালি হাতে ফিরাবে না, । যতটুকু সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করবে।

১৪. হিংসা, গীবত চুগলী করবে না। হিংসা প্রভৃতি সব নেকীকে বিনষ্ট করে দেয়।

১৫. প্রতিনিয়ত তওবা এস্তেগফারের নির্মল পানিতে তোমার হৃদয়ের পাপ কলুষ বিধৌত করবে।

১৬. ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) শরিয়ত রক্ষার জন্য প্রাণ পন চেষ্টা করে। সত্য প্রচারে প্রাণ বিসর্জন দিলে শাহাদতের দরজা লাভ হবে । সবসময় ইসলামী একতা রক্ষা করে চলবে। অযথা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না।

হুজুর কেবলা (রহঃ) এর কারামত বা বুর্যগী

হুজুর কেবলা (রহঃ) নিজের কারামত বা বুযর্গীকখন ও প্রকাশ করতেন না। তার কার্যা বলীতে তা সুক্ষ্মাদর্শীর নয়নে প্রায়শই প্রকাশ ও প্রতিফলিত হতো। এ কারামত বা বুযর্গীর ফলে অনেক পথ ভ্রষ্ট মানুষ পথের সন্ধান ও হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন। তারই যৎসামান্য কিছু লিপিবদ্ধ করা হল।

১. একদা হুজুর কেবলা (রহঃ) ২২ জন ভক্ত সহ দ্বীন প্রচারের জন্য জলপাইগুড়ি মাল বাজার, রাঙ্গামাটি হয়ে ভুটানের গরুবাথান পাহাড়ে পৌছে রাত যাপনের ইচ্ছা করলে সেখানকার একভক্ত রাতের খাবারের কথা উঠালেন। তিনি তাকে বললেন বাবা চিন্তা করোনা। হঠাৎ করে একজন মাড়োয়রী যৎ সামান্য চাল, ডাল ও ঘি নিয়ে উপস্থিত হলে ভক্তরা সবাই আশ্চর্য্যান্বিত এবং আনন্দিত হলেন। ফজল মিয়া নামে রাঙ্গমাটির এক ভক্ত সবকিছু একত্রে খিচুরী রেধে বললেন এতটুকু খিচুরীতে কিভাবে আজ পেট ভরবে। এ কথা শুনে হুজুর কেবলা (রহঃ) বললেন, বাবা ফজল ভয় নাই, সবাই খেতে বসুক আল্লাহর ফজল হবে। আল্লাহর রহমত ও বরকতে প্রত্যেকে পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরও দেখা গেল

Dhaka University Institutional Repository

এক তৃতীয়াংশ খাদ্য অবশিষ্ট রয়ে গেল। পরদিন সকাল বেলা সেটুকু নাস্তা করে তারা অন্যত্র রওনা হলেন।

২. মওলবী আমান উল্লাহ সাহেবের মুরিদ হওয়ার বিবরনঃ তার বাড়ী রংপুরের অধীন বর্তমান নীলফামারী জেলায় ছিল। তিনি পীর মুরীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। একদিন পীর সাহেব কেবলা (রহঃ) এর সাথে বাহাছ করবার জন্য খেদমতে পৌছেন। খোদা তা'আলার কি মর্জি কোথায় বাহাছ, কোথায় তর্ক? অবশেষে তওবা করে মুরিদ হয়ে ছুলক শিক্ষা করতে থাকেন।

৩. বেতগাড়ী পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রসিদ্ধ জোতদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের মুরিদ হওয়ার বিবরনঃ একদিন হুজুর কেবলা (রহঃ) মাগরিবের নামাজের পর বাড়ীর মসজিদের পশ্চিম নদীর তীরে লিচুগাছতলায় বলছিলেন যে, আল্লাহ! দেশ বিদেশের বহু লোককে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছ ও করে চলেছো। তবুও এই এলাকার নিকটবর্তী লোকদেরকে হেদায়েত দান কর। আল্লাহ তায়ালার অপার করুনায় ও ফজলে পরদিন সকাল বেলা থেকে ক্রমান্বয়ে প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে হতে সকলেই তওবা করে, মুরিদ হয়ে গেলেন। কিন্তু মুন্সী মোহাম্মদ তমের উদ্দিন শাহ বললেন, হুজুর কেবলা যদি তার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তাহলে তিনি মুরিদ হবেন। হুজুর কেবলা (রহঃ) সামনে পেয়ে তাকে বললেন তমের, তোমার তিনটি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা কর। এ ভাবে তিন বলবার সাথে সাথেই তমের উদ্দিন শাহ অজ্ঞান ও বেহুশ হয়ে যান, পরে তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। হুশ হলে তিনি তওবা করে মুরিদ হয়ে ছুলুক শিক্ষা করতে থাকেন। তাহার অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, তিনি বাড়ী ঘর, জোত জমি, ত্যাগ করে হুজুর কেবলা (রহঃ) দরবারে সবসময় অবস্থান করতেন এবং তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করে দেন। তাঁর মাজার শরীফ হুজুর কেবলা (রহঃ) এর মাজার শরীফের বাইরে পূর্ব দিকে প্রদত্ত হয়েছে।

৪. চোরের তওবা করার বিবরনঃ একদিন কিছু চোর হুজুর কেবলার বাড়িতে আসে, মুল্যবান কোন কিছু না পেয়ে গাড়ীর দুইটি চাকা নিয়ে যায়। কিছু দুর যাওয়ার পর তারা নিজ ঘর বাড়ীর দিকে আগুন দেখতে পায়। যা দেখে দুটি চাকা নদীতে ফেলে বাড়ির কাছে যেয়ে দেখে যে তাদেরই বাড়ী ঘর পুড়ে যাচ্ছে। পর দিন নদী থেকে চাকা দুইটি তুলে তারা হুজুর কেবলার খেদমতে এসে তওবা করে মুরিদ হয়ে যায়।

এক নজরে পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

১. পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা।
২. পাকুড়িয়া শরীফ দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়।
৩. পাকুড়িয়া শরীফ আফজালিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা।
৪. পাকুড়িয়া শরীফ আফজালিয়া এতিমখানা ও শিশু সদন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পাকুড়িয়া শরীফ কওমী মাদ্রাসা।
৬. পাকুড়িয়া শরীফ সরকারী বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৭. পাকুড়িয়া শরীফ সরকারী বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কছিমিয়া ট্রাষ্টি বোর্ড

চেয়ারম্যান ট্রাষ্টি বোর্ড ঃ অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) গদ্দিনিশীন পীর সাহেব।

সেক্রেটারী ট্রাষ্টি বোর্ডঃ শাহ সুফি রুহুল মাহমুদ (ওজায়ের ছোট হুজুর সাহেব)

সদস্য বৃন্দু ঃ

১. শাহ মোহাম্মদ রুহুল মোয়াজ্জেম (শিবলী সাদিক)
২. শা মোহাম্মদ ফজলুল আজিম (নাজিব)
৩. শাহ মোহাম্মদ এরশাদুল হক।
৪. প্রধান শিক্ষক, পাকুড়িয়া শরীফ উচ্চ বিদ্যালয়।
৫. অধ্যক্ষ, পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা।

পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীগণের তথ্য

ক্রমিক নং	শিক্ষক ও কর্মচারীগণের নাম	পদবী
১.	মাওলানা আজিজুর রহমান	অধ্যক্ষ
২.	মাওলানা ইউনুছ আলী	আরবী প্রভাষক
৩.	মাওলানা আব্দুল ওহাব	আরবী প্রভাষক
৪.	মোঃ শহীদুল ইসলাম	বাংলা প্রভাষক
৫.	মোঃ নুর আলম	ইতিহাস প্রভাষক
৬.	মাওলানা এ,কে,এম কাশেম	আরবী প্রভাষক
৭.	শাহ্ মোঃ ফরহাদ	আরবী প্রভাষক
৮.	মোঃ মাহবুবার রহমান	ইংরেজী প্রভাষক
৯.	মোঃ শরীকুল ইসলাম	লাইব্রেরীয়ান
১০.	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	সহকারী শিক্ষক
১১.	মোঃ হানিফুর রহমান	সহকারী শিক্ষক
১২.	মোঃ আবু ছাইদ	সহকারী মাওলানা
১৩.	মোছাঃ মজিদা খাতুন	সহকারী মাওলানা
১৪.	মোঃ মোরশেফ আলম	সহকারী শিক্ষক
১৫.	মোঃ আব্দুর রশীদ	এবতেদায়ী প্রধান
১৬.	মোঃ আব্দুর রহমান	জুনিয়র মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

১৭.	মোঃ ইদ্রিস আলী	সহকারী শিক্ষক
১৮.	মোঃ নজরুল হক	সহকারী শিক্ষক
১৯.	শাহ্ মোঃ রুহুল মোয়াজ্জেম	কারীগরী
২০.	মোছাঃ আমেনা বেগম	কম্পিউটার শিক্ষক
২১.	শাহ্ মোঃ শামীম আহম্মেদ	সহকারী শিক্ষক
২২.	মোঃ রুহুল আমিন	অফিস সহকারী
২৩.	মোঃ আব্দুর রশীদ	অফিস পিয়ন
২৪.	মোঃ আব্দুর গনী	এালী
২৫.	মোঃ হাবিবার রহমান	নৈশপ্রহরী
২৬.	মোঃ নাজিম উদ্দিন	দপ্তরী

পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া ফাযিল মাদ্রাসার বর্তমান ছাত্রছাত্রী বৃন্দের তালিকা।

ক্রমিক	শ্রেণীর নাম	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	সর্ব মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা
১.	এবতেদায়ী- ১ম শ্রেণী	১৬	১৪	৩০ জন
২.	এবতেদায়ী- ২য় শ্রেণী	১০	১৬	২৬ জন
৩.	এবতেদায়ী- তয় শ্রেণী	১১	১০	২১ জন
৪.	এবতেদায়ী- ৪র্থ শ্রেণী	১৪	১২	২৬ জন
৫.	এবতেদায়ী- ৫ম শ্রেণী	২৯	৩১	৬০ জন
৬.	দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী	৪১	৮৭	১২৮ জন
৭.	দাখিল ৭ম শ্রেণী	২২	২৩	৪৫ জন
৮.	দাখিল ৮ম শ্রেণী	২১	২৮	৪৯ জন
৯.	দাখিল ৯ম শ্রেণী	২০	২৮	৪৮ জন
১০.	দাখিল ১০শ শ্রেণী	১৬	২০	৩৬ জন
১১.	আলিম ১ম বর্ষ	২৮	০৮	৩৬ জন
১২.	আলিম ২য় বর্ষ	২০	০৮	২৮ জন
১৩.	ফাযিল ১ম বর্ষ	২১	০৭	২৮ জন
১৪.	ফাযিল ২য় বর্ষ	২৬	০৮	৩৪ জন
	মোট =	২৯৫	৩০০	৫৯৫ জন

এছাড়া রংপুরের আরো অনেক ওলামায়ে কেরাম, পীরে কামেল, সূফী-সাধক, বুযর্গানে দ্বীন ওলী আল্লাহ আছেন যারা বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করে আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন নিম্নে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

তারা হলেন

১. মরহুম মাওলানা : আলহাজ্ব ওয়াহিদুজ্জামান ভাগ্নিহুজুর।

২. মরহুম আব্দুল হাকিম খন্দকার ।

৩. মরহুম আলহাজ্ব ডা: সালামতুল্লাহ।

৪. হাফেজ ইদ্রিস।

৫. মরহুম মাওলানা আবু জাহেদ মোঃ আব্দুল মাজেদ।

৬. মাওলানা ইনামুল হক মাজেদী।

মরহুম মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান (ভাগ্নিহুজুর)

মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান বৃহত্তর নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তার ছেলের মতে ১৮৮০ সালের দিকে তিনি লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব ও বাল্যকাল লক্ষ্মীপুরেই কাটে। এরপর তিনি শিক্ষা লাভের আশায় কলকাতায় যান। কলকাতায় তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সুনামের সাথে লেখাপড়া শেষ করেন।

লেখাপড়া শেষ করে তিনি দেশে ফিরে সূফী সাধক কারামত আলীর ছেলে হাফেজ আহম্মদ সাহেবের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। এক পর্যায়ে তিনি পীরে কালেম হাফেজ আহম্মদ সাহেবের কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন।

খেলাফত লাভ করে তিনি তার স্বীয় মোর্শেদের ইশারায় রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ৪নং ভাগ্নি ইউনিয়নে হিজরত করেন। রংপুরে হিজরত করে তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করেন। তিনি প্রতিদিন রংপুরের বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছে ওয়াজ নসীহত করতেন ও দ্বীনে তাবলীগ করতেন।

ভাগ্নি হুজুরের মুরীদ ও শিক্ষার্থীগণ হুজুরের কাছ থেকে দ্বীনে ইলম শিক্ষা করে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী শিক্ষার প্রচারে ও প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। অতঃপর তিনি ভাগ্নি ইউনিয়নে একটি ফোরকানিয়া ও কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা এসে ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞানার্জন করে নিজেদেরকে রংপুর তথা গোটা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারক বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিরস্থায়ী ভাবে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য তিনি ভাগ্নি ইউনিয়নে ভাগ্নি আহমদিয়া দ্বি-মুখী ফাযিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন। রংপুর তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা এসে উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন। তার দশজন ছেলে ছিলেন এর মধ্যে তিনজন মৃত্যুবরন করেছেন (ইন্নালিল্লাহ....)। বাকী সাতজন ছেলে বর্তমানে জীবিত ভাগ্নি আহমদিয়া ফাযিল মাদ্রাসায় তার সাত ছেলে শিক্ষকতা করে ইসলামী শিক্ষা প্রচারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। তার ৭ম ছেলে আবু বকর ওয়াহেদী মিঠাপুকুর উপজেলা থেকে তিনবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীহন। সন্তান নাতীদের মধ্যে প্রায় সবাই ইসলাম ও উচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত আছেন। তার খলিফা গদ্দিনিশীন পীর সাহেব অলি আহম্মেদ সাড়া জীবন ইসলাম প্রচারের খেদমত করে ৩১শে জানুয়ারী ২০০৭ ইন্তে কাল করেন (ইন্নালিল্লাহে....)। বর্তমানে মাওলানা ওয়ারিছ আহম্মদ তার খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে ইসলাম প্রচারের বাহক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। উপসংহারে বলা যায় তিনি লক্ষীপুর থেকে ভাগ্নি ইউনিয়নে হিজরত করেন। বিধায় তিনি ভাগ্নি হুজুর হিসেবে পরিচিত। তিনি সাড়া জীবন সংসারের দিকে না তাকিয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

মরহুম আব্দুল হাকিম খন্দকার

মাওলানা আব্দুল হাকিম খন্দকার ১৯১৪ সালে গংগাচড়া উপজেলা সালাপাক ইউনিয়নের ফকির টারী পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় লেখাপড়া করে সবশেষে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারোপুর জেলার দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। মাওলানা মুস্তাক তাঁর সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। তার সাহচর্যে থেকে তিনি অনেক দীনের জ্ঞানার্জন করেন। লেখাপড়া সমাপ্ত হলে মাওলানা মুস্তাক তাকে এলাকায় গিয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন। মাওলানা আব্দুল হাকিম খন্দকার ও তার পাচঁজন সাথী এলাকায় গিয়ে রংপুর শহরের কাছে একটি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নানা প্রতিকুলতার কারনে মাদ্রাসাটি সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল না। ফলে তিনি রংপুর শহরে চলে এসে রংপুর শাহী মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব নেন এ সময় তিনি মসজিদের মুসল্লী তথা রংপুরের জনগনকে ইসলামী শিক্ষার প্রচারে ও প্রসারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। এছাড়া তিনি মাদ্রাসার ও ইসলাম সম্পর্কীয় কিতাব সহজে পাওয়ার জন্য তার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মুস্তাক সাহেবের নামে মুস্তাক আহমদিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। খন্দকার আব্দুল হাকিম সাহেব একজন দানশীল ব্যক্তি ও নরম হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি এলাকায় অসংখ্য গরীব মানুষকে দান খয়রাত সহ চিকিৎসা সেবা দিতেন। তার ছয় মেয়ে, একমাত্র ছেলে। গোটা জীবন তিনি ধর্মীয় কাজে ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৬০ সালে মুলাটোলা মদিনাতুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন। মুলাটোলা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তাকে সমাহিত করা হয়। উক্ত মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হতে থাকে। ফলে অল্প দিনের মধ্যে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভাল রেজাল্টের সুনাম করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এসে এখানে লেখাপড়া করে এবং কৃতিত্বের সাথে পাশ করে রংপুর তথা গোটা বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে নিয়োজিত হন। মাদ্রাসাটিতে বর্তমানে ২৭ জন শিক্ষক মন্ডলী রয়েছেন। ফাযিল ১ম বর্ষে ছাত্রেরসংখ্যা ৪২ জন, ফাযিল ২য় বর্ষে ২৪ জন, আলিম ১ম বর্ষের ছাত্রের সংখ্যা ৪১ জন, আলিম ২য় বর্ষের ছাত্রের সংখ্যা ৩০ জন, দাখিল ২০০৭ সালের পরীক্ষার্থী ২১ জন সর্বমোট মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। উক্ত মাদ্রাসার বর্তমান প্রিন্সিপাল হচ্ছেন এ.বি. এম আব্দুস সোবহান মরহুম খন্দকার আব্দুল হাকিম বৃহত্তর রংপুর জেলার ফুরফুরা পীর সাহেবের খলিফা ছিলেন। তার অসংখ্য উক্ত ও শিক্ষকদেরকে নিয়ে তিনি সবসময় ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। সৃষ্টির রহস্য নিয়ে তিনি "জগতগরু" নামক একটি কিতাব লিখেন। কিতাবটি অবশ্য এখনও মুদ্রিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। অল্প কথায় ইসলামী শিক্ষা প্রচারে ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখে অমর হয়ে আছেন।

মরহুম আলহাজ্ব ডাঃ সালামাতুল্লাহ চৌধুরী

আলহাজ্ব ডাঃ সালামাতুল্লাহ একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও একজন কামেল ওয়ালী আল্লাহ ছিলেন। আল্লাহর ভীতি সবসময় তার মনে কাজ করত। তাইতো তিনি চুপচাপ বসে না থেকে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইসলামের সুমহান বানী রংপুর তথা গোটা বিশ্বে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি ১৯৮২ সালে রংপুর জেলার সদর উপজেলার উপশহরে ধাপ সাতগাড়া বাইতুল মোকাররম কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি সুদক্ষ্য গভর্নিংবডি ও যোগ্য শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা ১৯৮২ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে। যার ফলে প্রতি বছর বোর্ডের পরীক্ষা গুলোতে একাধিক ছাত্র মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে আসছে। তাছাড়া ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়ে আসছে।

মরহুম মাওলানা আবু জাহেদ মোঃ আব্দুল মাজেদ

মাওলানা আবু জাহেদ মোঃ আব্দুল মাজেদ ১লা মার্চ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার লালচাঁদপুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব, বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা তিনি নিজ গ্রামেই সমাধা লাভ করেন। ১৯৬১ সালে নোয়াখালী হতে প্রথম বিভাগে ফাযিল পাস করেন। কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা জীবন শেষে তিনি নিজেকে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারের একজন ধারক বাহক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বৃহত্তর রংপুর জেলায় প্রায় ১০০ এর বেশী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি লালচাঁদপুর খায়রুল উলুম বহুমুখী ফাযিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি উত্তর বঙ্গের একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ছিলেন । তার হাজার হাজার ছাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সুপারিনটেন্ড, অধ্যাপক, প্রভাষক, সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি পরোপকারী, দানবীর ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। মানুষের ইহ ও পরকালের কল্যাণে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন। তিনি ১লা জুন ১৯৬১ সালে এলাকার গন্য মান্য ব্যক্তিদের সহযোগীতায় লালচাঁদপুর খায়রুল উলুম বহুমখী ফাযিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৃত্যুর প্রায় আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দ্বীনে এলেম শিক্ষা লাভ করেন। এহেন বুজুর্গ ২০০৫ সালের ১৫ ইং জানুয়ারী বাড়ীর পার্শ্বেই রংপুর সৈয়দপুর রোডে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নলিল্লাহ...। তাকে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। তার ১ম পুত্র মাওলানা আবু সালিহ মোঃ রেজাউল হক মাজেদী উত্তর বঙ্গের খ্যাতনামা দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী নুরজাহান আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুফাচ্ছির হিসেবে কর্মরত থেকে ইসলামের খেতমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন

মাওলানা হাফেজ ইদ্রিস আলী

মাওলানা হাফেজ ইদ্রিস আলী সৈয়দপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে কোরআন শরীফ হিফজ শেষ করেন। এরপর তিনি ঢাকার লালবাগ জামিয়া কুরআনীয়া মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস পাস করে। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি দ্বীনের খেদমতে নিজেকে সমর্পণ করেন। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি রংপুরের পুলিশ লাইন মসজিদের ইমাম ছিলেন। ইসলামের সুমহান বাণী ও শিক্ষা সবার মাঝে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি জামিয়া করীমিয়া নুরুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক শ্রম ত্যাগ তীতিক্ষার মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের জীবন মুসলমানদের খেদমতে উৎসর্গ করে অত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যেই মাদ্রাসাটি রংপুর জেলা তথা উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সত্য মিথ্যার লড়াই চলে আসছে হযরত আদম (আঃ) থেকে। তবে সত্যের জয় অনিবার্য। এদেশ থেকে ইসলাম তথা মুসলিম সমাজ ধ্বংসকারী, সম্পদ লুণ্ঠনকারীদেরকে তাড়িয়ে ইসলাম সমাজ কায়েম ও দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ১৮৬৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে ঐতিহাসিক কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা দারুল উলুম দেওবন্দ নামে খ্যাত। এ মাদ্রাসার ওস্তাদ ছাত্রবৃন্দের নেতৃত্বে ভারত বর্ষের স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটে। ধীরে ধীরে মাদ্রাসার আদর্শ ও দ্বীনি শিক্ষার সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিভিন্ন দেশে কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশেও শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। জামেয়া করীমিয়া নুরুল উলুম জুম্মাপাড়া মাদ্রাসাও তেমন একটি কওমী মাদ্রাসা।

মাদ্রাসার অবস্থান ঃ রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র জাহাজ কোম্পানী মোড় হতে মাত্র ৭০০ গজ উত্তরে, রংপুর পৌর বাজারের ৩০০ গজের মধ্যে জুম্মাপাড়ায় ৬.৫০ একর জমিতে অবস্থিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনই অত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক, সুষ্ঠু ও যুযোপযোগী তালীম ও তরবিয়াতের দ্বারা শিক্ষার্থীদের হাক্কানী হাফিজ, আলিম, দ্বীনি খেদমতের ও সমাজ সেবায় নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কর্মীরূপে গড়ে তোলা মাদ্রাসাটির মৌলিক লক্ষ্য। শহরে, নগর, বন্দর ও গ্রামগঞ্জের সর্বস্তরে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং সর্বসাধারণকে পবিত্র কুরআন ও জরুরী দ্বীনি মাসায়িল শিক্ষাদান মাদ্রাসাটি নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বীনি ইসলামের সংরক্ষণ দ্বীনের উপর আঘাতকারী সকল খোদাদ্রোহীকে কঠোর হস্তে দমনপূর্বক সমাজ থেকে সর্বপ্রকার নাস্তিকতাবাদ, শিরক, কুফর, বিদআত, অত্যাচার ও পাপাচারের মূলৎপাটন করতঃ সুষ্ঠু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এর চরম ও পরম লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

মাদ্রাসার কর্মধারা ঃ জামেয়া করীমিয়া নুরুল উলুম মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষার একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর শিক্ষা কার্যক্রম শিশু শ্রেণী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ইসলামী শিক্ষা দাওরায়ের হাদীস (এম.এ ইসলামিক স্টাডিজ) কোর্স পর্যন্ত বিস্তৃত। অতি উন্নত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে কুরআন হাদীস, ফিকহ তাফসীর, উলুম, আকায়িদ ইত্যাদির দরস দেওয়া হয়। তাছাড়া বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশপাশি ছাত্রদের আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য মাদ্রাসার বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ ইনামুল মাজেদী

মাওলানা মোহাম্মদ ইনামুল মাজেদী পিতা মৃত আবু জাহেদ মোঃ আব্দুল মাজেদ মাতা মোছাঃ রোকেয়া বেগম রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার লালচাঁদপুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার শৈশব ও বাল্যকাল গ্রামে কাটে। ১৯৯০ ইং সালে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন দাখিল (বিজ্ঞান) পরীক্ষা ১ম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৯৩ সালে আলম (বিজ্ঞান) ১ম বিভাগে ১৯৯৪ ইং সালে ফাযিল ২য় বিভাগে ১৯৯৭ সালে কালিম আদব বিভাগ থেকে ১ম বিভাগে কৃতকার্য হন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি সমাজ কল্যাণ ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এলাকার জনগণের সহযোগিতায় উত্তর চন্দন ঘাট বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১লা মার্চ ২০০০ ইং সালে উত্তর চন্দন ঘাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপারিনটেন্ড হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৪ ইং সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০৪ ইং শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান (মাদ্রাসা পর্যায়ে) নির্বাচিত হন। ০১/০৬/০৪ থেকে ০৮/০৬/০৪ ইং পর্যন্ত রংপুর জেলা স্কুল রংপুর এ অনুষ্ঠিত ২২৭তম স্কাউট ইউনিট লীডার হিসেবে বেসিক কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন কৃতকার্য হন। মানব সম্পদ উন্নয়ন ধর্মীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এছাড়া তিনি আমেরিকার এন.ডি.আই. কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি বিভিন্ন জন কল্যাণ মূলক কাজে সবসময় নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন, যেমন সভাপতি, রংপুর জেলা মাদ্রাসা শিক্ষক কল্যাণ সমিতি। সহসভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস্ রংপুর সদর উপজেলা। সহসভাপতি, রংপুর সদর উপজেলা স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতি। আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ রেড ক্রিমেন্ট সোসাইটি রংপুর ইউনিট। সদস্য, ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্ট রংপুর সদর, রংপুর। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার প্রায় একশত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি প্রতক্ষ্যও পরোক্ষ্য ভাবে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে তিনি কেল্লাবন্দ দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ড পদে কর্মরত আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল কর্তৃক প্রচারিত এ ধর্ম দীর্ঘপথ পরিক্রমায় অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বিশ্ব-নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পল্লব, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে পূনর্তা লাভ করে। মহানবী (সাঃ)-এর সুমহান বানী প্রচারের মাধ্যমে আরবের জাহেলী সমাজকে একটি সুশীল সমাজে রূপান্তরিত করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই ইসলামের দাওয়াতী মিশন আরব ভূখন্ডের বাইরে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। দশম হিজরীতে (জিল হজ্জ মাসে) ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষনে রাসূল (সাঃ) লক্ষাধিক জনতার সামনে ইসলামকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি ঘোষনা করেন, আমার নিকট থেকে একটি বাক্য শুনে থাকলে তা অন্যের নিকট পৌছে দিবে। এ ঘোষনার পর সাহাবায়ে কিরামের একটি অংশ বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলামের সুমহান বানী পশ্চিমে মরক্কো, পতুর্গাল থেকে পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ এমনকি সুদূর চীন পর্যন্ত পৌছে যায়। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্য ও উপাত্তের অপ্রতুলতায় সর্বপ্রথম কখন এবং কিভাবে এ উপমহাদেশে তথা বঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র, আরব ভৌগলিকদের বিবরণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সাহায্যে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম আগমনের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ঐতিহাসিকগণের মতে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে হাবশায় হিজরতকারী দলের অন্যতম সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবা বানিজ্য উপলক্ষে চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে খলোয়ার উপকূলে যাত্রা বিরতির মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেন। এরপর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই এ দেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। পরবর্তীকালে আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে অগনিত মুবাল্লিগ এদেশে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তারা এখানে এসেছেন কখনও বনিকরূপে, কখনও দরবেশ রূপে আবার কখনও মুজাহিদ হিসেবে। তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে। ব্যক্তিগত ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ্। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়। বস্তুত মুসলমানগণ এদেশে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। আর এ ধারার সূচনা হয় মুলত ৯৩ হিজরীতে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম এর নেতৃত্বে সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মধ্য দিয়ে। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, হিজরী প্রথম শতকেই (খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দী) ভারত পর্যন্ত তথা বঙ্গদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসে। এ কথা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিভাত যে, ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নদীয়া বিজয় এবং পরবর্তীতে মুগীস উদ্দীন যুজবাকের মাধ্যমে এ

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় সুসংহত করার মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশ পুরোপুরি মুসলিম শাসনাধীনে আসে। গোটা বঙ্গ ইসলাম প্রচারক, সূফী-সাধক ও ওলী দরবেশের দ্বারা ছেয়ে যায়।

এ সময়ে রংপুরে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর-আউলিয়া, ফকীর-সূফীদের অবদান নিঃসন্দেহে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা রংপুরবাসীদের সামনে ইসলামের সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরেছিলেন। ফলে রংপুরবাসী ইসলামের ছায়াতলে এসে সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। এদের মধ্যে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, মখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাহাঁগাশ্‌ত বুখারী, হযরত শাহ সূফী সৈয়দ আবু জাফর মাদানী, গোরা সৈয়দ পীর, পাগলাপীর, হযরত শেখ মাহমুদ বাসিন (ঘোড়াপীর), শাহ ইসমাঈল গাজী অন্যতম।

এছাড়া রংপুরে ইসলাম প্রচার কালে প্রাচীন মসজিদ ও মাযার সমূহের ভূমিকাও কম ছিল না। ইজারাদারের মসজিদ, মুহাম্মদ শাহের মসজিদ, মনসূর খাঁর মসজিদ, রতিপুর কেরামতিয়া বড় জামে মসজিদ, কেউট মসজিদ, রসূলপীরের মাযার, মুরাদ শাহ কামালের মাযার, শাহ কলন্দরের মাযার, বদরপীরের মাযার, শাহ গরীবুল্লাহ দরবেশের মাযার, পাঁচপীরের দরগাহ, পীর হযরত জাকারীয়া (রহঃ)-এর মাযার, তারা বিবি ও কমরউদ্দীন খানের মাযার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল মসজিদ ও মাযার রংপুর অঞ্চলে আগত বিভিন্ন সূফী-সাধকের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নিরব সাক্ষী হিসাবে বিদ্যমান। সূফী সাধকদের বদৌলতে রংপুরের ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে অনেক জ্ঞানী গুনী ইসলামী চিন্তাবিদ জন্ম নেয়। তাদের প্রচেষ্টা ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় এ অঞ্চলে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ইসলামী পাঠাগার স্থাপিত হয়। কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর ক্যাডেট কলেজ, রংপুর ক্যান্টপাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বড় রংপুর কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, ধাপ সাতগাড়া বাইতুল মোককারম কামিল মাদ্রাসা, জামিয়া করীমিয়া নূরুল উলুম মাদ্রাসা, লাল চাঁদপুর খায়রুল উলুম বহুমুখী ফাযিল মাদ্রাসা, মুলাটোলা মদীনাতুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা, ভীমপুর শাইলবাড়ী মাদ্রাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে জেলার অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এখানে জন্ম নেয়া অনেক কৃতি সন্তান আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত	ইসলামী বিশ্বকোষ
২. বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত	বাংলা বিশ্বকোষ
৩. এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত	বাংলা পিডিয়া
৪. রংপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত	রংপুর জেলার ইতিহাস
৫. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক	বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১ম-সংস্করণ, ১৯৩৫
৬. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক	পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৪৮
৭. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই, ১৯৭৭
৮. ডক্টর গোলাম সাকলায়েন	বাংলাদেশ সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৌষ, ১৩৬৮
৯. মুহাম্মদ তালেব উদ্দিন	মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, সাদি পাবলিকেশন, রংপুর, ১৯৭৫
১০. অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব	ছোটদের মাওলানা কেরামত আলী
১১. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান	রঙ্গপুরের প্রাচীন ইতিহাস, প্রথম খন্ড
১২. এ.কে.এম নাসির উদ্দিন	নীলফামারীর ইতিহাস
১৩. খান বাহাদুর চৌধুরী	কোচবিহারের ইতিহাস
১৪. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়	বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (স্বাধীন সুলতানী আমল)
১৫. আব্দুল মান্নান তালিব	বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা; আধুনিক প্রকাশনী ১৯৮০)
১৬. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	মুসলিম বাংলা সাহিত্য
১৭. শ্রী ধর্মনারায়ণ সরকার ভক্তি শাস্ত্রী	উত্তর বঙ্গীয় রাজবংশীয় ও ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস
১৮. রমেশচন্দ্র মুজমদার	বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)
১৯. আবুল কাশিম ফিরিশতা	তারিখ-ই ফিরিশতা
২০. ডঃ এবনে গোলাম সামাদ	বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮৭
২১. W.W. Hunter	Statistical Accounts of Bangal, London,1876
২২. M.A. Rahim	Social and cultural History of Bangal, Vol-I & ii Karachi.
২৩. নীহার রঞ্জন রায়	বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলিকাতা ১৩৫৯।
২৪. মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী	রংপুরে ইসলাম।
২৫. হায়দার আলী চৌধুরী	পলাশী যুদ্ধোত্তর আজাদী সংগ্রামের পাদপীঠ । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৭।
২৬. মতিয়ার রহমান বসনিয়া	রংপুর পরিচিতি।
২৭. E.A Gait	A History of Assam

Dhaka University Institutional Repository

২৮. Bangladesh District Gazetteer. Rangpur, 1977

২৯. Rangpur District (1933-37)

৩০. ডক্টর মোঃ আব্দুস সাত্তার বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব।

৩১. মুহাম্মদ লুতফুল হক ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি।

৩২. ডক্টর আব্দুল করীম বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭)।

৩৩. ডক্টর আব্দুল করীম মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)।

৩৪. আব্দুল হক ফরীদি মাদ্রাসা শিক্ষা-বাংলাদেশ (ঢাকা; বাংলা একাডেমি ১৯৮৫)।

৩৫. ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুসলিম ও বৃটিশ উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা (ঢাকা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫)

৩৬. ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েক জন মুসলিম দিশারী (ঢাকা; কামিয়াব প্রকাশন, ২০০০)।

৩৭. মুহাম্মদ আব্দুল জলিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা বাঙ্গালী সমাজ (ঢাকা; বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬)।

৩৮. আজকার ইবনে শাইখ মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ সাল)।

৩৯. আব্বাস আলী খান বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ সাল)।

৪০. মুহাম্মদ আব্দুল খালেক মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

৪১. ড. মুহাম্মদ আজহার আলী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪সাল)।

৪২. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা; ই.ফা.বা. ১৩১৪ বাংলা)

৪৩. মাওলানা আব্দুস সাত্তার আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ সাল)।

৪৪. মুহাম্মদ আলমগীর ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ সাল)।

৪৫. এ,কে,এম আব্দুল আলিম ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯)

৪৬. এ.এস,এম, আব্দুল জলিল দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ (ঢাকা; ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৪)।

৪৭. শেরওয়ানী আমানুল্লাহ খান অল ইন্ডিয়া এডুকেশন কনফারেন্স- ১৮১৪ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. আহমদ ইমাজ উদ্দীন	ড. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা; বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৪ সাল)।
৪৯. ড. এম,এ, রহিম	বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, ১ম খণ্ড (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ সাল)।
৫০. ড. মুহাম্মদ এসহাক	ইল্‌মে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান (ঢাকা; ই.ফা. বা. ১৯৯৩ সাল)।
৫১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক	মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা একাডেমী, ১৯৮৫ সাল)
৫২. প্রসন্ন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা ইতিহাস নবাবী আমল ২য় সংস্করণ (কলিকাতা ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী, ১৩১৫ বাংলা)।
৫৩. কে. আলী	ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা; আলী পাবলিকেশন, ১৯৭৬ সাল)।
৫৪. প্রফেসর খুরশেদ আহমদ	নেজামে তালীম (ইসলামাবাদ; ইন্সটিটিউট অব পলিসি ষ্টাডিজ ১৯৯৩ সাল)।
৫৫. ড. গোলাম সাকলাইন	বাংলাদেশের সূফী সাধক (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ সাল)।
৫৬. অধ্যাপক গৌরদাস হাওলাদার	ভারতের শিক্ষা সমস্যা (কলিকাতা; ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৭১ সাল)।
৫৭. এস,এম, জাফর	মুসলিম ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ সাল)।
৫৮. নেজামে ইমতেসান জিয়াউদ্দীন	মুসলিম ইন্সটিটিউট জার্নাল ১ম খণ্ড, কলিকাতা।
৫৯. আহমদ তোফায়েল	যুগে যুগে বাংলাদেশ (ঢাকা; নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১ সাল)।
৬০. সৈয়দ ফরিদ আহমদ আব্বসী	মাদার-ই-আজম, বঙ্গানুবাদ-মুহাম্মদ পিয়ার আলী নাজির (ঢাকা; কাজেমিয়া ফাউন্ডেশন, ১৪০৪হি.)।
৬১. মওলানা নূরুল রহমান	তাজকিরাতুল আওলিয়া (ঢাকা; এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ সাল)।
৬২ বাঙ্গালীর ইতিহাস নিহার রঞ্জন রায়	আদি পর্ব (কলিকাতা; জেনারেল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, ১৩৬৫ বাংলা)।
৬৩. এ.কে.এম মোজাম্মেল হক	ভারত বর্ষে শিক্ষার ক্রমবিকাশ (ঢাকা; ১৯৭৬ সাল)।
৬৪. অধ্যাপক মোহাম্মদ মমিন উল্লাহ	শিক্ষার ইতিহাস (ঢাকা; মাতা প্রকাশনী, ১৯৬৯ সাল)
৬৫. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা; গ্লোব লাইব্রেরী লিমিটেড ১৯৭৫ সাল)।
৬৬. মাওলানা মুশতাক আহমদ	তাহ্‌রীকে দেওবন্দ (ঢাকা; শান্তিধারা প্রকাশনী ১৯৯২ সাল)।
৬৭. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	রাসায়েল মাসায়েল ৫ম খণ্ড (ঢাকা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্স একাডেমী, ১৯৯১ সাল)।

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী — শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী দৃষ্টিকোণ (ঢাকা; ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯১ সাল)।

৬৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, — আলোর মশাল দারুল উলুম হাটবাজারী ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (চট্রগ্রাম; মাসিক মঈনুল ইসলাম, ১৯৯৫ সাল)।

৭০. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন — বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা (ঢাকা

৭১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, — বাংলার ইতিহাস ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং ১৯৩৭ সাল)।

৭২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, — বাংলার ইতিহাস ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং ১৯৩৭ সাল)।

৭৩. ড. রমেশ চন্দ্র দে মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ৪র্থ (কলিকাতা; জেনারেল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৭ সাল)।

৭৪. ড. রমেশ চন্দ্র দে মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (কলিকাতা; জেনারেল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৭ সাল)।

৭৫. মাওলানা রফিক আহমদ — মাসিক আততাওহীদ (চট্রগ্রাম; আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া, ১৯৮৭ সাল)।

৭৬. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন — ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, শায়ক শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ সাল) ৩২ বর্ষ, ১ম খণ্ডও ৪র্থ (একত্রিত) সংখ্যা।

৭৭. হযরত শাহজালাল শামসুল আলম — (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ সাল)।

৭৮. মুহম্মদ সিকন্দর আলী ইব্রাহীমী — বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা অতীত-বর্তমানে (ঢাকা; জাকিয়া পাবলিশার্স ১৯৯১ সাল)।

৭৯. মুখোপাধ্যায় সুখময় — বাংলার ইতিহাসের দুশ বছর ২য় খণ্ড (কলিকাতা; ভারতীয় বুক ষ্টল, ১৯৮৮ সাল)।

থিসিসঃ

১. তৌফিকা আকতার — বেগম রোকেয়ার সমাজ চিন্তায় মুসলিম নারী ও ইসলাম প্রসঙ্গ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২. পারভীন সুলতানা — মুসলিম নারী শিক্ষা সম্প্রসারনে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদান, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩. আবু তাহের মনসূর — বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, ইসলামী ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪. আবু ইউছুফ মোঃ নেছার উদ্দীন — ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা/ স্মরণিকা

১. বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।
২. উন্নয়ন (ত্রৈমাসিক) রংপুর জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।
৩. পৃথিবী (মাসিক) নভেম্বর ১৯৮৯
৪. দৈনিক দাবানলঃ ষষ্ঠবর্ষপূর্তি সংখ্যা।
৫. সংবর্ত, ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিশেষ সাধারণ সভা ২০০৩, কারমাইকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, ঢাকা।
৬. আমরা সবাই আছি বাহে, স্বরণিকা, ২০০২, নীলফামারী জেলা সমিতি, ঢাকা।
৭. জাগো বাহে কোনঠে সবায়- স্বরণিকাঃ বৃহত্তর রংপুর জেলা সমিতি।
৮. সেনুয়া-তৃতীয় সংখ্যা-ঢাকা ইউনিভার্সিটি এসোশিয়েশন অব ঠাকুরগাঁও।
৯. আল্‌বিদা স্মরণিকা ২০০৬, রড় রংপুর কারামতিয়া মাদ্‌রাসা মাহিগঞ্জ রংপুর।
১০, আল করীম ২০০৪, জামিয়া করীমিয়া নূরুল উলুম জুম্মাপাড়া, রংপুর।

অফিস/ কার্যালয়

১. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর।
২. তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিস, ঢাকা।
৩. প্রেস ক্লাব, রংপুর
৪. নোটারী ক্লাব অফিস, রংপুর।
৫. জেলা শিক্ষা অফিস, রংপুর।
৬. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, রংপুর।
৭. জেলা পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিস, রংপুর।
৮. জেলা সমাজ সেবা অফিস, রংপুর।
৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস, রংপুর।
১০. রংপুর জেলা সমিতি, ঢাকা।
১১. বৃহত্তর রংপুর জেলা সমিতি, ঢাকা।
১২. নীলফামারী জেলা সমিতি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

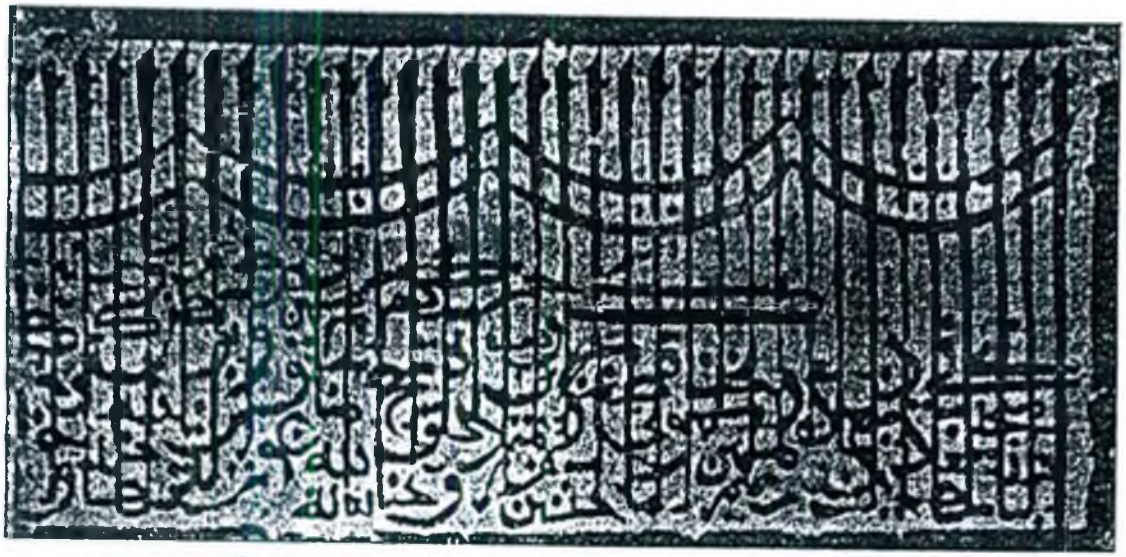

হোসেনশাহী আমলের কাটা দুয়ার মসজিদের শিলালিপি (রংপুর)

ইসলামী বিশ্বকোষ

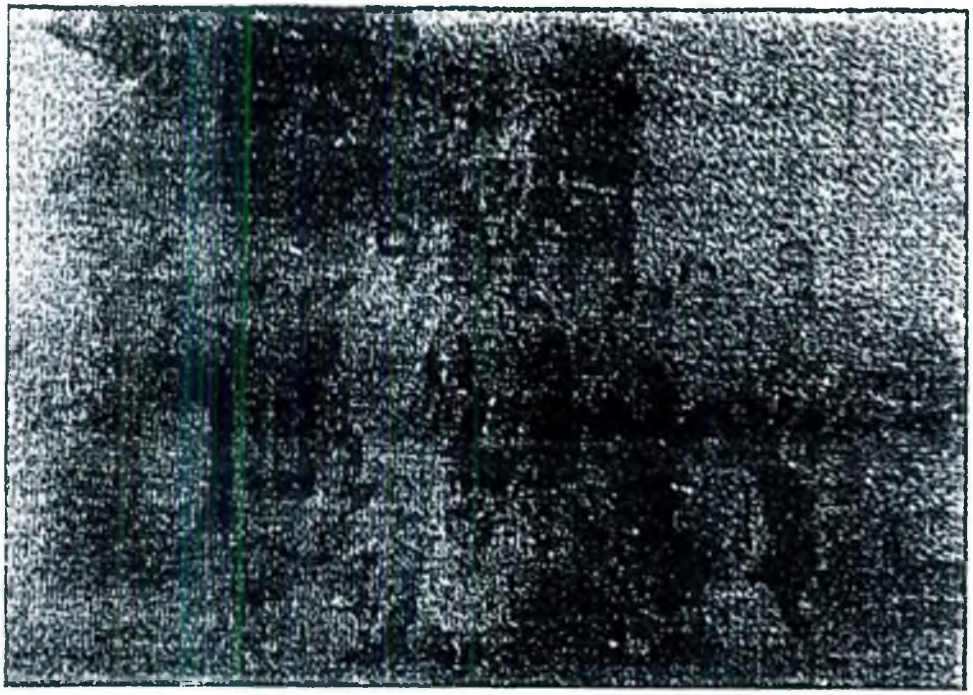

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

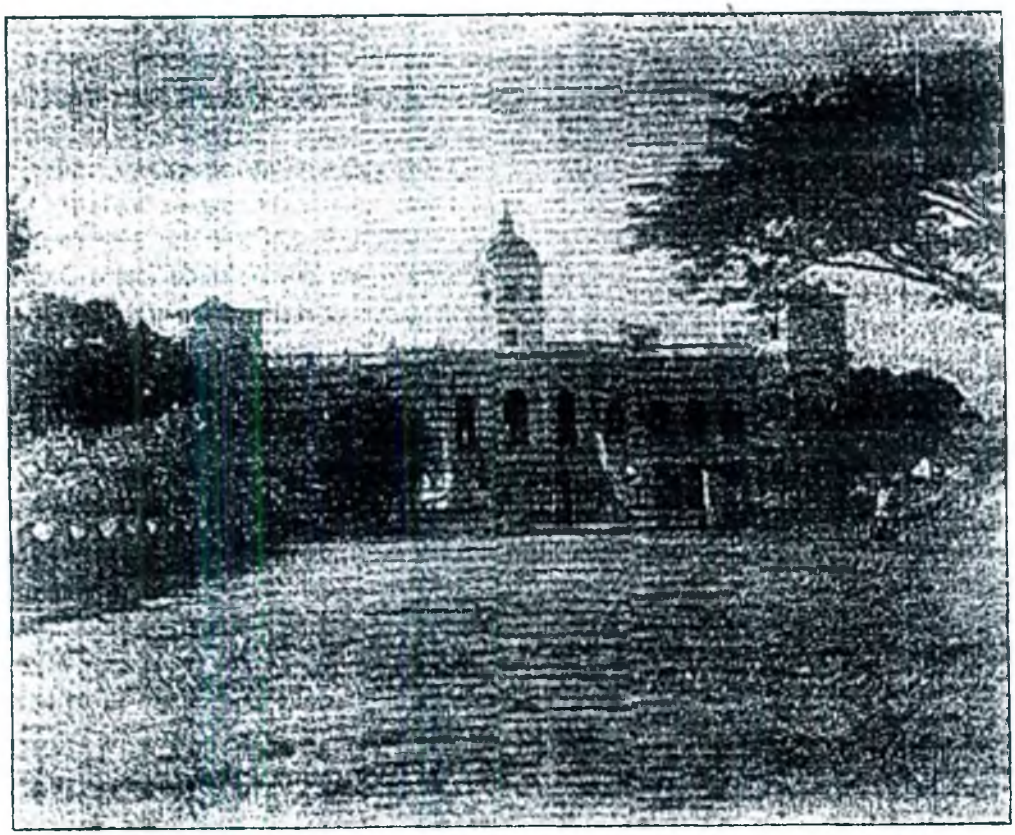

তাজ হাট রাজবাড়ি, রংপুর

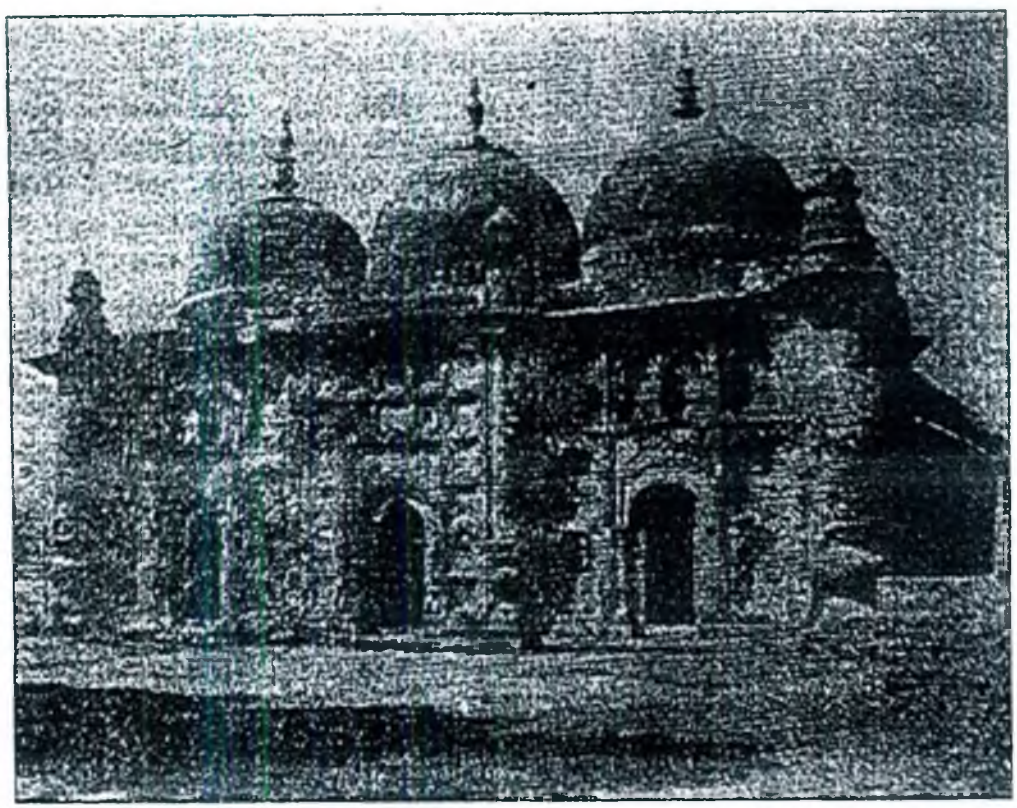

মিঠাপুকুর মসজিদ, মিঠাপুকুর, রংপুর

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী(র)-এর মসজিদ ও মাযার, মুন্সিপাড়া(রংপুর শহর)

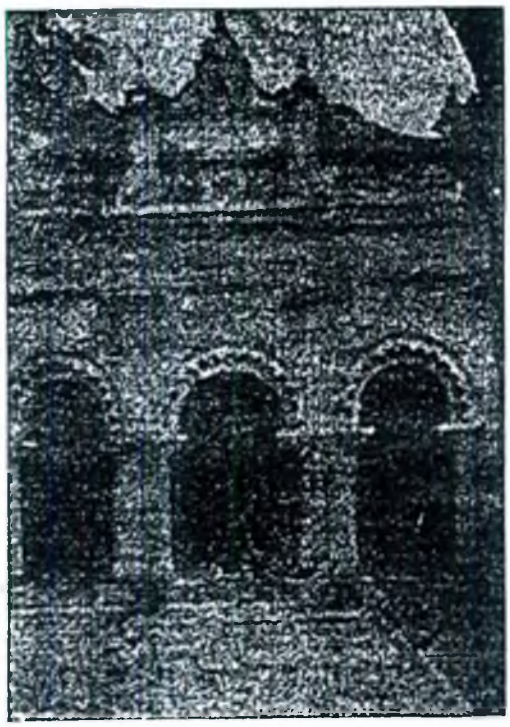

শাহ্ সায়্যিদ জালাল বুখারী(র)-এর মাযার মাহীগঞ্জ, রংপুর

Dhaka University Institutional Repository

১১২৬/১৭১৪ সালের একটি আরবী শিলালিপি, ফুলচৌকি, রংপুর হইতে সংগৃহীত

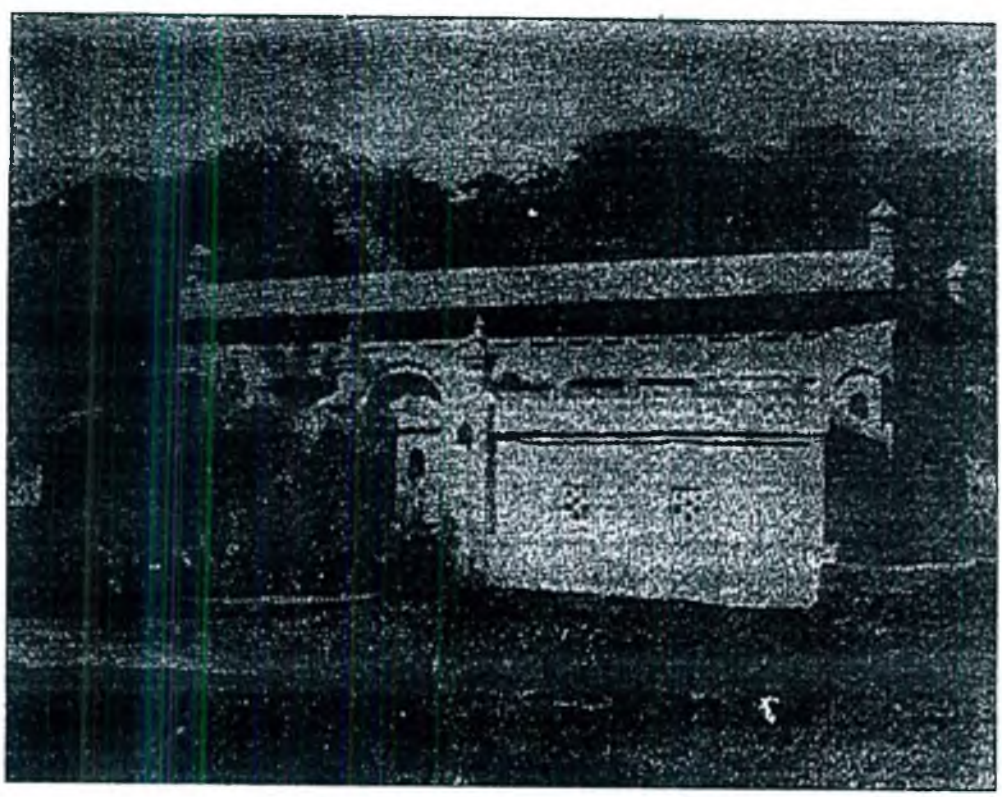

শাহ্ ইসমাঈল গাজীর দরগাহ্ (রংপুর)

Dhaka University Institutional Repository

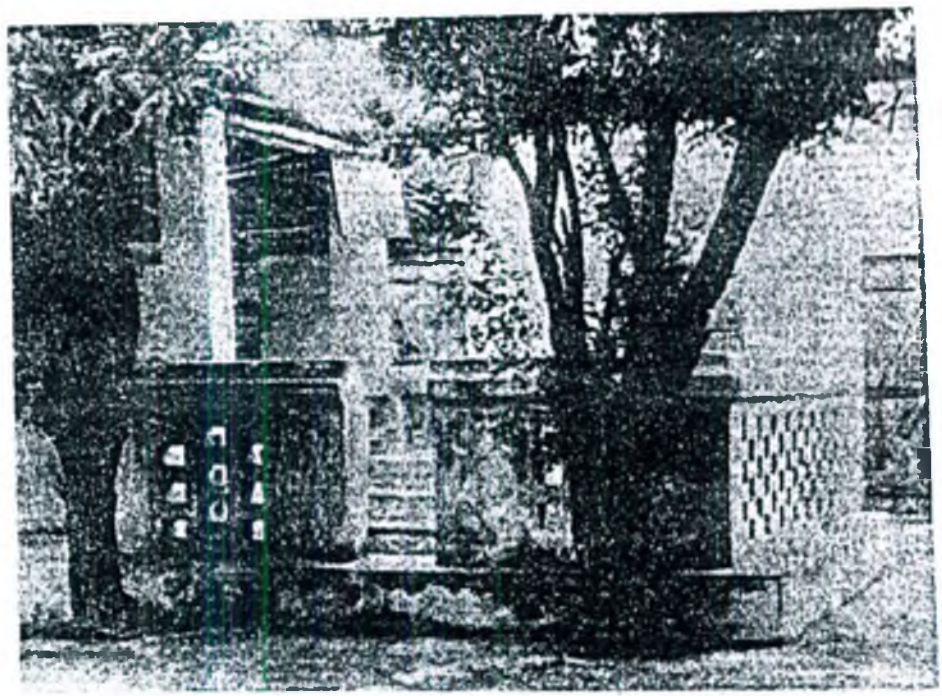

মাঝে মাঝে পবিত্র ওরশ উপলক্ষে রংপুরে এসে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র)-এর বংশধর এখানে অবস্থান করেন।

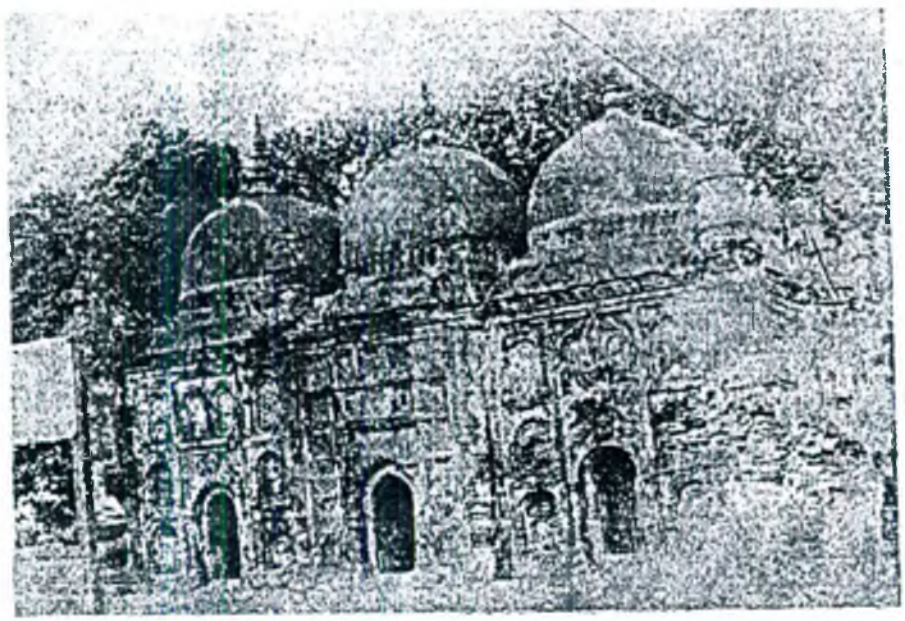

রংপুরের অর্ন্তগত মিঠাপুকুর থানায় বিদ্যমান ৩ গম্বুজের মসজিদ।

Dhaka University Institutional Repository

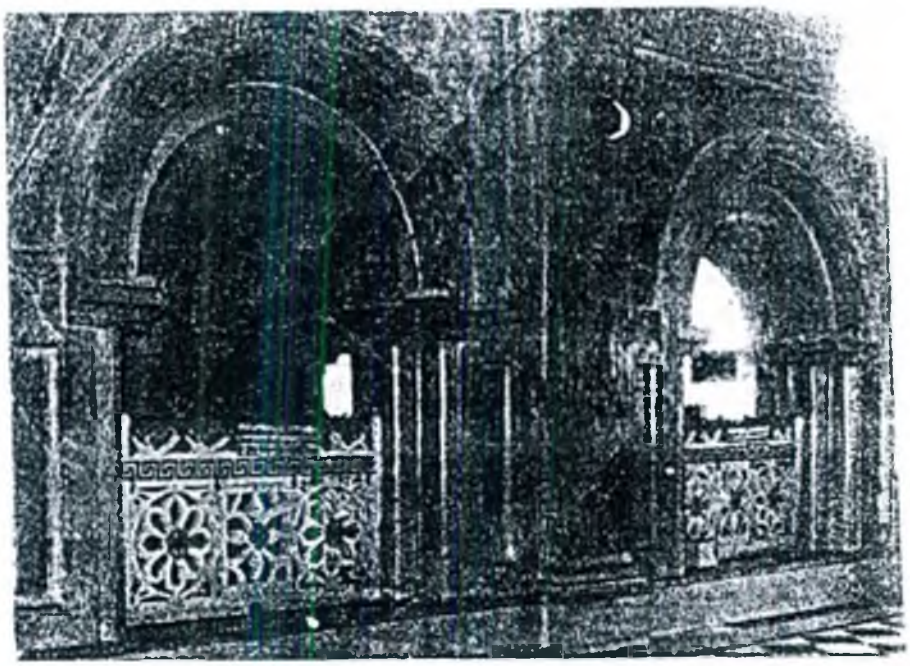

কেরামতিয়া মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী(র)- ও তাঁর বিবির মাযার (রংপুর)

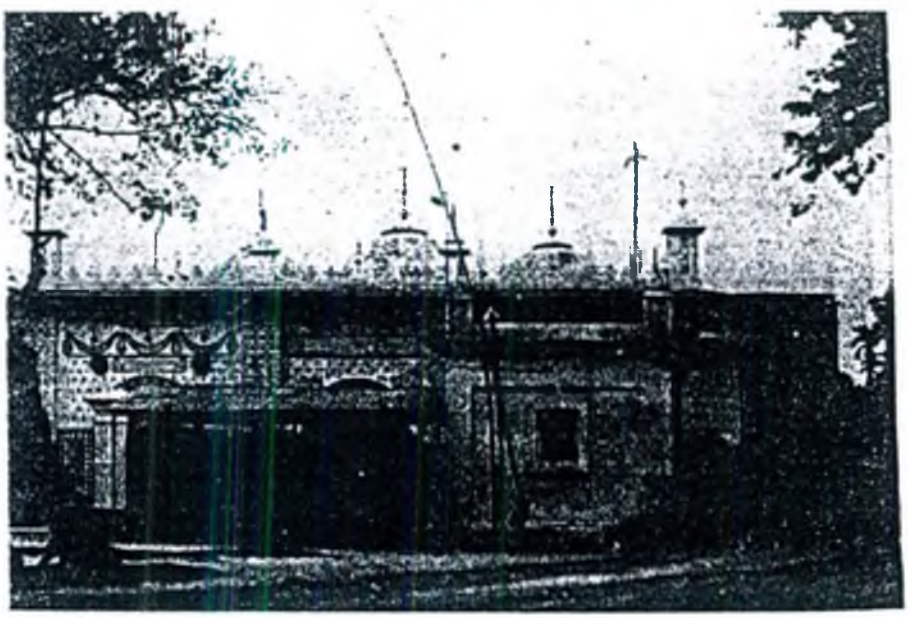

কেরামতিয়া মসজিদ, (রংপুর)

Dhaka University Institutional Repository

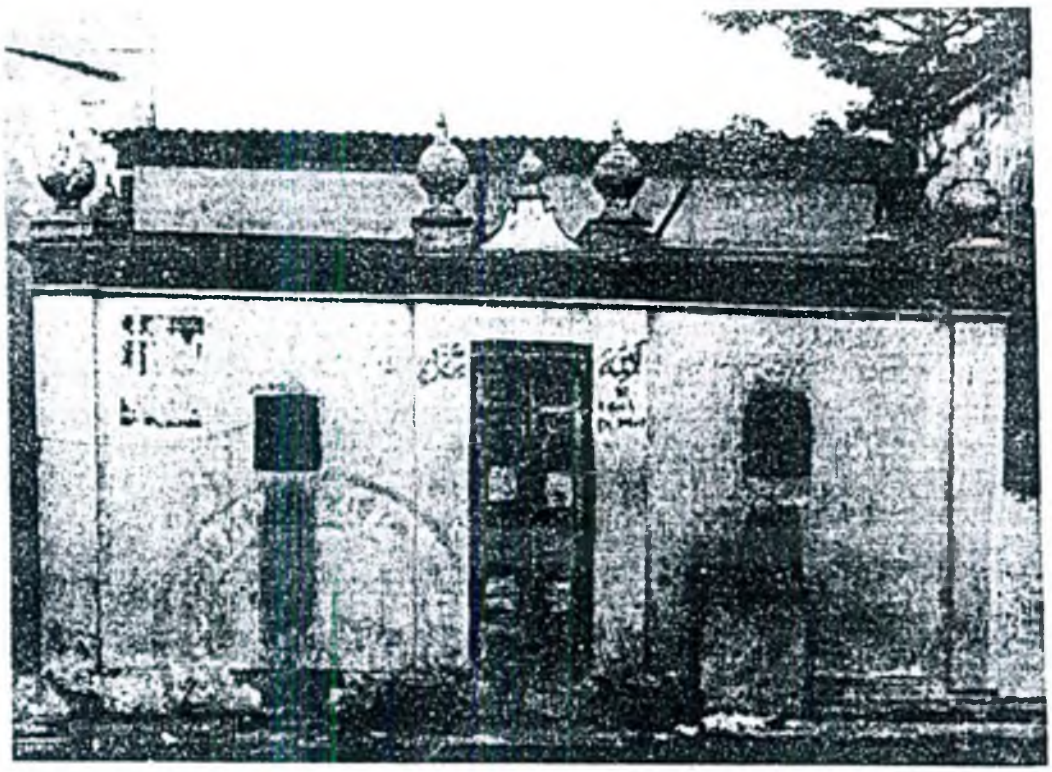

পাঁচ পীরের দরগাহ্ , রংপুর।

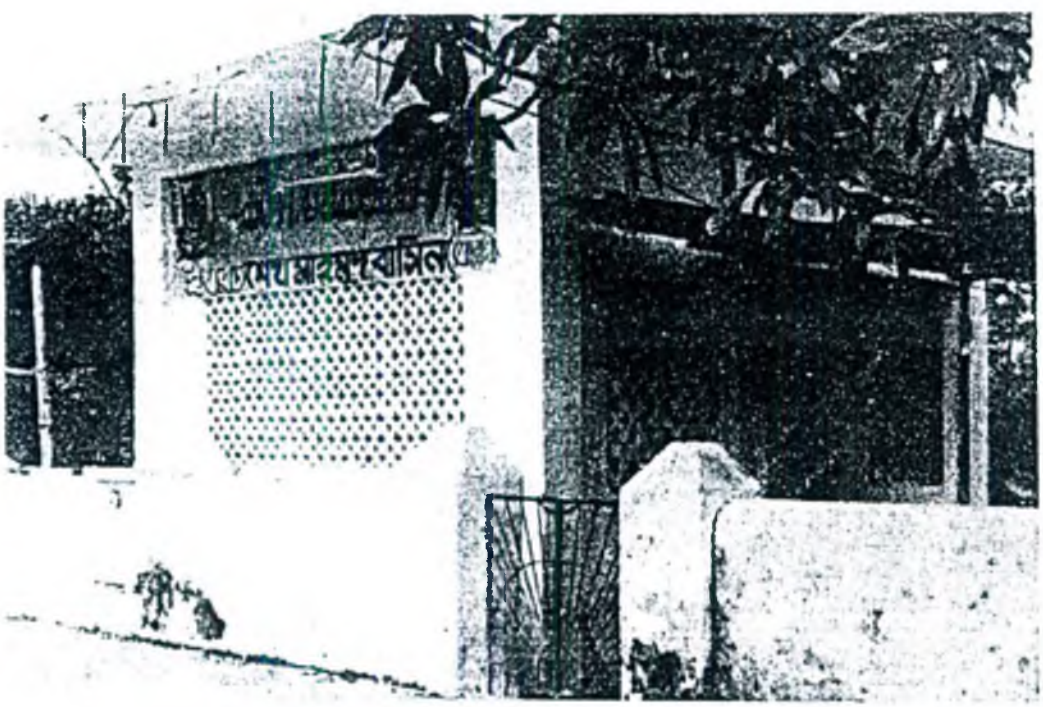

শেখ মাহমুদ বাসিনের (ঘোড়া পীরের) মাযার, রংপুর।